সুনান
ইবনে মাজা
দ্বিতীয় খণ্ড

সুনান ইবনে মাজা

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল ঃ আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
(জ. ২১৫হি./৮৩০ খৃ.; মৃ. ৩০৩ হি./৯১৫খৃ.)

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ মূসা
বি. কম. (অনার্স) ; এম. কম ; এম. এম.

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৮৬

ISBN-984-840-000-1-Set

১ম প্রকাশ

জমাদিউল আউয়াল	১৪২২
শ্রাবণ	১৪০৮
আগস্ট	২০০১

নির্ধারিত মূল্য ঃ ২১২.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

سنن ابن ماجه -এর বাংলা অনুবাদ

SUNANE IBN MAJA-2nd volume. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Net Price : Taka 212.00 Only.

অনুবাদকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ। ইমাম ইবনে মাজা (র)-এর আস-সুনান শীর্ষক হাদীসের সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং তিনি যা থেকে তোমাদের বিরত থাকতে বলেন তা থেকে বিরত থাকো" (সূরা হাশর ঃ ৭)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যাবত তোমরা তা আকড়ে ধরে থাকবে তাবৎ পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ (হাদীস)"।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, লর্ড ম্যাকোলের ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা হেদায়াতের এই দু'টি জিনিসকেই আমাদের হস্তচ্যুত করে ফেলেছে। আজ আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে বলতে গেলে গ্রামে-গঞ্জের একজন অজ্ঞ-মূর্খ ক্ষেতমজুরের সমপর্যায়ের অজ্ঞ। আজ ইহুদী-খৃস্টান জাতি নয়, মুসলমান নামধারি একদল লোক ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, একে সমাজ জীবন থেকে কোণঠাসা করে মসজিদের চৌহদ্দীর মধ্যে বন্দী করার অপপ্রয়াস পাচ্ছে। তাদের ধারণা, নামায-রোযা ইত্যাদির মত কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নামই ইসলাম এবং এটুকু পালন করেই মুসলমান থাকা যায়। অজ্ঞতার কারণে এই ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়ে তারা আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের হাদীসের নির্দেশ বেপরোয়াভাবে লংঘন করছে, এর বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছে।

এই সংকটজনক মুহূর্তে বাংলা ভাষায় কুরআন-হাদীসের চর্চা ব্যাপকতর করতে হবে। মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে তা পৌছিয়ে দিতে হবে। এই সংকল্প নিয়েই গ্রন্থখানির বাংলা অনুবাদ পেশ করা হলো। আল্লাহ আমাদের সকলের শ্রম কবুল করুন এবং তাঁর বান্দাদের হেদায়াতের পথে পরিচালিত করুন। আমীন ॥

মুহাম্মদ মূসা
গ্রাম ঃ শৌলা, পোঃ কালাইয়া
থানা ঃ বাউফল, জিলা ঃ পটুয়াখালী

তারিখ ঃ ৭ রজব ১৪২১ হি.

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ ৫
কিতাব ইকামাতিস সালাত
(অবশিষ্টাংশ)

অনুচ্ছেদ

ওয়াক্তিয়া সুন্নাত নামাযসমূহ

অনুচ্ছেদ

সালাতুল বিতর

সাহ্ সিজদা

বিবিধ প্রসঙ্গ

অনুচ্ছেদ

সালাতুল ঈদায়ন

নৈশ ইবাদত

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৬

কিতাবুল জানাইয (জানাযা)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৭

কিতাবুস সিয়াম (রোযা)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৮

কিতাবুয যাকাত (যাকাত)

অধ্যায় ঃ ৯

কিতাবুন নিকাহ (বিবাহ)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ১০
কিতাবুত তালাক (তালাক)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ১১
কিতাবুল কাফ্‌ফারাত (কাফ্‌ফারাসমূহ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ঃ ৫

كِتَابُ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ وَالسُّنَّةِ فِيْهَا

(নামায কায়েম করা এবং তার নিয়ম-কানুন)

(অবশিষ্টাংশ)

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮

بَابٌ فِيْ فَرْضِ الْجُمُعَةِ

জুমুআর নামায ফরয।

١٠٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ بُكَيْرٍ اَبُوْ جَنَابٍ (خَبَّابٍ) حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِىُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا وَبَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ اَنْ تُشْغَلُوْا وَصِلُوا الَّذِىْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِى السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ تُرْزَقُوْا وَتُنْصَرُوْا وَتُجْبَرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا فِىْ يَوْمِىْ هٰذَا فِىْ شَهْرِىْ هٰذَا مِنْ عَامِىْ هٰذَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فِىْ حَيَاتِىْ اَوْ بَعْدِىْ وَلَهُ اِمَامٌ عَادِلٌ اَوْ جَائِرٌ اسْتِخْفَافًا بِهَا اَوْ جُحُوْدًا لَهَا فَلاَ جَمَعَ اللّٰهُ لَهُ شَمْلَهُ وَلاَ بَارَكَ لَهُ فِىْ اَمْرِهِ اَلاَ وَلاَ صَلاَةَ لَهُ وَلاَ زَكَاةَ لَهُ وَلاَ حَجَّ لَهُ وَلاَ صَوْمَ لَهُ وَلاَ بِرَّ لَهُ حَتّٰى يَتُوْبَ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَلاَ لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَاَةٌ رَجُلاً وَلاَ يَؤُمَّ اَعْرَابِىٌّ مُهَاجِرًا وَلاَ يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا اِلاَّ اَنْ يَّقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ .

১০৮১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেন ঃ হে মানবমণ্ডলী! তোমরা মরার পূর্বেই আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করো এবং কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ার পূর্বেই সৎ কাজের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। তাঁর অধিক যিকিরের মাধ্যমে তোমাদের রবের সাথে তোমাদের সম্পর্ক স্থাপন করো এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে অধিক পরিমাণে দান-খয়রাত করো, এজন্য তোমাদের রিযিক বাড়িয়ে দেয়া হবে, সাহায্য করা হবে এবং তোমাদের অবস্থার সংশোধন করা হবে। তোমরা জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমার এই স্থানে আমার এই দিনে, আমার এই মাসে এবং আমার এই বছরে তোমাদের উপর কিয়ামতের দিন পর্যন্ত জুমুআর নামায ফরয করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি আমার জীবদ্দশায় বা আমার ইনতিকালের পরে, ন্যায়পরায়ণ অথবা যালেম শাসক থাকা সত্ত্বেও, জুমুআর নামায তুচ্ছ মনে করে বা অস্বীকার করে তা বর্জন করবে, আল্লাহ্ তার বিক্ষিপ্ত বিষয়কে একত্রে গুছিয়ে দিবেন না এবং তার কাজে বরকত দান করবেন না। সাবধান! তার নামায, যাকাত, হজ্জ, রোযা এবং অন্য কোন নেক আমল গ্রহণ করা হবে না, যতক্ষণ না সে তওবা করে। যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ্ তাআলা তার তওবা কবুল করেন। সাবধান! নারী পুরুষের, বেদুইন মুহাজিরের এবং পাপাচারী মুমিন ব্যক্তির ইমামতি করবে না। তবে স্বৈরাচারী শাসক তাকে বাধ্য করলে এবং তার তরবারি ও চাবুকের ভয় থাকলে স্বতন্ত্র কথা।

١٠٨٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ سَلَمَةَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِيْهِ اَبِى اُمَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ قَائِدَ اَبِى حِيْنَ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَكُنْتُ اِذَا خَرَجْتُ بِهِ اِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ الْاَذَانَ اسْتَغْفَرَ لِاَبِىْ اُمَامَةَ اَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ وَدَعَا لَهُ فَمَكَثْتُ حِيْنًا اَسْمَعُ ذٰلِكَ مِنْهُ ثُمَّ قُلْتُ فِىْ نَفْسِى وَاللّٰهِ اِنَّ ذَا لَعَجْزٌ اِنِّى اَسْمَعُهُ كُلَّمَا سَمِعَ اَذَانَ الْجُمُعَةِ يَسْتَغْفِرُ لِاَبِىْ اُمَامَةَ وَيُصَلِّى عَلَيْهِ وَلَا اَسْاَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ لِمَ هُوَ فَخَرَجْتُ بِهِ كَمَا كُنْتُ اَخْرُجُ بِهِ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمَّا سَمِعَ الْاَذَانَ اسْتَغْفَرَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَتَاهُ اَرَاَيْتَكَ صَلَاتَكَ عَلٰى اَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ كُلَّمَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ بِالْجُمُعَةِ لِمَ هُوَ قَالَ اَىْ بُنَىَّ كَانَ اَوَّلَ مَنْ صَلّٰى بِنَا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ مَقْدَمِ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ فِىْ نَقِيْعِ الْخَضَمَاتِ فِىْ هَزْمٍ مِنْ حَرَّةِ بَنِى بَيَاضَةَ قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ اَرْبَعِيْنَ رَجُلاً .

১০৮২। আবদুর রহমান ইবনে কাব ইবনে মালেক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা অন্ধ হয়ে গেলে আমি ছিলাম তার পরিচালক। আমি তাকে নিয়ে যখন জুমুআর নামায পড়তে বের হতাম, তিনি আযান শুনলেই আবু উমামা আসআদ ইবনে যুরারা (রা)-র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং দোয়া করতেন। আমি তাকে ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া করতে শুনে কিছুক্ষণ থামলাম, অতঃপর মনে মনে বললাম, আল্লাহ্র শপথ! কি বোকামী! তিনি জুমুআর আযান শুনলেই আমি তাকে আবু উমামা (রা)-র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া করতে শুনি, অথচ আমি তাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করিনি? আমি তাকে নিয়ে যেমন বের হতাম, তদ্রূপ একদিন তাঁকে নিয়ে জুমুআর উদ্দেশ্যে বের হলাম। তিনি যখন আযান শুনলেন তখন তার অভ্যাস মাফিক ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে পিতা! আপনি জুমুআর আযান শুনলেই আমি কি আপনাকে দেখি না যে, আপনি আসআদ ইবনে যুরারা (রা)-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তা কেন? তিনি বলেন, প্রিয় বৎস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা থেকে (মদীনায়) আসার পূর্বে তিনিই সর্বপ্রথম বনূ বাইয়াদার প্রস্তরময় সমতল ভূমিতে অবস্থিত নাকীউল খাযামাত-এ আমাদের নিয়ে জুমুআর নামায পড়েন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা তখন কতজন ছিলেন? তিনি বলেন, চল্লিশজন পুরুষ।

١٠٨٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا اَبُوْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىُّ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَضَلَّ اللّٰهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا كَانَ لِلْيَهُوْدِ يَوْمُ السَّبْتِ وَالْاَحَدُ لِلنَّصَارَى فَهُمْ لَنَا تَبَعٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا وَالْاَوَّلُوْنَ الْمَقْضِىُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ .

১০৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমুআর নামাযের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আমাদের পূর্ববর্তীদের পথভ্রষ্ট করেছেন। ইহূদীদের জন্য ছিল শনিবার এবং খৃস্টানদের জন্য রবিবার। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তারা হবে আমাদের পশ্চাদগামী। আমরা পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে সর্বশেষ আগমনকারী, কিন্তু সৃষ্টিকুলের বিচার অনুষ্ঠানের দিক থেকে হবো সর্বপ্রথম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯

بَابُ فِى فَضْلِ الْجُمُعَةِ

জুমুআর নামাযের ফযীলাত।

١٠٨٤- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِى بُكَيْرٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِى لُبَابَةَ ابْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْاَيَّامِ وَاَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَهُوَ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يَوْمِ الْاَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيْهِ خَمْسُ خِلاَلٍ خَلَقَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ وَاَهْبَطَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ اِلَى الْاَرْضِ وَفِيْهِ تَوَفَّى اللّٰهُ اٰدَمَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا الْعَبْدُ شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْاَلْ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلاَ سَمَاءٍ وَلاَ اَرْضٍ وَلاَ رِيَاحٍ وَلاَ جِبَالٍ وَلاَ بَحْرٍ اِلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ .

১০৮৪। আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমুআর দিন হলো সপ্তাহের দিনসমূহের নেতা এবং তা আল্লাহ্‌র নিকট অধিক সম্মানিত। এ দিনটি আল্লাহ্‌র নিকট কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতরের দিনের চেয়ে অধিক সম্মানিত। এ দিনে রয়েছে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ঃ এ দিন আল্লাহ আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন, এ দিনই আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীতে পাঠান এবং এ দিনই আল্লাহ তাঁর মৃত্যু দান করেন। এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, কোন বান্দা তখন আল্লাহ্‌র নিকট কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তা দান করেন, যদি না সে হারাম জিনিসের প্রার্থনা করে এবং এ দিনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, আসমান-যমীন, বায়ু, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্র সবই জুমুআর দিন শংকিত হয়।

١٠٨٥- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاَكْثِرُوْا عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَىَّ فَقَالَ

رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرَمْتَ يَعْنِى بَلِيْتَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ .

১০৮৫। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের সর্বোত্তম দিন হলো জুমুআর দিন। এ দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে এবং তাতে বিকট শব্দ হবে। অতএব তোমরা এই দিন আমার উপর প্রচুর পরিমাণে দুরূদ পাঠ করো। তোমাদের দুরূদ অবশ্যই আমার নিকট পেশ করা হয়। এক ব্যক্তি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিভাবে আমাদের দুরূদ আপনার নিকট পেশ করা হবে, অথচ আপনি তো অচিরেই মাটির সাথে একাকার হয়ে যাবেন? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ নবীগণের দেহ ভক্ষণ মাটির জন্য হারাম করেছেন।

١٠٨٦-حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ مَا بَيْنَهُمَا مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ .

১০৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহের কাফফারা স্বরূপ, যদি না কবীরা গুনাহ করা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

জুমুআর দিন গোসল করা।

١٠٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ ثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْاَشْعَثِ حَدَّثَنِىْ اَوْسُ بْنُ اَوْسٍ الثَّقَفِىُّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْاِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ اَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا .

১০৮৭। আওস ইবনে আওস আস-সাকাফী (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন (স্ত্রীকে সহবাসজনিত) গোসল

করালো এবং নিজে গোসল করলো এবং সকাল সকাল যানবাহন ছাড়া পদব্রজে মসজিদে এসে ইমামের কাছাকাছি বসলো, মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে খুতবা শুনলো এবং অনর্থক কিছু করলো না, তার জন্য প্রতি কদমে এক বছরের রোযা রাখা ও তার রাত জেগে নামায পড়ার সমান সওয়াব রয়েছে।

١٠٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ اَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ .

১০৮৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর নামায পড়তে আসে সে যেন গোসল করে।

١٠٨٩- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

১০৮৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জুমুআর দিন প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির গোসল করা কর্তব্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرُّخْصَةِ فِى ذٰلِكَ

জুমুআর দিনের গোসল ঐচ্ছিক।

١٠٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَن تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَاَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَا .

১০৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে জুমুআর নামাযে এসে ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসলো এবং নীরবে মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনলো, তার এক জুমুআ

থেকে পরবর্তী জুমুআর মধ্যবর্তী সময়ের এবং আরও তিন দিনের গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়। আর যে ব্যক্তি কংকর স্পর্শ করলো, সে অনর্থক কাজ করলো।

١٠٩١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ عَن يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ يُجْزِئُ عَنْهُ الْفَرِيْضَةُ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ .

১০৯১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন উযু করলো, সে উত্তম কাজই করলো এবং ফরয আদায়ের জন্য তা তার পক্ষে যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি গোসল করলো, তবে গোসলই অধিক উত্তম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّهْجِيْرِ اِلَى الْجُمُعَةِ

সকাল সকাল জুমুআর নামায পড়তে যাওয়ার ফযীলাত।

١٠٩٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُوْنَ النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ مَنَازِلِهِمُ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ طَوُّوا الصُّحُفَ وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ فَالْمُهَجِّرُ اِلَى الصَّلاَةِ كَالْمُهْدِى بَدَنَةً ثُمَّ الَّذِىْ يَلِيْهِ كَمُهْدِىْ بَقَرَةٍ ثُمَّ الَّذِىْ يَلِيْهِ كَمُهْدِى كَبْشٍ حَتّٰى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ زَادَ سَهْلٌ فِى حَدِيْثِه فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا يَجِئُ بِحَقِّ اِلَى الصَّلاَةِ .

১০৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জুমুআর দিন হলে মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফেরেশতাগণ অবস্থান করেন এবং লোকদের আগমনের ক্রমানুসারে তাদের নাম লিখেন। যেমন প্রথম আগমনকারীর নাম প্রথমে। ইমাম যখন খুতবা দিতে বের হন, তখন তারা তাদের নথি গুটিয়ে নেন এবং মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনেন। নামাযে প্রথম আগমনকারীর সওয়াব একটি উট কুরবানীকারীর সমান, তারপরে আগমনকারীর সওয়াব একটি গরু কোরবানীকারীর সমান,

তারপর আগমনকারীর সওয়াব একটি মেষ কোরবানীকারীর সমান, এমনকি তিনি মুরগী ও ডিমের কথা উল্লেখ করেন। সাহ্‌ল ইবনে আবু সাহলের রিওয়ায়াতে আরো আছে ঃ এরপর যে ব্যক্তি আসে, সে কেবল নামায পড়ার সওয়াব পায়।

١٠٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَرَبَ مَثَلَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ التَّبْكِيْرِ كَنَاحِرِ الْبَدَنَةِ كَنَاحِرِ الْبَقَرَةِ كَنَاحِرِ الشَّاةِ حَتّٰى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ .

১০৯৩। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামাযে সকাল সকাল আগমনের একটি উদাহরণ দেন ঃ যেমন উট কোরবানীকারী, গরু কোরবানীকারী, বকরী কোরবানীকারী, এমনকি তিনি মুরগী পর্যন্ত উল্লেখ করেন।

١٠٩٤- حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ اِلَى الْجُمُعَةِ فَوَجَدَ ثَلاَثَةً وَقَدْ سَبَقُوْهُ فَقَالَ رَابِعُ اَرْبَعَةٍ وَمَا رَابِعُ اَرْبَعَةٍ بِبَعِيْدٍ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُوْنَ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ اِلَى الْجُمُعَاتِ الْاَوَّلَ وَالثَّانِىَ وَالثَّالِثَ ثُمَّ قَالَ رَابِعُ اَرْبَعَةٍ وَمَا رَابِعُ اَرْبَعَةٍ بِبَعِيْدٍ .

১০৯৪। আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (র)-র সাথে জুমুআর নামায পড়তে বের হলাম। তিনি মসজিদে গিয়ে তিন ব্যক্তিকে দেখেন যে, তারা তার আগে এসেছে। তিনি বলেন, চারজনের মধ্যে (আমি) চতুর্থ। তবে চারজনের মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তি খুব দূরে নয়। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন লোকেরা আল্লাহ্‌র সামনে বসবে জুমুআর নামাযে তাদের আগমনের ক্রমানুসারে ঃ প্রথম আগন্তুক, দ্বিতীয় আগন্তুক, তৃতীয় আগন্তুক, চতুর্থ আগন্তুক এভাবে। তিনি বলেন, চারজনের চতুর্থ। আর চারজনের মধ্যে চতুর্থজন খুব দূরে নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩

بَابُ مَا جَاءَ فِى الزِّيْنَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

জুমুআর দিন বেশভূষা অবলম্বন করা।

١٠٩٥-حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىٰ بْنِ حَبَّانَ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ سَلاَمٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا عَلٰى اَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرٰى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوٰى ثَوْبِ مَهْنَتِه .

১০৯৫। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছেনঃ তোমরা যদি তোমাদের কাজকর্মের পোশাকদ্বয় ছাড়া জুমুআর দিনের জন্য আরো দু'টি পরিধেয় বস্ত্র ক্রয় করতে।

١٠٩٥(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَيْخٌ لَنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ ابْنِ حَبَّانَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِىُّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ .

১০৯৫(ক)। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শায়বা-একজন শায়েখ-আবদুল হামীদ ইবনে জাফর-মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাব্বান–ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম-তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যেভাষণ দেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٠٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَاٰى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلٰى اَحَدِكُمْ اِنْ وَجَدَ سَعَةً اَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِه سِوٰى ثَوْبَىْ مِهْنَتِه .

১০৯৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি তাদেরকে দৈনন্দিনের পোশাক পরিহিত দেখেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কী হলো যে, তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে সে কি তার কাজকর্মের পোশাকদ্বয় ছাড়া জুমুআর নামাযের জন্য আরো একজোড়া পোশাক গ্রহণ করতে পারে না?

١٠٩٧- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ وَحَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَدِيْعَةَ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاَحْسَنَ غُسْلَهُ وَتَطَهَّرَ فَاَحْسَنَ طُهُوْرَهُ وَلَبِسَ مِنْ اَحْسَنِ ثِيَابِه وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ طِيْبِ اَهْلِه ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى.

১০৯৭। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন উত্তমরূপে গোসল করে, উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, তার উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করে এবং আল্লাহ তার পরিবারের জন্য যে সুগন্ধির ব্যবস্থা করেছেন, তা শরীরে লাগায়, এরপর জুমুআর নামাযে এসে অনর্থক আচরণ না করে এবং দু'জনের মাঝে ফাঁক করে অগ্রসর না হয়, তার এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়।

١٠٩٨- حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِي الْاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَمَنْ جَاءَ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَاِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ .

১০৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ এই দিনকে মুসলমানদের ঈদের দিনরূপে নির্ধারণ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি জুমুআর নামায পড়তে আসবে সে যেন গোসল করে এবং সুগন্ধি থাকলে তা শরীরে লাগায়। আর মিসওয়াক করাও তোমাদের কর্তব্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত।

١٠٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلاَ نَتَغَدَّى اِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

১০৯৯। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমুআর নামায পড়ার পরেই দুপুরের আহার করতাম এবং বিশ্রাম নিতাম।

١١٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ اِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَلاَ نَرٰى لِلْحِيْطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ .

১১০০। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জুমুআর নামায পড়ে ফেরার সময় দেয়ালের এতটুকু ছায়াও দেখতাম না যার ছায়া আমরা গ্রহণ করতে পারি।

١١٠١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ .

১১০১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআযযিন আম্মার ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে সূর্য পশ্চিমাকাশে জুতার ফিতার ন্যায় ঢলে পড়ার পর আযান দিতেন।

١١٠٢-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا نُجَمِّعُ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيْلُ .

১১০২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমুআর নামায পড়ে ফিরে আসার পর দুপুরের বিশ্রাম করতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

জুমুআর দিনের খুতবা।

١١٠٣- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ سَلَمَةَ ثَنَا بِشْرُ ابْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً زَادَ بِشْرٌ وَهُوَ قَائِمٌ .

১১০৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জুমুআর নামাযের) দু'টি খুতবা দিতেন এবং দুই খুতবার মাঝখানে কিছুক্ষণ বসতেন। বিশ্‌র (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে ঃ তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন।

١١٠٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

১১০৪। আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে দেখেছি।

١١٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا غَيْرَ اَنَّهُ كَانَ يَقْعُدُ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُوْمُ .

১১০৫। সিমাক ইবনে হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে সামুরা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। তবে তিনি একবার কিছুক্ষণ বসতেন, অতঃপর (দ্বিতীয় খুতবা দিতে) দাঁড়াতেন।

١١٠٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَقْرَأُ اٰيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلاَتُهُ قَصْدًا .

১১০৬। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, তারপর (প্রথম খুতবা শেষে) বসতেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে কুরআনের আয়াত পড়তেন এবং আল্লাহ্‌র যিকির করতেন। তাঁর খুতবা ও নামায দু'টোই ছিল নাতিদীর্ঘ।

١١٠٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا خَطَبَ فِي الْحَرْبِ خَطَبَ عَلٰى قَوْسٍ وَاِذَا خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ خَطَبَ عَلٰى عَصًا .

১১০৭। সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্রে খুতবা দিলে ধনুকে ভর করে খুতবা দিতেন এবং জুমুআর খুতবা দিলে লাঠিতে ভর দিয়ে খুতবা দিতেন।

١١٠٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ غَنِيَّةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سُئِلَ اَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا اَوْ قَاعِدًا قَالَ اَوَ مَا تَقْرَأُ "وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا" قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ غَرِيْبٌ لاَ يُحَدِّثُ بِهِ اِلاَّ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَحْدَهُ .

১১০৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, না বসে? তিনি বলেন, তুমি কি এ আয়াত পাঠ করোনি (অনুবাদ) ঃ "এবং তারা তোমাকে রেখে গেল দাঁড়ানো অবস্থায়" (সূরা জুমুআ ঃ ১১)? আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, হাদীসটি গরীব সনদে বর্ণিত। কেবল ইবনে আবু শাইবা (র) ব্যতীত এটি অন্য কেউ রিওয়ায়াত করেননি।

١١٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ .

১১০৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠে সালাম দিতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاِسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ وَالْاِنْصَاتِ لَهَا

নীরবে মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনতে হবে।

١١١٠- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ .

১১১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জুমুআর দিন ইমামের খুতবা দানকালে যখন তুমি তোমার সাথীকে বললে, 'চুপ করো' তখন তুমি অনর্থক কাজ করলে।

١١١١- حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَبَارَكَ وَهُوَ قَائِمٌ فَذَكَّرَنَا بِاَيَّامِ اللّٰهِ وَاَبُو الدَّرْدَاءِ اَوْ اَبُو ذَرٍّ يَغْمِزُنِىْ فَقَالَ مَتٰى اُنْزِلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ اِنِّى لَمْ اَسْمَعْهَا اِلاَّ الْاٰنَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ اَنِ اسْكُتْ فَلَمَّا انْصَرَفُوْا قَالَ سَاَلْتُكَ مَتٰى اُنْزِلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ فَلَمْ تُخْبِرْنِىْ فَقَالَ اُبَىٌّ لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلاَتِكَ الْيَوْمَ اِلاَّ مَا لَغَوْتَ فَذَهَبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَاَخْبَرَهُ بِالَّذِىْ قَالَ اُبَىٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَ اُبَىٌّ .

১১১১। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামাযে (খুতবা দিতে) দাঁড়িয়ে সূরা তাবারাকা (মুল্‌ক) পাঠ করেন এবং আমাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র দিনসমূহের ইতিহাস বর্ণনা করেন। আবু দারদা অথবা আবু যার (রা) আমাকে খোঁচা মেরে বলেন, সূরাটি কখন নাযিল হয়েছে? আমি তো তা এখনই শুনলাম। তিনি তার দিকে ইশারা করে বলেন, চুপ করুন। সাহাবীরা চলে গেলে তিনি বলেন, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম সূরাটি কখন নাযিল হয়েছে, অথচ আপনি আমাকে তা অবহিত করেননি? উবাই (রা) বলেন, আজকে আপনার নামায হয়নি, অনর্থক কাজই হয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাঁকে বর্ণনা করেন এবং উবাই (রা) যা বলেছেন, তাঁকে তাও অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উবাই ঠিকই বলেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৭

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ

ইমামের খুতবা দানকালে কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলে।

١١١٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ جَابِرًا وَاَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِىُّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ اَصَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَاَمَّا عَمْرٌو فَلَمْ يَذْكُرْ سُلَيْكًا .

১১১২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা দানকালে সুলাইক আল-গাতাফানী (রা) মসজিদে প্রবেশ করেন। তিনি বলেন ঃ তুমি কি নামায পড়েছ? সে বললো, না। তিনি বলেন ঃ তুমি দুই রাকআত পড়ে নাও। রাবী আমর ইবনে দীনারের বর্ণনায় সুলাইক (রা)-এর নাম উল্লেখিত হয়নি।

١١١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِىُّ ﷺ يُخْطُبُ فَقَالَ اَصَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ .

১১১৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা দানকালে এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। তিনি বলেন ঃ তুমি কি নামায পড়েছ? সে বললো, না। তিনি বলেন ঃ তুমি দুই রাকআত পড়ে নাও।

١١١٤- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالاَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِىُّ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تَجِىءَ قَالَ لاَ قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا .

১১১৪। আবু হুরায়রা ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবারত অবস্থায় সুলাইক আল-গাতাফানী (রা) এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি কি এখানে আসার পূর্বে দুই রাকআত পড়েছ? সে বললো, না। তিনি বলেন ঃ তুমি সংক্ষেপে দুই রাকআত পড়ে নাও।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৮

بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْىِ عَنْ تَخَطِّى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

জুমুআর দিন লোকের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া নিষেধ।

١١١٥-حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِىُّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْلِسْ فَقَدْ اٰذَيْتَ وَاٰنَيْتَ .

১১১৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবারত অবস্থায় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো। সে লোকের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি বসো, তুমি (অন্যকে) কষ্ট দিয়েছ এবং অনর্থক কাজ করেছ।

١١١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتُّخِذَ جِسْرًا اِلٰى جَهَنَّمَ .

১১১৬। সাহল ইবনে মুআয ইবনে আনাস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন লোকের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে অগ্রসর হয়েছে, (কিয়ামতের দিন) তাকে দোযখের পুল বানানো হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৯

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْكَلاَمِ بَعْدَ نُزُوْلِ الْاِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ

ইমামের মিম্বার থেকে নামার পর কথা বলা।

١١١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُكَلِّمُ فِى الْحَاجَةِ اِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

১১১৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন মিম্বার থেকে নেমে প্রয়োজনীয় কথা বলতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯০

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْقِرَاءَةِ فِى الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

জুমুআর নামাযের কিরাআত।

١١١٨-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْمَدَنِىُّ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَخَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ فَصَلّٰى بِنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَاَ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فِى السَّجْدَةِ الْاُوْلٰى وَفِى الْاٰخِرَةِ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ . قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَاَدْرَكْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ حِيْنَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّكَ قَرَاْتَ بِسُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِىٌّ يَقْرَاُ بِهِمَا بِالْكُوْفَةِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ بِهِمَا .

১১১৮। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান ইবনুল হাকাম আবু হুরায়রা (রা)-কে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত করে মক্কায় যান। আবু হুরায়রা (রা) আমাদের নিয়ে জুমুআর দিন নামায পড়লেন। তিনি প্রথম রাকআতে সূরা জুমুআ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা 'ইযা জাআকাল মুনাফিকূন' পড়েন। উবাইদুল্লাহ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) নামায থেকে অবসর হলে আমি তাকে বললাম, আপনি এমন দু'টি সূরা পড়লেন, যা আলী (রা) কূফায় পড়েছিলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দু'টি সূরা পড়তে শুনেছি।

١١١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ اَنْبَانَا ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ اِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَخْبِرْنَا بِاَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيْهَا هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ .

১১১৯। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাহ্হাক ইবনে কায়েস (র) নোমান ইবনে বাশীর (রা)-কে লিখে পাঠান যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামাযে সূরা জুমুআর সাথে আর কোন সূরা পড়তেন তা আপনি আমাদের অবহিত করুন। তিনি বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ' সূরা পড়তেন।

١١٢٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ اَبِىْ عِنَبَةَ الْخَوْلَانِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ .

১১২০। আবু ইনাবা আল-খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামাযে "সাব্বিহ ইসমা রব্বিকাল আলা" সূরা এবং 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ' সূরা পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯১

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের এক রাকআত পেলো।

١١٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا عُمَرُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ اِلَيْهَا اُخْرٰى .

১১২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের এক রাকআত পেলো, সে যেন তার সাথে আরো এক রাক্আত মিলায় (পড়ে)।

١١٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ .

১১২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযের এক রাক্আত পেলো, সে নামায পেয়ে গেলো।

١١٢٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِىُّ ثَنَا بَقِيَّةُ ابْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَيْلِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ اَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلاَةَ .

১১২৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের বা অন্য নামাযের এক রাক্আত পেলো, সে (পূর্ণ) নামায পেয়ে গেলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯২

بَابُ مَا جَاءَ مِنْ اَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةَ

জুমুআর নামাযের জন্য দূর থেকে আগমন।

١١٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ اَهْلَ قُبَاءٍ كَانُوْا يَجْمَعُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

১১২৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুবাবাসীগণ জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জুমুআর নামায পড়তো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৩

بَابُ فِيمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জুমুআর নামায ত্যাগ করলো।

١١٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالُوْا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِى عُبَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِىُّ عَنْ اَبِى الْجَعْدِ الضَّمْرِىِّ وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طُبِعَ عَلٰى قَلْبِهِ .

১১২৫। আবুল জাদ আদ-দমারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অবহেলা করে একাধারে তিন জুমুআ ত্যাগ করলো, তার অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়।

١١٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَسِيْدِ بْنِ اَبِى اَسِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى الْمِصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ اَبِى ذِئْبٍ عَنْ اَسِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ .

১১২৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনে পরপর তিন জুমুআ ত্যাগ করলো, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন।

١١٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مَعْدِىُّ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ هَلْ عَسٰى اَحَدُكُمْ اَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلٰى رَاْسِ مِيْلٍ اَوْ مِيْلَيْنِ فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلاَُ فَيَرْتَفِعَ ثُمَّ تَجِىْءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَجِىْءُ وَلاَ يَشْهَدُهَا وَتَجِىْءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا وَتَجِىْءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا حَتّٰى يُطْبَعَ عَلٰى قَلْبِهِ .

১১২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শোন! তোমাদের কেউ বকরী চরাবার জন্য এক বা দুই মাইল দূরে

চলে গেল, অতঃপর সেখানে ঘাস না পেয়ে আরও দূরে চলে গেল, তারপর জুমুআর দিন এলো, কিন্তু সে এসে জুমুআর নামাযে উপস্থিত হলো না। তারপর আরেক জুমুআ এলো এবং সে তাতেও হাযির হলো না, তারপর আরেক জুমুআ এলো এবং সে তাতেও হাযির হলো না, শেষে তার অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়।

١١٢٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ اَخِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَن تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِيْنَارٍ .

১১২৮। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় জুমুআর নামায ত্যাগ করলো, সে যেন এক দীনার দান-খয়রাত করে। যদি সে তা না পায়, তাহলে যেন অর্ধ দীনার দান-খয়রাত করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৪

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ

জুমুআর ফরয নামাযের পূর্বের নামায (কাবলাল জুমুআ)।

١١٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُبَشِّرِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا لاَ يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ .

১১২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর (ফরয) নামাযের পূর্বে চার রাকআত নামায পড়তেন এবং তাতে মাঝখানে সালাম ফিরাতেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৫

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

জুমুআর ফরয নামাযের পরের নামায (বাদাল জুমুআ)।

١١٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ذٰلِكَ .

১১৩০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জুমুআর (ফরয) নামায পড়ার পর তার ঘরে এসে দুই রাকআত নামায পড়তেন। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করতেন।

١١٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ .

১১৩১। সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর (ফরয) নামায পড়ার পর দুই রাকআত নামায পড়তেন।

١١٣٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا اَرْبَعًا .

১১৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা জুমুআর (ফরয) নামাযের পর আরো নামায পড়তে চাইলে চার রাক্‌আত (সুন্নাত) পড়বে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৬

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْحَلْقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَالْاِحْتِبَاءِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ

জুমুআর দিন নামাযের পূর্বে গোলাকার হয়ে বসা এবং ইমামের খুতবা দানকালে নিতম্বের উপর বসা।

١١٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا ابْنُ لَهِيعَةَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُحَلَّقَ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ .

১১৩৩। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন (ফরয) নামায পড়ার পূর্বে মসজিদে গোলাকার হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন।

١١٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْاِحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَعْنِى وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ .

১১৩৪। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমুআর দিন ইমামের খুতবা দানকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিতম্বের উপর বসতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৭

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

জুমুআর দিনের আযান।

١١٣٥-حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ ثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ مَا كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ مُؤَذِّنٌ وَّاحِدٌ اِذَا خَرَجَ اَذَّنَ وَاِذَا نَزَلَ اَقَامَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ كَذٰلِكَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلٰى دَارٍ فِى السُّوْقِ يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ فَاِذَا خَرَجَ اَذَّنَ وَاِذَا نَزَلَ اَقَامَ .

১১৩৫। সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাত্র একজন মুয়াযযিন ছিল। তিনি যখন (খুতবা দিতে) বের হতেন, তখন সে আযান দিতো এবং তিনি যখন (মিম্বার থেকে) নামতেন, তখন সে ইকামত দিতো। আবু বাকর ও উমার (রা)-এর আমলেও এই নিয়মই চালু থাকে। উসমান (রা)-এর আমলে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেলে তিনি বাজারে অবস্থিত আয-যাওরা নামক স্থান থেকে তৃতীয় আযান দেয়ার ব্যবস্থা করেন। অতএব তিনি যখন বের হতেন, তখন মুয়াযযিন আযান দিতো এবং তিনি মিম্বার থেকে নামলে সে ইকামত দিতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৮

بَابُ مَا جَاءَ فِى اسْتِقْبَالِ الْاِمَامِ وَهُوَ يَخْطُبُ

ইমামের খুতবা দানকালে তার দিকে মুখ করে বসা।

١١٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اَبَانَ ابْنِ تَغْلِبَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ اَصْحَابُهُ بِوُجُوْهِهِمْ .

১১৩৬। আদী ইবনে সাবিত (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খুতবা দেয়ার জন্য) মিম্বারে উঠে দাঁড়ালে তাঁর সাহাবীগণ তাঁর দিকে তাদের মুখ ঘুরিয়ে বসতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৯

بَابُ مَا جَاءَ فِى السَّاعَةِ الَّتِى تُرْجَى فِى الْجُمُعَةِ

জুমুআর দিন দোয়া কবুল হওয়ার একটি মুহূর্ত আছে।

١١٣٧-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّىْ يَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا اِلاَّ اَعْطَاهُ وَقَلَّلَهَا بِيَدِهِ .

১১৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমুআর দিন একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে, কোন মুসলিম বান্দা সেই মুহূর্তে নামাযরত অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করলে নিশ্চয়ই তিনি তাকে তা দান করেন। তিনি হাতের ইশারায় বলেন যে, সেই মুহূর্তটি খুবই সীমিত।

١١٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ لاَ يَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا الْعَبْدُ شَيْئًا اِلاَّ اُعْطِىَ سُؤْلَهُ قِيْلَ اَىُّ سَاعَةٍ قَالَ حِيْنَ تُقَامُ الصَّلاَةُ اِلَى الاِنْصِرَافِ مِنْهَا .

১১৩৮। আমর ইবনে আওফ আল-মুযানী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জুমুআর দিন এমন একটি মুহূর্ত আছে, যখন কোন বান্দাহ আল্লাহ্‌র কাছে কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তার প্রার্থিত বস্তু তাকে দান করেন। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ কোন মুহূর্ত? তিনি বলেন ঃ নামায শুরু হওয়ার মুহূর্ত থেকে তা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে (সেই মুহূর্তটি)।

١١٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ قُلْتُ

وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ اِنَّا لَنَجِدُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّىْ يَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا شَيْئًا اِلاَّ قَضٰى لَهُ حَاجَتَهُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَاَشَارَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ فَقُلْتُ صَدَقْتَ اَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ قُلْتُ اَىُّ سَاعَةٍ هِىَ قَالَ هِىَ اٰخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ قُلْتُ اِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلاَةٍ قَالَ بَلٰى اِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ اِذَا صَلّٰى ثُمَّ جَلَسَ لاَ يَحْبِسُهُ اِلاَّ الصَّلاَةُ فَهُوَ فِى الصَّلاَةِ .

১১৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বসে থাকা অবস্থায় আমি বললাম, আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে জুমুআর দিনের এমন একটি মুহূর্ত সম্পর্কে উল্লেখ পেয়েছি যে, সেই মুহূর্তে কোন মুমিন বান্দা নামাযরত অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট কিছু প্রার্থনা করলে, তিনি তার প্রয়োজন পূরণ করেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে ইশারা করে বললেন ঃ এক ঘণ্টার সামান্য সময় মাত্র। আমি বললাম, আপনি যথার্থই বলেছেন, এক ঘণ্টার সামান্য সময়ই। আমি বললাম, সেটি কোন মুহূর্ত? তিনি বলেন ঃ সেটি হলো দিনের শেষ মুহূর্ত। আমি বললাম, তা নামাযের সময় নয়? তিনি বলেন ঃ হাঁ। মুমিন বান্দা এক নামায শেষ করে বসে বসে অন্য নামাযের প্রতীক্ষায় থাকলে সে নামাযের মধ্যেই থাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০০

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِّنَ السُّنَّةِ

বারো রাকআত সুন্নাত নামায।

١١٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِىُّ عَنْ مُغِيْرَةَ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ثَابَرَ عَلٰى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِّنَ السُّنَّةِ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ اَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

১১৪০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিয়মিত বারো রাকআত সুন্নাত নামায পড়বে, তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। যোহরের (ফরজের) আগে চার রাকআত ও (ফরজের) পরে দুই রাকআত, মাগরিবের (ফরজের) পরে দুই রাকআত, এশার (ফরজের) পরে দুই রাকআত এবং ফজরের (ফরজের) পূর্বে দুই রাকআত।

١١٤١-حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ .

১১৪১। আবু সুফিয়ান-কন্যা উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে বারো রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়লো, তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়।[১]

١١٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْاَصْبَهَانِىِّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى فِىْ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ (اَظُنُّهُ قَالَ) قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ (اَظُنُّهُ قَالَ) وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ .

১১৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক বারো রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়লো, তার জন্য বেহেশতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। ফজরের (ফরজের) পূর্বে দুই রাকআত, যোহরের (ফরজের) পূর্বে দুই রাকআত এবং পরে দুই রাকআত। রাবী বলেন আমার ধারণামতে তিনি বলেছেন ঃ আসরের (ফরজের) পূর্বে দুই রাকআত, মাগরিবের (ফরজের) পরে দুই রাকআত এবং আমার ধারণামতে তিনি বলেছেন ঃ এশার (ফরজের) পরে দুই রাকআত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০১

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

ফজরের (ফরজের) পূর্বে দুই রাকআত সুন্নাত নামায সম্পর্কে।

١١٤٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

১. সহীহ হাদীসে যোহরের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নাত নামাযেরও উল্লেখ আছে। হানাফী মাযহাব মতে যোহরের ফরজ নামাযের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত পড়াই অধিক উত্তম। হাদীসের আলোকে কেউ দুই রাকআত পড়লে তাকে তিরস্কার করা যাবে না (অনুবাদক)।

১১৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবহে সাদেক স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হওয়ার পর দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়তেন।

١١٤٤-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَانَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيرِيْنَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَاَنَّ الْاَذَانَ بِاُذُنَيْهِ .

১১৪৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের আযান শোনামাত্র দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়তেন।

١١٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ اِذَا نُوْدِيَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْمَ اِلَى الصَّلَاةِ .

১১৪৫। উমার (রা)-র কন্যা হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের আযান হওয়ার পরে এবং ফরজ নামায পড়তে যাওয়ার পূর্বে হালকাভাবে (স্বল্প সময়ে) দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়তেন।

١١٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا تَوَضَّاَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ .

১১৪৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করার পর দুই রাকআত নামায পড়তেন, তারপর (ফরজ) নামায পড়ার জন্য চলে যেতেন।

١١٤٧- حَدَّثَنَا الْخَلِيْلُ بْنُ عَمْرٍو اَبُوْ عَمْرٍو ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْاِقَامَةِ .

১১৪৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইকামতের কাছাকাছি সময় দুই রাকআত নামায পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০২

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا يُقْرَاُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

ফজরের ফরজ নামাযের পূর্বের দুই রাকআত সুন্নাত নামাযের কিরআত।

١١٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ وَيَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ

هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَاَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

১১৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের ফরজ নামাযের পূর্বের দুই রাকআত সুন্নাত নামাযে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়তেন।

١١٤٩-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيَّانِ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَاُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

১১৪৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একমাস যাবত ফজরের ফরজ নামাযের পূর্বেকার দুই রাকআত সুন্নাত নামাযে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতে দেখেছি (শুনেছি)।

١١٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَكَانَ يَقُوْلُ نِعْمَ السُّوْرَتَانِ هُمَا يُقْرَاُ بِهِمَا فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ .

১১৫০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের (ফরজের) পূর্বে দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়তেন। তিনি বলতেন ঃ এই দুই রাকআত নামাযে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়া কতই না উত্তম!

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৩

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ

ইকামত দেয়ার পর ফরজ নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া যাবে না।

١١٥١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ ثَنَا زَهْرُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالاَ ثَنَا زَكَرِيَّا ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ .

১১৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যখন ইকামত দেয়া হয়, তখন ফরজ নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া যাবে না।

١١٥١(١)- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ ثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

১১৫১(১)। মাহমূদ ইবনে গাইলান-ইয়াযীদ ইবনে হারূন-হাম্মাদ ইবনে যায়েদ-আইউব আমর ইবনে দীনর-আতা ইবনে ইয়াসার-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١١٥٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ لَهُ بِاَىِّ صَلاَتَيْكَ اعْتَدَدْتَ .

১১৫২। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ফজরের) ফরজ নামায আদায়রত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়তে দেখেন। তিনি নামাযশেষে তাকে বলেন ঃ তোমার দুই নামাযের কোনটি হিসাব করলে?

١١٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِرَجُلٍ وَقَدْ اُقِيْمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَكَلَّمَهُ بِشَىْءٍ لاَ اَدْرِىْ مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَحَطْنَا بِهِ نَقُوْلُ لَهُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ لِىْ يُوْشِكُ اَحَدُكُمْ اَنْ يُصَلِّىَ الْفَجْرَ اَرْبَعًا .

১১৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তখন ফজরের নামাযের ইকামত হয়ে গেছে। তিনি তাকে কি যেন বললেন যা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। সে নামায শেষ করলে আমরা তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে কি বলেছেন? লোকটি বললো, তিনি আমাকে বললেন ঃ অচিরেই তোমাদের কেউ ফজরে চার রাকআত (ফরজ) নামায পড়বে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৪

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ مَتٰى يَقْضِيْهِمَا

কারো ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত ছুটে গেলে সে তা কখন কাযা করবে?

١١٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاَى النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّى بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَصَلاَةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ اِنِّىْ لَمْ اَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا فَصَلَّيْتُهُمَا قَالَ فَسَكَتَ النَّبِىُّ ﷺ .

১১৫৪। কায়েস ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে ফজরের নামাযের পর দুই রাকআত নামায পড়তে দেখে বলেনঃ ফজরের নামায কি দুইবার? লোকটি তাঁকে বললো, আমি ফজরের পূর্বের দুই রাকআত পড়তে পারিনি, সেই দুই রাকআত পড়লাম। রাবী বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন।[২]

---

২. ফজরের নামাযের ইকামত অথবা জামাআত শুরু হয়ে যাওয়ার পর ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়া যাবে কিনা অথবা জামাআত শেষ হওয়ার পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে এই সুন্নাত পড়া যাবে কিনা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সংগীগণ বলেছেন, যদি ফজরের জামাআত শুরু হয়ে গিয়ে থাকে এবং তখন সুন্নাত দুই রাকআত পড়তে গেলে জামাআতের দুই রাকআতই হারিয়ে ফেলার আশংকা থাকে, দ্বিতীয় রাকআতের রুকূতেও ইমামের সাথে শরীক হতে পারার সম্ভাবনা না থাকে, তবে তখন সুন্নাত নামায না পড়েই জামাআতে শামিল হয়ে যাবে। আর যদি পূর্ণ এক রাকআত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে সুন্নাত দুই রাকআত পড়ে নিবে, অতঃপর জামাআতে শামিল হবে।

ইমাম আওযাঈও এই মত সমর্থন করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, জামাআতের শেষ রাকআত হারাবার আশংকা না থাকলে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়েই সুন্নাত দুই রাকআত পড়া জায়েয।

ইমাম সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, জামাআতের শেষ রাকআতও হারাবার আশংকা থাকলে সুন্নাত পড়া শুরু করবে না; বরং জামাআতে শামিল হয়ে যাবে। অন্যথায় মসজিদে প্রবেশ করে থাকলে সেখানেই সুন্নাত দুই রাকআত পড়ে নিবে।

ইবনে হিব্বান বলেছেন, ইকামত শুরু হয়ে গেলে কোন অ-ফরজ নামায শুরু করা যাবে না। তবে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত এই নিয়মের ব্যতিক্রম।

ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর অনুরূপ মত পোষণকারীদের দলীল নিম্নরূপ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ফজরের নামায পড়তে এসে দেখলেন, ইমাম ফরজ নামায পড়ছেন, তিনি জামাআতে শামিল না হয়ে হযরত হাফসা (রা)-র ঘরে গিয়ে সুন্নাত দুই রাকআত পড়লেন, অতঃপর ইমামের সাথে জামাআতে শরীক হলেন।

ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম আওযাঈ (র) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কিত বর্ণনাকে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। ইবনে মাসউদ (রা) মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন, ফজরের

জামাআত শুরু হয়ে গেছে। তিনি থামের পাশে দাঁড়িয়ে সুন্নাত দুই রাকআত পড়লেন, অতঃপর জামাআতে শামিল হলেন (ইমাম কুরতুবীর তাফসীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭)।

ইমাম মালেক (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে দেখে যে, ফজরের জামাআত শুরু হয়ে গেছে, তখন সে ইমামের সাথে ফরজ নামাযে শামিল হবে, সুন্নাত পড়ায় লেগে যাবে না। কিন্তু সে যদি মসজিদে প্রবেশ না করে থাকে এবং এদিকে জামাআতও শুরু হয়ে থাকে, তবে মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে সুন্নাত দুই রাকআত পড়বে—যদি জামাআতের এক রাকআত হারাবার ভয় না থাকে। আর যদি এক রাকআত ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়, তবে জামাআতে শামিল হয়ে যাবে এবং পরে সুন্নাত পড়বে (ঐ)।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, মসজিদে প্রবেশ করে কেউ যদি দেখে যে, ইকামত হয়ে গেছে, তবে সে ইমামের সাথে জামাআতে শামিল হয়ে যাবে। এ সময় সুন্নাত দুই রাকআত পড়াই যাবে না, মসজিদের ভেতরেও নয় এবং মসজিদের বাইরেও নয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম তাবারীও এই মত ব্যক্ত করেছেন। এই মতই অধিক যুক্তিসংগত ও সহীহ দলীল ভিত্তিক মনে হয়। তাদের দলীল হচ্ছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "ইকামত হয়ে গেলে বা হতে থাকলে তখন সেই সময়কার নির্দিষ্ট ফরজ নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া যাবে না"। হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে (ঐ)।

হযরত মালেক ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, এক ব্যক্তি ইকামত বলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করলে লোকেরা তাকে ঘিরে ধরলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সকাল বেলার নামায কি চার রাকআত, ভোরের নামায কি চার রাকআত (বুখারী, মুসলিম)?

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইকামত শুরু হয়ে যাওয়ার পর সুন্নাত পড়া শুরু করা যাবে না, ইমাম বুখারীরও এই মত। তিনি যে অনুচ্ছেদের অধীনে এই হাদীস সংযোজন করেছেন, তার শিরোনাম হচ্ছে ঃ "ফজর নামাযের ইকামত শুরু হয়ে গেলে তখন সেই নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া যাবে না"।

ইমাম বুখারী তাঁর তারীখ গ্রন্থে এবং বাযযার ও অপরাপর মুহাদ্দিস আনাস (রা)-র সূত্রে মারফূ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "ফজরের জামাআতের ইকামত শুরু হয়ে গেলে এর দুই রাকআত সুন্নাত পড়তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন"।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইকামতের পর দুই রাকআত সুন্নাত পড়াও কি নিষেধ? তিনি বলেন ঃ "ফজরের সুন্নাত দুই রাকআতও পড়া যাবে না" (বুখারীর শরাহ ফাতহুল বারী)।

মোটকথা, ইকামত শুরু হয়ে গেলে কোনরূপ নফল বা সুন্নাত নামায পড়া যাবে না। তবে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, ইমামদের মধ্যে এই মতবিরোধ বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্ত হারাম পর্যায়ের নয়, বরং মাকরূহ পর্যায়ভুক্ত বা অপেক্ষাকৃত উত্তম-অনুত্তম পর্যায়ের।

ফজরের না পড়া সুন্নাত

ফরজ নামাযের পূর্বে যে সুন্নাত পড়া সম্ভব হয়নি তা কখন পড়তে হবে, এ বিষয়েও ইমামদের মতভেদ আছে। হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে তা সূর্যোদয়ের পর পড়তে হবে। তাদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত (ফরজের পূর্বে) পড়ে নাই, সে যেন সূর্যোদয়ের পর তা পড়ে" (তিরমিযী)।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের ফরজ নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্য কোন নামায পড়তে নিষেধ করেছেন (বুখারী)।

তিরমিযী উদ্ধৃত হাদীসটি মুহাদ্দিস হাকেম এভাবে উল্লেখ করেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়তে ভুলে গেছে সে যেন সূর্যোদয়ের পর তা পড়ে"।

কিন্তু ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হ্ এবং আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মতে, ফজরের ফরজ নামাযের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার সুযোগ না পেলে তা ফরজ নামাযের শেষে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়ে নেয়ায় কোন দোষ নেই। তিরমিযীতে ইবনে উমার (রা)-র এইরূপ আমলের কথা উল্লেখ আছে। এই মতের স্বপক্ষের দলীল নিম্নরূপ ঃ

কায়েস ইবনে ফাহ্দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে আসলেন এবং নামাযের ইকামত বলা হলো। আমি তাঁর সাথে ফজরের নামায পড়লাম। তিনি পেছন দিকে ফিরে আমাকে নামাযরত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি বলেন, হে কায়েস, থামো! তুমি কি একই সংগে দুই নামায পড়ছো? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ফজরের সুন্নাত দুই রাকআত পড়তে পারিনি, এখন তা-ই পড়ছি। তিনি বলেন ঃ তাহলে আপত্তি নেই (তিরমিযী, আবু দাউদ)। আবু দাউদের অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে, "জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন"।

"তাহলে আপত্তি নেই (ফালা ইযান)" কথার ব্যাখ্যায় আবু তায়্যিব সিনদী হানাফী লিখেছেন, "আজকের ফজরের সুন্নাতই যদি তুমি এখন পড়ে থাকো, তবে তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, তোমার কোন গুনাহ নেই এবং তুমি তিরস্কৃতও হবে না"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "নীরব থাকলেন" কথার ব্যাখ্যায় ইবনে মালিক মুহাদ্দিস বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নীরবতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের সুন্নাত নামায ফরয নামাযের পূর্বে পড়তে না পারলে তা ফরয পড়ার পরপরই পড়া যেতে পারে"।

আল্লামা মোল্লা আলী কারী লিখেছেন, এই হাদীসটি সপ্রমাণিত নয়। তাই এটা ইমাম আবু হানীফার মতের বিপক্ষে দলীল হতে পারে না। প্রতিপক্ষের তরফ থেকে এর জবাবে বলা হয়েছে, তিরমিযী উদ্ধৃত হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল ও অপ্রমাণিত হলেও তাতে কোন দোষ নেই। কেননা এই ঘটনার বিবরণ অন্যান্য কয়েকটি সহীহ সনদ সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া মুহাদ্দিস ইরাকী এই হাদীসের সনদকে 'হাসান' বলে অভিহিত করেছেন। ইবনে আবু শাইবা ও ইবনে হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিসগণও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আর একই হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা যে পরস্পরের পরিপূরক ও ব্যাখ্যা দানকারী তা সর্বজন সমর্থিত।

আল্লামা ইমাম শাওকানী লিখেছেন, 'ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে সুন্নাত দুই রাকআত না পড়া হয়ে থাকলে, সূর্যোদয়ের পূর্বে তা পড়াই যাবে না এবং অবশ্যই সূর্যোদয়ের পরে পড়তে হবে, এ কথা হাদীসে বলা হয়নি। এতে শুধু সেই ব্যক্তির জন্যই নির্দেশ রয়েছে, যে এই দুই রাকআত ইতিপূর্বে পড়তে পারেনি। তাকে বলা হয়েছে, সে যেন তা সূর্যোদয়ের পর পড়ে, যেন তা ভুলে না যায়। কেননা তা যথাসময়ে পড়ে না থাকলে তো যে কোন সময় পড়তেই হবে। অতঃপর তিনি লিখেছেন, "সেই দুই রাকআত সুন্নাত ফরয নামাযের পরই পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, এমন কথা এ হাদীস থেকে বুঝা যায় না"। বরং দারু কুতনী, হাকেম ও বায়হাকীতে বলা হয়েছে, "যে লোক সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়তে পারেনি, সে যেন তা পড়ে নেয়। অর্থাৎ ফরয নামাযের পরেই পড়া দোষের নয়" (নাইলুল আওতার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০)।

ফজর ও আসরের ফরয নামাযের পর কোন সুন্নাত বা নফল নামায পড়ার যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তা হারাম পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা নয়; বরং মাকরূহ পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা (অনুবাদক)।

١١٥٥-حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَيَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالاَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَامَ عَنْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَقَضَاهُمَا بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ .

১১৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত না পড়ে ঘুমিয়ে রইলেন। তিনি সূর্যোদয়ের পর তা পড়লেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৫

بَابُ فِى الْاَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ

যোহরের ফরয নামাযের পূর্বের চার রাকআত।

١١٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ قَابُوْسَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَرْسَلَ اَبِىْ اِلٰى عَائِشَةَ اَىُّ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ اَنْ يُّوَاظِبَ عَلَيْهَا قَالَتْ كَانَ يُصَلِّى اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيْلُ فِيْهِنَّ الْقِيَامَ وَيُحْسِنُ فِيْهِنَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ

১১৫৬। কাবূস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে আয়েশা (রা)-এর নিকট জানতে পাঠান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নামায নিরবচ্ছিন্নভাবে পড়তে পছন্দ করতেন? তিনি বলেন, তিনি যোহরের পূর্বে চার রাকআত নামায দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়তেন এবং তার রুকূ-সিজদাসমূহ উত্তমরূপে আদায় করতেন।

١١٥٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ الضَّبِّىِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ قَرْثَعٍ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيْمٍ وَقَالَ اِنَّ اَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ .

১১৫৭। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে গেলে যোহরের (ফরজের) পূর্বে এক সালামে চার রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়তেন। তিনি বলতেন ঃ সূর্য ঢলে গেলে অসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৬

بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الْاَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ

কারো যোহরের চার রাকআত সুন্নাত ছুটে গেলে।

١١٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَزَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالُوْا ثَنَا مُوْسَى ابْنُ دَاوُدَ الْكُوْفِىُّ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَاتَتْهُ الْاَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ اِلاَّ قَيْسٌ عَنْ شُعْبَةَ .

১১৫৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যোহরের চার রাকআত সুন্নাত ছুটে গেলে, তিনি তা যোহরের দুই রাকআত সুন্নাতের পর পড়তেন। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, কেবল কায়েস (র)-ই শোবা (র) থেকে এই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৭

بَابُ فِيْمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ

কারো যোহরের পরের দুই রাকআত সুন্নাত ছুটে গেলে।

١١٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَانْطَلَقْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ فَسَاَلَ اُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَتَوَضَّاُ فِىْ بَيْتِىْ لِلظُّهْرِ وَكَانَ قَدْ بَعَثَ سَاعِيًا وَكَثُرَ عِنْدَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَقَدْ اَهَمَّهُ شَاْنُهُمْ اِذَا ضُرِبَ الْبَابُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَلَسَ يَقْسِمُ مَا جَاءَ بِهِ قَالَتْ فَلَمْ يَزَلْ كَذٰلِكَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلِىْ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ شَغَلَنِىْ اَمْرُ السَّاعِىْ اَنْ اُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ .

১১৫৯। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুয়াবিয়া (রা) এক ব্যক্তিকে উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট পাঠালেন। আমিও এই ব্যক্তির সাথে গেলাম। তিনি উম্মু সালামা (রা)-কে (যোহরের দুই রাকআত সুন্নাত সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে যোহরের নামাযের উযু করছিলেন। তিনি এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তার কাছে বহু সংখ্যক মুহাজির উপস্থিত হন। তাদের অবস্থা তাঁকে চিন্তান্বিত করেছিল। হঠাৎ ঘরের দরজায় আঘাত করা হলো। তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং যোহরের নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি বসে আগত মাল বন্টন করতে লাগলেন। রাবী বলেন, এ অবস্থায় আসরের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করে দুই রাকআত নামায পড়লেন, অতঃপর বললেন ঃ যাকাত আদায়কারীর বিষয় আমাকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে যোহরের পরের দুই রাকআত পড়া থেকে। আসরের পর সেই দুই রাকআত পড়লাম।

অনুচ্ছেদঃ ১০৮

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا

যোহরের ফরজ নামাযের আগে ও পরে যে ব্যক্তি চার রাকআত করে সুন্নাত নামায পড়লো।

١١٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الشُّعَيْثِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ .

১১৬০। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি যোহরের (ফরযের) আগে চার রাকআত এবং পরে চার রাকআত নামায পড়লো, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৯

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَسْتَحِبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ

দিনের বেলা নফল নামায পড়া উত্তম।

١١٦١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ وَاَبِىْ وَاِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُوْلِىِّ قَالَ سَاَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

ﷺ بِالنَّهَارِ فَقَالَ اِنَّكُمْ لاَ تُطِيْقُوْنَه فَقُلْنَا اَخْبِرْنَا بِه نَأْخُذُ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِىْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ بِمِقْدَارِهَا مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِىْ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِىْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ هَاهُنَا قَامَ فَصَلّٰى اَرْبَعًا وَاَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَاَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ . قَالَ عَلِيٌّ فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعُ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ بِالنَّهَارِ وَقَلَّ مَنْ يُدَامُ عَلَيْهَا قَالَ وَكِيْعٌ زَادَ فِيْه اَبِىْ فَقَالَ حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ ثَابِتٍ يَا اَبَا اِسْحَاقَ مَا اُحِبُّ اَنَّ لِىْ بِحَدِيْثِكَ هٰذَا مِلْءَ مَسْجِدِكَ هٰذَا ذَهَبًا .

১১৬১। আসেম ইবনে দমরা আস-সালূলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনের বেলার নফল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, তোমরা তা করতে সমর্থ নও। আমরা বললাম, আপনি আমাদের সেই সম্পর্কে অবহিত করুন, আমরা তা থেকে আমাদের সাধ্যমত গ্রহণ করবো। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ার পর কিছুক্ষণ অবসর থাকতেন। অবশেষে সূর্য আসরের সময় পশ্চিমাকাশে যত উপরে থাকে, পূর্বাকাশে ঠিক ততটা উপরে উঠলে তিনি দুই রাকআত নামায পড়তেন, অতঃপর অবসর থাকতেন। অবশেষে পশ্চিম আকাশে সূর্য যতটা উপরে থাকলে যোহরের নামাযের ওয়াক্ত থাকে, পূর্বাকাশে সূর্য ঠিক ততখানি উপরে উঠলে তিনি চার রাকআত নামায পড়তেন। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর তিনি যোহরের (ফরয) নামাযের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে দুই রাকআত পড়তেন। তিনি আসরের পূর্বেও দুই সালামে চার রাকআত নামায পড়তেন এবং তার মাঝখানে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, আম্বিয়া (আ) এবং তাদের অনুগত মুমিন মুসলমানদের জন্য শান্তি ও স্বস্তি কামনা করতেন (তাশাহ্হুদ পড়তেন)। আলী (রা) বলেন, এই হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনের বেলার ষোল রাকআত নফল নামায। খুব কম লোকই তার উপর স্থায়ীভাবে আমল করতে পারে। ওয়াকী (র) বলেন, আমার পিতা এতে আরো বলেছেন, হাবীব ইবনে আবু সাবিত (র) বলেছেন, হে আবু ইসহাক! আপনার এই হাদীসের পরিবর্তে এই মসজিদ ভর্তী সোনা আমার মালিকানাভুক্ত হলে তাও আমার প্রিয় হতো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১০

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাকআত নামায।

١١٦٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ ووَكِيْعٌ عَنْ كَهْمَسٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ .

১১৬২। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতি দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে একটা নামায আছে। তিনি এই কথা তিনবার বলেন এবং তৃতীয়বারে বলেনঃ তবে যে চায় তার জন্য।

١١٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيُرٰى اَنَّهَا الْاِقَامَةُ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَّقُوْمُ فَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ .

১১৬৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় মুআযযিন (মাগরিবের) আযান দিলে মনে হতো তা যেন ইকামত। কারণ প্রচুর সংখ্যক লোক দাঁড়িয়ে মাগরিবের আগে দুই রাকআত নামায পড়তো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১১

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের ফরয নামাযের পরে দুই রাকআত নামায।

١١٦٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى بَيْتِىْ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ .

১১৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের (ফরয) নামায পড়ার পর আমার ঘরে ফিরে এসে দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়তেন।

١١٦٥-حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَصَلّٰى بِنَا الْمَغْرِبَ فِىْ مَسْجِدِنَا ثُمَّ قَالَ ارْكَعُوْا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِىْ بُيُوْتِكُمْ .

১১৬৫। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আবদুল আশহাল গোত্রে আসলেন এবং আমাদেরসহ আমাদের মসজিদে মাগরিবের নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তোমরা এই দুই রাকআত তোমাদের বাড়িতে গিয়ে পড়বে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১২

بَابُ مَا يُقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের ফরয নামাযের পরের দুই রাকআত (সুন্নাত) নামাযের কিরাআত।

١١٦٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ وَاقِدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ ثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرٍّ وَاَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

১১৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের (ফরয) নামাযের পরের দুই রাকআতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৩

بَابُ مَا جَاءَ فِى السِّتِّ الرَّكَعَاتِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকআত (আওয়াবীন) নামায।

١١٦٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُو الْحَسَنِ الْعُكْلِىُّ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ اَبِىْ خَثْعَمٍ الْيَمَامِىُّ اَنْبَانَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

عَوْفٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً .

১১৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকআত নফল নামায পড়লো এবং তার মাঝখানে কোন মন্দ কথা বলেনি, তাকে বারো বছরের ইবাদতের সম-পরিমাণ সওয়াব দান করা হলো।

অনুচ্ছেদঃ ১১৪

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوِتْرِ

বিতরের নামায।

١١٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىُّ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُرَّةَ الزَّوْفِىِّ عَنْ خَارِجَةَ ابْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِىِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ لَهِىَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ اِلٰى اَنْ يَّطْلُعَ الْفَجْرُ .

১১৬৮। খারিজা ইবনে হুজাফা আল-আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে এসে বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ একটি নামায দ্বারা তোমাদের সাহায্য করছেন। এটা তোমাদের জন্য অনেক লাল উটের চেয়েও উত্তম। তা হলো বিতরের নামায। আল্লাহ তোমাদের জন্য এটা এশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ার জন্য নির্ধারণ করেছেন (দা,তি,বা,হা)।

١١٦٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُوْلِىِّ قَالَ قَالَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ اِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلاَ كَصَلاَتِكُمُ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْتَرَ ثُمَّ قَالَ يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ اَوْتِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ .

১১৬৯। আসেম ইবনে দমরা আস-সালূলী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেছেন, নিশ্চয় বিত্‌র বাধ্যতামূলক নামায নয় এবং তোমাদের ফরয

নামাযের সম-পর্যায়ভুক্তও নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামায পড়েছেন, অতঃপর বলেছেন ঃ হে আহলে কুরআন! তোমরা বিত্‌রের নামায পড়ো। নিশ্চয় আল্লাহ বিতর (বেজোড়), তিনি বিত্‌রকে ভালোবাসেন (তি,না)।

١١٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ الْاَبَّارُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ اَوْتِرُوْا يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ مَا يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ لَكَ وَلَا لِاَصْحَابِكَ .

১১৭০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড় ভালোবাসেন। হে কুরআনের বাহকগণ! তোমরা বিতর নামায পড়ো। এক বেদুঈন বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বললেন? রাবী বলেন, (তা) তোমার জন্য নয় এবং তোমার সাথীদের জন্যও নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৫

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا يُقْرَاُ فِى الْوِتْرِ

বিত্‌র নামাযের কিরাআত।

١١٧١-حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ الْاَبَّارُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ وَزُبَيْدٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

১১৭১। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামাযে সূরা আলা, সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়তেন।

١١٧٢-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

১১৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌রের নামাযে সূরা আলা, সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়তেন (তি)।

١١٧٢(١)- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১১৭২ (ক)। আহমাদ ইবনে মানসূর-আবু বাক্র-শাবাবা-ইউনুস ইবনে ইসহাক-তার পিতা-সাঈদ ইবনে জুবাইর-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١١٧٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَاَبُوْ يُوْسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الصَّيْدَلاَنِيُّ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَاَلْنَا عَائِشَةَ بِاَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَقْرَاُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ .

১১৭৩। আবদু. আযীয ইবনে জুরাইজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামাযে কি (সূরা) পড়তেন? তিনি বলেন, তিনি প্রথম রাকআতে সূরা আলা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরূন, তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস ও মুআব্বিযাতাইন (সূরা ফালাক ও নাস) পড়তেন (তি)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৬

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ

বিত্রের নামায এক রাকআত।

١١٧٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ .

১১৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামায দুই দুই রাকআত করে পড়তেন এবং এক রাকআত বিত্র পড়তেন (বু,মু,তি)।

١١٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عَاصِمٌ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ

اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ قُلْتُ اَرَاَيْتَ اِنْ غَلَبَتْنِىْ عَيْنِىْ اَرَاَيْتَ اِنْ نِمْتُ قَالَ اجْعَلْ اَرَاَيْتَ عِنْدَ ذٰلِكَ النَّجْمِ فَرَفَعْتُ رَأْسِىْ فَاِذَا السِّمَاكُ ثُمَّ اَعَادَ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ قَبْلَ الصُّبْحِ .

১১৭৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের নামায দুই দুই রাকআত করে এবং বিত্‌র নামায এক রাকআত। (রাবী বলেন) আমি বললাম, আপনার কি মত, যদি আমার চোখকে (ঘুম) পরাভূত করে এবং আমি ঘুমিয়ে যাই? তিনি বলেন ঃ তুমি এই তারকার দিকে লক্ষ্য করো। তখন আমি মাথা তুলে সিমাক (মৎস) তারকা দেখতে পেলাম। এরপর তিনি হাদীস বর্ণনা প্রসংগে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের নামায দুই দুই রাকআত করে এবং সুবহে সাদিকের পূর্বে বিত্‌র নামায এক রাকআত পড়বে।

١١٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ ثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ اُوْتِرُ قَالَ اَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ قَالَ اِنِّىْ اَخْشٰى اَنْ يَّقُوْلَ النَّاسُ الْبُتَيْرَاءُ فَقَالَ سُنَّةُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ يُرِيْدُ هٰذِهٖ سُنَّةُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ﷺ .

১১৭৬। মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, আমি কিভাবে বিত্‌র পড়বো ? তিনি বলেন, তুমি এক রাকআত বিত্‌র পড়বে। সে বললো, আমি আশংকা করি যে, লোকেরা আমাকে শিকড় কাটা বলবে। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র সুন্নাত ও তাঁর রাসূলেরও। তিনি মনে করেন, এটাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত।

١١٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ فِىْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ .

১১৭৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি দুই রাকআতে সালাম ফিরাতেন এবং বিত্‌র এক রাকআত পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৭

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْقُنُوْتِ فِى الْوِتْرِ

বিত্র নামাযে দোয়া কুনূত।

١١٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِى الْحَوْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَّمَنِىْ جَدِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِىْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ (اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَاهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ) .

১১৭৮। হাসান ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিত্র নামাযের কুনূতে পড়ার জন্য কতগুলো বাক্য শিক্ষা দিয়েছেঃ "আল্লাহুম্মা আফিনী ----ওয়া তাআলাইতা"।

"হে আল্লাহ! যাদের প্রতি তুমি উদারতা প্রদর্শন করেছো, তাদের সাথে আমাকেও উদারতা প্রদর্শন করো, যাদের তুমি অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো, তাদের সাথে আমারও অভিভাবকত্ব গ্রহণ করো, যাদের তুমি হেদায়াত দান করেছো তাদের সাথে আমাকেও হেদায়াত দান করো। তোমার নির্দ্ধারিত অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা করো। তুমি আমাকে যা দান করেছো তাতে বরকত দাও। কেবল তুমিই নির্দেশ দিতে পারো, তোমার উপর কারো নির্দেশ চলে না। তুমি যার পৃষ্ঠপোষকতা দাও, সে কখনও অপমানিত হয় না। হে আমাদের রব! তুমি পবিত্র, কল্যাণময় ও সুউচ্চ"।

١١٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرٍو حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِىْ هِشَامُ ابْنُ عَمْرٍو الْفَزَارِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُوْمِىِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ اٰخِرِ الْوِتْرِ (اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ وَاَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ).

১১৭৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌রের নামাযের শেষে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার সন্তুষ্টির উসীলায় আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাই, আপনার ক্ষমার উসীলায় আপনার শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই, আপনার সৌন্দর্যময় গুণাবলীর উসীলায় আপনার মহিমময় গুণাবলী থেকে আশ্রয় পাই, আমি আপনার প্রশংসা গণনা করে শেষ করতে পারি না, আপনি আপনার প্রশংসারই অনুরূপ"।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৮

بَابُ مَنْ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الْقُنُوْتِ

যে ব্যক্তি দোয়া কুনুতে তার হস্তদ্বয় উঠায় না।

١١٨٠-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ دُعَـائِهِ الاَّ عِنْدَ الْاِسْتِسْقَاءِ فَاِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ .

১১৮০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বার্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্‌তিসকার নামায ব্যতীত তাঁর অন্য কোন দোয়ায় তাঁর দুই হাত উঠাতেন না (হাত তুলে মোনাজাত করতেন না)। তিনি ইস্‌তিস্‌কার নামাযে এতটা উপরে হাত উঠাতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৯

بَابُ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

যে ব্যক্তি দোয়ায় নিজের হাত উঠায় এবং তার মুখমণ্ডলে মাসেহ করে।

١١٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَوْتَ اللّٰهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَلاَ تَدْعُ بِظُهُوْرِهِمَا فَاِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ .

১১৮১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করলে তোমার দুই হাতের তালু উপরে তুলে দোয়া করবে, তার পিঠ তুলে দোয়া করবে না এবং দোয়াশেষে উভয় হাত তোমার মুখমণ্ডলে মাসেহ করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২০

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوْتِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَبَعْدَهُ

রুকূর আগে বা পরে দোয়া কুনূত পড়া।

١١٨٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ .

১১৮২। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌রের নামায পড়তেন এবং রুকূর আগে দোয়া কুনূত পড়তেন।

١١٨٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ الْقُنُوْتِ فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَقَالَ كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَبَعْدَهُ .

১১৮৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, আমরা (কখনো) রুকূর আগে বা (কখনো) রুকূর পরে দোয়া কুনূত পড়তাম।

١١٨٤-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوْتِ فَقَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوْعِ .

১১৮৪। মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে দোয়া কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূর পরে দোয়া কুনূত পড়েছেন।[৩]

---

৩. হাদীস থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো রুকূর আগে কখনো রুকূর পরে দোয়া কুনূত পড়তেন। সাহাবীগণের মধ্যেও অনুরূপ আমল লক্ষ্য করা যায়। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ রুকূর পূর্বে কুনূত পড়ার হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। তবে কেউ ভুলবশত দোয়া কুনূত না পড়ে রুকূতে চলে গেলে সে রুকূ থেকে উঠে তা পড়বে, অতঃপর সিজদায় যাবে (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২১

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ اٰخِرِ اللَّيْلِ

শেষ রাতে বিত্‌র নামায পড়া।

١١٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ حُصَيْنٍ عَنْ يَحْيٰ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ اَوْتَرَ مِنْ اَوَّلِهِ وَاَوْسَطِهِ وَانْتَهٰى وِتْرُهُ حِيْنَ مَاتَ فِي السَّحَرِ .

১১৮৫। মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিত্‌রের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি প্রতি রাতেই বিত্‌র নামায পড়তেন, কখনো রাতের প্রথম ভাগে, কখনো রাতের মধ্যভাগে, কখনো শেষভাগে। ইনতিকালের পূর্বে তিনি রাতের শেষভাগ পর্যন্ত তা বিলম্বিত করতেন (বু,মু,দা,তি,না,আ)।

١١٨٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَوَّلِهِ وَاَوْسَطِهِ وَانْتَهٰى وِتْرُهُ اِلَى السَّحَرِ .

১১৮৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে বিত্‌র নামায পড়তেন, কখনো রাতের প্রথমভাগে, কখনো মধ্যভাগে এবং কখনো শেষভাগে তাঁর বিত্‌র পড়তেন।

١١٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ غَنِيَّةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ خَافَ مِنْكُمْ اَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ لِيَرْقُدْ وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَيْقِظَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَاِنَّ قِرَاءَةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ وَذٰلِكَ اَفْضَلُ .

১১৮৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ শেষরাতে জাগতে পারবে না বলে আশংকা করলে সে যেন রাতের প্রথমভাগেই বিত্‌র পড়ে নেয়, অতঃপর ঘুমায়। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাতের শেষভাগে নামায পড়ার আশা করে সে যেন শেষরাতে বিত্‌র পড়ে। কেননা শেষ রাতের কিরাআত (শুনার জন্য ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়। তাই তা অধিক উত্তম।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২২

بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرٍ اَوْ نَسِيَهُ

যে ব্যক্তি বিত্‌র নামায না পড়ে ঘুমালো অথবা ভুলে গেলো।

١١٨٨-حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمَدِيْنِىُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ اِذَا اَصْبَحَ اَوْ ذَكَرَهُ .

১১৮৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিত্‌র নামায না পড়ে ঘুমিয়ে গেলো বা তা পড়তে ভুলে গেলো, সে যেন ভোরবেলা অথবা যখন তার স্মরণ হয় তখন তা পড়ে নেয়।

١١٨٩-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ وَاَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْتِرُوْا قَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوْا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ حَدِيْثَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاهٍ .

১১৮৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ভোরে উপনীত হওয়ার আগেই বিত্‌র নামায পড়ো। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, এই হাদীস প্রমাণ করে যে, আবদুর রহমানের রিওয়ায়াত (১১৮৮) দুর্বল বিধায় আমলযোগ্য নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৩

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوِتْرِ بِثَلاَثٍ وَّخَمْسٍ وَّسَبْعٍ وَّتِسْعٍ

বিত্‌র নামায তিন, পাঁচ, সাত বা নয় রাকআত।

١١٩٠-حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِخَمْسٍ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِثَلاَثٍ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ .

১১৯০। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিত্র নামায সত্য। অতএব কেউ চাইলে তা পাঁচ রাকআতও পড়তে পারে, তিন রাকআতও পড়তে পারে এবং এক রাকআতও পড়তে পারে।

١١٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَفْتِيْنِىْ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ فِيْمَا شَاءَ اَنْ يَّبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّىْ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيْهَا اِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ فَيَدْعُوْ رَبَّهُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْ رَبَّهُ وَيُصَلِّىْ عَلٰى نَبِيِّهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا اَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَخَذَ اللَّحْمُ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ .

১১৯১। সাদ ইবনে হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে মুমিনগণের মাতা! আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতর নামায সম্পর্কে ফতোয়া দিন। তিনি বলেন, আমরা তাঁর জন্য মিসওয়াক ও উযুর পানি প্রস্তুত রাখতাম। আল্লাহ যখন চাইতেন তখন তাঁকে রাতের ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। তিনি উঠে মিসওয়াক করতেন ও উযু করতেন, অতঃপর নয় রাকআত নামায পড়তেন। তাতে তিনি কেবল অষ্টম রাকআতেই বসতেন এবং তাঁর প্রতিপালকের নিকট দোয়া করতেন, আল্লাহ্র যিকির করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁকে ডাকতেন, অতঃপর বসতেন কিন্তু সালাম ফিরাতেন না, অতঃপর উঠে দাঁড়িয়ে নবম রাকআত পড়তেন, অতঃপর বসতেন এবং আল্লাহ্র যিকির করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন, তাঁর প্রভুর নিকট দোয়া করতেন এবং তার নবীর উপর দুরূদ পড়তেন, অতঃপর আমাদের শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি বসা অবস্থায় দুই রাকআত নামায পড়তেন। এভাবে এগার রাকআত নামায হতো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স বেড়ে গেলে এবং তার শরীর ভারী হয়ে গেলে তিনি সাত রাকআত বিত্র পড়তেন এবং সালাম ফিরানোর পর দুই রাকআত নামায পড়তেন।

١١٩٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيْمٍ وَلاَ كَلاَمٍ .

১১৯২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত বা পাঁচ রাকআত বিত্‌র নামায পড়তেন এবং এর মাঝখানে সালাম ফিরাতেন না, কথাও বলতেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৪

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوِتْرِ فِى السَّفَرِ

সফরে বিত্‌রের নামায পড়া।

١١٩٣-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ لاَ يَزِيْدُ عَلَيْهِمَا وَكَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ قُلْتُ وَكَانَ يُوْتِرُ قَالَ نَعَمْ

১১৯৩। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে দুই রাকআত (ফরয) নামায পড়তেন, তার চেয়ে বেশী পড়তেন না। আর তিনি তাহাজ্জুদ নামাযও পড়তেন। আমি বললাম, তিনি কি বিত্‌র নামায পড়তেন? তিনি বলেন, হাঁ।

١١٩٤- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالاَ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ وَالْوِتْرُ فِى السَّفَرِ سُنَّةٌ .

১১৯৪। ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে দুই রাকআত নামায প্রবর্তন করেন। এই দুই রাকআতই পূর্ণ নামায, কসর নয়। সফরে বিত্‌রের নামায সুন্নাত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৫

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا

বিত্‌রের নামাযের পর বসে দুই রাকআত নামায পড়া।

١١٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا حَمَّادُ ابْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مُوسَى الْمَرَئِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১১৯৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌রের নামাযের পর বসা অবস্থায় হালকাভাবে দুই রাকআত (নফল) নামায পড়তেন।

١١٩٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيٰ بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيْهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ .

১১৯৬। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাকআত বিত্‌র পড়তেন। অতঃপর তিনি বসা অবস্থায় দুই রাকআত নফল নামায পড়তেন, তাতে কিরাআতও বসে পড়তেন। তিনি রুকূ করতে ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে যেতেন, তারপর রুকূ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৬

بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّجْعَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَبَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

বিত্‌র ও ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার পর কাত হয়ে শুয়ে থাকা।

١١٩٧-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كُنْتُ اُلْفِيْ (اَوْ اَلْقَى) النَّبِيَّ ﷺ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ اِلاَّ وَهُوَ نَائِمٌ عِنْدِيْ . قَالَ وَكِيْعٌ تَعْنِيْ بَعْدَ الْوِتْرِ .

১১৯৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের শেষভাগে আমার পাশে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েছি। ওয়াকী (র) বলেন, অর্থাৎ বিত্‌রের নামায পড়ার পর।

١١٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا صَلّٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ .

১১৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকআত (সুন্নাত) পড়ার পর তাঁর ডান কাতে ভর করে শুয়ে থাকতেন।

١١٩٩- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا النَّضْرُ ابْنُ شُمَيْلٍ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِىْ سُهَيْلُ ابْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ اِضْطَجَعَ .

১১৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়ার পর কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৭

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

বাহনের উপর বিত্‌র নামায পড়া।

١٢٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَتَخَلَّفْتُ فَاَوْتَرْتُ فَقَالَ مَا خَلَفَكَ قُلْتُ اَوْتَرْتُ فَقَالَ اَمَا لَكَ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ عَلٰى بَعِيْرِهِ .

১২০০। সাঈদ ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (সফরে) ইবনে উমার (রা)-এর সাথে ছিলাম। আমি পিছনে পড়ে বিত্‌র নামায পড়ে নিলাম। তিনি বলেন, তোমাকে কিসে পেছনে ফেলেছে? আমি বললাম, আমি বিতরের নামায পড়েছি। তিনি বলেন, তোমার জন্য কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে

অনুসরণীয় আদর্শ নেই? আমি বললাম, হ্যাঁ, আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটের পিঠে বিতরের নামায পড়তেন (বু,মু,দা,তি,না,আ)।

١٢٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْأَسْفَاطِيُّ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ .

১২০১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাহনের উপর বিতরের নামায পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৮

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ اَوَّلَ اللَّيْلِ

রাতের প্রথম ভাগে বিত্‌র নামায পড়া।

١٢٠٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اَبِيْ بُكَيْرٍ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَبِيْ بَكْرٍ اَيَّ حِيْنٍ تُوْتِرُ قَالَ اَوَّلَ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ قَالَ فَاَنْتَ يَا عُمَرُ فَقَالَ اٰخِرَ اللَّيْلِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمَّا اَنْتَ يَا اَبَا بَكْرٍ فَاَخَذْتَ بِالْوُثْقٰى وَاَمَّا اَنْتَ يَا عُمَرُ فَاَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ .

১২০২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কখন বিতরের নামায পড়ো? তিনি বলেন, এশার নামাযের পরে, রাতের প্রথম ভাগে। তিনি বলেন ঃ হে উমার! তুমি কখন? তিনি বলেন, রাতের শেষভাগে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আবু বাক্‌র! তুমি তো মজবুত নীতির উপর আছো। আর হে উমার! তুমি দৃঢ় সংকল্পের উপর আছো।

١٢٠٢(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِاَبِيْ بَكْرٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

১২০২(ক)। আবু দাউদ সুলাইয়ামান ইবনে তওবা (র)-মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ-ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সুলাইম-উবায়দুল্লাহ-নাফে-ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র (রা)-কে বলেন ঃ .....উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৯

بَابُ السَّهْوِ فِى الصَّلاَةِ

নামাযের মধ্যে ভুল হলে (সাহু সিজদা)।

١٢٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَزَادَ اَوْ نَقَصَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَالْوَهْمُ مِنِّىْ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَزِيْدَ فِى الصَّلاَةِ شَىْءٌ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِىَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ تَحَوَّلَ النَّبِىُّ ﷺ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

১২০৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন এবং তাতে বেশী অথবা কম করলেন (ইবরাহীম বলেন, সন্দেহ আমার হয়েছে)। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাযে কি কিছু বাড়ানো হয়েছে? তিনি বলেন ঃ আমি তো একজন মানুষই, আমিও বিস্মৃত হই, যেমন তোমরা বিস্মৃত হও। অতএব তোমাদের কেউ (নামাযে) বিস্মৃত হলে সে যেন বসা অবস্থায় দুইটি সিজদা করে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোড় ঘুড়ে দুইটি সিজদা করলেন।

١٢٠٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ يَحْىٰ حَدَّثَنِىْ عِيَاضٌ اَنَّهُ سَاَلَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ فَقَالَ اَحَدُنَا يُصَلِّى فَلاَ يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّٰى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১২০৪। ইয়াদ (র) আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে জিজ্ঞেস করে বলেন, আমাদের কেউ নামায পড়লো কিন্তু সে যে কতো রাকআত পড়লো তা মনে করতে পারছে না। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নামায পড়লো কিন্তু সে যে কতো রাকআত পড়লো তা মনে করতে না পারলে বসা অবস্থায় যেন দুইটি সিজদা করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩০

بَابُ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَهُوَ سَاهٍ

যে ব্যক্তি ভুলবশত যোহরের নামায পাঁচ রাকআত পড়লো।

١٢٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالاَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِى الصَّلاَةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ فَقِيْلَ لَه فَثَنٰى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

১২০৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পাঁচ রাকআত পড়লেন। তাঁকে বলা হলো, নামাযে কি বাড়ানো হয়েছে? তিনি বলেন ঃ তা কিভাবে? অতএব তাকে (বুঝিয়ে) বলা হলে তিনি পা ঘুরিয়ে নিয়ে দুইটি সিজদা করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩১

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا

যে ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকআতে (না বসে) ভুলে দাঁড়িয়ে গেলো।

١٢٠٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرٍ اَنْبَانَا اَبِىْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى صَلاَةً اَظُنُّ اَنَّهَا الظُّهْرُ (الْعَصْرُ) فَلَمَّا كَانَ فِى الثَّانِيَةِ قَامَ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

১২০৬। ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন। (রাবী বলেন) আমার মনে হয় তা ছিল যোহরের (বা আসরের) নামায। দ্বিতীয় রাকআতে না বসে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। শেষে তিনি সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করলেন।

١٢٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَابْنُ فُضَيْلٍ وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ

وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ اَنَّ ابْنَ بُحَيْنَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فِيْ ثِنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ نَسِيَ الْجُلُوْسَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اِلاَّ اَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَسَلَّمَ .

১২০৭। ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের দ্বিতীয় রাকআতে বসতে ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে যান। নামায শেষে তিনি সালাম ফিরানোর আগে দুইটি সাহু সিজদা করেন এবং সালাম ফিরান।

١٢٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَاِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .

১২০৮। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ দ্বিতীয় রাকআতের পর (ভুলে) দাঁড়িয়ে গেলে এবং তখনও যদি তার দাঁড়ানো সম্পূর্ণ না হয়, তবে সে যেন বসে যায়। আর যদি সে পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যায় তবে সে যেন না বসে এবং (শেষে) দুইটি সাহু সিজদা করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩২

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ شَكَّ فِيْ صَلَاتِهِ فَرَجَعَ اِلَى الْيَقِيْنِ

কোন ব্যক্তির নামাযে সন্দেহ হলে সে ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিবে।

١٢٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَاِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ وَاِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالْاَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ حَتّٰى يَكُوْنَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ .

১২০৯। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কারো নামাযের এক ও দুই রাকআতের মধ্যে সন্দেহ হলে সে যেন তাকে এক রাকআত গণ্য করে। তার দুই ও তিন রাকআতের মধ্যে সন্দেহ হলে সে যেন তাকে দুই রাকআত গণ্য করে। আর তিন ও চার রাকআতের মধ্যে সন্দেহ হলে সে যেন তাকে তিন রাকআত গণ্য করে, তারপর অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করে, যাতে সন্দেহটা অতিরিক্ত নামাযে হয়। অতঃপর সে যেন সালাম ফিরানোর পূর্বে, বসা অবস্থায় দুইটি সিজদা করে।

١٢١٠-حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ فَاِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَاِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَاِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ لِتَمَامِ صَلاَتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ رَغْمَ اَنْفِ الشَّيْطَانِ .

১২১০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো নামাযের মধ্যে তার সন্দেহ হলে সে যেন সন্দেহ পরিহার করে প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে। প্রবল ধারণার ভিত্তিতে নামায শেষ করার পর দুইটি (সাহু) সিজদা করবে। এই অবস্থায় যদি তার নামায আগেই পূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে (ধারণার ভিত্তিতে পড়া) অতিরিক্ত রাকআতটি হবে নফল। আর যদি নামায (আগেই) অপূর্ণ থেকে থাকে তাহলে ঐ রাকআতটি হবে তার নামায পূর্ণ করার সহায়ক এবং সিজদা দু'টি হবে শয়তানের জন্য নাকে খত দেয়ার মত অপ্রীতিকর।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৩

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ شَكَّ فِىْ صَلاَتِهِ فَتَحَرَّى الصَّوَابَ

নামাযের মধ্যে কোন ব্যক্তির সন্দেহ হলে সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চিন্তা করবে।

١٢١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ شُعْبَةُ كَتَبَ الَىَّ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةً لاَ نَدْرِىْ اَزَادَ اَوْ نَقَصَ فَسَاَلَ فَحَدَّثْنَاهُ فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلاَةِ شَىْءٌ لاَنْبَاْتُكُمُوْهُ وَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِيْتُ

فَذَكِّرُونِى وَاَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَتَحَرَّ اَقْرَبَ ذٰلِكَ مِنَ الصَّوَابِ فَيُتِمَّ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمَ وَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ .

১২১১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক ওয়াক্তের নামায পড়লেন। আমরা বুঝতে পারলাম না যে, তিনি বেশী পড়লেন নাকি কম পড়লেন। তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলে আমরা তাঁকে (অনুমানে) বললাম। তিনি তাঁর পা ঘুরিয়ে কিবলামুখী হয়ে দুইটি সিজদা করেন, অতঃপর সালাম ফিরান। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে (বসে) বলেন ঃ নামাযে নতুন কিছু ঘটলে অবশ্যই আমি তা তোমাদের অবহিত করতাম। অবশ্যই আমি একজন মানুষ; আমিও বিস্মৃত হই, যেমন তোমরা বিস্মৃত হও। অতএব আমি বিস্মৃত হলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। তোমাদের কারো নামাযের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হলে সে যেন চিন্তা করে। আর এটাই যথার্থতার অধিক নিকটবর্তী। সে তার ভিত্তিতে নামায পূর্ণ করবে, সালাম ফিরাবে এবং দু'টি সিজদা করবে।

١٢١٢-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ . قَالَ الطَّنَافِسِيُّ هٰذَا الْاَصْلُ وَلاَ يَقْدِرُ اَحَدٌ يَرُدُّهُ .

১২১২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো নামাযের মধ্যে সন্দেহ হলে সে যেন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চিন্তা করে (ভেবে দেখে), অতঃপর দুইটি সিজদা করে। তানাফিসী (র) বলেন, এ একটি মূলনীতি যা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার কেউ রাখে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৪

بَابُ فِيْمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ اَوْ ثَلاَثٍ سَاهِيًا

ভুল করে কেউ দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাকআতে সালাম ফিরালে।

١٢١٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوْا ثَنَا اُسَامَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَهَا فَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقَصُرَتْ اَوْ نَسِيْتَ قَالَ مَا قَصُرَتْ وَمَا نَسِيْتُ قَالَ اِذًا فَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ اَكَمَا يَقُوْلُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوْا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

১২১৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুল বশত দ্বিতীয় রাকআতে সালাম ফিরালে যুল-ইয়াদাইন (রা) নামক এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায কি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? তিনি বলেনঃ হ্রাসপ্রাপ্তও হয়নি এবং আমি ভুলেও যাইনি। তিনি (যুল-ইয়াদাইন) বলেন, তাহলে আপনি দুই রাকআত পড়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ যুল-ইয়াদাইন যা বলছে ঘটনা কি তাই? সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। অতএব তিনি অগ্রসর হয়ে দুই রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন, অতঃপর দুইটি সাহু সিজদা করলেন।

١٢١٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ احْدَىْ صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ الِىٰ خَشَبَةٍ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْتَنِدُ الَيْهَا فَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ يَقُوْلُوْنَ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يَّقُوْلاَ لَهُ شَيْئًا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ طَوِيْلُ الْيَدَيْنِ يُسَمَّى ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ اَمْ نَسِيْتَ فَقَالَ لَمْ تَقْصُرْ وَلَمْ اَنْسَ قَالَ فَانَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ اَكَمَا يَقُوْلُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

১২১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে রাতের কোন এক ওয়াক্তের নামায দুই রাকআত পড়লেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন, অতঃপর উঠে গিয়ে মসজিদের একটি কাঠের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। লোকেরা এই বলতে বলতে দ্রুত বেরিয়ে গেলো যে, নামায হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। লোকেদের মধ্যে আবু বাক্র ও উমার (রা)-ও ছিলেন। কিন্তু তারা এ বিষয়ে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সংকোচবোধ করেন। লোকদের মধ্যে যুল-ইয়াদাইন নামে লম্বা হাতবিশিষ্ট এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায কি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে, না আপনি বিস্মৃত হয়েছেন? তিনি বলেন ঃ নামায হ্রাসপ্রাপ্তও হয়নি এবং আমি ভুলও করিনি। যুল-ইয়াদাইন বলেন, আপনি যে দুই রাকআত পড়েছেন! তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ যুল-ইয়াদাইন যা বলছে তা কি ঠিক? তারা বলেন, হাঁ। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে দুই রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন, অতঃপর দুইটি সিজদা করলেন এবং পুনরায় সালাম ফিরালেন।

١٢١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مِّنَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ

الْخِرْبَاقُ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ فَنَادٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ ازَارَهُ فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ فَصَلّٰى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِيْ كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১২১৫। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায তিন রাকআত পড়ার পর সালাম ফিরান, অতঃপর উঠে গিয়ে হুজরায় প্রবেশ করেন। খিরবাক নামক লম্বা হাতবিশিষ্ট এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায কি কমানো হয়েছে? তিনি বিসন্ন অবস্থায় তাঁর পরিধেয় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বেরিয়ে এসে (বিষয়টি সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করেন। তাঁকে অবহিত করা হলে তিনি (ভুলে) পরিত্যক্ত রাকআতটি পড়েন, অতঃপর সালাম ফিরান, অতঃপর দুইটি সিজদা করে পুনরায় সালাম ফিরান।[৪]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৫

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلاَمِ

সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা সাহু সম্পর্কে।

١٢١٦- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا ابْنُ اسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ الزُّهْرِيُّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ انَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِيْ اَحَدَكُمْ فِيْ صَلاَتِه فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِه حَتّٰى لاَ يَدْرِيْ زَادَ اَوْ نَقَصَ فَاذَا كَانَ ذٰلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ .

১২১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কারো নামাযে রত থাকা অবস্থায় তার নিকট নিশ্চয় শয়তান আসে, অতঃপর তার ও তার অন্তরের মধ্যখানে প্রবেশ করে। অবশেষে সে স্মরণ করতে পারে না যে, সে (নামায) বেশি পড়েছে না কম পড়েছে। এরূপ অবস্থা হলে সে যেন সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করে, অতঃপর সালাম ফিরায়।

---

৪. সাহু সিজদা করার একাধিক নিয়ম হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হানাফী মাযহাবমতে শেষ রাকআতে তাশাহহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে দুইটি সিজদা করতে হবে, অতঃপর পুনরায় তাশাহহুদ ও দুরূদ পাঠ করে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হবে। রাকআত সংখ্যা কম হয়ে থাকলে কথা না বলা পর্যন্ত বা অন্য কাজে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, ছুটে যাওয়া রাকআত পড়ে নিবে। কথা বলে ফেললে বা অন্য কাজে লিপ্ত হলে আবার পূর্ণ নামায পড়তে হবে (অনুবাদক)।

١٢١٧- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ اَخْبَرَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ ابْنِ اٰدَمَ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَلاَ يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ .

১২১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় শয়তান আদম সন্তান ও তার অন্তরের মধ্যখানে প্রবেশ করে। ফলে সে স্মরণ করতে পারে না যে, সে কত রাকআত পড়েছে। তার এরূপ অবস্থা হলে সে যেন সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৬

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلاَمِ

যে ব্যক্তি সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাহু সিজদা করে।

١٢١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ وَذَكَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ فَعَلَ ذٰلِكَ .

১২১৮। আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে মাসউদ (রা) সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাহু সিজদা করেছেন এবং তিনি বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করেছেন।

١٢١٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعُثْمَانُ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ سَالِمٍ الْعَنْسِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ .

১২১৯। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রতিটি ভুলের জন্য সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৭

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلاَةِ

শুরু করা নামাযের ভিত্তি ঠিক রাখা।

١٢٢٠- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى التَّيْمِىُّ عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْاَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الصَّلاَةِ وَكَبَّرَ ثُمَّ اَشَارَ اِلَيْهِمْ فَمَكَثُوا ثُمَّ انْطَلَقَ فَاغْتَسَلَ وَكَانَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنِّىْ خَرَجْتُ اِلَيْكُمْ جُنُبًا وَاِنِّىْ نَسِيْتُ حَتَّى قُمْتُ فِى الصَّلاَةِ .

১২২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তে বের হয়ে এসে তাকবীরে তাহরীমা করার পর তাদের প্রতি ইশারা করলে তারা স্বঅবস্থায় অপেক্ষা করেন। অতঃপর তিনি চলে গিয়ে গোসল করেন। তিনি তাঁর মাথা থেকে পানি পটকানো অবস্থায় ফিরে এসে তাদের সাথে নামায পড়েন। নামাযশেষে তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদের নিকট নাপাক অবস্থায় বের হয়ে এসেছিলাম, আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম, এমনকি নামাযে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম।

١٢٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا الْهَيْثَمُ ابْنُ خَارِجَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصَابَهُ قَىْءٌ اَوْ رُعَافٌ اَوْ قَلْسٌ اَوْ مَذْىٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلٰى صَلاَتِهِ وَهُوَ فِىْ ذٰلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ .

১২২১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযরত অবস্থায় কারো বমি হলে, নাক দিয়ে রক্ত বের হলে, খাদ্য বা পানীয় পেট থেকে মুখে চলে এলে অথবা বীর্যরস নির্গত হলে, সে যেন বাইরে এসে উযু করে, অতঃপর পূর্বোক্ত নামাযের অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করে, উক্ত অবস্থায় যদি সে কথা না বলে থাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৮

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ اَحْدَثَ فِى الصَّلاَةِ كَيْفَ يَنْصَرِفُ

নামাযরত অবস্থায় কারো উযূ ছুটে গেলে সে কিভাবে বের হয়ে যাবে।

١٢٢٢- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيْدَةَ ابْنِ زَيْدٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَاَحْدَثَ فَلْيُمْسِكْ عَلٰى اَنْفِهٖ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ .

১২২২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কারো নামাযরত অবস্থায় উযূ ছুটে গেলে সে যেন তার নাক ধরে বের হয়ে যায়।

١٢٢٢(١)- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১২২২(ক)। হারমালা ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া-আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্‌ব-উমার ইবনে কায়েস-হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা-আয়েশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৯

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صَلاَةِ الْمَرِيْضِ

রুগ্ন ব্যক্তির নামায।

١٢٢٣-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ بِى النَّاصُوْرُ فَسَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ .

১২২৩। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ভগন্দর রোগে আক্রান্ত ছিলাম। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ অবস্থায় নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি দাঁড়ানো অবস্থায় নামায পড়ো, তাতে সমর্থ না হলে বসে পড়ো, তাতেও সমর্থ না হলে কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়ো।[৫]

---

৫. দারু কুতনীর হাদীসে বলা হয়েছে যে, পদদ্বয় কিবলার দিকে বিছিয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে নামায পড়বে। আর এখানে কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের মতে উভয় পদ্ধতিতে নামায পড়া যেতে পারে, তবে প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে নামায পড়া অধিক উত্তম। কারণ তাতে কপালের ইশারাগুলো কিবলার দিকে হয়ে থাকে (অনুবাদক)।

١٢٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ بَيَانٍ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا اسْحَاقُ الْاَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِىْ حَرِيْزٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى جَالِسًا عَلٰى يَمِيْنِهِ وَهُوَ وَجِعٌ .

১২২৪। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর ডান পায়ের উপর বসে নামায পড়তে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪০

بَابُ فِىْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَاعِدًا

বসা অবস্থায় নফল নামায পড়া।

١٢٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَالَّذِىْ ذَهَبَ بِنَفْسِهِ ﷺ مَا مَاتَ حَتّٰى كَانَ اَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَكَانَ اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَيْهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الَّذِىْ يَدُوْمُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَاِنْ كَانَ يَسِيْرًا .

১২২৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ যিনি তাঁর জান নিয়েছেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে তাঁর অধিকাংশ (নফল) নামায বসা অবস্থায় পড়তেন। তাঁর নিকট অধিক পছন্দনীয় নেক আমল ছিল তাই যা বান্দা নিয়মিত করতে পারে, তা পরিমাণে কম হলেও।

١٢٢٦-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِشَامٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَاُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَاُ اِنْسَانٌ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً .

১২২৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামাযের কিরাআত বসা অবস্থায় পড়তেন। অতঃপর তিনি যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখন কোন লোকের চল্লিশ আয়াত পরিমাণ পড়ার মত সময় কিয়াম করতেন (দাঁড়িয়ে থাকতেন)।

١٢٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ شَىْءٍ مِّنْ

صَلاَةِ اللَّيْلِ الاَّ قَائِمًا حَتّٰى دَخَلَ فِى السِّنِّ فَجَعَلَ يُصَلِّىْ جَالِسًا حَتّٰى اِذَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ قِرَاءَتِه اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً اَوْ ثَلاَثُوْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَاَهَا وَسَجَدَ .

১২২৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ভারী না হওয়া পর্যন্ত তিনি রাতের নামায দাঁড়িয়েই পড়তেন। অতঃপর তিনি বসা অবস্থায় নামায পড়তে থাকেন। শেষে যখন তাঁর চল্লিশ বা তিরিশ আয়াত পরিমাণ বাকি থাকতো তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন, অতঃপর তা পড়া শেষ করে সিজদায় যেতেন।

١٢٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِىِّ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا فَاِذَا قَرَاَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَاِذَا قَرَاَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .

১২২৮। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক আল-উকাইলী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায সম্পর্কে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি কখনও দীর্ঘ রাত ধরে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, আবার কখনও দীর্ঘ রাত ধরে বসে নামায পড়তেন। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় কিরাআত পাঠ করলে রুকূও দাঁড়ানো অবস্থায় করতেন এবং বসা অবস্থায় কিরাআত পড়লে রুকূও বসা অবস্থায় করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪১

بَابُ صَلاَةِ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ

বসা অবস্থায় পড়া নামাযের সওয়াব দাঁড়ানো অবস্থায় পড়া নামাযের অর্ধেক।

١٢٢٩-حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ ثَنَا قُطْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِه وَهُوَ يُصَلِّىْ جَالِسًا فَقَالَ صَلاَةُ الْجَالِسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِ الْقَائِمِ .

১২২৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার সময় তিনি বসা অবস্থায় নামায পড়ছিলেন। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি বসে নামায পড়ে তার সওয়াব, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়ে তার অর্ধেক।

١٢٣٠-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فَرَاٰى اُنَاسًا يُّصَلُّوْنَ قُعُوْدًا فَقَالَ صَلاَةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ .

১২৩০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে কিছু সংখ্যক লোককে বসা অবস্থায় নামায পড়তে দেখেন। তিনি বলেন ঃ বসে নামায আদায়কারীর নামাযের সওয়াব দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর নামাযের অর্ধেক।

١٢٣١- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّيْ قَاعِدًا قَالَ مَنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلّٰى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ .

১২৩১। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি বসে নামায পড়ে তার সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়ে সে অধিক উত্তম। আর যে ব্যক্তি বসে নামায পড়ে তার সওয়াব দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর অর্ধেক। আর যে ব্যক্তি শোয়া অবস্থায় নামায পড়ে তার সওয়াব বসা অবস্থায় নামায আদায়কারীর অর্ধেক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪২

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ

রোগাক্রান্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায।

١٢٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ (وَقَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ لَمَّا ثَقُلَ) جَاءَ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ يَعْنِيْ رَقِيْقٌ وَمَتٰى مَا يَقُوْمُ مَقَامَكَ يَبْكِيْ فَلاَ

يَسْتَطِيْعُ فَلَوْ اَمَرْتَ عُمَرَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَاِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوْسُفَ قَالَتْ فَاَرْسَلْنَا اِلَى اَبِىْ بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَوَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلاَهُ تَخُطَّانِ فِى الْاَرْضِ فَلَمَّا اَحَسَّ بِهِ اَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَاَخَّرَ فَاَوْمٰى اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ مَكَانَكَ قَالَ فَجَاءَ حَتّٰى اَجْلَسَاهُ اِلٰى جَنْبِ اَبِىْ بَكْرٍ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَاْتَمُّ بِالنَّبِىِّ ﷺ وَالنَّاسُ يَاْتَمُّوْنَ بِاَبِىْ بَكْرٍ .

১২৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুব্যাধিতে আক্রান্ত অবস্থায় বিলাল (রা) এসে তাঁকে নামাযের কথা অবহিত করেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা আবু বাক্রকে নির্দেশ দাও তিনি যেন লোকদের নামায পড়ান। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু বাক্র (রা) নরম দিলের লোক। যখনই তিনি আপনার স্থানে দাঁড়াবেন তখনই কেঁদে ফেলবেন এবং (নামায পড়াতে) সক্ষম হবেন না। অতএব আপনি যদি উমার (রা)-কে নির্দেশ দিতেন তাহলে তিনি লোকদের নামায পড়াতেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা আবু বাক্রকে নির্দেশ দাও তিনি যেন লোকদের নামায পড়ান। তোমরা (মুমিন জননীগণ) যেন ইউসুফ (আ)-এর সঙ্গিনীগণের অনুরূপ। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা আবু বাক্র (রা)-র নিকট লোক পাঠালে তিনি লোকদের নিয়ে নামায পড়া শুরু করেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে একটু হালকা (সুস্থ) বোধ করলে দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করে মাটিতে তাঁর পদদ্বয় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নামায পড়তে রওয়ানা হন। আবু বাক্র (রা) তাঁর আগমন টের পেয়ে পেছনে সরে যেতে উদ্যোগী হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা করে তাকে স্বস্থানে স্থির থাকতে বলেন। রাবী বলেন, তিনি (মসজিদে) এসে পৌছলে সাহায্যকারীদ্বয় তাঁকে আবু বাক্র (রা)-র পাশে বসিয়ে দেন। আবু বাক্র (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইকতিদা করলেন এবং লোকেরা আবু বাক্র (রা)-র ইকতিদা করে।

١٢٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فِىْ مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّىْ بِهِمْ فَوَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خِفَّةً فَخَرَجَ وَاِذَا اَبُوْ بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُوْ بَكْرٍ اسْتَاْخَرَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىْ كَمَا اَنْتَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِذَاءَ اَبِىْ بَكْرٍ اِلٰى جَنْبِهِ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّىْ بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَةِ اَبِىْ بَكْرٍ .

১২৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রোগগ্রস্ত অবস্থায় আবু বাক্‌র (রা)-কে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন লোকদের নামায পড়ান। অতএব তিনি তাদের নামায পড়াচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা হালকা (সুস্থতা) বোধ করলেন। অতএব তিনি বের হলেন, তখন আবু বাক্‌র (রা) লোকদের ইমামতি করছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে পেছনে হটতে উদ্যোগী হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইশারা করে স্বস্থানে থাকতে বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু (রা)-র ঠিক পাশে বসলেন। আবু বাক্‌র (রা) তাঁর ইমামতিতে নামায পড়েন এবং লোকেরা আবু বাক্‌র (রা)-র ইমামতিতে নামায পড়ে।

١٢٣٤-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ مِنْ كِتَابِهِ فِيْ بَيْتِهِ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ أَنَا عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيْطٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أُغْمِيَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ مُرُوْا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ وَمُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ مُرُوْا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ وَمُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ مُرُوْا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ وَمُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبِيْ رَجُلٌ أَسِيْفٌ فَإِذَا قَامَ ذٰلِكَ الْمَقَامَ يَبْكِيْ لَا يَسْتَطِيْعُ فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ مُرُوْا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ وَمُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ أَوْ صَوَاحِبَاتُ يُوْسُفَ قَالَ فَأُمِرَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ وَأُمِرَ أَبُوْ بَكْرٍ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَجَدَ خِفَّةً فَقَالَ انْظُرُوْا إِلٰى مَنْ أَتَّكِئُ عَلَيْهِ فَجَاءَتْ بَرِيْرَةُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَاتَّكَأَ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَآهُ أَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَنْكِصَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى جَلَسَ إِلٰى جَنْبِ أَبِيْ بَكْرٍ حَتّٰى قَضٰى أَبُوْ بَكْرٍ صَلَاتَهُ ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُبِضَ . قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ .

১২৩৪। সালেম ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অসুস্থ অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে পড়লেন, অতঃপর হুঁশ ফিরে পেলে

তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে কি? তারা বললেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ বিলালকে আযান দিতে নির্দেশ দাও এবং আবু বাক্‌রকে লোকদের নিয়ে নামায পড়তে নির্দেশ দাও। তিনি আবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন, অতঃপর সংজ্ঞা ফিরে পেলে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে কি? লোকেরা বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ বিলালকে আযান দিতে এবং আবু বাক্‌রকে লোকদের নিয়ে নামায পড়তে নির্দেশ দাও। তিনি পুনরায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তিনি সংজ্ঞা ফিরে পেলে জিজ্ঞেস করেন ঃ নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে কি? লোকেরা বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ বিলালকে আযান দিতে এবং আবু বাক্‌রকে লোকদের নিয়ে নামায পড়তে নির্দেশ দাও। আয়েশা (রা) বলেন, আমার পিতা নরম দিলের মানুষ। তিনি যখন ঐ স্থানে দাঁড়াবেন তখন কেঁদে দিবেন এবং (কিরাআত পড়তে) সক্ষম হবেন না। অতএব আপনি যদি অপর কাউকে নির্দেশ দিতেন। তিনি পুনরায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। অতঃপর সংজ্ঞা ফিরে পেলে তিনি বলেন ঃ বিলালকে আযান দিতে এবং আবু বাক্‌রকে লোকদের নিয়ে নামায পড়তে নির্দেশ দাও। তোমরা হলে ইউসুফ (আ)-এর সংগী বা সংগিনী। রাবী বলেন, বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেয়া হলে তিনি আযান দেন এবং আবু বাক্‌র (রা)-কে নির্দেশ দেয়া হলে তিনি লোকদের নিয়ে নামায পড়েন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা হালকা বোধ করলে বলেন ঃ দেখো তো আমার ভর দিয়ে যাওয়ার মত কাউকে পাওয়া যায় কিনা। বারীরা (রা) ও অপর এক ব্যক্তি এলে তিনি তাদের উপর ভর করে (মসজিদে যান)। আবু বাক্‌র (রা) তাঁকে দেখতে পেয়ে পিছনে সরতে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে ইশারায় স্বস্থানে স্থির থাকতে বলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আবু বাক্‌র (রা)-র পাশে বসেন। আবু বাক্‌র (রা) তার নামায শেষ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম ইবনে মাজা) বলেন, এ হাদীসটি গরীব। নাস্‌র ইবনে আলী ব্যতীত আর কেউ এটি বর্ণনা করেননি।

١٢٣٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَرْقَمِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَرِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ كَانَ فِىْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ ادْعُوْا لِىْ عَلِيًّا فَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَدْعُوْ لَكَ اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ ادْعُوْهُ قَالَتْ حَفْصَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَدْعُوْ لَكَ عُمَرَ قَالَ (ادْعُوْهُ) قَالَتْ اُمُّ الْفَضْلِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَدْعُوْ لَكَ الْعَبَّاسَ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ فَنَظَرَ فَسَكَتَ فَقَالَ عُمَرُ قُوْمُوْا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ حَصِرٌ وَمَتٰى لاَ يَرَاكَ يَبْكِىْ وَالنَّاسُ يَبْكُوْنَ فَلَوْ

اَمَرْتَ عُمَرَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فَخَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَوَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَفْسِه خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادِى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلاَهُ تَخُطَّانِ فِى الْاَرْضِ فَلَمَّا رَاٰهُ النَّاسُ سَبَّحُوْا بِاَبِىْ بَكْرٍ فَذَهَبَ لِيَسْتَاخِرَ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ اَىْ مَكَانَكَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَلَسَ عَنْ يَمِيْنِه وَقَامَ اَبُوْ بَكْرٍ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَأتَمُّ بِالنَّبِىِّ ﷺ وَالنَّاسُ يَأتَمُّوْنَ بِاَبِىْ بَكْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ اَبُوْ بَكْرٍ . قَالَ وَكِيْعٌ وَكَذَا السُّنَّةُ قَالَ فَمَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِه ذٰلِكَ .

১২৩৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পর আয়েশা (রা)-র ঘরে ছিলেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা আলীকে আমার নিকট ডেকে আনো। আয়েশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আবু বাক্‌রকেও আপনার নিকট ডেকে আনি? তিনি বলেন ঃ তাকেও ডেকে আনো। হাফসা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা উমারকেও আপনার নিকট ডেনে আনি? তিনি বলেন ঃ তাকেও ডাকো। উম্মুল ফাদল (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আব্বাস (রা)-কেও আপনার নিকট ডেকে আনি? তিনি বলেন ঃ হাঁ। তারা একত্র হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উত্তোলন করে তাকান এবং নিশ্চুপ থাকেন। উমার (রা) বলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে উঠে যাও। অতঃপর বিলাল (রা) এসে তাঁকে নামায সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বলেন ঃ আবু বাক্‌রকে নির্দেশ দাও তিনি যেন লোকদের নিয়ে নামায পড়েন। আয়েশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু বাক্‌র (রা) নরম দিলের লোক, তিনি কিরাআত পড়তে সক্ষম হবেন না, তিনি আপনাকে দেখতে না পেলেই কেঁদে ফেলবেন এবং লোকেরাও কেঁদে ফেলবে। অতএব আপনি যদি উমার (রা)-কে লোকদের নামায পড়াবার নির্দেশ দিতেন! আবু বাক্‌র (রা) বেরিয়ে এসে লোকদের সাথে নিয়ে নামায শুরু করলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালকা বোধ করলেন এবং দুইজন লোকের উপর ভর করে তাঁর দুই পা মাটিতে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বের হলেন। লোকেরা তাকে দেখতে পেয়ে সুবহানাল্লাহ বলে আবু বাক্‌র (রা)-কে সতর্ক করলো। তিনি পেছনে সরে যেতে উদ্যোগী হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইশারা করে স্বস্থানে থাকতে বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে তার ডান পাশে বসলেন এবং আবু বাক্‌র (রা) দাঁড়ালেন। আবু বাক্‌র (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইকতিদা করলেন এবং লোকেরা আবু বাক্‌র (রা)-র ইকতিদা করলো। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবু বাক্‌র (রা) যে পর্যন্ত কিরাআত পড়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তার পর থেকে কিরাআত শুরু করেন। ওয়াকী (র) বলেন, এটাই সুন্নাত। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই রোগেই ইনতিকাল করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৩

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَلْفَ رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِه

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মাতেরই একজনের পিছনে নামায পড়েন।

١٢٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ صَلّٰى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً فَلَمَّا اَحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَاَخَّرُ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُتِمَّ الصَّلاَةَ قَالَ وَقَدْ اَحْسَنْتَ كَذٰلِكَ فَافْعَلْ .

১২৩৬। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুপস্থিত ছিলেন। আমরা সম্প্রদায়ের নিকট যখন পৌঁছলাম তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) লোকদের এক রাকআত পড়ানো শেষ করেছেন মাত্র। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতি অনুভব করে পেছনে সরে যেতে উদ্যোগী হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নামায পড়ে শেষ করতে ইশারা করেন। (নামায শেষে) তিনি বলেন ঃ তুমি উত্তম কাজ করেছো। তুমি এমনটিই করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৪

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه

ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য।

١٢٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِه يَعُوْدُوْنَهُ فَصَلَّى النَّبِىُّ ﷺ جَالِسًا فَصَلُّوْا بِصَلاَتِه قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنِ اجْلِسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا .

১২৩৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত হলে তাঁর কতক সাহাবী তাঁকে দেখতে এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা অবস্থায় নামায পড়লেন, কিন্তু তারা তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। তিনি তাদেরকে ইশারা করে বসতে বলেন। তিনি নামায শেষে বলেন ঃ ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য। অতএব তিনি রুকূতে গেলে তোমরাও রুকূতে যাও, তিনি মাথা তুললে তোমরাও মাথা তোল এবং তিনি বসে নামায পড়লে তোমরাও বসে নামায পড়ো (বুখারী, নং ৬৫৪)।

١٢٣٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَدَخَلْنَا نَعُوْدُهُ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلّٰى بِنَا قَاعِداً وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْداً فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا صَلّٰى قَاعِداً فَصَلُّوْا قُعُوْداً اَجْمَعِيْنَ .

১২৩৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার পিঠ থেকে নিক্ষিপ্ত হলে তাঁর ডান পার্শ্বদেশ আহত হয়। আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তিনি বসা অবস্থায় আমাদের নামায পড়ান এবং আমরাও তাঁর পেছনে বসা অবস্থায় নামায পড়ি। তিনি নামায শেষ করে বলেন ঃ ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য। তিনি যখন তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বলো, তিনি যখন রুকূ করেন, তোমরাও রুকূ করো, তিনি যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলেন, তোমরা বলো, 'রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ'। তিনি যখন সিজদা করেন, তোমরাও সিজদা করো এবং তিনি যখন বসা অবস্থায় নামায পড়েন, তোমরাও সকলে বসা অবস্থায় নামায পড়ো (বুখারী, নং ৬৫৫, তিরমিযী, নং ৩৩৭)।

١٢٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِنْ صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِنْ صَلّٰى قَاعِداً فَصَلُّوْا قُعُوْداً .

১২৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য। অতএব তিনি যখন তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বলো; তিনি যখন রুকূতে যান, তোমরাও

রুকূতে যাও, তিনি যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলেন, তোমরা তখন "রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ" বলো, তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় নামায পড়লে তোমরাও দাঁড়ানো অবস্থায় নামায পড়ো এবং তিনি বসা অবস্থায় নামায পড়লে তোমরাও বসা অবস্থায় নামায পড়ো (মুসলিম, নং ৮১৯)।

١٢٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا فَرَاٰنَا قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِه قُعُوْدًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اِنْ كِدْتُمْ اَنْ تَفْعَلُوْا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ يَقُوْمُوْنَ عَلٰى مُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُوْدٌ فَلاَ تَفْعَلُوْا ائْتَمُّوْا بِاَئِمَّتِكُمْ اِنْ صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا .

১২৪০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি বসা অবস্থায় (ইমামতি করেন), আমরা তাঁর পিছনে নামায পড়লাম, আবু বাক্‌র (রা) লোকদের শুনানোর জন্য উচ্চকণ্ঠে তাঁর তাকবীরের পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি আমাদের দিকে লক্ষ্য করে আমাদেরকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলেন। তিনি ইশারা করলে আমরা বসে পড়লাম এবং বসা অবস্থায় তাঁর সাথে নামায পড়লাম। তিনি সালাম ফিরিয়ে বললেন ঃ তোমরা প্রায় পারস্য ও রোমবাসীদের মত কাজ করে ফেলেছিলে। তাদের নেতারা বসা থাকতো এবং তারা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো, কিন্তু তোমরা তা করো না। তোমরা তোমাদের ইমামদের অনুসরণ করো। তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়লে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়ো এবং তিনি বসে নামায পড়লে তোমরাও বসে নামায পড়ো।[৬]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৫

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْقُنُوْتِ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ

ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়া প্রসঙ্গে।

١٢٤١-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ يَا اَبَتِ

৬. গরিষ্ঠ সংখ্যক বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে হাদীসের উপরোক্ত নির্দেশ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুশয্যায় থাকাকালে তাঁর বসে বসে ইমামতি করা এবং মোক্তাদীদের দাঁড়িয়ে নামায পড়া সংক্রান্ত হাদীস (নং ১২৩২, ১২৩৩, ১২৩৪ ও ১২৩৫) দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। আর এটা ছিলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সর্বশেষ ঘটনা (অনুবাদক)।

انَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَابِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هَاهُنَا بِالْكُوْفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ فَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِى الْفَجْرِ فَقَالَ اَىْ بُنَىَّ مُحْدَثٌ .

১২৪১। আবু মালেক আল-আশজাঈ সাদ ইবনে তারেক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, হে পিতা! আপনি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)-র পিছনে নামায পড়েছেন এবং এই কুফায় আলী (রা)-র পেছনে প্রায় পাঁচ বছর নামায পড়েছেন। তাঁরা কি ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়তেন? তিনি বলেন, হে বৎস! এটা তো বিদ্‌আত।

١٢٤٢- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ نَصْرٍ الضَّبِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَعْلٰى زُنْبُوْرٌ ثَنَا عَنْبَسَةُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقُنُوْتِ فِى الْفَجْرِ.

১২৪২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়তে নিষেধ করেছেন।

١٢٤٣-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِىْ صَلاَةِ الصُّبْحِ يَدْعُوْ عَلٰى حَيٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَ .

১২৪৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়তেন। এতে তিনি আরবের কতক গোত্রকে এক মাস ধরে বদদোয়া করেছিলেন, অতঃপর তা ত্যাগ করেন।[৭]

١٢٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِى رَبِيْعَةَ

---

৭. হানাফী মাযহাবমতে ফজরের ফরয নামাযে দোয়া কুনূত পড়া নিষেধ। মুসলিম উম্মাহ্‌র উপর সার্বিকভাবে অথবা কোন মুসলিম জনবসতির উপর বিপদাপদ, বিশেষত অমুসলিম মুশরিক বা নাস্তিকদের পক্ষ থেকে, বিপদ এলে সেই সময় ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়তে হবে। এই কুনূতকে বলা হয় কুনূতে নাযিলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তরজন সাহাবীকে বিশ্বাসঘাতকা করে নির্মমভাবে হত্যা করা হলে তিনি দীর্ঘ এক মাস ফজরের নামাযে কুনূতে নাযিলা পড়েন (অনুবাদক)।

وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ بِمَكَّةَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطَاتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ .

১২৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের (রুকূ থেকে) মাথা তুলে বললেন ঃ "হে আল্লাহ! ওলীদ ইবনুল ওলীদ, সালামা ইবনে হিশাম, আইয়াশ ইবনে আবু রবীআ ও মক্কার অসহায় মুসলমানদের নাজাত দিন। হে আল্লাহ! মুদার গোত্রের উপর আপনার নিপিড়ন জোরদার করুন এবং তাদের উপর ইউসুফ (আ)-এর সময়কার দুর্ভিক্ষের মত কয়েক বছরের দুর্ভিক্ষ কার্যকর করুন"।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৬

بَابُ مَا جَاءَ فِى قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِى الصَّلاَةِ

নামাযরত অবস্থায় সাপ ও বিছা হত্যা করা।

١٢٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْاَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلاَةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ .

১২৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত অবস্থায়ও দু'টি কালো প্রাণী হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন ঃ বিছা ও সাপ।

١٢٤٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ الْاَوْدِىُّ وَالْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ ثَابِتٍ الدَّهَّانُ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَدَغَتِ النَّبِىَّ ﷺ عَقْرَبٌ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ الْمُصَلِّىَ وَغَيْرَ الْمُصَلِّىَ اُقْتُلُوْهَا فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ .

১২৪৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর নামাযরত অবস্থায় একটি বিছা দংশন করে। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ বিছাকে অভিশপ্ত করুন, সে নামাযী ও অনামাযী কাউকেই ছাড়ে না। তোমরা একে হেরেম শরীফে ও তার বাইরে সর্বত্র হত্যা করো।

١٢٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا الْهَيْثَمُ ابْنُ جَمِيْلٍ ثَنَا مِنْدَلٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَتَلَ عَقْرَبًا وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ .

১২৪৭। ইবনে আবু রাফে (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত অবস্থায় একটি বিছা হত্যা করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৭

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

ফজর ও আসর নামাযের পরে কোন নামায পড়া নিষিদ্ধ।

١٢٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صَلاَتَيْنِ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

১২৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন ঃ ফজরের নামাযের পর সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

١٢٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

১২৪৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আসরের নামাযের পর সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন নামায নাই এবং ফজরের নামাযের পর সূর্য উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন নামায নাই।

١٢٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِيْ رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاَرْضَاهُمْ عِنْدِيْ عُمَرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

১২৫০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে কয়েকজন সন্তোষভাজন ব্যক্তি বলেছেন, উমার (রা)-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের মধ্যে উমার (রা)-ই আমার অধিক সন্তোষভাজন ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত কোন নামায নাই এবং আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কোন নামায নাই।[৮]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৮

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَاتِ الَّتِيْ تُكْرَهُ فِيْهَا الصَّلاَةُ

যে সকল সময়ে নামায পড়া মাকরূহ।

١٢٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ طَلْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اُخْرٰى قَالَ نَعَمْ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاَوْسَطُ فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتّٰى يَطْلُعَ الصُّبْحُ ثُمَّ انْتَهِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَمَا دَامَتْ كَاَنَّهَا حَجَفَةٌ حَتّٰى تُبَشْبِشَ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتّٰى يَقُوْمَ الْعَمُوْدُ عَلٰى ظِلِّهِ ثُمَّ انْتَهِ حَتّٰى تَزِيْغَ الشَّمْسُ فَاِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ نِصْفَ النَّهَارِ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتّٰى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ انْتَهِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَاِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ .

১২৫১। আমর ইবনে আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞে করলাম, এমন কোন সময় আছে কি, যা আল্লাহ্‌র নিকট অন্য সময়ের তুলনায় অধিক প্রিয়? তিনি বলেন ঃ হাঁ, মধ্য রাত। অতএব তুমি পারলে তখন থেকে ভোর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নামায পড়ো; অতঃপর (ফজরের নামায পড়ে) সূর্য উদিত হয়ে তা কিছুটা উপরে না উঠা পর্যন্ত বিরত থাকো। অতঃপর তুমি পারলে খুঁটি তার ছায়ার উপর স্থির হওয়ার পূর্ব (দ্বিপ্রহর) পর্যন্ত নামায পড়তে পারো। অতঃপর সূর্য ঢলে না পড়া পর্যন্ত (নামায পড়া থেকে) বিরত থাকো।

---

৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়ার পর নফল নামায পড়েছেন বলে হাদীসে বর্ণিত আছে। আল্লামা আইনী (র) বলেছেন যে, এই নামায মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস। অন্যথায় ফজর ও আসরের ফরয নামায পড়ার পর নফল নামায পড়া মাকরূহ, হারাম নয় (অনুবাদক)।

কেননা ঠিক দুপুরে দোযখকে উত্তপ্ত করা হয়। অতঃপর তুমি পারলে তোমার আসরের নামায পড়ার পূর্ব পর্যন্ত নামায পড়তে পারো। অতঃপর সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত বিরত থাকো। কেননা তা শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যখান দিয়ে অস্ত যায় ও উদিত হয়।[৯]

١٢٥٢-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَالَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ سَائِلُكَ عَنْ اَمْرٍ اَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَاَنَا بِهِ جَاهِلٌ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ هَلْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيْهَا الصَّلاَةُ قَالَ نَعَمْ اِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَدَعِ الصَّلاَةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ صَلِّ فَالصَّلاَةُ مَحْضُوْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتّٰى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلٰى رَاْسِكَ كَالرُّمْحِ فَاِذَا كَانَتْ عَلٰى رَاْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلاَةَ فَاِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ تُسْجَرُ فِيْهَا جَهَنَّمُ وَتُفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُهَا حَتّٰى تَزِيْغَ الشَّمْسُ عَنْ حَاجِبِكَ الْاَيْمَنِ فَاِذَا زَالَتْ فَالصَّلاَةُ مَحْضُوْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ دَعِ الصَّلاَةَ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ .

১২৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসার সুরে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এমন একটি বিষয় আপনার নিকট জিজ্ঞেস করতে চাই যে সম্পর্কে আপনি জ্ঞাত কিন্তু আমি অজ্ঞ। তিনি বলেন ঃ তা কি? তিনি বলেন, রাত ও দিনের সময়সমূহের মধ্যে এমন সময়ও কি আছে যখন নামায পড়া মাকরূহ? তিনি বলেন ঃ হাঁ। তুমি ফজরের নামায পড়ার পর থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত (নফল) নামায পড়া ত্যাগ করো। কারণ তা শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যখান দিয়ে উদিত হয়। অতঃপর তুমি নামায পড়ো। এই নামাযে (ফেরেশতাগণ) উপস্থিত হয় এবং (ইবাদত) কবুল করা হয়, (তা পড়তে পারো) যাবত না সূর্য তীরের মত তোমার মাথার উপর এসে সোজা হয়। যখন সূর্য তীরের মত তোমার মাথার উপর স্থির হয় তখন নামায পড়া ত্যাগ করো। কারণ এই সময় দোযখকে উত্তপ্ত করা হয় এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, যাবত না সূর্য তোমার ডান

৯. হাদীসে উক্ত তিনটি সময় ব্যতীত অন্য সব সময় নফল নামায পড়া যেতে পারে। সূর্য কখনো অস্ত যায় না, পৃথিবীর আড়াল হয় মাত্র। এই আড়াল হওয়াটাই সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য তার অস্ত যাওয়া। সূর্য উদিত হওয়ার ব্যাপারটিও তদ্রূপ। এমনকি বিজ্ঞানীরাও উদয় ও অস্ত যাওয়ার পরিভাষা ব্যবহার করেন। শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যখান দিয়ে তার উদয় হওয়া ও অস্ত যাওয়া কথাটি রূপকও হতে পারে, বাস্তবও হতে পারে, যার ব্যাখ্যা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন (অনুবাদক)।

ভ্রূ দিয়ে ঢলে পড়ে। তা ঢলে পড়ার পর থেকে তোমার আসরের নামায পড়ার পূর্ব পর্যন্ত (সময়ে নফল) নামাযে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন এবং তা কবুল করা হয়। অতঃপর তুমি সূর্যাস্ত না যাওয়া পর্যন্ত নামায ত্যাগ করো।

١٢٥٣- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ اَوْ قَالَ يَطْلُعُ مَعَهَا قَرْنَا الشَّيْطَانِ فَاِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَاِذَا كَانَتْ فِىْ وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا فَاِذَا دَلَكَتْ اَوْ قَالَ زَالَتْ فَارَقَهَا فَاِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ قَارَنَهَا فَاِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا فَلاَ تُصَلُّوْا هٰذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلاَثَ .

১২৫৩। আবু আবদুল্লাহ আস-সুনাবিহী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় সূর্য শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যখান দিয়ে উদিত হয় অথবা তার সাথে শয়তানের দুই শিং-ও উদিত হয়। সূর্য উপরে উঠলে তা থেকে সে পৃথক হয়ে যায়। আবার সূর্য যখন আসমানের মধ্যখানে আসে তখন সে তার সামনে আসে। সূর্য যখন ঢলে যায় তখন সে তা থেকে পৃথক হয়ে যায়। আবার যখন তা অস্ত যাওয়ার কাছাকাছি আসে তখন সে তার সামনে এসে যায়। অতঃপর তা অস্তমিত হলে সে আবার পৃথক হয়ে যায়। অতএব তোমরা এই তিন সময়ে (নফল) নামায পড়ো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৯

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرُّخْصَةِ فِى الصَّلاَةِ بِمَكَّةَ فِىْ كُلِّ وَقْتٍ

যে কোন সময়ে মক্কা শরীফে নামায পড়ার অনুমতি আছে।

١٢٥٤- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بَابَيْهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوْا اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلّٰى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .

১২৫৪। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবদে মানাফের বংশধর! কোন ব্যক্তি দিনের অথবা

রাতের যে কোন সময় ইচ্ছা এই ঘর তাওয়াফ করলে বা এখানে নামায পড়লে তোমরা তাকে বাধা দিও না।[১০]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫০

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا اذَا اَخَّرُوا الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا

নির্দিষ্ট ওয়াক্ত থেকে বিলম্ব করে নামায পড়া সম্পর্কে।

١٢٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُوْنَ اَقْوَامًا يُصَلُّوْنَ الصَّلاَةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا فَانْ اَدْرَكْتُمُوْهُمْ فَصَلُّوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ لِلْوَقْتِ الَّذِيْ تَعْرِفُوْنَ ثُمَّ صَلُّوْا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوْهَا سُبْحَةً .

১২৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই হয়ত তোমরা এমন সব লোকের সাক্ষাত পাবে যারা নির্দিষ্ট ওয়াক্তে নামায না পড়ে ভিন্ন ওয়াক্তে তা পড়বে। তোমরা তাদের সাক্ষাত পেলে নিজেদের ঘরে তোমাদের প্রসিদ্ধ ওয়াক্তে (বিলম্বে) নামায পড়ে নিও, অতঃপর তাদের সাথে (জামাআতে) তা পড়ে নিও এবং একে নফলরূপে গণ্য করো।

١٢٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَانْ اَدْرَكْتَ الْاِمَامَ يُصَلِّيْ بِهِمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَقَدْ اَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ وَالاَّ فَهِيَ نَافِلَةٌ لَّكَ .

১২৫৬। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি নামাযের নির্দিষ্ট ওয়াক্তে তা পড়ে নাও। অতঃপর ইমামকে লোকদের নিয়ে নামাযরত পেলে তুমিও তাদের সাথে নামায পড়ো। তুমি আগে নামায না পড়ে থাকলে এটা তোমার সেই নামায হবে, অন্যথায় তা হবে তোমার জন্য নফল।

---

১০. মক্কা শরীফের মর্যাদার কারণে এখানে মাকরূহ ওয়াক্তেও নামায পড়া যেতে পারে। যাতে লোকেরা সব সময়ই এর ফযীলাত লাভে ধন্য হতে পারে। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র) এই মত ব্যক্ত করেছেন। হানাফী মাযহাবমতে এখানেও মাকরূহ ওয়াক্তসমূহে নামায পড়া নিষিদ্ধ। কারণ হাদীসের নিষেধাজ্ঞা ব্যাপক। কেউ বলেন, এ হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। ইবনুল মালেক বলেন, নিষিদ্ধ ওয়াক্তসমূহ বাদ দিয়ে যে কোন সময় নামায পড়ার কথাই এ হাদীসে বলা হয়েছে। তবে প্রথমোক্ত মতই সর্বাগ্রগণ্য (অনুবাদক)।

١٢٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِى الْمُثَنَّى عَنْ اَبِىْ اُبَىِّ ابْنِ امْرَاَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَعْنِىْ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَيَكُوْنُ اُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ اَشْيَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا فَاجْعَلُوْا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا .

১২৫৭। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অচিরেই এমন সব শাসকের আবির্ভাব হবে যারা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে নামাযকে তার ওয়াক্ত থেকে বিলম্বিত করবে। অতএব তোমরা তাদের সাথে (জামাআতে) তোমাদের নফল নামায পড়ো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫১

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صَلاَةِ الْخَوْفِ

সালাতুল খাওফ (শংকাকালীন নামায)।

١٢٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَلاَةِ الْخَوْفِ اَنْ يَكُوْنَ الاِمَامُ يُصَلِّىْ بِطَائِفَةٍ مَعَهُ فَيَسْجُدُوْنَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَتَكُوْنُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ ثُمَّ يَنْصَرِفُ الَّذِيْنَ سَجَدُوا السَّجْدَةَ مَعَ اَمِيْرِهِمْ ثُمَّ يَكُوْنُوْنَ مَكَانَ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا وَيَتَقَدَّمُ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا فَيُصَلُّوا مَعَ اَمِيْرِهِمْ سَجْدَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ اَمِيْرُهُمْ وَقَدْ صَلَّى صَلاَتَهُ وَيُصَلِّىْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ بِصَلاَتِهِ سَجْدَةً لِنَفْسِهِ فَاِنْ كَانَ خَوْفٌ اَشَدَّ مِنْ ذٰلِكَ فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا قَالَ يَعْنِىْ بِالسَّجْدَةِ الرَّكْعَةَ .

১২৫৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল খাওফ (শংকাকালীন নামায) সম্পর্কে বলেছেন ঃ ইমাম তার সাথের একদল লোকসহ নামায পড়বে, তারা (তার সাথে) এক রাকআত নামায পড়বে এবং অপর দল তাদের ও তাদের শত্রুদের মধ্যে প্রতিরোধ বজায় রাখবে। অতঃপর আমীরের সাথে এক রাকআত পড়া দলটি (প্রতিরক্ষা ব্যূহে) চলে যাবে এবং যে দলটি নামায পড়েনি তাদের স্থানে অবস্থান নিবে এবং নামায না পড়া দলটি অগ্রসর হয়ে তাদের আমীরের সাথে এক রাকআত নামায পড়বে। অতঃপর তাদের আমীর তার নামায পূর্ণ করে চলে যাবে এবং পূর্বোক্ত দুইটি দল পৃথক পৃথকভাবে আরো এক রাকআত নামায পড়ে নিবে। যদি

অধিক সন্ত্রস্ত অবস্থা বিরাজ করে তবে পদাতিক অবস্থায় বা অশ্বারোহী অবস্থায় (যেভাবে সম্ভব) নামায পড়ে নিবে। রাবী বলেন, এখানে সিজদা দ্বারা রাকআত বুঝানো হয়েছে।

١٢٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنِي يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ ابْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ اَنَّهُ قَالَ فِيْ صَلاَةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقُوْمُ الْاِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَتَقُوْمُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وَوُجُوْهُهُمْ اِلَى الصَّفِّ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَرْكَعُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ وَيَسْجُدُوْنَ لاَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِيْ مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَذْهَبُوْنَ اِلٰى مُقَامِ اُوْلٰئِكَ وَيَجِيْئُ اُوْلٰئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ يَرْكَعُوْنَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُوْنَ سَجْدَتَيْنِ .

১২৫৯। সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সালাতুল খাওফ সম্পর্কে বলেন, ইমাম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন, তাদের একদলও তার সাথে (নামাযে) দাঁড়াবে এবং অপর দল শত্রুর প্রতিরোধে থাকবে এবং তাদের দৃষ্টি থাকবে কাতারের দিকে। তিনি তাদেরকে নিয়ে এক রাকআত পড়বেন, অতঃপর তারা স্বতন্ত্রভাবে দুই সিজদায় এক রাকআত পড়বেন তাদের স্থানে। অতঃপর তারা পূর্বোক্ত দলের স্থানে ফিরে যাবে এবং তারা এসে গেলে তিনি তাদেরকে নিয়ে দুই সিজদায় আরো এক রাকআত পড়বেন। এতে তার হবে দুই রাকআত এবং লোকদের হবে এক রাকআত। অতঃপর তারা দুই সিজদায় এক রাকআত পড়বেন।

١٢٥٩(١)- قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فَسَاَلْتُ يَحْيَ بْنَ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ . قَالَ قَالَ لِيْ يَحْيٰ اُكْتُبْهُ اِلٰى جَنْبِهِ وَلَسْتُ اَحْفَظُ الْحَدِيْثَ وَلٰكِنْ مِثْلُ حَدِيْثِ يَحْيٰ

১২৫৯(ক)। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (র) বলেন, আমি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তানকে উক্ত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি শোবা-আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম-তার পিতা-সালেহ ইবনে খাওয়াত-সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী (মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার) বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আমাকে বললেন, এ হাদীসও এক কোণায় লিখে নাও। আমি হাদীসটি মুখস্ত রাখতে পারিনি কিন্তু তা ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারীর হাদীসের অনুরূপ।

١٢٦٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى بِاَصْحَابِه صَلاَةَ الْخَوْفِ فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ وَالْاٰخَرُوْنَ قِيَامٌ حَتّٰى اِذَا نَهَضَ سَجَدَ اُوْلٰئِكَ بِاَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَاَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ حَتّٰى قَامُوْا مُقَامَ اُوْلٰئِكَ وَتَخَلَّلَ اُوْلٰئِكَ حَتّٰى قَامُوْا مُقَامَ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَرَكَعَ بِهِمُ النَّبِىُّ ﷺ جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِىْ يَلُوْنَهُ فَلَمَّا رَفَعُوْا رُءُوْسَهُمْ سَجَدَ اُوْلٰئِكَ سَجْدَتَيْنِ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَكَعَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَسَجَدَ طَائِفَةٌ بِاَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ وَكَانَ الْعَدُوُّ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةَ .

১২৬০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেন। তিনি তাঁর নিকটস্থ সকলকে নিয়ে রুকূ করেন এবং অন্যরা দাঁড়িয়ে থাকে। প্রথম দল সিজদা করে অবসর হলে দ্বিতীয় দল স্বতন্ত্রভাবে দুইটি সিজদা করে। অতঃপর প্রথম দল পিছনে সরে গিয়ে পূর্বোক্ত দলের স্থানে অবস্থান নেয় এবং শেষোক্ত দল সামনে অগ্রসর হয়ে (জামাআতে) প্রথম দলের স্থানে এসে দাঁড়ায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকটস্থ সকলকে নিয়ে রুকূ করেন এবং সিজদা করেন। তারা সিজদা থেকে অবসর হলে দ্বিতীয় দল দুইটি সিজদা করে। তাদের প্রতিটি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক রাকআত নামায পড়ে এবং পৃথকভাবে এক রাকআত পড়ে, তখন শত্রুবাহিনী তাদের সন্মুখভাগে ছিলো।[১১]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫২

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ

সালাতুল কুসূফ (সূর্যগ্রহণের নামায)।

١٢٦١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا .

---

১১. যুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধক্ষেত্রে আদায়কৃত ওয়াক্তিয়া নামাযসমূহ সালাতুল খাওফ নামে অভিহিত। এ সময় শুধু ফরয নামাযসমূহ দুই রাকআত পড়তে হয় এবং যুদ্ধের অবস্থা বুঝে যেভাবে পড়া সম্ভব সেভাবেই তা পড়া যায়। এমনকি যানবাহনে অগ্রসর হওয়া অবস্থায় ইশারায়ও এ নামায পড়া যায় (অনুবাদক)।

১২৬১। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানবজাতির মধ্যে কারো মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা তা দেখলে নামাযে দাঁড়িয়ে যাও।

١٢٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ وَجَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالُوْا ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيْرٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ حَتّٰى اَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّىْ حَتّٰى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اُنَاسًا يَزْعُمُوْنَ اَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ اِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا تَجَلَّى اللّٰهُ لِشَىْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ .

১২৬২। নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ হয়। তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর পরিধেয় বস্ত্র হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে মসজিদে এসে পৌঁছেন। গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নামাযে রত থাকেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ একদল লোক ধারণা করে যে, কোন মহান নেতার মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে। আসলে তা নয়। কারো মৃত্যু অথবা জীবিত থাকার কারণে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। আল্লাহ তাআলা যখন তার কোন সৃষ্টির উপর তাজাল্লী বিস্তার করেন তখন তা তাঁর ভয়ে ভীত হয়।

١٢٦٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَقَرَاَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِىَ اَدْنٰى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً هُوَ اَدْنٰى مِنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ فَاسْتَكْمَلَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ حَيَاتِه فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلاَةِ .

১২৬৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ হলে তিনি বের হয়ে মসজিদে চলে যান। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলেন এবং লোকজন তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ কিরাআত পড়েন, অতঃপর তাকবীর বলে দীর্ঘ রুকূ করেন, অতঃপর মাথা তুলে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ" বলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কিরাআত পড়েন, তবে তা ছিল পূর্বের কিরাআতের তুলনায় কম দীর্ঘ। অতঃপর তাকবীর বলে রুকূতে গিয়ে দীর্ঘ রুকূ করেন, তবে তা পূর্বের রুকূর চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ" বলেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতেও তাই করেন। তিনি মোট চার রাকআত নামায পড়েন এবং তাঁর নামায শেষ করার পূর্বেই সূর্যগ্রহণ সমাপ্ত হয়। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি আল্লাহ তাআলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করার পর বলেন ঃ সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দুইটি নিদর্শন। কারো জীবন-মৃত্যুতে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা তা দেখলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নামাযে রত হও।

١٢٦٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْكُسُوْفِ فَلاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا .

১২৬৪। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে নিয়ে সূর্যগ্রহণের নামায পড়লেন। আমরা তাঁর (কিরাআতের) কোন শব্দ শুনতে পাইনি।

١٢٦٥- حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الْكُسُوْفِ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ

ثُمَّ سَجَدَ فَاطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ لَقَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتّٰى لَوِ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتّٰى قُلْتُ اَىْ رَبِّ وَاَنَا فِيْهِمْ . قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ وَرَاَيْتُ امْرَاَةً تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ لَهَا فَقُلْتُ مَا شَأْنُ هٰذِهِ قَالُوْا حَبَسَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا لاَ هِىَ اَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِىَ اَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ .

১২৬৫। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের নামায পড়েন। তাতে তিনি দীর্ঘ কিয়াম করেন, দীর্ঘ রুকূ করেন, রুকূ থেকে উঠেও দীর্ঘ কিয়াম করেন, পুনরায় দীর্ঘ রুকূ করেন, অতঃপর মাথা তোলেন, অতঃপর সিজদায় গিয়ে দীর্ঘ সিজদা করেন, অতঃপর মাথা তোলেন, আবার দীর্ঘ সিজদা করেন, অতঃপর উঠে দীর্ঘ কিয়াম করেন, অতঃপর রুকূতে গিয়েও দীর্ঘক্ষণ রুকূতে থাকেন, অতঃপর মাথা তুলে দীর্ঘ কিয়াম করেন, অতঃপর রুকূতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ রুকূতে থাকেন, অতঃপর মাথা তুলে পুনরায় সিজদায় গিয়ে দীর্ঘক্ষণ সিজদায় থাকেন, অতঃপর মাথা তুলে পুনরায় সিজদায় গিয়ে দীর্ঘক্ষণ সিজদায় থাকেন। অতঃপর নামায শেষ করে বলেন ঃ জান্নাত আমার নিকটবর্তী হলো, এমনকি আমি ইচ্ছা করলে হাত বাড়িয়ে তার ফলগুচ্ছ আহরণ করে তোমাদের জন্য নিয়ে আসতে পারতাম। অনরূপভাবে দোযখ আমার নিকটবর্তী হলো, এমনকি আমি বললাম, হে প্রভু! আমি তাদের মধ্যে থাকতেও (কি তাদের শাস্তি দেয়া হবে)? নাফে (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেনঃ আমি এক নারীকে দেখলাম যে, তার একটি বিড়াল তাকে নখর দ্বারা আঁচড় কাটছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তার এই অবস্থা কেন? ফেরেশতারা বলেন, সে একে আটক করে রেখেছিল, অবশেষে অনাহারে এটি মারা যায়। সে একে আহারও দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি, যাতে জমীনের কীট-পতঙ্গ খেতে পারতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৩

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صَلاَةِ الْاِسْتِسْقَاءِ

ইসতিসকার (বৃষ্টি প্রার্থনার) নামায।

١٢٦٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَرْسَلَنِىْ اَمِيْرٌ مِّنَ الْاُمَرَاءِ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَسْاَلُهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا

مَنَعَهُ اَنْ يَسْأَلَنِىْ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلاً مُتَخَشِّعًا مُتَرَسِّلاً مُتَضَرِّعًا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّىْ فِى الْعِيْدِ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ .

১২৬৬। হিশাম ইবনে ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কিনানা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, কোন এক শাসক ইসতিসকার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য আমাকে ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট পাঠান। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সরাসরি আমার নিকট জিজ্ঞেস করতে তাকে কিসে বাধা দিলো! তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনয়ী ও নম্রভাবে, সাধারণ পোশাক পরে, ভীত-বিহ্বল হয়ে রওয়ানা করে ধীরপদে (মাঠে) পৌছে দুই রাকআত নামায পড়লেন, যেভাবে তিনি ঈদের নামায পড়েন। কিন্তু তিনি তোমাদের এই খুতবার ন্যায় খুতবা দেননি।

١٢٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ ابْنَ تَمِيْمٍ يُحَدِّثُ اَبِىْ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى يَسْتَسْقِىْ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

১২৬৭। আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ইসতিসকার নামায পড়ার জন্য মাঠে রওয়ানা হলেন। তিনি (মাঠে পৌছে) কিবলামুখী হন, তাঁর চাদর উল্টিয়ে পরেন এবং দুই রাকআত নামায পড়েন (বু, মু, দা, না, তি, আ)।

١٢٦٧(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ . قَالَ سُفْيَانُ عَنِ الْمَسْعُوْدِىِّ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو اَجَعَلَ اَعْلاَهُ اَسْفَلَهُ اَوِ الْيَمِيْنَ عَلَى الشِّمَالِ قَالَ لاَ بَلِ الْيَمِيْنَ عَلَى الشِّمَالِ .

১২৬৭ (ক)। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ-সুফিয়ান-ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ-আবু বাক্‌র ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম-আব্বাদ ইবনে তামীম-তার চাচা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সুফিয়ান-মাসউদী (র) বলেন, আমি আবু বাক্‌র ইবনে মুহাম্মাদকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি তাঁর পোশাকের উপরিভাগ নিচে করেছিলেন, না ডান দিক বাঁ দিকে করেছিলেন? তিনি বলেন, না, বরং ডান দিক বাঁ দিকে করেছিলেন।

١٢٦٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ وَالْحَسَنُ ابْنُ اَبِى الرَّبِيْعِ قَالاَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِىْ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلاَ اَذَانٍ وَّلاَ اِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللّٰهَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الْاَيْمَنَ عَلَي الْاَيْسَرِ وَالْاَيْسَرَ عَلَى الْاَيْمَنِ .

১২৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দিন বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য রওয়ানা হলেন। তিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে আযান ও ইকামত ব্যতীত দুই রাকআত নামায পড়েন, অতঃপর আমাদের উদ্দেশে খুতবা দিলেন, তাঁর মুখমণ্ডল কিবলামুখী করে তাঁর উভয় হাত উপরে তুলে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করেন এবং তাঁর চাদর উলোটপালট করে পরেন, চাদরের ডান দিক বামে এবং বাম দিক ডানে আনেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৪

بَابُ مَا جَاءَ فِى الدُّعَاءِ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ

ইসতিসকার নামাযের দোয়া।

١٢٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ ابْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ اَنَّهُ قَالَ لِكَعْبٍ يَا كَعْبُ بْنُ مُرَّةَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاحْذَرْ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَسْقِ اللّٰهَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ فَقَالَ (اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا طَبَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ) قَالَ فَمَا جُمِّعُوْا حَتّٰى اُحْيُوْا قَالَ فَاَتَوْهُ فَشَكَوْا اِلَيْهِ الْمَطَرَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ فَقَالَ (اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا) قَالَ فَجَعَلَ السَّحَابُ يَنْقَطِعُ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً .

১২৬৯। শুরাহ্‌বীল ইবনুস সিম্‌ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কাব (রা)-কে বলেন, হে কাব ইবনে মুররা! আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করুন এবং সতর্কতা অবলম্বন করুন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাত তুলে দোয়া করেন ঃ "আল্লাহুম্মা আসকিনা গাইছান মারী'আন মুরী'আন তবাকান আজিলান গাইরা রাইছিন নাফিআন গাইরা দাররিন" (হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি দান করুন যা

সুপেয়, ফসল উৎপাদক, পর্যাপ্ত, বিলম্বে নয়, অবিলম্বে, উপকারী এবং ক্ষতিকর নয়)। কাব (রা) বলেন, জুমুআর নামায শেষ না হতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। পরে লোকেরা তাঁর নিকট এসে অতিবৃষ্টির অভিযোগ করলো এবং বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বাড়িঘর ধ্বসে যাচ্ছে। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদের উপর নয়, আমাদের আশেপাশে বর্ষিত হোক। রাবী বলেন, তৎক্ষণাৎ মেঘমালা টুকরা টুকরা হয়ে ডানে-বামে সরে গেলো।

١٢٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى الْقَاسِمِ اَبُو الْاَحْوَصِ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ ثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاعٍ وَلاَ يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ (اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا طَبَقًا مَرِيْعًا غَدَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ) ثُمَّ نَزَلَ فَمَا يَأْتِيْهِ اَحَدٌ مِّنْ وَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوْهِ اِلاَّ قَالُوْا قَدْ اُحْيِيْنَا .

১২৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অবশ্যি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট থেকে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি যাদের রাখালদের পর্যাপ্ত আহারের সংস্থান নেই, এমনকি তারা তাদের চতুষ্পদ জন্তুর বেঁচে থাকার আশাও ত্যাগ করেছে। তিনি নামায পড়লেন অতঃপর মিম্বারে উঠে আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন, অতঃপর দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদেরকে সাহায্যকারী বৃষ্টির পানি দান করুন যা সুপেয়, পর্যাপ্ত, ফসল উৎপাদনক, প্রচুর, অবিলম্বে, বিলম্বে নয়"। অতঃপর তিনি মিম্বার থেকে নামলেন। অতঃপর যে সকল লোকই তাঁর নিকট এসেছে তারাই বলেছে, আমাদের এখানে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে।

١٢٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بَرَكَةَ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اسْتَسْقَى حَتّٰى رَاَيْتُ (اَوْ رُئِىَ) بَيَاضَ اِبْطَيْهِ قَالَ مُعْتَمِرٌ اُرَاهُ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ .

১২৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টিপাতের জন্য দোয়া করলেন, এমনকি আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা (উপরে হাত তোলার কারণে) দেখতে পাই। অধস্তন রাবী মুতামির (র) বলেন, আমার মতে তিনি ইসতিসকার নামাযে এইভাবে দোয়া করেন।

١٢٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا اَبُو النَّصْرِ ثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ثَنَا سَالِمٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلٰى وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَمَا نَزَلَ حَتّٰى جَيَّشَ كُلُّ مِيْزَابٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَذْكُرُ قَوْلَ الشَّاعِرِ :

وَاَبْيَضَ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ * ثِمَالُ الْيَتَامٰى عِصْمَةٌ لِلْاَرَامِلِ

وَهُوَ قَوْلُ اَبِيْ طَالِبٍ .

১২৭২। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কখনও কখনও আমার কবির কবিতা স্মরণ হতো এবং আমি মিম্বারের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করে রাখতাম। তিনি মিম্বার থেকে অবতরণ না করতেই মদীনার বাড়িঘরের ছাদের পানিবাহী নল দিয়ে (বৃষ্টির) পানি পড়তে শুরু করে (পানি অপসারী নালা দিয়ে পানি বয়ে যেতে শুরু করতো)। তখন কবির কবিতা আমার মনে পড়ে যেতো ঃ "কত সুন্দর সৌন্দর্যময় সত্তা, যাঁর উসীলায় বৃষ্টি বর্ষণের প্রার্থনা করা যায়, যিনি ইয়াতীম ও বিধবাদের আশ্রয়স্থল"। এটা আবু তালিবের কবিতা।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৫

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ

দুই ঈদের নামায সম্পর্কে।

١٢٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَرَاٰى اَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَاَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِيَدَيْهِ هٰكَذَا فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِى الْخُرْصَ وَالْخَاتَمَ وَالشَّيْءَ .

১২৭৩। আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি খুতবাদানের পূর্বে নামায পড়েছেন, অতঃপর খুতবা দিয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তিনি মহিলাদের তাঁর ভাষণ শুনাতে পারেননি (তাঁর কণ্ঠস্বর তাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি)। অতএব তিনি তাদের নিকট এসে তাদেরকে উপদেশ দেন, ওয়াজ-নসীহত করেন এবং তাদেরকে দান-খয়রাত করার নির্দেশ দেন। আর বিলাল (রা) তার হাতের কাপড় এভাবে ধরেন। মহিলারা তাদের স্বর্ণের বালা, আংটি ও অন্যান্য জিনিস (সেই কাপড়ের মধ্যে) ঢেলে দিতে থাকেন।

١٢٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيْدِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ .

১২৭৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন আযান ও ইকামত ব্যতীত (ঈদের) নামায পড়েন।

١٢٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْعِيْدِ فَبَدَاَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ اَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ عِيْدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَاُ بِهَا فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضٰى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَاٰى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ اَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ . .

১২৭৫। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের দিন মারওয়ান (ঈদের মাঠে) মিম্বার বের করে আনে এবং ঈদের নামায পড়ার আগে খুতবা দেয়। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে মারওয়ান! তুমি সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ করেছো। তুমি ঈদের দিন (মাঠে) মিম্বার বের করে এনেছো, অথচ তা ঈদের মাঠে বের করে আনা হতো না। আবার তুমি ঈদের নামায পড়ার পূর্বে খুতবা দিতে শুরু করলে, অথচ নামাযের আগে খুতবা দিয়ে শুরু করা হতো না। আবু সাঈদ (রা) বলেন, এই ব্যক্তি অবশ্যি তার কর্তব্য পালন করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখলে এবং তার হাত দিয়ে তা প্রতিহত করার সামর্থ্য থাকলে সে যেন তা নিজ হাতে প্রতিহত করে। তার সেই সামর্থ্য না থাকলে সে যেন মুখের ভাষায় তা প্রতিহত (বা প্রতিবাদ) করে। যদি মুখের ভাষায় প্রতিহত করার সামর্থ্যও তার না থাকে তবে সে যেন তার অন্তরে তা প্রতিহত করে। এটা ঈমানের খুবই নিম্ন স্তর।

١٢٧٦- حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

১২৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অতঃপর আবু বাক্‌র (রা), অতঃপর উমার (রা) খুতবাদানের পূর্বে ঈদের নামায পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৬

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَمْ يُكَبِّرُ الْاِمَامُ فِيْ صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ

দুই ঈদের নামাযে ইমাম কত তাকবীর দিবেন?

١٢٧٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيْدَيْنِ فِي الْاُوْلٰى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْاٰخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ .

১২৭৭। সাদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের নামাযের প্রথম রাকআতে কুরআন পাঠের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতেও কুরআন পাঠের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন।

١٢٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْلٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِيْ صَلاَةِ الْعِيْدِ سَبْعًا وَّخَمْسًا .

১২৭৮। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযে পর্যায়ক্রমে (প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতে) সাত ও পাঁচ তাকবীর দিতেন।

١٢٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَسْعُوْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيْلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ ابْنِ عَثْمَةَ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيْدَيْنِ سَبْعًا فِي الْاُوْلٰى وَخَمْسًا فِي الْاٰخِرَةِ .

১২৭৯। আমর ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের নামাযে প্রথম রাকআতে সাত তাকবীর এবং শেষের রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতেন।

١٢٨٠- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ خَالِدِ ابْنِ يَزِيْدَ وَعَقِيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَبَّرَ فِى الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى سَبْعًا وَّخَمْسًا سِوٰى تَكْبِيْرَتَىِ الرُّكُوْعِ .

১২৮০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার নামাযে রুকূ-সিজদার তাকবীর ব্যতীত অতিরিক্ত সাত ও পাঁচ তাকবীর দিতেন।[১২]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৭

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْقِرَاءَةِ فِىْ صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ

দুই ঈদের নামাযের কিরাআত।

١٢٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِى الْعِيْدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ .

১২৮১। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের নামাযে সূরা “সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা” ও সূরা “হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়া” পড়তেন।

---

১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় হিজরীতে রোযা ফরয হয়। এর পূর্বে তিনি মক্কায় অবস্থানকালে ঈদের নামায পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব তিনি মদীনায় আসার এবং রোযা ফরয হওয়ার পরই আল্লাহ্‌র নির্দেশে দুই ঈদের নামাযের প্রচলন করেন। “তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড়ো এবং কোরবানী করো” (সূরা কাওসার ঃ ২)। অতএব তিনি তাঁর মদনী জীবনে অন্তত ১৭ বা ১৮ বার ঈদের নামায পড়েছেন। এই নামায কখনো তিনি অতিরিক্ত (৭+৫)=১২ তাকবীরে, কখনো (৭+৪)=১১ তাকবীরে, আবার কখনো (৩+৩)=৬ তাকবীরে পড়েছেন এবং সাহাবায় কিরাম এভাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব বারো, এগারো বা ছয় তাকবীর সহযোগে ঈদের নামায পড়া যেতে পারে। এতে দূষণীয় কিছু নেই। তবে হানাফী মাযহাব অনুসারীগণ আবু মূসা (রা) ও হুযায়ফা (রা)-র হাদীসের ভিত্তিতে (আবু দাউদ, হাদীস নং ১১৫৩) ৬ তাকবীর সহযোগে এই নামায পড়ে থাকেন। এর সমর্থনে মুসনাদে আবদুর রায্‌যাক শীর্ষক হাদীস গ্রন্থে ইবনে মাসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। বিশেষত ইবনে মাসউদ (রা) দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলতেন (অনুবাদক)।

١٢٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجَ عُمَرُ يَوْمَ عِيْدٍ فَاَرْسَلَ اِلٰى اَبِىْ وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَاُ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْيَوْمِ قَالَ بِقَافْ وَاقْتَرَبَتْ .

১২৮২। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) ঈদের নামায পড়তে রওয়ানা হলেন। তিনি আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী (রা)-র নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আজকের মত এই দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তিলাওয়াত করতেন? তিনি জানান যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা "কাফ" ও সূরা "ইকতারাবাতিস সাআহ" দ্বারা কিরাআত পড়তেন।

١٢٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ ثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا مُوْسَى ابْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِى الْعِيْدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ .

১২৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের নামাযে সূরা আলা ও সূরা গাশিয়া পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৮

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْخُطْبَةِ فِى الْعِيْدَيْنِ

দুই ঈদের নামাযের খুতবা।

١٢٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا كَاهِلٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فَحَدَّثَنِىْ اَخِىْ عَنْهُ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلٰى نَاقَةٍ وَحَبَشِىٌّ اٰخِذٌ بِخِطَامِهَا .

১২৮৪। আবু কাহিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় খুতবা দিতে দেখেছি। এক হাবশী গোলাম উষ্ট্রীর লাগাম ধরে রেখেছিল।

١٢٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَمِيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَائِذٍ هُوَ اَبُوْ كَاهِلٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلٰى نَاقَةٍ حَسْنَاءَ وَحَبَشِىٌّ اٰخِذٌ بِخِطَامِهَا .

১২৮৫। আবু কাহিল কায়েস ইবনে আইয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি সুন্দর উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় খুতবা দিতে দেখেছি। এক হাবশী গোলাম তার লাগাম ধরে রেখেছিল।

١٢٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ حَجَّ فَقَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلٰى بَعِيْرِهِ .

১২৮৬। সালামা ইবনে নুবাইত (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি হজ্জ করেন এবং বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর উটের পিঠে আরোহিত অবস্থায় খুতবা দিতে দেখেছি।

١٢٨٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُكَبِّرُ بَيْنَ اَضْعَافِ الْخُطْبَةِ يُكْثِرُ التَّكْبِيْرَ فِىْ خُطْبَةِ الْعِيْدَيْنِ .

১২৮৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ খুতবায় বেশী বেশী তাকবীর বলতেন এবং তিনি দুই ঈদের খুতবায় আরো অধিক সংখ্যায় তাকবীর বলতেন।

١٢٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىُّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيْدِ فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقِفُ عَلٰى رِجْلَيْهِ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوْسٌ فَيَقُوْلُ (تَصَدَّقُوْا تَصَدَّقُوْا) فَاَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالشَّىْءِ فَاِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يُرِيْدُ اَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا يَذْكُرُهُ لَهُمْ وَاِلاَّ انْصَرَفَ .

১২৮৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন বের হতেন এবং লোকদের নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়তেন, তারপর সালাম ফিরাতেন। এরপর তিনি তাঁর উভয় পায়ের উপর দাঁড়িয়ে উপবিষ্ট লোকদের দিকে মুখ করে বলতেন ঃ তোমরা দান-খয়রাত করো, তোমরা দান-খয়রাত করো। দান-খয়রাতকারীদের অধিকাংশই ছিল মহিলা। তারা কানবালা, আংটি ও অন্যান্য জিনিস দান করে। তিনি যদি কোথাও সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা জরুরী মনে করতেন, তাহলে তাদের উদ্দেশে সে সম্পর্কে আলোচনা করতেন, অন্যথায় ফিরে আসতেন।

١٢٨٩- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا اَبُوْ بَحْرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيُّ ثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ اَوْ اَضْحٰى فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ .

১২৮৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন অথবা ঈদুল আযহার দিন বের হলেন। অতঃপর তিনি (নামায শেষে) দাঁড়িয়ে খুতবা দেন, তারপর কিছুক্ষণ বসার পর পুনরায় দাঁড়িয়ে খুতবা দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৯

بَابُ مَا جَاءَ فِى انْتِظَارِ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

নামাযের পর খুতবার জন্য অপেক্ষা করা।

١٢٩٠- حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ الْبَجَلِيُّ قَالاَ ثَنَا الْفَضْلُ ابْنُ مُوْسٰى ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَضَرْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِنَا الْعِيْدَ ثُمَّ قَالَ قَدْ قَضَيْنَا الصَّلاَةَ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ .

১২৯০। আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদের নিয়ে ঈদের নামায পড়েন, অতঃপর বলেন ঃ আমরা নামায পড়েছি। অতএব যে পছন্দ করে সে খুতবার জন্য বসুক এবং যে চলে যেতে পছন্দ করে সে চলে যাক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬০

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلاَةِ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِيْدِ وَبَعْدَهَا

ঈদের নামাযের আগে ও পরে (নফল) নামায পড়া।

١٢٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِىْ عَدِىُّ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فَصَلّٰى بِهِمُ الْعِيْدَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا .

১২৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে লোকদের সাথে নামায পড়েন। তিনি ঈদের নামাযের পূর্বে বা পরে (নফল) নামায পড়েননি।

١٢٩٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا فِىْ عِيْدٍ .

১২৯২। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযের আগে বা পরে (নফল) নামায পড়েননি।

١٢٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الرَّقِّىُّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئًا فَاِذَا رَجَعَ اِلٰى مَنْزِلِهِ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

১২৯৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযের আগে কোন নামায পড়তেন না। তবে তিনি তাঁর বাড়ীতে ফিরে আসার পর দুই রাকআত নামায পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬১

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْخُرُوْجِ اِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا

পদব্রজে ঈদগাহে যাওয়া।

١٢٩٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ اِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا .

১২৯৪। সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পদব্রজে ঈদগাহে যেতেন এবং পদব্রজেই ঈদগাহ থেকে ফিরে আসতেন।

١٢٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ وَعُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ اِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا .

১২৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পদব্রজে ঈদগাহে যেতেন এবং পদব্রজেই ফিরে আসতেন।

١٢٩٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اِنَّ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يُمْشِىَ اِلَى الْعِيْدِ .

১২৯৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

١٢٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْخَطَّابِ ثَنَا مَنْدَلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْتِى الْعِيْدَ مَاشِيًا .

১২৯৭। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পদব্রজে ঈদগাহে আসতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬২

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْخُرُوْجِ يَوْمَ الْعِيْدِ مِنْ طَرِيْقٍ وَالرُّجُوْعِ مِنْ غَيْرِهِ

ঈদগাহে এক রাস্তা দিয়ে গমন এবং ভিন্ন রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন।

١٢٩٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ اِلَى الْعِيْدَيْنِ سَلَكَ عَلٰى دَارِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْعَاصِ ثُمَّ عَلٰى اَصْحَابِ الْفَسَاطِيْطِ ثُمَّ انْصَرَفَ فِى الطَّرِيْقِ الْاُخْرٰى طَرِيْقِ بَنِىْ زُرَيْقٍ ثُمَّ يَخْرُجُ عَلٰى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَدَارِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اِلَى الْبَلَاطِ .

১২৯৮। সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুই ঈদের নামাযের জন্য বের হতেন, তখন সাঈদ ইবনে আবুল আস (রা)-র ঘরের নিকট দিয়ে আসহাবে ফাসাতীত-এর দিক থেকে ঈদগাহে যেতেন। ফেরার পথে তিনি বনূ যুরাইকের পথ ধরে, আম্মার ইবনে ইয়াসির ও আবু হুরায়রা (রা)-এর ঘরের সম্মুখ দিয়ে বালাত নামক স্থানের দিকে আসতেন।

١٢٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ اِلَى الْعِيْدِ فِيْ طَرِيْقٍ وَيَرْجِعُ فِيْ اُخْرٰى وَيَزْعُمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

১২৯৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক রাস্তা দিয়ে ঈদের মাঠে যেতেন এবং ভিন্ন রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন। তার মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন।

١٣٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْخَطَّابِ ثَنَا مِنْدَلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَاْتِي الْعِيْدَ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ فِيْ غَيْرِ الطَّرِيْقِ الَّذِيْ ابْتَدَاَ فِيْهِ .

১৩০০। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হেঁটে ঈদের মাঠে আসতেন এবং আসার পথ ভিন্ন অন্য পথে প্রত্যাবর্তন করতেন।

١٣٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ اِلَى الْعِيْدِ رَجَعَ فِيْ غَيْرِ الطَّرِيْقِ الَّذِيْ اَخَذَ فِيْهِ .

১৩০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাস্তা দিয়ে ঈদের মাঠে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৩

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْلِيْسِ يَوْمَ الْعِيْدِ

ঈদের দিন দফ বাজানো।

١٣٠٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ شَهِدَ عِيَاضٌ الْاَشْعَرِيُّ عِيْدًا بِالْاَنْبَارِ فَقَالَ مَا لِيْ لاَ اَرَاكُمْ تُقَلِّسُوْنَ كَمَا كَانَ يُقَلَّسُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৩০২। আমের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াদ আল-আশআরী (রা) আনবার নামক এলাকায় ঈদের নামাযে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে দফ

বাজাতে দেখছি না কেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তা বাজানো হতো?

١٣٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا كَانَ شَئٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ وَقَدْ رَاَيْتُهُ اِلاَّ شَئٌ وَاحِدٌ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُقَلَّسُ لَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ .

১৩০৩। কায়েস ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় যা কিছু ঘটেছে তা আমি দেখেছি। একটি বিষয় আমি অবশ্যই দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে ঈদুল ফিতরের দিন 'দফ' বাজানো হতো।

١٣٠٣(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْقَطَّانُ ثَنَا ابْنُ دِيْزِيْلَ ثَنَا اٰدَمُ ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ نَحْوَهُ .

১৩০৩(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা আল-কাত্তান-ইবনে দীযীল-আদাম-শাইবান-জাবির-(পুররায়) ইসরাঈল-জাবির-(পুনারায়) ইবরাহীম ইবনে নাসর-আবু নুআইম-শারীক-আবু ইসহাক-আমের (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৪

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ

ঈদের নামাযে বল্লম নিয়ে যাওয়া (সুতরা হিসাবে ব্যবহারের জন্য)।

١٣٠٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالاَ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْدُوْ اِلَى الْمُصَلّٰى فِىْ يَوْمِ الْعِيْدِ وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاِذَا بَلَغَ الْمُصَلّٰى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا وَذٰلِكَ اَنَّ الْمُصَلّٰى كَانَ فَضَاءً لَيْسَ فِيْهِ شَئٌ يُسْتَتَرُ بِهِ .

১৩০৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন ভোরবেলা ঈদগাহে যেতেন এবং তাঁর আগে আগে একটি বর্শা বহন করা হতো। তিনি

ঈদগাহে পৌঁছলে তাঁর সামনে বর্শাটি পুঁতে দেওয়া হতো। তিনি সেদিকে ফিরে নামায পড়তেন। এ ছিলো সেই সময়কার ঘটনা, যখন ঈদগাহ ছিলো খোলা মাঠ। তাতে এমন কিছু ছিলো না যাকে সুতরা বানানো যেত।

١٣٠٥- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلّٰى يَوْمَ عِيْدٍ اَوْ غَيْرَهُ نُصِبَتِ الْحَرْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا وَالنَّاسُ مِنْ خَلْفِهِ قَالَ نَافِعٌ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ .

১৩০৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের নামায অথবা অন্য কোন নামায আদায়কালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একটি বল্লম পুঁতে দেয়া হতো। তিনি সেদিকে ফিরে নামায পড়তেন, লোকেরা তাঁর পেছনে থাকতো। নাফে (র) বলেন, তার অনুসরণে শাসকগণ এ পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

١٣٠٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الْعِيْدَ بِالْمُصَلّٰى مُسْتَتِرًا بِحَرْبَةٍ .

১৩০৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের মাঠে বর্শা দ্বারা সুতরা করে নামায পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৫

بَابُ مَا جَاءَ فِى خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِى الْعِيْدَيْنِ

দুই ঈদের নামাযে মহিলাদের অংশগ্রহণ।

١٣٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِى يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ قَالَ قَالَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ فَقُلْنَا اَرَاَيْتَ اِحْدَاهُنَّ لَا يَكُوْنُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ فَلْتَلْبِسْهَا اُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا .

১৩০৭। উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন (ঈদের মাঠে) মহিলাদের নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। উম্মু আতিয়্যা (রা) বলেন, আমরা বললাম, তাদের কারো যদি চাদর

না থাকে, তার ব্যাপারে আপনার কি মত? তিনি বলেন ঃ তার বোন নিজ চাদর থেকে তাকে পরাবে।

١٣٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ لِيَشْهَدْنَ الْعِيْدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلْيَجْتَنِبْنَ الْحُيَّضُ مُصَلَّى النَّاسِ .

১৩০৮। উম্মু আতিয়্যা (রা).থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা নাবালেগা ও বালেগা সকল মহিলাকে ঈদের মাঠে নিয়ে আসবে, যাতে তারা ঈদের নামাযে এবং মুসলমানদের দোয়ায় শরীক হতে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলারা যেন ঈদের মাঠে যাওয়া থেকে বিরত থাকে।

١٣٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ بَنَاتَهُ وَنِسَاءَهُ فِي الْعِيْدَيْنِ .

১৩০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যাদের ও স্ত্রীদের দুই ঈদের নামাযে নিয়ে যেতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৬

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا اِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدَانِ فِيْ يَوْمٍ

একই দিনে দুই ঈদ একত্র হলে।

١٣١٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِيَاسِ بْنِ اَبِيْ رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِيْدَيْنِ فِيْ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ صَلَّى الْعِيْدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ اَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ .

১৩১০। ইয়াস ইবনে আবু রামলা আশ-শামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে যায়েদ ইবনে আকরাম (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি ঃ একই দিন দুই

ঈদে আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বলেন, হাঁ। সে বললো, তিনি কিভাবে কি করতেন? যায়েদ (রা) বলেন, তিনি ঈদের নামায পড়ার পর জুমুআর নামাযের ব্যাপারে অবকাশ দিতেন। অতঃপর যার ইচ্ছা হতো সে জুমুআর নামায পড়তো।

١٣١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِيْ مُغِيْرَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اجْتَمَعَ عِيْدَانِ فِىْ يَوْمِكُمْ هٰذَا فَمَنْ شَاءَ اَجْزَاَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَاِنَّا مُجَمِّعُوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ .

১৩১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের আজকের এই দিন দুই ঈদ একত্র হয়েছে। অতএব যার ইচ্ছা সে জুমুআর নামায ছেড়ে দিতে পারে। ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই জুমুআর নামায পড়বো।

١٣١١(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ الضَّبِّىِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১৩১১ (ক)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া-ইয়াযীদ ইবনে আবদে রব্বিহি-বাকিয়্যা-শোবা-মুগীরা আদ-দাব্বী-আবদুল আযীয ইবনে রুফাই-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٣١٢- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اجْتَمَعَ عِيْدَانِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ اَنْ يَّاْتِىَ الْجُمُعَةَ فَلْيَاْتِهَا وَمَنْ شَاءَ اَنْ يَّتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ .

১৩১২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় একবার দুই ঈদ একত্র হলো। তিনি লোকদের নিয়ে ঈদের নামায পড়ার পর বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযে আসতে চায় সে আসুক এবং যে চলে যেতে চায় সে চলে যাক (এবং যোহরের নামায পড়ুক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৭

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلاَةِ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ اِذَا كَانَ مَطَرٌ

বৃষ্টির কারণে মসজিদে ঈদের নামায পড়া।

١٣١٣- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عِيْسَى ابْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى ابْنِ اَبِيْ فَرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا يَحْىٰ عُبَيْدَ اللّٰهِ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَصَابَ النَّاسَ مَطَرٌ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ .

১৩১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় ঈদের দিন বৃষ্টি হলে তিনি লোকদের নিয়ে মসজিদে নামায পড়েন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৮

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لُبْسِ السِّلاَحِ فِيْ يَوْمِ الْعِيْدِ

ঈদের দিন অস্ত্রসজ্জিত হওয়া।

١٣١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا نَائِلُ بْنُ نَجِيْحٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يُّلْبَسَ السِّلاَحُ فِيْ بِلاَدِ الْاِسْلاَمِ فِي الْعِيْدَيْنِ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنُوا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ .

১৩১৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের দিন দেশের কোন শহরে অস্ত্রসজ্জিত হতে নিষেধ করেছেন, তবে শত্রুর উপস্থিতিতে তা করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৯

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِغْتِسَالِ فِي الْعِيْدَيْنِ

দুই ঈদের দিন গোসল করা।

١٣١٥- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيْمٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى .

১৩১৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন গোসল করতেন।

١٣١٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ وكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وكَانَ الْفَاكِهُ يَاْمُرُ اَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِى هٰذِهِ الْاَيَّامِ .

১৩১৬। ফাকিহ ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর, ঈদুল আয্‌হা ও আরাফার দিন গোসল করতেন। ফাকিহ (রা) তার পরিবার-পরিজনদের ঐ দিনগুলিতে গোসল করার নির্দেশ দিতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭০

بَابُ فِىْ وَقْتِ صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ

দুই ঈদের নামাযের ওয়াক্ত।

١٣١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا صَفْوَانُ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ فِطْرٍ اَوْ اَضْحٰى فَاَنْكَرَ اِبْطَاءَ الْاِمَامِ وَقَالَ اِنْ كُنَّا لَقَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هٰذِهِ وَذٰلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ .

১৩১৭। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি লোকদের সাথে ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহার দিন বের হলেন। ইমামের বিলম্বে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, আমরা তো এ সময়ে ঈদের নামায শেষ করতাম। আর তখন চাশতের সালাতের সময়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭১

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صَلاَةِ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ

রাতে নামায দুই রাক্‌আত করে পড়বে।

١٣١٨-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَاَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى .

১৩১৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায দুই দুই রাক্‌আত করে পড়তেন।

١٣١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى .

১৩১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাতের (নফল) নামায দুই রাক্‌আত করে পড়বে।

١٣٢٠- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنِ ابْنِ اَبِىْ لَبِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ يُصَلِّىْ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَافَ الصُّبْحَ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .

১৩২০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ তা দুই দুই রাক্‌আত করে পড়বে। ভোর হওয়ার আশঙ্কা হলে, এক রাক্‌আত বিতর পড়বে।

١٣٢١- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .

১৩২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায দুই রাক্‌আত দুই রাক্‌আত করে পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭২

بَابُ مَا جَاءَ فِى صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى

রাতের ও দিনের নামায দুই রাক্‌আত করে।

١٣٢٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الْاَزْدِىَّ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى .

১৩২২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ রাত ও দিনের নামায দুই দুই রাক্‌আত করে।

١٣٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحٰى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .

১৩২৩। উম্মু হানী বিনতে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন আট রাক্‌আত চাশতের নামায পড়েন এবং প্রতি দুই রাক্‌আত অন্তর সালাম ফিরান।

١٣٢٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيْمَةٌ .

১৩২৪। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রতি দুই রাক্‌আত অন্তর একবার সালাম ফিরাবে।

١٣٢٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِيْ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمُطَّلِبِ يَعْنِيْ ابْنَ أَبِيْ وَدَاعَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَتَشَهَّدُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَبَاءَسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ وَتَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ .

১৩২৫। আল-মুত্তালিব ইবনে আবু ওয়াদাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের নামায দুই দুই রাক্‌আত করে। প্রতি দুই রাক্‌আতের শেষে রয়েছে তাশাহ্‌হুদ। অত্যন্ত বিনয়-নম্রতা সহকারে, শান্তভাবে ও একাগ্রতার সাথে নামায পড়বে এবং বলবে ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন।" যে ব্যক্তি তা করেনি তার নামায ক্রুটিপূর্ণ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৩

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

রমাযান মাসের কিয়ামুল লাইল (তারাবীহ নামায)।

١٣٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৩২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখে (এবং রাতে) দণ্ডায়মান হয় (নামায পড়ে), তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করা হয়।

١٣٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْهُ حَتّٰى بَقِيَ سَبْعُ لَيَالٍ فَقَامَ بِنَا لَيْلَةَ السَّابِعَةِ حَتّٰى مَضٰى نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ كَانَتِ اللَّيْلَةُ السَّادِسَةُ الَّتِيْ تَلِيْهَا فَلَمْ يَقُمْهَا حَتّٰى كَانَتِ الْخَامِسَةُ الَّتِيْ تَلِيْهَا ثُمَّ قَامَ بِنَا حَتّٰى مَضٰى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هٰذِهِ فَقَالَ اِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَاِنَّهُ يَعْدِلُ قِيَامَ لَيْلَةٍ ثُمَّ كَانَتِ الرَّابِعَةُ الَّتِيْ تَلِيْهَا فَلَمْ يَقُمْهَا حَتّٰى كَانَتِ الثَّالِثَةُ الَّتِيْ تَلِيْهَا قَالَ فَجَمَعَ نِسَاءَهُ وَاَهْلَهُ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ قَالَ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى خَشِيْنَا اَنْ يَّفُوْتَنَا الْفَلَاحُ قِيْلَ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُوْرُ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ شَيْئًا مِنْ بَقِيَّةِ الشَّهْرِ .

১৩২৭। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রোযা রাখলাম। তিনি আমাদের নিয়ে এ মাসে (নফল নামাযে) দাঁড়াননি, এমনকি রমযানের মাত্র সাতটি রাত বাকি রইল। সপ্তম রাতে তিনি আমাদের নিয়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রাত নামায পড়লেন। এরপর ষষ্ঠ রাতে তিনি (নফল) নামায পড়েননি। অতঃপর সপ্তম রাতে তিনি আমাদের নিয়ে প্রায় অর্ধরাত পর্যন্ত নামায পড়েন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ রাতের অবশিষ্ট অংশও যদি আপনি আমাদের নিয়ে

নামায পড়তেন। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ে ফিরে আসে, সে সারা রাত নামায পড়ার সমান সওয়াব পায়। অতঃপর তিনি চতুর্থ রাতে নামায পড়েননি। তৃতীয় রাত এলে তিনি তাঁর স্ত্রীদের, পরিজনদের একত্র করেন এবং লোকেরাও একত্র হয়। রাবী বলেন, তিনি আমাদের নিয়ে এত দীর্ঘক্ষণ নামায পড়লেন যে, আমরা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা করলাম। আবু যার (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কল্যাণ কি? তিনি বলেন, সাহরী। অতঃপর তিনি আমাদের নিয়ে মাসের অবশিষ্ট রাতগুলোতে আর কোন নফল নামায পড়েননি।[১৩]

---

১৩. মহামহিম আল্লাহ তাআলা বছরের বারোটি মাসের মধ্যে রমযানুল মোবারক মাসের মর্যাদা স্বয়ং কুরআন মজীদে বর্ণনা করেছেন। এ মাসেই মানবজাতির মুক্তির সনদ কুরআন মজীদ নাযিল হয়। ইসলামের অন্যতম রুকন রোযা এ মাসেই ফরয করা হয়। তাই এ মাসে যে কোন সৎকাজের ফযীলাত অতুলনীয়ভাবে অত্যধিক। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ "আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না। এজন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর্ মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৫)। অর্থাৎ উক্ত আয়াতে আল্লাহ পূর্ণ এক মাস রোযা রাখার জন্য এবং তাঁর মহিমা ও গুণগান তথা ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "এ মাসের একটি ফরয ইবাদতের মর্যাদা অন্যান্য মাসের সত্তরটি ফরয ইবাদতের সমান এবং এ মাসের একটি নফল (ঐচ্ছিক) ইবাদতের মর্যাদা অন্য মাসের একটি ফরয ইবাদতের সমান" (বায়হাকীর সুনানুল কুবরা)। হাদীস শরীফে অনুরূপ বহুতর ফযীলাতের কথা বলা হয়েছে।

এ মাসের অতিরিক্ত ও ঐচ্ছিক ইবাদতগুলোর মধ্যে তারাবীহ নামাযও অন্তর্ভুক্ত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও মাত্র তিন দিন এ নামায জামাআত সহকারে পড়েছেন, কিন্তু নিজ ঘরে তিনি এ নামায নিয়মিত পড়েছেন, বরং রমযান মাসে তিনি অন্যান্য মাসের তুলনায় অধিক ইবাদত-বন্দেগী করেছেন। কেবল ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে এবং উম্মাতের জন্য কষ্টকর হয়ে যাওয়ার আশংকায় তিনি তারাবীহ নামায নিয়মিত জামাআতে পড়েননি।

হানাফী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবমতে তারাবীহ নামায নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদা, অবশ্য মালিকী মাযহাবমতে কেবল সুন্নাত। হানাফী মাযহাবমতে এই নামাযের জামাআত কায়েম করা সুন্নাতে কিফায়া অর্থাৎ যে কোন মহল্লার একদল লোক জামাআত সহকারে এই নামায পড়লে উক্ত মহল্লার পক্ষ থেকে জামাআত কায়েম করার সুন্নাত আদায় হয়ে যায়, কিন্তু জামাআত কায়েম না করলে মহল্লার সকলেই গুনাহগার হয়। জামাআত কায়েম হলে মহল্লার অবশিষ্টরা একাকী এ নামায আদায় করতে পারে বটে, কিন্তু জামাআতের সওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকে।

এই নামাযের ওয়াক্ত এশার ফরয ও সুন্নাত পড়ার পর থেকে শুরু হয় এবং সাহরীর পূর্ব পর্যন্ত পড়া যায়। কোন ব্যক্তি যদি মসজিদে এসে দেখে যে, তারাবীহ্র জামাআত শুরু হয়ে গেছে, তাহলে সে প্রথমে একাকী এশার ফরয ও সুন্নাত পড়ার পর তারাবীহ্র জামাআতে শামিল হবে। জামাআত শেষে সে ইচ্ছা করলে ছুটে যাওয়া বাকী রাক্আতগুলো আদায় করতে পারে, নাও করতে পারে। এ নামায এক সালামে দুই রাক্আত করে পড়তে হয়, তবে চার রাক্আত করেও পড়া যায় এবং প্রতি চার রাক্আত অন্তর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হয় (তারাবীহ অর্থ বিশ্রাম)। এ সময় বসে বসে দোয়া-দুরূদ পড়তে হয়। কোন কোন মসজিদে খুব তাড়াহুড়া করে এ নামায শেষ করতে দেখা

যায়। এই প্রবণতা চরম আপত্তিকর। তাড়াহুড়া বর্জন করতে হবে এবং ইমাম সাহেব এমনভাবে কিরাআত পড়বেন যাতে আয়াতের প্রতিটি শব্দ স্পষ্টভাবে শুনা যায়। রুকূ-সিজদাও ধীরেসুস্থে করতে হবে, দোয়া-দুরূদ ও তাসবীহ-তাহলীলও ধীরেসুস্থে পড়তে হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ হতে এবং ধীর-স্থিরতা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে" (তিরমিযী, কিতাবুল বিরর, নং ১৯৬১)।

তারাবীহ্ নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা

তারাবীহ নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা নিয়ে উম্মাতের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মতভেদ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তিন দিন জামাআত সহকারে এ নামায পড়েছেন তার বর্ণনা সম্বলিত হাদীসে রাক্‌আত সংখ্যার উল্লেখ নাই। হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বিশ রাকআতের পক্ষে রায় দিয়েছেন এবং তাই এ মাযহাবের অনুসারীগণ বিশ রাক্‌আত তারাবীহ পড়ে থাকেন। ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর জামে আত-তিরমিযী শীর্ষক হাদীস গ্রন্থে "কিয়ামে রামাদান" শীর্ষক অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হাদীসের (নং ৭৫৩, বি. আই. সি সংস্করণ) নিচে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্য রেখেছেন ঃ "রমযান মাসের রাতসমূহে (নামাযে) দণ্ডায়মান হওয়া সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ আছে। কোন কোন আলেম বলেন, বিতরসহ (রাতের এই নামাযের) রাক্‌আত সংখ্যা একচল্লিশ (৪১)। এ হলো মদীনাবাসীদের অভিমত এবং এখানকার লোকেরা এরূপ আমল করেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের অভিমতে হযরত আলী (রা) ও উমার ফারূক (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী এর রাক্‌আত সংখ্যা বিশ (২০)। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক ও শাফিঈ (র)-এর এই অভিমত। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, আমাদের নগর মক্কায়ও লোকদেরকে বিশ (২০) রাক্‌আত পড়তে দেখেছি। আহমাদ (র) বলেন, এই বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। তিনি এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেননি। ইসহাক (র) বলেন, উবাই ইবনে কাব (র)-র বর্ণনা অনুযায়ী আমরা একচল্লিশ রাক্‌আত পড়াই পছন্দ করি। ইবনুল মুবারক, আহমাদ ও ইসহাক (র) রমযান মাসে ইমামের সাথে তারাবীহ্‌র নামায আদায় করা পছন্দ করেছেন" (জামে আত-তিরমিযী, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ১১১-১১২)।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ বুখারীতে লিখেছেন (২খ, পৃ. ২৭৮, হাদীস নং ১৮৬৮-এর অধীন, আধুনিক প্রকাশনী সংস্করণ), আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী (র) বলেন, "আমি রমযানের এক রাতে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে মসজিদের উদ্দেশে বের হলাম। পৌঁছে দেখলাম, বিভিন্ন অবস্থায় বহু লোক। কেউ একা একা নামায পড়ছে, কোথাও এক ব্যক্তি নামায পড়ছে, আর কিছু লোক তার সাথে নামায পড়ছে। তখন উমার (রা) বলেন, আমার মনে হয় এদের সকলকে একজন কারীর সাথে জামাআতবদ্ধ করে দিলে সবচাইতে ভালো হয়। অতঃপর তিনি (তা করার) মনস্থ করলেন এবং তাদেরকে উবাই ইবনে কাব (রা)-র পেছনে জামাআতবন্দী করে দিলেন। অতঃপর আমি পরবর্তী রাতে আবার তার সাথে বের হলাম। দেখলাম, লোকজন তাদের ইমামের সাথে নামায পড়ছে। উমার (রা) বলেছেন, এটি একটি উত্তম বিদআত (সুন্দর ব্যবস্থা)। রাতের যে অংশে লোকেরা ঘুমায় সেই অংশের তুলনায় রাতের যে অংশে তারা ইবাদত করে সেই অংশ অপেক্ষাকৃত উত্তম।" ইমাম বুখারীর এই বর্ণনায় বা তার অপর কোন বর্ণনায় তারাবীহ নামাযের রাক্‌আত সংখ্যার উল্লেখ নাই।

হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, উমার (রা) বিচ্ছিন্নভাবে তারাবীহ পড়ুয়াদেরকে উবাই ইবনে কাব (রা)-র ইমামতিতে একত্র করেন। তিনি বিশ রাক্‌আত তারাবীহ পড়ান। হযরত আলী (রা)-ও এক ব্যক্তিকে রমযান মাসে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ পড়ানোর জন্য ইমাম নিয়োগ করেন। সুতরাং বিশ রাকআতের অনুসরণ করাই উত্তম" (আল-মুগনী, ১ম খণ্ড)। ইমাম মালেক (র)-এর

"আল-মুওয়াত্তা" শীর্ষক হাদীস গ্রন্থে সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, "উমার (রা) আট রাকআত তারাবীহ্‌র প্রচলন করেন" এবং ইয়াযীদ ইবনে রূমান (রা) বর্ণিত হাদীসে তৎকর্তৃক বিশ রাকআতের প্রচলন করার উল্লেখ আছে (নামায অধ্যায়, রমযান মাসে নামায পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান অনুচ্ছেদ)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাক্‌র (রা)-র খেলাফতকালে এবং উমার (রা)-র খেলাফতের প্রথম পর্যায়ে তারাবীহ নামায জামাআতে পড়া হতো না এবং সেকালে বিচ্ছিন্নভাবে আট রাক্‌আত বা ততোধিক রাক্‌আত নামায পড়ার পক্ষে হাদীস বিদ্যমান থাকলেও তার বিপরীতে বিশ রাকআতের পক্ষেও হাদীস বিদ্যমান আছে। যারা রাতের অতিরিক্ত নামায আট রাক্‌আত বলেন, তাদের মধ্যে কতিপয় উগ্র ব্যক্তি এ পর্যন্তও বলে যে, বিশ রাকআতের পক্ষপাতীগণ একটি মওযূ (মনগড়া, বানোয়াট) হাদীসও পেশ করতে পারবে না। এ দাবি সম্পূর্ণ অসার। মুওয়াত্তা ইমাম মালেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসটির অতিরিক্ত খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের একটি হাদীস এখানে পেশ করা হলো।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ .

"ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে জামাআত ব্যতিরেকে বিশ রাক্‌আত ও এক রাক্‌আত বিতর পড়তেন" (ইমাম বায়হাকীর আস-সুনানুল কুবরা, বাব মা রুবিয়া ফী আদাদি রাকআতিল কিয়াম ফী শাহরি রামাদান, ২খ, পৃ. ৪৯৭; ইবনে আবী শায়বা, আল-মুসান্নাফ, ২খ, ৩৯৪; নাসাবুর রায়া, ২খ, ১৫৩; তাবারানীর আল-মুজামুল কবীর গ্রন্থেও এটি উক্ত হয়েছে)।

ইবনে আবু শাইবার আল-মুসুন্নাফ গ্রন্থে আরো বর্ণিত আছে যে, আবুল খাত্তাব (র) বলেন, সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (রা) রমযান মাসে আমাদের ইমামতি করতেন এবং পাঁচ সালামে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ পড়তেন (আল-মুসান্নাফ, ২খ, ৩৯৩)। আলী (র)-র সহচর শুতাইর ইবনে শাক্‌ল (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রমযান মাসে লোকদের ইমামতি করতেন এবং বিশ রাক্‌আত তারাবীহ ও তিন রাকআত বিতর পড়াতেন (পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ২৯২-৩)। আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী (র) বলেন, আলী (রা) রমযান মাসে কারীগণকে ডেকে আনেন এবং তাদের মধ্যকার একজনকে লোকদের সাথে নিয়ে বিশ রাক্‌আত নামায পড়ার নির্দেশ দেন। রাবী বলেন, আলী (রা) তাদের সাথে বিতর পড়তেন (পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ৩৯৩)। আবুল হাসনা (র) বলেন, আলী (রা) এক ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে পাঁচ সালামে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দেন (পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ৩৯৩)। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এক ব্যক্তিকে লোকদের বিশ রাক্‌আত তারাবীহ পড়ানোর নির্দেশ দেন (পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ৩৯৩)। নাফে ইবনে উমার (র) বলেন, ইবনে আবু মুলাইকা (র) রমযান মাসে আমাদের নিয়ে বিশ রাক্‌আত নামায পড়তেন (ঐ, ৩৯৩)। উবাই ইবনে কাব (রা) মদীনায় লোকদের নিয়ে বিশ রাক্‌আত নামায পড়তেন এবং বিতর পড়তেন তিন রাক্‌আত (ঐ, পৃ. ৩৯৩)। আল-হারিস (র) রমযানের রাতে লোকদের নিয়ে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ ও তিন রাক্‌আত বিতর পড়তেন এবং রুকূতে যাওয়ার পূর্বে দোয়া কুনূত পড়তেন (ঐ, পৃ. ৩৯৩)। আবুল বাখতারী (র) রমযান মাসে পাঁচ সালামে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ এবং তিন রাক্‌আত বিতর পড়তেন (ঐ, ৩৯৩)। আতা (র) বলেন, আমি লোকদেরকে বিতরসহ তেইশ রাক্‌আত তারাবীহ আদায়রত পেয়েছি (ঐ, পৃ. ৩৯৩)। সাঈদ ইবনে উবাইদ (র) বলেন, আলী ইবনে রবীআ (র) রমযান মাসে তাদেরকে নিয়ে পাঁচ সালামে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ ও তিন রাক্‌আত বিতর পড়তেন

(ঐ, পৃ. ৩৯৩)। দাউদ ইবনে কায়েস (র) বলেন, উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) ও আবান ইবনে উসমান (র)-এর যমানায় আমি মদীনায় লোকদেরকে ছত্রিশ রাক্‌আত (তারাবীহ্) ও তিন রাক্‌আত বিতর পাঠরত পেয়েছি (ঐ, পৃ. ৩৯৩)।

একদল লোক বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান ও তার বাইরে রাতে আট রাক্‌আত সালাতুত তাতাব্বু (ঐচ্ছিক নামায) পড়তেন। যেমন আয়েশা (রা)-র রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)। কিন্তু অপরাপর হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনি নিয়মিতই আট রাক্‌আত পড়তেন না, বরং ৭, ৯, ১১, ১২, ১৩ রাক্‌আতও পড়তেন। এমনকি আয়েশা (রা)-র অন্য রিওয়ায়াত থেকেও তা প্রমাণিত (এজন্য সিহাহ সিত্তার নামায অধ্যায় দেখা যেতে পারে)। বিভিন্ন সাহাবীর বর্ণনায়ও তাঁর রাতের নামাযের রাক্‌আত সংখ্যায় এই পার্থক্য বিদ্যমান। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), খালিদ ইবনে যায়েদ আল-জুহানী (রা) প্রমুখ সাহাবীর বর্ণনা থেকে বারো রাকআতের কথা জানা যায়। অতএব মহানবী (স)-এর রাতের নামায কেবল আট রাকআতে সীমাবদ্ধ করার জেদ ধরা উচিত নয়। চিন্তার বিষয় এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেশির ভাগ সময়ই ইবাদতে কাটাতেন। অথচ তাঁর নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা এত কম কেন? বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ধীরেসুস্থে নামায পড়তেন। তিনি এক এক রাকআতে সূরা আল-বাকারা, আল ইমরান, আন-নিসা ও আল-মাইদার মত দীর্ঘ সূরা তিলাওয়াত করতেন এবং রুকূ-সিজদায়ও দীর্ঘক্ষণ কাটাতেন। পাঠকগণ চিন্তা করে দেখুন, প্রতি রাকআতে এত বড় বড় সূরা পাঠ করলে এক রাতে আট থেকে বারো রাকআতের অধিক নামায পড়া কি সম্ভব? বহু হাদীসে তাঁর এই দীর্ঘ নামাযের বর্ণনা পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এক রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামাযে দাঁড়ালাম। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ নামাযে দণ্ডায়মান থাকলেন যে, (ক্লান্ত হয়ে) আমার মনে একটা অশুভ ধারণার উদ্ভব হয়। ইবনে মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার মনে কি ধারণা এসেছিলো? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একা নামাযে রেখে বসে পড়ার মনস্থ করেছিলাম (শামায়েলে তিরমিযী)।

ঐচ্ছিক নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা কি বাড়ানো-কমানো জায়েয?

আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাত নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা নির্ধারিত আছে, তার হ্রাস-বৃদ্ধি করা জায়েয নাই। অবশ্য যে সুন্নাত সম্পর্কে দ্বিবিধ হাদীস আছে সেখানে তদনুযায়ী আমল করা যায়। যেমন যোহরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাক্‌আত বা দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়ার হাদীস আছে। আমরা হানাফী মাযহাব অনুসারীরা চার রাক্‌আত সুন্নাত পড়ে থাকি এবং অন্যরা দুই রাক্‌আত পড়েন। কিন্তু সালাতুত তাতাব্বু (ঐচ্ছিক নামায)-এর রাক্‌আত সংখ্যা বাড়ানো-কমানো জায়েয। যেমন কেউ যোহরের ফরয ও দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়ার পর আসরের পূর্ব পর্যন্ত ঐচ্ছিক নামায পড়তে থাকলো, আমরা তাকে এ কথা বলতে পারি না যে, তোমার এ নামায জায়েয নয়, কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় এভাবে নামায পড়েননি। বস্তুত ঐচ্ছিক নামাযের ব্যাপারে প্রচুর স্বাধীনতা আছে। তারাবীহ নামাযও ঐচ্ছিক (তাতাব্বু) নামাযের অন্তর্ভুক্ত। এখন কেউ যদি এ নামায না পড়ে বা চার, আট, বার, বিশ, ছাব্বিশ, ছত্রিশ বা ততোধিক রাক্‌আত পড়ে তবে আমরা তাকে ভর্ৎসনা করতে পারি না, কেবল তাকে নামায পড়তে বলতে পারি। এজন্যই তারাবীহ নামাযের রাক্‌আত সংখ্যায় পার্থক্য আছে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তিন দিন সাহাবীদের নিয়ে তারাবীহ পড়েছেন তা যেমন অত্যন্ত সহীহ সনদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তদ্রূপ তাতে যে তাঁর নামাযের রাক্‌আত সংখ্যার উল্লেখ নাই তাও সত্য।

খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীস কি গ্রহণযোগ্য?

খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীস কি গ্রহণযোগ্য বা এর ভিত্তিতে কোন আমল করা যায় কি? এটি একটি চিন্তার বিষয়। হাদীস বিশারদগণ (মুহাদ্দিসগণ) হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণের জীবনচরিত আলোচনা করে তাদের স্মৃতিশক্তি, সত্যবাদিতা, আচার-ব্যবহার ও প্রসিদ্ধি ইত্যাদির ভিত্তিতে হাদীসকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ তার মধ্যে সহীহ (সনদের দিক থেকে বিশুদ্ধ) এবং যঈফ (সনদের দিক থেকে দুর্বল) দুইটি শ্রেণী উল্লেখযোগ্য। মুহাদ্দিসগণ ও ফকীহগণ (ইসলামী আইনবেত্তাগণ) একটি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। তা হলো ঃ ফরয, হারাম, মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস, স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও কঠোর শাস্তি ইত্যাদি প্রমাণের ক্ষেত্রে তাঁরা কখনো যঈফ হাদীস গ্রহণ করেননি, সর্বদা কুরআনের পরেই সর্বাধিক সহীহ হাদীস গ্রহণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তাই আমরা লক্ষ্য করছি যে, ফরয নামাযের ওয়াক্ত, ওয়াক্ত সংখ্যা ও রাক্‌আত সংখ্যা নিয়ে গোটা মুসলিম জাতির মধ্যে কোন মতভেদ নাই (যদিও কোন কোন ওয়াক্তের সীমা নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে, যা মোটেই মারাত্মক নয়)। তদ্রূপ হালাল মৃতজীব ভক্ষণ হারাম, কিন্তু যবেহ ব্যতীতই মৃত মাছ ভক্ষণ হালাল হওয়ার বিষয়েও উম্মাতের মধ্যে কোন মতভেদ নাই।. কারণ এ বিষয়গুলো অত্যন্ত মজবুত দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট নয়, বরং সুন্নাত, মুস্তাহাব, নফল, মাকরূহ, ভীতিপ্রদর্শন, উৎসাহ প্রদান, ফযীলাত, মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট, সে সব ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ ও ফকীহগণ খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের ও যঈফ হাদীস গ্রহণ করেছেন। এসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহকে ততো কঠোরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি, যতটা কঠোরভাবে যাচাই করেছেন পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ।

অতএব তারাবীহ নামায হলো তাতাব্বু (ঐচ্ছিক) নামাযের অন্তর্ভুক্ত এবং রমযান মাসে তা পড়ার ব্যবস্থা রাখার কারণে ফযীলাতপূর্ণ নামায। এ নামাযের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসের পাশাপাশি খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীসও প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য। আরো একটি বিষয় বিবেচনাযোগ্য যে, কোন ব্যাপারের প্রমাণে অনেকগুলো যঈফ হাদীস পাওয়া গেলে দলীলটি তখন আর যঈফের পর্যায়ে থাকে না, তা শক্তিশালীর পর্যায়ে এসে যায়। আমি ইতোপূর্বে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ্‌র পক্ষে একটি সহীহ হাদীসসহ অনেকগুলো খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীস উদ্ধৃত করেছি। অনন্তর এই হিজরী পঞ্চদশ (খৃস্টীয় বিংশ) শতকে এসে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ্‌র প্রচলন হয়নি, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই (মতভেদসহ) তার প্রচলন হয়েছে, যদিও কোন কারণে তাঁর যুগের বিশ রাকআতের বর্ণনাটি প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। অনন্তর শুধু ভারতবর্ষের লোকেরাই বিশ রাক্‌আত পড়ছেন তাও নয়, বরং আবহমান কাল ধরে গোটা বিশ্বের শতকরা আটানব্বই ভাগ মুসলমান বিশ রাক্‌আত তারাবীহ নামায পড়ে আসছেন।

মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে তারাবীহ নামায

যারা আট রাকআতের পক্ষে তারা বিশ রাক্‌আত পড়ুয়াদেরকে কটাক্ষ করেন, অথচ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ঃ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ দুইটি মসজিদ (মক্কার বাইতুল্লাহ শরীফ ও মদীনার মসজিদে নববী অর্থাৎ হারামাইন শারীফাইন) তাদেরই প্রতিনিধিত্বকারীদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে। তারাই এই দুই মহান মসজিদের ইমাম নিয়োগসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেন। সেই দুই মসজিদে রমযান মাসে এশার নামাযের পরে পর্যায়ক্রমে দুইজন ইমামের নেতৃত্বে দশ রাক্‌আত করে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ নামায অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। অতঃপর তিন রাক্‌আত বিতর পড়ে এই নামায শেষ করা হয়। প্রথম ইমাম দশ রাক্‌আত পড়িয়ে চলে যান না, বরং দ্বিতীয় ইমামের পিছনে বাকি দশ রাক্‌আতও আদায় করেন এবং দ্বিতীয় ইমামও প্রথম থেকেই তারাবীহ নামাযে উপস্থিত থাকেন।

١٣٢٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا نَصْرُ ابْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَدَّانِيُّ كِلاَهُمَا عَنِ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ لَقِيتُ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقُلْتُ حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ اَبِيكَ يَذْكُرُهُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ شَهْرٌ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

১৩২৮। নাদর ইবনে শাইবান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র)-র সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনি আপনার পিতাকে রমযান মাস সম্পর্কে যে হাদীস বলতে শুনেছেন তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, হাঁ, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাস সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন ঃ এমন একটি মাস, আল্লাহ্ তোমাদের উপর তার রোযা ফরয করেছেন এবং আমি তোমাদের উপর এর রাতে দণ্ডায়মান হওয়া (রাত জেগে ইবাদত করা) সুন্নাত করেছি। অতএব যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় এ মাসে রোযা রাখে ও (রাতে ইবাদতে) দণ্ডায়মান হয় সে তার জন্মদিনের মত পাপমুক্ত হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৪

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قِيَامِ اللَّيْلِ

রাতে ইবাদতে দণ্ডায়মান হওয়া (কিয়ামুল লাইল)।

١٣٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَاْسِ

অতঃপর শুরু হয় সালাতুল লাইল-এর আট রাক্আত নামাযের জামাআত। বলতে কি সারা রাত ধরে এই দুই মহান মসজিদে চলতে থাকে নামাযের মত মহান ইবাদত্। রমযানের শেষ দশ দিনের রাতের অবস্থা এমন হয় যে, এই দুই মসজিদে তিল ধরার ঠাঁই থাকে না।

তাই আসুন আমরা সকলে নিজ নিজ এলাকায় জনগণকে নিয়ে নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে বিশ রাক্আত তারাবীহ্র জামাআত কায়েম করে বিশ রাক্আত ফরযের সমান মর্যাদা লাভে সচেষ্ট হই। সাথে সাথে কেউ যদি আট, চব্বিশ, ছত্রিশ বা চল্লিশ রাক্আত তারাবীহ পড়েন তবে তাদের কটাক্ষ করা থেকেও বিরত থাকি (অনুবাদক)।

أَحَدِكُمْ بِاللَّيْلِ بِحَبْلٍ فِيهِ ثَلاَثُ عُقَدٍ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ انْحَلَّتْ عُقْدُهُ كُلُّهَا فَيُصْبِحُ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَصْبَحَ كَسِلاً خَبِيثَ النَّفْسِ لَمْ يُصِبْ خَيْرًا .

১৩২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের বেলা শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় একটি দড়ি দিয়ে তিনটি গিরা দেয়। সে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলে একটি গিরা খুলে যায়। সে উঠে উযু করলে আরেকটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর সে যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন সমস্ত গিরা খুলে যায়। ফলে সে প্রশান্ত মনে হৃষ্টচিত্তে ভোরে উপনীত হয় এবং কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। আর সে যদি এরূপ না করে, তবে তার ভোর হয় অলসতা ও অপবিত্র মন নিয়ে। ফলে সে কল্যাণ লাভ করতে পারে না।

١٣٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذٰلِكَ الشَّيْطَانُ بَالَ فِي أُذُنَيْهِ .

১৩৩০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা হলো যে, সে এক ঘুমে রাত কাটিয়ে ভোরে উপনীত হয়। তিনি বলেন ঃ এ ব্যক্তির দুই কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে।

١٣٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ .

১৩৩১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না, যে রাতে উঠতো (নফল ইবাদত করতো), পরে তা ছেড়ে দিয়েছে।

١٣٣٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَدَثَانِيُّ قَالُوا ثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ أُمُّ

سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ لِسُلَيْمَانَ يَا بُنَىَّ لاَ تُكْثِرِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَاِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَتْرُكُ الرَّجُلَ فَقِيْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৩৩২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সুলায়মান (আ)-এর মা তাঁকে বললেন, হে বৎস! তুমি রাতে অধিক ঘুমিও না। কেননা রাতের অধিক ঘুম মানুষকে কিয়ামতের দিন নিঃস্ব অবস্থায় ত্যাগ করে।

١٣٣٣- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ يَزِيْدَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ .

১৩৩৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে অধিক পরিমাণে নামায পড়ে, দিনে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়।

١٣٣٤-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ اَبِىْ جَمِيْلَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ اِلَيْهِ وَقِيْلَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجِئْتُ فِى النَّاسِ لاَنْظُرَ اِلَيْهِ فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَرَفْتُ اَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ اَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ اَنْ قَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلاَمَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ .

১৩৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পদার্পণ করলে লোকেরা তাঁকে দেখার জন্য ভীড় জমায় এবং বলাবলি হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন। আমিও লোকদের সাথে তাঁকে দেখতে গেলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে, এ চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। তখন তিনি সর্বপ্রথম যে কথা বলেন তা হলো ঃ হে লোকসকল! তোমরা পরস্পর সালাম বিনিময় করো, অভুক্তকে আহার করাও এবং রাতের বেলা মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নামায পড়ো। তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৫

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ اَيْقَظَ اَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ

যে ব্যক্তি রাতে নিজের পরিজনকে (ইবাদতের জন্য) ঘুম থেকে জাগায়।

١٣٣٥- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا شَيْبَانُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَاَيْقَظَ امْرَاَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ .

১৩৩৫। আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজ স্ত্রীকেও ঘুম থেকে জাগ্রত করে উভয়ে দুই রাক্আত (নফল) নামায পড়ে, তাদের উভয়কে আল্লাহ্র পর্যাপ্ত যিকিরকারী পুরুষ ও পর্যাপ্ত যিকিরকারী স্ত্রীলোকদের তালিকাভুক্ত করা হয়।

١٣٣٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِىُّ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَاَيْقَظَ امْرَاَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ رَشَّ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ . رَحِمَ اللّٰهُ امْرَاَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَاِنْ اَبَى رَشَّتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ .

১৩৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অনুগ্রহধন্য করুন, যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায়, তারপর সেও নামায পড়ে। আর যদি সে (স্ত্রী) জাগতে অস্বীকার করে, তাহলে স্বামী তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ সেই মহিলাকে অনুগ্রহধন্য করুন, যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং তার স্বামীকেও জাগায়, আর সেও নামায পড়ে। স্বামী জাগতে অস্বীকার করলে সে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৬

بَابُ فِىْ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ

সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা।

١٣٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا اَبُوْ رَافِعٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ قَدِمَ

عَلَيْنَا سَعْدُ ابْنُ اَبِىْ وَقَّاسٍ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ اَنْتَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنِ اَخِىْ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ حَسَنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ فَاِذَا قَرَاْتُمُوْهُ فَابْكُوْا فَاِنْ لَّمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكَوْا وَتَغَنَّوْا بِهِ فَمَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا .

১৩৩৭। আবদুর রহমান ইবনুস সাইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) আমাদের নিকট এলেন। তখন তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল। আমি তাকে সালাম দিলে তিনি বলেন, তুমি কে? আমি তাকে আমার পরিচয় দিলে তিনি বলেন, মারহাবা, হে ভাতিজা! আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি সুকণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় এই কুরআন দুশ্চিন্তার সাথে নাযিল হয়েছে। অতএব তোমরা যখন কুরআন তিলাওয়াত করো, তখন কাঁদো। যদি তোমরা কাঁদতে না পারো, তাহলে কান্নার ভাব জাগ্রত করো এবং সুমধুর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করো। যে ব্যক্তি সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমাদের নয়।

١٣٣٨- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَابِطٍ الْجُمَحِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ اَبْطَاْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ اَيْنَ كُنْتِ قُلْتُ كُنْتُ اَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِكَ لَمْ اَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ اَحَدٍ قَالَتْ فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ حَتّٰى اسْتَمَعَ لَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ هٰذَا سَالِمٌ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِىْ اُمَّتِىْ مِثْلَ هٰذَا .

১৩৩৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এক রাতে আমি এশার পর খানিকটা বিলম্বে ঘরে আসি। তিনি বলেন ঃ তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম, আমি আপনার সাহাবীদের একজনের কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলাম। আমি কখনো তার মত সুকণ্ঠে কারো তিলাওয়াত শুনিনি। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি কুরআন তিলাওয়াত শুনতেই উঠে গেলেন এবং আমিও তাঁর সাথে উঠে গেলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ এতো আবু হুযায়ফার মুক্তদাস সালিম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমার উম্মাতের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন।

١٣٣٩- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيْرُ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَمِّعٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْاٰنِ الَّذِىْ اِذَا سَمِعْتُمُوْهُ يَقْرَاُ حَسِبْتُمُوْهُ يَخْشَى اللّٰهَ .

১৩৩৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে সুকণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারী সেই ব্যক্তি যার তিলাওয়াত শুনে তোমাদের ধারণা হয় যে, সে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।

١٣٤٠- حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّمْلِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ مَيْسَرَةَ مَوْلٰى فَضَالَةَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُ اَشَدُّ اَذَنًا اِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ اِلٰى قَيْنَتِهِ .

১৩৪০। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গায়িকা তার গানের প্রতি যতটা একাগ্র থাকে, আল্লাহ তাআলা সুকণ্ঠে ও সশব্দে কুরআন তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত তার চেয়ে অধিক কান লাগিয়ে শোনেন।

١٣٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسْجِدَ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقِيْلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ لَقَدْ اُوْتِىَ هٰذَا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ .

১৩৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে এক ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত শোনেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ কে? এই ব্যক্তি, বলা হলো, আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস। তিনি বলেন ঃ তাকে দাঊদ (আ)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে।

١٣٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ الْيَامِىَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْسَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ

১৩৪২। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের সুকণ্ঠী আওয়াজ দ্বারা কুরআনকে সুসজ্জিত করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৭

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ

যে ব্যক্তি রাতে তার নিয়মিত তিলাওয়াত না করে ঘুমিয়ে যায়।

١٣٤٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَانَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ اَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَاَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَاَنَّمَا قَرَاَهُ مِنَ اللَّيْلِ .

১৩৪৩। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার রাতের নিয়মিত তিলাওয়াত বা তার অংশবিশেষের তিলাওয়াত বাদ রেখে ঘুমিয়ে পড়লো, অতঃপর তা ফজর থেকে যোহরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে নিলো, সে যেন তা রাতেই পড়েছে বলে (তার আমলনামায়) লিপিবদ্ধ হয়।

١٣٤٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِىْ لُبَابَةَ عَنْ سُوَيْدِ ابْنِ غَفَلَةَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِىْ اَنْ يَّقُوْمَ فَيُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتّٰى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوٰى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ .

১৩৪৪। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (ঘুমাতে) তার বিছানায় এসে রাতে উঠে নামায পড়ার নিয়ত করলো, কিন্তু ঘুমের আধিক্যের কারণে তার ভোরে ঘুম ভাংলো, তাকে তার নিয়াত অনুযায়ী সওয়াব দেয়া হবে। তার এই ঘুম তার প্রভুর পক্ষ থেকে তার জন্য দান-খয়রাত হিসাবে গণ্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৮

بَابُ فِىْ كَمْ يَسْتَحِبُّ يَخْتِمُ الْقُرْاٰنَ

কত দিনে কুরআন খতম করা মুস্তাহাব।

١٣٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ جَدِّهِ اَوْسٍ

بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ وَفْدِ ثَقِيْفٍ فَنَزَلُوا الْاَحْلاَفَ عَلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَاَنْزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَنِىْ مَالِكٍ فِىْ قُبَّةٍ لَهُ فَكَانَ يَاْتِيْنَا كُلَّ لَيْلَةٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَيُحَدِّثُنَا قَائِمًا عَلٰى رِجْلَيْهِ حَتّٰى يُرَاوِحَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَاَكْثَرُ مَا يُحَدِّثُنَا مَا لَقِىَ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَقُوْلُ وَلاَ سَوَاءَ كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ مُسْتَذَلِّيْنَ فَلَمَّا خَرَجْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ نُدَالُ عَلَيْهِمْ وَيُدَالُوْنَ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ اَبْطَاَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِىْ كَانَ يَاْتِيْنَا فِيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ اَبْطَاتَ عَلَيْنَا اللَّيْلَةَ قَالَ اِنَّهُ طَرَاَ عَلَىَّ حِزْبِىْ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَكَرِهْتُ اَنْ اَخْرُجَ حَتّٰى اُتِمَّهُ . قَالَ اَوْسٌ فَسَاَلْتُ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ تُحَزِّبُوْنَ الْقُرْاٰنَ قَالُوْا ثَلاَثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَاِحْدٰى عَشْرَةَ وَثَلاَثَ عَشْرَةَ وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ .

১৩৪৫। আওস ইবনে হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তারা তাদের মিত্র বনু মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-এর মেহমান হলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ মালেকের তাঁবুতে অবস্থান করেন। তিনি প্রতি রাতে এশার নামাযের পর আমাদের নিকট আসতেন এবং তাঁর দুই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। তিনি কখনো এক পায়ের উপর ভর করে আবার কখনো উভয় পায়ের উপর ভর করে কথাবার্তা বলতেন। তিনি অধিকাংশই আমাদের কাছে তাঁর নিজ গোত্র কুরায়শদের নির্মম আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং বলতেন ঃ এ কথা বলতে কোন দোষ নেই যে, আমরা ছিলাম দুর্বল ও লাঞ্ছিত। আমরা যখন মদীনার দিকে বেরিয়ে এলাম, তখন আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। কখনো আমরা তাদের উপর বিজয়ী হতাম, আবার কখনো তারা আমাদের উপর জয়লাভ করতো। এক রাতে তিনি তার পূর্ব নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বিলম্বে আমাদের নিকট এলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ রাতে আপনি আমাদের নিকট বিলম্বে এসেছেন! তিনি বলেনঃ আমার কুরআনের কিছু তিলাওয়াত বাকী থাকায়, তা তিলাওয়াত না করা পর্যন্ত বের হওয়া অপছন্দ করলাম। আওস (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কিভাবে কুরআনের অংশ নির্দিষ্ট করে তিলাওয়াত করতেন? তারা বলেন, প্রথম দিন তিন সূরা, দ্বিতীয় দিন পাঁচ সূরা, তৃতীয় দিন সাত সূরা, চতুর্থ দিন নয় সূরা, পঞ্চম দিন এগার সূরা, ষষ্ঠী দিন তের সূরা এবং সপ্তম দিন হিযবুল মুফাসসাল হতো শেষ অংশ।

١٣٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ يَحْيَ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَمَعْتُ الْقُرْاٰنَ فَقَرَاْتُهُ كُلَّهُ فِيْ لَيْلَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ اَخْشٰى اَنْ يَّطُوْلَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ وَاَنْ تَمَلَّ فَاقْرَاْهُ فِيْ شَهْرٍ فَقُلْتُ دَعْنِيْ اَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِيْ وَشَبَابِيْ قَالَ فَاقْرَاْهُ فِيْ عَشْرَةٍ قُلْتُ دَعْنِيْ اَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِيْ وَشَبَابِيْ قَالَ فَاقْرَاْهُ فِيْ سَبْعٍ قُلْتُ دَعْنِيْ اَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِيْ وَشَبَابِيْ فَاَبٰى .

১৩৪৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরআন মুখস্থ করেছি এবং তা প্রতি রাতে সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার আশংকা যে, তুমি দীর্ঘজীবী হবে এবং বার্ধক্যে দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই তুমি এক মাস অন্তর কুরআন খতম করো। আমি বললাম, আমাকে আমার শক্তিমত্তা ও যৌবন দ্বারা উপকৃত হতে দিন। তিনি বলেনঃ তাহলে তুমি দশ দিন অন্তর কুরআন খতম করো। আমি বললাম, আপনি আমাকে আমার শক্তিমত্তা ও যৌবন দ্বারা উপকৃত হতে দিন। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি সাত দিন অন্তর খতম করো। আমি বললাম, আমার শক্তিমত্তা ও যৌবন দ্বারা আমাকে উপকৃত হতে দিন। তখন তিনি তা অস্বীকার করেন।

١٣٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ خَلاَّدٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فِيْ اَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ .

১৩৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিন দিনের কম সময়ে যে ব্যক্তি কুরআন খতম করে, সে কুরআনের কিছুই বুঝতে পারে না।

١٣٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لاَ اَعْلَمُ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ كُلَّهُ حَتّٰى الصَّبَاحِ .

১৩৪৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে কুরআন খতম করেছেন বলে আমার জানা নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৯

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْقِرَاءَةِ فِىْ صَلاَةِ اللَّيْلِ

রাতের নামাযের কিরাআত।

١٣٤٩-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ يَحْىَ بْنِ جَعْدَةَ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَتْ كُنْتُ اَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِىِّ ﷺ بِاللَّيْلِ وَاَنَا عَلٰى عَرِيْشِىْ .

১৩৪৯। উম্মু হানী বিনতে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার ঘরের ছাদে শোয়া অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের কিরাআত শুনতে পেতাম।

١٣٥٠- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ بِاٰيَةٍ حَتّٰى اَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا وَالْاٰيَةُ (اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) .

১৩৫০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে ভোর হওয়া পর্যন্ত একটি আয়াত বারবার তিলাওয়াত করতে থাকেন ঃ "আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর আপনি যদি তাদের ক্ষমা করেন তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (সূরা মাইদা ঃ ১১৮)।

١٣٥١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْاَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى فَكَانَ اِذَا مَرَّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ سَاَلَ وَاِذَا مَرَّ بِاٰيَةِ عَذَابٍ اسْتَجَارَ وَاِذَا مَرَّ بِاٰيَةٍ فِيْهَا تَنْزِيْهٌ لِلّٰهِ سَبَّحَ .

১৩৫১। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে (নামাযে) কুরআন পড়ে রহমতের আয়াতে পৌঁছে রহমত কামনা করতেন এবং আযাবের আয়াতে পৌঁছে আযাব থেকে আশ্রয় চাইতেন এবং আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণাকারী আয়াতে পৌঁছে তাঁর তাসবীহ পাঠ করতেন।

١٣٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ

النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا فَمَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ فَقَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ وَوَيْلٌ لِاَهْلِ النَّارِ .

১৩৫২। আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নফল নামায পড়েন, আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে নফল নামায পড়লাম। তিনি আযাবের আয়াত তিলাওয়াত করে বলেনঃ "আমি আল্লাহ্‌র কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই এবং জাহান্নামীদের জন্যই ধ্বংস"।

١٣٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا .

১৩৫৩। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-র নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, তিনি সশব্দে কিরাআত পড়তেন।

١٣٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْهَرُ بِالْقُرْاٰنِ اَوْ يُخَافِتُ بِهِ قَالَتْ رُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا خَافَتَ قُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ سَعَةً .

১৩৫৪। গুতাইফ ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সশব্দে কুরআন পড়তেন, না অস্পষ্ট শব্দে? তিনি বলেন, কখনো তিনি সশব্দে আবার কখনো অস্পষ্ট শব্দে কিরাআত পড়তেন। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি এ বিষয়ে (উভয়টির) অবকাশ রেখেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮০

بَابُ مَا جَاءَ فِى الدُّعَاءِ اِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ

কোন ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামায পড়তে উঠে যে দোয়া পড়বে।

١٣٥٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اَللّٰهُمَّ

لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَالِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِكَ .

১৩৫৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের তাহাজ্জুদ নামায পড়তে উঠে বলতেনঃ "হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার, তুমি আসমান-যমীন ও এগুলোর মধ্যস্থ সকল কিছুর জ্যোতি। সমস্ত প্রশংসা তোমার, তুমিই আসমান-যমীন এবং এগুলোর মধ্যস্থ সকল কিছুর ধারক। সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমি আসমান-যমীন এবং এগুলোর মধ্যস্থ সবকিছুর অধিপতি। সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমি সত্য, তোমার অঙ্গীকার সত্য, তোমার সাক্ষাতলাভ সত্য, তোমার বাণী সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য, আম্বিয়া কিরাম সত্য এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি, তোমার উপর ভরসা করেছি, তোমার দিকে ফিরে এসেছি, তোমার জন্য বিতর্ক করি এবং তোমার কাছেই বিচারপ্রার্থী। অতএব তুমি আমার পূর্বাপর পাপরাশি ক্ষমা করে দাও, যা আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি। তুমিই আদি, তুমিই অন্ত, তুমিই একমাত্র ইলাহ এবং তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তোমার শক্তি ব্যতীত ক্ষতি রোধ করার এবং কল্যাণ লাভ করার কোন শক্তি নেই" (বু, মু, না, তি ৩৩৫২)।

١٣٥٥(١)-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اَبِىْ مُسْلِمٍ الْاَحْوَلُ خَالُ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ سَمِعَ طَاؤُسًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

১৩৫৫ (ক)। আবু বাক্‌র ইবনে খাল্লাদ আল-বাহিলী-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা–সুলাইমান ইবনে আবু মুসলিম আল-আহ্ওয়াল-তাউস-ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে উঠে বলতেন......... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٣٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنِىْ اَزْهَرُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ مَاذَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَفْتَتِحُ بِهٖ قِيَامَ اللَّيْلِ قَالَتْ لَقَدْ سَاَلْتَنِىْ عَنْ شَىْءٍ مَا سَاَلَنِىْ عَنْهُ اَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيْقِ الْمُقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৩৫৬। আসেম ইবনে হুমাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়তে উঠে প্রথমে কি পড়তেন? তিনি বলেন, তুমি আমার নিকট যে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছো, তোমার আগে সে সম্পর্কে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞেস করেনি। তিনি দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার আলহামদু লিল্লাহ, দশবার সুবহানাল্লাহ ও দশবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে হেদায়াত দান করো, আমাকে রিযিক দাও এবং আমাকে নিরাপত্তা দান করো"। তিনি কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ অবস্থা থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

١٣٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ الْيَمَامِىُّ ثَنَا عِكْرِمَةُ ابْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ بِمَا كَانَ يَسْتَفْتِحُ النَّبِىُّ ﷺ صَلَاتَهُ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ اِحْفَظُوْا جِبْرَئِيْلُ مَهْمُوْزَةً فَاِنَّهُ كَذَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

১৩৫৭। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে জাগ্রত হয়ে তাঁর (তাহাজ্জুদ) নামাযের শুরুতে কি বলতেন? আয়েশা (রা) বলেন, তিনি বলতেন ঃ "হে আল্লাহ, জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীল (আ)-এর প্রভু, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! আপনার বান্দারা যে বিষয় নিয়ে মতভেদ করে, আপনি তার মীমাংসাকারী। যে বিষয়ে মতভেদ করা হয়ে থাকে, আপনি মেহেরবানী করে সে বিষয়ে আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আপনিই সরল সঠিক পথে হেদায়াত দান করেন"। আবদুর রহমান ইবনে উমার (র) বলেন, তোমরা জিবরাঈল শব্দটি হামযা অক্ষরযোগে পাঠ করো। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপই বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮১

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ كَمْ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ

রাতে কত রাক্‌আত নামায পড়বে?

١٣٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَهٰذَا حَدِيْثُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ مَا بَيْنَ اَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ فِىْ كُلِّ اثْنَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ فِيْهِنَّ سَجْدَةً بِقَدْرِ مَا يَقْرَاُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ اَنْ يَّرْفَعَ رَاْسَهُ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْاَذَانِ الْاَوَّلِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ .

১৩৫৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযের পর থেকে ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এগারো রাক্‌আত নামায পড়তেন। তিনি প্রতি দুই রাক্‌আত অন্তর সালাম ফিরাতেন এবং এক রাক্‌আত বিতর পড়তেন। তিনি এই নামাযে এতো দীর্ঘ সিজদা করতেন যে, তাঁর মাথা উঠানোর পূর্বে তোমাদের যে কেউ পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতে পারতো। মুআয্‌যিন যখন ফজরের নামাযের প্রথম আযান শেষ করে নীরব হতো, তখন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে হালকাভাবে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।

١٣٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

১৩৫৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তেরো রাক্‌আত নামায পড়তেন।

١٣٦٠- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ .

১৩৬০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নয় রাক্‌আত নামায পড়তেন।

١٣٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ اَبُوْ عُبَيْدِ الْمَدِيْنِيُّ ثَنَا اَبِيْ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا ثَمَانٍ وَيُوْتِرُ بِثَلاَثٍ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ .

১৩৬১। আমের আশ-শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বলেন, তেরো রাক্‌আত, এর মধ্যে আট রাক্‌আত তাহাজ্জুদ, তিন রাক্‌আত বিতর এবং ফজরের ওয়াক্ত হলে পর দুই রাক্‌আত (সুন্নাত)।

١٣٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ ثَابِتٍ الزُّبَيْرِيُّ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قُلْتُ لَاَرْمُقَنَّ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اللَّيْلَةَ قَالَ فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ اَوْ فُسْطَاطَهُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّيْتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّيْتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّيْتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ فَتِلْكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

১৩৬২। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, আমি অবশ্যি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজকের রাতের নামায দেখবো। তিনি বলেন, আমি তাঁর ঘরের বা তাঁর তাঁবুর দরজার কাঠের সাথে ঠেস দিয়ে বসে থাকলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে হালকাভাবে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন, অতঃপর দীর্ঘ দুই রাক্‌আত পড়েন, তারপর আরো দুই রাক্‌আত পড়েন, যা পূর্ববর্তী দুই রাক্‌আতের চেয়ে কম দীর্ঘ, তারপর দুই রাক্‌আত পড়েন, যা ছিল তার পূর্ববর্তী দুই রাক্‌আত অপেক্ষা কম দীর্ঘ, তারপর আরো দুই রাক্‌আত পড়েন, যা ছিল তার পূর্ববর্তী দুই রাক্‌আত অপেক্ষা স্বল্প দীর্ঘ, এরপর আরো দুই রাক্‌আত পড়েন, তারপর বিতর পড়েন। এভাবে মোট তেরো রাক্‌আত হলো।

١٣٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ

أَنَّهُ نَامَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِيهِ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَهْلُهُ فِيْ طُوْلِهَا فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى اِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَاَ الْعَشْرَ اٰيَاتٍ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَاْسِيْ وَاَخَذَ اُذُنِي الْيُمْنٰى يَفْتِلُهَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ .

১৩৬৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার খালা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মাইমূনা (রা)-এর ঘরে ঘুমালেন। তিনি বলেন, আমি বালিশে আড়াআড়িভাবে শুয়ে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রী লম্বালম্বি শুয়ে পড়েন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে পড়েন। অর্ধরাত বা তার চেয়ে কিছু কম অথবা বেশী অতিবাহিত হলে তিনি জেগে তাঁর দুই হাত দিয়ে ঘুমের রেশ তাঁর চেহারা থেকে দূর করেন, অতঃপর সূরা আল ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঝুলন্ত পানির মশকের কাছে গিয়ে তা থেকে পানি নিয়ে উত্তমরূপে উযু করেন, তারপর নামাযে দাঁড়িয়ে যান। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমিও উঠে গেলাম এবং তিনি যা করলেন আমিও তদ্রূপ করলাম, তারপর তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং আমার ডান কান ধরে মললেন। তারপর তিনি দুই রাক্আত নামায পড়েন, তারপর দুই রাক্আত, তারপর দুই রাক্আত, তারপর দুই রাক্আত, তারপর দুই রাক্আত, তারপর দুই রাক্আত, তারপর বিতর নামায পড়েন। তারপর তিনি আরাম করেন, যাবত না তাঁর নিকট মুআয্যিন আসে। অতঃপর তিনি হালকাভাবে দুই রাক্আত (ফজরের সুন্নাত) নামায পড়েন, অতঃপর (ফজরের ফরয) নামায পড়তে বেরিয়ে যান।[১৪]

---

১৪. মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য, তার স্রষ্টা মহান আল্লাহ্র সাথে সুগভীর সম্পর্ক স্থাপন এবং আল্লাহ্র দীনের পথে অবিচল থেকে ব্যাপকভাবে তার প্রচার-প্রসারের মানসিক শক্তি অর্জন এবং এ পথের প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূলতা ও বাধা-বিপত্তির মুকাবিলা করার শক্তি অর্জনের জন্য দৈনন্দিন বিধিবদ্ধ ইবাদতের সাথে সাথে ঐচ্ছিক নৈশ ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন মজীদে

বাধ্যতামূলক ইবাদতের পাশাপাশি ঐচ্ছিক ইবাদতে মগ্ন হওয়ার জন্যও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, তার ফযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ "এবং রাতের কিছু অংশে তুমি তাহাজ্জুদ কায়েম করো, তা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৯)। "হে বস্ত্রাবৃত! রাতে জাগ্রত হও, কিছু অংশ ব্যতীত, অর্ধ রাত বা তদপেক্ষা কিছু বেশি" (সূরা মুয্‌যাম্মিল ঃ ১-৪)। "রাতে উত্থান (প্রবৃত্তিকে) দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। দিনের বেলা তোমার রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম যিকির করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও" (সূরা মুয্‌যামিল ঃ ৬-৮)। "নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক জানেন যে, তুমি কখনো রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ জাগরণ করো, তোমার সাথে যারা আছে তাদের একটি দলও" (মুয্‌যাম্মিল ঃ ২০)। "তারা রাতের সামান্য অংশই ঘুমিয়ে কাটাতো। রাতের শেষভাগে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো" (সূরা যারিয়াত ঃ ১৭-১৮)।

তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনধারায় আমরা লক্ষ্য করি রাতের ইবাদতের কঠোর অনুশীলন, সাথে সাথে তাঁর সাহাবীগণের জীবনেও। তবে তাঁকে প্রতিটি অনুশীলনেই ভারসাম্য বজায় রাখতে লক্ষ্য করা যায়। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, "তুমি তাঁকে নামাযরত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাই দেখতে পেতে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাই দেখতে পেতে" (বুখারী ঃ ১০৭০ নং হাদীস)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে কখনো বিতরসহ ১৩ রাক্‌আত, কখনো ১১ রাক্‌আত, কখনো ৯ রাক্‌আত, আবার কখনো ৭ রাক্‌আত নফল নামায পড়তেন, তার মধ্যে বিতর হতো কখনো এক রাক্‌আত, কখনো তিন রাক্‌আত আবার কখনো পাঁচ রাক্‌আত। তবে অধিকাংশই তিনি বিতর এক অথবা তিন রাক্‌আত পড়তেন। এ সম্পর্কে বেশির ভাগ হাদীস উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে ১১ রাক্‌আত নামায পড়তেন। তিনি এক একটি সিজদা এতো দীর্ঘ করতেন যে, তোমাদের যে কেউ ততক্ষণে পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতে পারতো" (বুখারী ঃ ১০৫১, মুসলিম ঃ ১৫৮৭, ১৫৮৮, ১৫৯৬; আবু দাউদ ঃ ১৩৩৪, ১৩৩৫, ১৩৩৬, ১৩৪১; তিরমিযী ঃ ১১৪, নাসাঈ, ইবনে মাজা ১৩৫৮)। মুসলিমের বর্ণনায় আছে, তিনি দুই রাক্‌আত করে পড়তেন এবং বিতর এক রাক্‌আত। ইমাম মালেক (র)-র আল-মুওয়াত্তায়ও তদ্রূপ উল্লেখ আছে (বিতর নামায অধ্যায়)। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি রাতে দশ রাক্‌আত নফল নামায পড়েছেন। আয়শা (রা) বলেন, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাতে এই নামায পড়তে সক্ষম না হলে তিনি দিনের বেলা বারো রাক্‌আত নামায পড়ে নিতেন (মুসলিম ঃ ১৬০৯, ১৬১৩, ১৬১৪; তিরমিযী ঃ ৪১৮; আবু দাউদ ঃ ১৩৪২, ১৩৪৬, ১৩৫১)।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের (নফল) নামায ছিল সাত রাক্‌আত অথবা নয় রাক্‌আত অথবা এগারো রাক্‌আত, বিতর ও ফজরের সুন্নাতও তার অন্তর্ভুক্ত (বুখারী ঃ ১০৬৮)। তাঁর অপর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর ও ফজরের সুন্নাতসহ মোট ১৩ রাক্‌আত নামায পড়তেন (বুখারী ঃ ১০৬৯; আবু দাউদ ঃ ১৩৫৯, ১৩৩৮, ১৩৩৯, ১৩৪০; মুসলিম ঃ ১৫৯০, ১৫৯২)। আবু দাউদের ১৩৫৯ নং হাদীস অনুযায়ী ছয় রাক্‌আত নফল, পাঁচ রাক্‌আত বিতর এবং দুই রাক্‌আত ফজরের সুন্নাত। মুসলিমের ১৫৯০ এবং আবু দাউদের ১৩৩৮ নং হাদীস অনুযায়ী ১৩ রাকআতের মধ্যে পাঁচ রাক্‌আত বিতর। মুসলিম ১৫৯২ নং হাদীস অনুসারে উক্ত তেরো রাকআতের মধ্যে ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাতও অন্তর্ভুক্ত। আবু দাউদের ১৩৪০ নং হাদীস অনুযায়ী আট রাক্‌আত নফল, এক রাক্‌আত বিতর এবং দুই রাক্‌আত বসে পড়া নফল এবং দুই রাক্‌আত ফজরের সুন্নাত। আয়েশা (রা) কর্তৃক বিভিন্ন সনদে বর্ণিত এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নফল নামায ছিল দশ রাক্‌আত, আট রাক্‌আত অথবা ছয় রাক্‌আত।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাস বা অন্য সময়ে (রাতে) এগারো রাকআতের অধিক (নফল) নামায পড়তেন না। তুমি তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি চার রাক্আত নামায পড়তেন, তাঁর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে তুমি আমাকে আর জিজ্ঞেস করো না, অতঃপর তিন রাক্আত (বিতর) পড়তেন (বুখারী ঃ ১০৭৬, মুসলিম ঃ ১৫৯৩, তিরমিযী ঃ ৪২৫; মুওয়াত্তা, বেতের অনুচ্ছেদ)। তিরমিযীর বর্ণনায় এক রাক্আত বিতর উল্লেখিত হয়েছে। এ হাদীস অনুসারে বিতর তিন রাক্আত হলে নফল আট রাক্আত এবং বিতর এক রাক্আত হলে নফল হবে দশ রাক্আত।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেরো রাক্আত নামায পড়তেন, আট রাক্আত পড়ার পর বিতর পড়তেন, অতঃপর বসে দুই রাক্আত পড়তেন, অতঃপর ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাক্আত পড়তেন (মুসলিম ঃ ১৫৯৪, আবু দাউদ ঃ ১৩৫২)। এ হাদীস অনুযায়ী হাল্কী নফলসহ রাতের নফল নামাযের রাক্আত সংখ্যা হয় দশ।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে জাগ্রত হয়ে উযু করে নয় রাক্আত নামায পড়তেন, অষ্টম রাকআতে বসে দোয়া পড়তেন, তারপর সালাম না ফিরিয়েই উঠে দাঁড়িয়ে নবম রাক্আত পড়তেন, অতঃপর দোয়া করে সালাম ফিরাতেন, অতঃপর বসে দুই রাক্আত নামায পড়তেন (মুসলিম ঃ ১৬০৯, আবু দাউদ ঃ ১৩৪২, ১৩৪৬, ১৩৫১)। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সালামে নয় রাক্আত নামায পড়তেন, যার মধ্যে এক রাতআত ছিলো বিতর এবং তিনি অষ্টম ও নবম রাকআতে বৈঠক করতেন, অতঃপর বসে দুই রাক্আত (হাল্কী) নফল নামায পড়তেন। অর্থাৎ তিনি দশ রাক্আত নফল নামায পড়তেন।

আয়েশা (রা) বলেন, রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায ছিল দশ রাক্আত, এক রাক্আত বিতর পড়তেন এবং ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাতও পড়তেন। এই হলো তেরো রাক্আত (মুসলিম ঃ ১৫৯৭)। ইমাম মালেক (র)-এর মুওয়াত্তা গ্রন্থেও ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাতসহ তেরো রাকআতের উল্লেখ আছে (বিতরের নামায অনুচ্ছেদ)।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে চার রাক্আত ও তিন রাক্আত বিতর পড়তেন, কখনো ছয় রাক্আত ও তিন রাক্আত বিতর পড়তেন, কখনো আট রাক্আতও পড়তেন এবং (কখনো) তিনি মোট তেরো রাক্আত নামায পড়তেন। তিনি কখনো সাত রাকআতের কম এবং তেরো রাকআতের অধিক নামায পড়তেন না। তিনি কখনো ফজরের সুন্নাত ত্যাগ করতেন না (আবু দাউদ ঃ ১৩৬২)। এই হাদীসে আয়েশা (রা)-র মুখেই তৎকর্তৃক বর্ণিত সবগুলো হাদীসের সারাংশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের নামায রীতিমত আট রাক্আতই পড়তেন না, বরং বারো থেকে ছয় রাকআতের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিলো। এখন দেখা যাক, অপরাপর সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাতের নামায কিরূপ? তিনি বলেন, দুই রাক্আত করে। তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে এক রাক্আত বিতর পড়ে নিও (বুখারী ঃ ১০৬৬; মুসলিম ঃ ১৬১৮, ১৬১৯, ১৬২০, ১৬২১, ১৬৩০, ১৬৩১, ১৬৩৩; আবু দাউদ ঃ ১৩২৬; তিরমিযী ঃ ৪১২)। এ হাদীসে রাতের তাহাজ্জুদ নামাযের রাক্আত সংখ্যার উল্লেখ নাই, তবে তা দুই রাক্আত করে পড়তে হবে এবং এক রাক্আত বিতরের কথা উল্লেখ আছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায ছিলো তেরো রাক্আত (বুখারী ঃ ১০৬৭)। উম্মুল মুমিনীন মাইমূনা (রা)-র ঘরে ঘুমানোর রাতে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি

তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে এনে দাঁড় করান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায তেরো রাক্আত পূর্ণ হলো (মুসলিম ঃ ১৬৫৮)। মুসলিমের ১৬৬১ ও ১৬৬৪ নং হাদীসেও তেরো রাকআতের উল্লেখ আছে (তিরমিযী ৪১৬, ইবনে মাজা ১৩৬৩)। মুসলিমের ১৬৫৯ নং হাদীসে আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দুই রাক্আত করে মোট বারো রাক্আত নামায পড়েন, তারপর বিতর পড়েন। অতঃপর মুআয্যিন এলে তিনি ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাত পড়েন। ইমাম মালেকের মুওয়াত্তা গ্রন্থের বিতর অনুচ্ছেদেও উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুনান আবু দাউদে ১৩৬৭ নং হাদীসের বক্তব্যও তাই, তবে এখানে এক রাকআত বিতরের উল্লেখ আছে। মুসলিমের ১৬৬২ এবং আবু দাউদের ১৩৬৪ ও ১৩৬৫ নম্বর হাদীসে এগারো রাক্আত উল্লেখ আছে এবং আবু দাউদের বর্ণনায় তার মধ্যে এক রাক্আত বিতরের উল্লেখ আছে। সহীহ মুসলিমের ১৬৬৯ নম্বর হাদীসে ছয় রাকআতের উল্লেখ আছে। আবু দাউদের ১৩৫৩ নং হাদীসেও ছয় রাক্আত এবং বিতর তিন রাক্আত উল্লেখ আছে। একই গ্রন্থের ১৩৫৫ নং হাদীসে (ফাদল ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত) এক রাক্আত বিতরসহ এগারো রাক্আত উল্লেখ আছে।

অতএব আমরা আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ন্যায় ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে বারো রাক্আত থেকে ছয় রাকআতের মধ্যে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। তিনি সর্বদা আট রাক্আতই পড়তেন, এরূপ দাবি যথার্থ নয়।

যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (র) বলেন, (আমি স্থির করলাম) আজ রাতে আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের প্রতি দৃষ্টি রাখবো। তিনি প্রথমে সংক্ষেপে দুই রাক্আত পড়েন, তারপর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর দুই রাক্আত পড়েন, তারপর দুই রাক্আত পড়েন যা তৎপূর্ববর্তী দুই রাকআতের চেয়ে কম দীর্ঘ, তারপর তৎপূর্ববর্তী দুই রাকআতের চেয়ে কম দীর্ঘ দুই রাক্আত পড়েন, তারপর তৎপূর্ববর্তী দুই রাকআতের চেয়ে কম দীর্ঘ দুই রাক্আত পড়েন, তারপর তৎপূর্ববর্তী দুই রাকআতের চেয়ে কম দীর্ঘ দুই রাক্আত পড়েন, তারপর বিতর পড়েন। এই হলো মোট তেরো রাক্আত (মুসলিম ঃ ১৬৭৪, আবু দাউদ ঃ ১৩৬৬; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, বিতর অনুচ্ছেদ; ইবনে মাজা ঃ ১৩৬২)। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল (তাহাজ্জুদ) নামায বারো রাক্আত পড়তেন এবং সবগুলো হাদীস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি অধিকাংশ সময় বারো রাক্আতই পড়তেন, আট রাক্আত নয়।

এই স্থানে কয়েকটি বিষয় বিবেচনাযোগ্য। এক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের অধিকাংশ সময় নামাযে কাটাতেন, তারপরও তাঁর নামাযের রাকআত সংখ্যা এতো কম কেন? তার কারণ এই যে, তিনি এসব নামাযে সূরা বাকারা, আল ইমরান, নিসা, মাইদা ও আনআমের মত দীর্ঘ সূরা পড়তেন, রুকূ-সিজদায়ও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন এবং দীর্ঘ দোয়া পড়তেন, আমাদের মত ফাতিহা ও আলাম তারা দ্বারা নামায শেষ করতেন না। তাছাড়া তিনি কিছুক্ষণ নামায পড়ে আবার কিছুক্ষণ ঘুমাতেন। এভাবে তাঁর রাত শেষ হয়ে যেতো। দুই. এখন প্রশ্ন হলো, রাতে বারো রাকআতের অধিক নামায পড়া কি জায়েয আছে? আমরা নিশ্চিত জানি যে, পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতে মুআক্কাদা নামাযের রাক্আত সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় না। কিন্তু নফল নামাযের ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতা নেই। নফল নামায যেমন ঐচ্ছিক নামায, তেমনি ইচ্ছা করলে তা বারো রাকআতের অধিকও পড়া যায়। দীর্ঘ সূরা, দীর্ঘ দোয়া খুব কম লোকেরই জানা আছে। অতএব তারা যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূরাগুলো দ্বারা অধিক সংখ্যক রাক্আত নামায পড়ে, তাতে আপত্তি করার কিছু নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮২

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ اَىِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ اَفْضَلُ

রাতের কোন্ সময় অধিক উত্তম?

١٣٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالُوْا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ طَلْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَسْلَمَ مَعَكَ قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ قُلْتُ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ اَقْرَبُ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اُخْرٰى قَالَ نَعَمْ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاَوْسَطُ .

১৩৬৪। আমর ইবনে আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথে কে কে ইসলাম গ্রহণ করেছেন? তিনি বলেনঃ স্বাধীন ও ক্রীতদাস। আমি বললাম, এমন কোন সময় আছে কি যা অপর সময়ের তুলনায় আল্লাহ্‌র নিকটতর (নৈকট্য লাভের উত্তম সময়)? তিনি বলেন ঃ হাঁ। রাতের মধ্যভাগ।

তৃতীয় প্রশ্ন হলো, রমযান মাসেও কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোচ্চ বারো রাক্‌আত নামায পড়তেন? এখানে মনে রাখতে হবে যে, সাধারণ মাসগুলোর রাতের নফল নামায সালাতুল লাইল (রাতের নামায) বা সালাতুত তাতাব্বু (ঐচ্ছিক নামায) নামে অভিহিত এবং রমযান মাসের রাতের নামায কিয়ামুল লাইল (রাতের দাঁড়ানো) নামে অভিহিত। এই মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ দুই নামাযই পড়তেন। যেমন বাইতুল্লাহ শরীফে (কাবার চত্বরে) ও মদীনার মসজিদে নববীতে বর্তমান কালেও রমযান মাসের রাতের প্রথমাংশে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ নামায (দুইজন ইমাম দশ রাক্‌আত করে পড়ান) এবং শেষাংশে সাহ্‌রীর পূর্বে বারো রাক্‌আত নামায পড়া হয়। উক্ত দুই নামাযের পরও লোকেরা ঐ দুই মসজিদে রমযান মাসে সারা রাত নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়া-দুরূদ পাঠে মশগুল থাকেন।

অবশ্য সিহাহ সিত্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারাবীহ্ নামাযের বিষয় উল্লেখ আছে, কিন্তু তাতে তার রাক্‌আত সংখ্যা উল্লেখ নাই। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নামায পড়ছিলেন। কিছু সংখ্যক লোক তাঁর সাথে নামাযে যোগদান করে। পরবর্তী রাতেও তিনি নামায পড়েন এবং লোকের সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। তৃতীয় বা চতুর্থ রাতেও তারা সমবেত হন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট যাননি। ভোরবেলা তিনি বলেন, তোমরা যা করেছো আমি তা দেখেছি। তোমাদের নিকট বের হয়ে আসতে এ আশংকাই আমার প্রতিবন্ধক ছিলো যে, এটা তোমাদের জন্য ফরয করা হয় কিনা। এটি রমযান মাসের ঘটনা (বুখারী ঃ ১০৫৭, মুসলিম ঃ ১৬৫৩, ১৬৫৪; আবু দাউদ, ১২৭৩, ১৩৭৪)। হাদীসটি আবু যার (রা) কর্তৃকও বর্ণিত আছে (আবু দাউদ ঃ ১৩৭৫, তিরমিযী ঃ ৭৫৩; ইবনে মাজা ঃ ১৩২৭)।

١٣٦٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِى اٰخِرَهُ .

১৩৬৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথমভাগে ঘুমাতেন এবং শেষভাগে জাগ্রত থাকতেন।

١٣٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ وَيَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَاَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ كُلَّ لَيْلَةٍ فَيَقُوْلُ مَنْ يَّسْاَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَ لَهُ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَلِذٰلِكَ كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ صَلَاةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ عَلٰى اَوَّلِهِ .

১৩৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে আমাদের মহান প্রতিপালক (পৃথিবীর নিকটতম আকাশে) অবতরণ করেন এবং ফজর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বলতে থাকেনঃ আমার কাছে যে চাইবে আমি তাকে দান করবো, আমার নিকট যে দোয়া করবে আমি তার দোয়া কবুল করবো, যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করবো। এ কারণেই সাহাবীগণ রাতের প্রথমাংশ অপেক্ষা শেষাংশে নামায পড়া পছন্দ করতেন।

١٣٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ نِصْفُهُ اَوْ ثُلُثَاهُ قَالَ لَا يَسْاَلَنَّ عِبَادِىْ غَيْرِىْ مَنْ يَّدْعُنِىْ اَسْتَجِبْ لَهُ مَنْ يَّسْاَلُنِىْ اُعْطِهِ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ اَغْفِرْ لَهُ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ .

১৩৬৭। রিফাআ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের অর্ধেক বা দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা (বান্দাকে) অবকাশ দেন। ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বলতে থাকেন ঃ আমার বান্দা আমাকে ছাড়া আর কারো কাছে চাইবে না। যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিবো, যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তাকে দান করবো, যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৩

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُرْجَى اَنْ يُكْفَى مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ

কোন জিনিস রাতের ইবাদতের পরিপূরক হতে পারে।

١٣٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَاَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَاَهُمَا فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ حَفْصٌ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَلَقِيْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَطُوْفُ فَحَدَّثَنِىْ بِهِ .

১৩৬৮। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত করলে তা তার জন্য যথেষ্ট। হাফ্স (র) তার হাদীসে উল্লেখ করেন যে, আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি আবু মাসউদ (রা)-এর সাথে তার তাওয়াফরত অবস্থায় সাক্ষাত করি। তখন তিনি আমার নিকট এই হাদীস বর্ণনা করেন।

١٣٦٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَاَ الْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ .

১৩৬৯। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত করে, তা তার জন্য যথেষ্ট।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৪

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمُصَلِّىْ اِذَا نَعَسَ

নামাযরত ব্যক্তি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে।

١٣٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ فَيَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ .

১৩৭০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযরত অবস্থায় তোমাদের কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে সে যেন শুয়ে যায়, যাবত না তার ঘুম দূরীভূত হয়। কেননা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নামায পড়লে কি বলা হচ্ছে, তা সে জানে না। হয়তো সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিয়ে বসবে।

١٣٧١- حَدَّثَنَا عِمْرَانَ بْنُ مُوْسَى اللَّيْثِىُّ ثَنَا الْوَارِثُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَاٰى حَبْلاً مَمْدُوْدًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هٰذَا الْحَبْلُ قَالُوْا لِزَيْنَبَ تُصَلِّىْ فِيْهِ فَاِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَقَالَ حُلُّوْهُ حُلُّوْهُ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَاِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ .

১৩৭১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে দুইটি খুঁটির মাঝখানে একটি রশি বাঁধা দেখলেন। তিনি বলেন ঃ এ রশি কিসের? তারা বলেন, যয়নবের জন্য। তিনি নামায পড়তে পড়তে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লে এই রশিতে ঝুলে পড়েন। তিনি বলেন ঃ এটি খুলে ফেলো এটি খুলে ফেলো। তোমাদের কারো সামর্থ্য থাকা পর্যন্ত নামায পড়বে। যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন যেন শুয়ে পড়ে।

١٣٧٢- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ ابْنِ يَحْىَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ اِضْطَجَعَ .

১৩৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন রাতে নামাযে দাঁড়ায় এবং কিরাআত পাঠে তার জিহবা আড়ষ্ট হয়ে আসে (তন্দ্রার কারণে), সে কি বলে তা বুঝেনা, তখন সে শুয়ে পড়বে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৫

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ের নামায।

١٣٧٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدِينِيُّ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

১৩৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মাগবির ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে বিশ রাক্আত নামায পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।

١٣٧٤-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ اَبِي خَثْعَمٍ الْيَمَامِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيرٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلَتْ لَهُ عِبَادَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً .

১৩৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাক্আত নামায পড়লো এবং এই নামাযের মাঝখানে কোন অশিষ্ট কথা বলেনি, তাকে বারো বছরের ইবাদতের সওয়াব দেয়া হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৬

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

বাড়িতে নফল নামায পড়া।

١٣٧٥- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ اِلَى عُمَرَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُمْ مِمَّنْ

أَنْتُمْ قَالُوْا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ فَبِإِذْنٍ جِئْتُمْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَسَأَلُوْهُ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِيْ بَيْتِهِ فَقَالَ عُمَرُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِيْ بَيْتِهِ فَنُوْرٌ فَنَوِّرُوْا بُيُوْتَكُمْ .

১৩৭৫। আসেম ইবনে আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরাকের একটি প্রতিনিধি দল উমার (রা)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য রওয়ানা হলেন। তারা তার নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাদের বলেন, তোমরা কারা? তারা বললো, ইরাকীদের পক্ষ থেকে। তিনি বলেন, তোমরা অনুমতি নিয়ে এসেছো কি? তারা বললো, হাঁ। রাবী বলেন, তারা তাকে কোন ব্যক্তি তার ঘরে (নফল) নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : কোন ব্যক্তির ঘরে নামায পড়া হলো নূর (আলো)। অতএব তোমরা তোমাদের ঘরকে আলোকিত করো।

١٣٧٥(١)-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِيْ أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১৩৭৫ (ক)। মুহাম্মাদ ইবনে আবুল হুসাইন-আবদুল্লাহ ইবনে জাফর-উবাইদুল্লাহ ইবনে আমর-যায়েদ ইবনে আবু উনাইসা-আবু ইসহাক-আসেম ইবনে আমর-উমাইর মাওলা উমার ইবনুল খাত্তাব-উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٣٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قَضٰى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْهَا نَصِيْبًا فَإِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِيْ بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا .

১৩৭৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ নামায পড়লে তার কিছু অংশ সে যেন তার ঘরে পড়ে। কারণ তার নামাযের উসীলায় আল্লাহ তার ঘরে প্রাচুর্য দান করেন।

١٣٧٧- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَتَّخِذُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا .

১৩৭৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের ঘরগুলো কবরে পরিণত করো না (ঘরেও কিছু সুন্নাত বা নফল নামায পড়ো)।

١٣٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا اَفْضَلُ الصَّلاَةُ فِىْ بَيْتِىْ اَوِ الصَّلاَةُ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ اَلاَ تَرٰى اِلٰى بَيْتِىْ مَا اَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلاَنْ اُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِىْ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اُصَلِّىَ فِى الْمَسْجِدِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً .

১৩৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোনটি উত্তম—আমার ঘরের নামায অথবা মসজিদের নামায? তিনি বলেনঃ তুমি কি আমার ঘর দেখো না, তা মসজিদের কতো নিকটে? তা সত্ত্বেও আমার মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা আমার ঘরে নামায পড়া আমার নিকট অধিক প্রিয়। কিন্তু ফরয নামায হলে (তা মসজিদে পড়বে)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৭

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صَلاَةِ الضُّحٰى

চাশতের নামায।

١٣٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَاَلْتُ فِىْ زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُوْنَ اَوْ مُتَوَافُوْنَ عَنْ صَلاَةِ الضُّحٰى فَلَمْ اَجِدْ اَحَدًا يُخْبِرُنِىْ اَنَّهُ صَلاَّهَا يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ غَيْرَ اُمِّ هَانِئٍ فَاَخْبَرَتْنِىْ اَنَّهُ صَلاَّهَا ثَمَانَ رَكَعَاتٍ .

১৩৭৯। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইবনে আফ্ফান (রা)-এর আমলে বহু লোকের উপস্থিতিতে আমি চাশতের নামায (সালাতুদ দুহা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু মাইমূনা (রা) ব্যতীত আর কেউ বলতে পারেননি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামায পড়েছেন কি না। তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামায আট রাকআত পড়েছেন।

١٣٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ ثَنَا يُوْنُسُ ابْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ

ابْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى الضُّحٰى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ قَصْرًا مِّنْ ذَهَبٍ فِى الْجَنَّةِ .

১৩৮০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি বার রাকআত চাশতের নামায পড়লো, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি স্বর্ণের ইমারত নির্মাণ করেন।

١٣٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَبِيَّةِ قَالَتْ سَاَلْتُ عَائِشَةَ اَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى قَالَتْ نَعَمْ اَرْبَعًا وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللّٰهُ .

১৩৮১। মুআযা আল-আদাবিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি চাশতের নামায পড়তেন? তিনি বলেন, হাঁ, চার রাকআত, আবার আল্লাহর মর্জি হলে তার বেশীও পড়তেন।

١٣٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ النَّهَّارِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ شَدَّادٍ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلٰى شُفْعَةِ الضُّحٰى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ .

১৩৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকআত নামাযের হেফাজত করলো, তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হলো, তা সমুদ্রের ফেনারাশির ন্যায় অধিক হলেও।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৮

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صَلَاةِ الْاِسْتِخَارَةِ

ইস্তিখারার নামায।

١٣٨٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ السُّلَمِىُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ اَبِى الْمَوَالِىْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ

اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هٰذَا الْاَمْرَ (فَيُسَمِّيْهِ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ) خَيْرًا لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ (اَوْ خَيْرًا لِّيْ فِيْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَاٰجِلِهِ) فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ (يَقُوْلُ مِثْلَ مَا قَالَ فِى الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى) وَاِنْ كَانَ شَرًّا لِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهِ .

১৩৮৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইসতিখারার নিয়ম শিক্ষা দিতেন, যেমন (গুরুত্ব সহকারে) তিনি আমাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেনঃ তোমাদের কেউ যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন দুই রাকআত নফল নামায পড়ে, অতঃপর বলে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার এলেম অনুযায়ী তোমার নিকট কল্যাণের দিকে পরিচালিত করার প্রার্থনা করি এবং তোমার শক্তি থেকে শক্তি চাই, আমি তোমার মহান অনুগ্রহ প্রত্যাশা করি। কেননা তুমি ক্ষমতা রাখো এবং আমি ক্ষমতা রাখি না। তুমিই জানো, আমি জানি না, তুমি অদৃশ্য বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো, আমার এই কাজ (উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে হবে) আমার দীন-দুনিয়া এবং পরিণাম হিসেবে কল্যাণকর (অথবা বর্তমান ও ভবিষ্যতে আমার জন্য মংগলময়) মনে করো তবে আমাকে সে কাজের ক্ষমতা দাও এবং তা আমার জন্য সহজ করো এবং এতে আমায় বরকত দান করো। আর তুমি যদি মনে করো যে, (প্রথম বারের মত বলবে) আমার ধর্ম, আমার জীবন ও পরিণাম হিসেবে এটা অকল্যাণকর, তবে আমার থেকে তা দূরে রাখো এবং তা থেকে আমাকেও দূরে রাখো, আর আমার জন্য যা কল্যাণকর, সে কাজে আমাকে সন্তুষ্ট রাখো"।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৯

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلاَةِ الْحَاجَةِ

সালাতুল হাজাত (প্রয়োজন পূরণের নামায)।

١٣٨٤- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ عَنْ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفَى الْاَسْلَمِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ اِلَى اللّٰهِ اَوْ اِلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَضَّاْ وَلْيُصَلِّ

رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيَقُلْ (لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَكِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ اَسْاَلُكَ اَلاَّ تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا اِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلاَّ قَضَيْتَهَا لِىْ) ثُمَّ يَسْاَلُ اللّٰهَ مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَا شَاءَ فَاِنَّهُ يُقَدَّرُ .

১৩৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে এসে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র নিকট অথবা তাঁর কোন মাখলুকের নিকট কারো কোন প্রয়োজন থাকলে, সে যেন উযু করে দুই রাকআত নামায পড়ে, অতঃপর বলে ঃ

"পরম সহনশীল ও দয়ালু আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। মহান আরশের রব আল্লাহ অতীব পবিত্র। সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অবধারিত রহমাত, তোমার অফুরন্ত ক্ষমা, সকল সদাচারের ভাণ্ডার এবং প্রতিটি পাপাচার থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। আমি তোমার নিকট আরো প্রার্থনা করি যে, তুমি আমার সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও, আমার দুশ্চিন্তা দূর করে দাও, তোমার সন্তুষ্টিমূলক প্রতিটি প্রয়োজন পূরণ করে দাও।"

অতঃপর সে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য যা চাওয়ার আছে তা প্রার্থনা করবে। কারণ তা আল্লাহ্‌ই নির্ধারিত করেন।

١٣٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ يَسَارٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ الْمَدَنِىِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّ رَجُلاً ضَرِيْرَ الْبَصَرِ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ لِىْ اَنْ يُّعَافِيَنِىْ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ اَخَّرْتُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ وَاِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ فَقَالَ ادْعُهُ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّتَوَضَّاَ فَيُحْسِنَ وُضُوْءَهُ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ (اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهِ لِتُقْضَ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ) قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

১৩৮৫। উসমান ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। এক অন্ধ লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আপনি আল্লাহ্‌র কাছে আমার জন্য দোয়া করুন। তিনি যেন আমাকে রোগমুক্তি দান করেন। তিনি বলেন ঃ তুমি চাইলে আমি

তোমাদের জন্য দোয়া করতে বিলম্ব করবো, আর তা হবে কল্যাণকর। আর তুমি চাইলে আমি দোয়া করবো। সে বললো, তাঁর নিকট দোয়া করুন। তিনি তাকে উত্তমরূপে উযু করার পর দুই রাকআত নামায পড়ে এ দোয়া করতে বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, রহমতের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসীলা দিয়ে, আমি তোমার প্রতি নিবিষ্ট হলাম। হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার চাহিদা পূরণের জন্য আমি আপনার উসীলা দিয়ে আমার রবের প্রতি মনোযোগী হলাম, যাতে আমার প্রয়োজন মিটে। হে আল্লাহ! আমার জন্য তাঁর সুপারিশ কবুল করো"। আবু ইসহাক বলেন, এটি সহীহ হাদীস।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯০

بَابُ مَا جَاءَ فِى صَلاَةِ التَّسْبِيْحِ

সালাতুত তাসবীহ।

١٣٨٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ عِيْسَى الْمَسْرُوْقِىُّ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ يَا عَمِّ اَلاَ اَحْبُوْكَ اَلاَ اَنْفَعُكَ اَلاَ اَصِلُكَ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَصَلِّ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَاُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ فَاِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلْ (سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ) خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ اَنْ تَرْكَعَ ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَاْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَاْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَاْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَهِىَ ثَلاَثُمِائَةٍ فِىْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللّٰهُ لَكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَقُوْلُهَا فِىْ يَوْمٍ قَالَ قُلْهَا فِىْ جُمُعَةٍ فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُلْهَا فِىْ شَهْرٍ حَتّٰى قَالَ فَقُلْهَا فِىْ سَنَةٍ

১৩৮৬। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস (রা)-কে বললেন ঃ হে চাচাজান! আমি কি আপনার অবাধ্য হতে বিরত থাকবো না, আমি কি আপনার উপকার করবো না, আমি কি আপনার সাথে

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবো না? তিনি বলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ তাহলে আপনি চার রাকআত নামায পড়ুন। আপনি প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরাও পড়ুন। আপনি কিরাআত পাঠ শেষে রুকূ করার আগে পনেরবার বলুন ঃ "আল্লাহ পুতঃপবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, আল্লাহ মহান"। অতঃপর রুকূতে গিয়ে ঐ দোয়া দশবার বলুন, অতঃপর রুকূ থেকে আপনার মাথা তুলে ঐ দোয়া দশবার পড়ুন, অতঃপর সিজদায় গিয়ে ঐ দোয়া দশবার পড়ুন, অতঃপর আপনার মাথা তুলে দশবার ঐ দোয়া পড়ুন, পুনরায় সিজদায় গিয়ে তা দশবার পড়ুন, পুনরায় সিজদা থেকে আপনার মাথা তুলে উঠে দাঁড়ানোর আগে তা দশবার পড়ুন। এভাবে প্রতি রাকআতে তা পঁচাত্তর বার এবং চার রাকআতে তিন শতবার হবে। আপনার পাপরাশি বালুর স্তূপের সম-পরিমাণ হলেও আল্লাহ তা মাফ করবেন। আব্বাস (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতি দিন এই নামায পড়ার সামর্থ্য কার আছে? তিনি বলেন ঃ তাহলে প্রতি জুমুআর দিন তা পড়ুন। তাতেও সমর্থ না হলে প্রতি মাসে একবার পড়ুন। অবশেষে তিনি বলেন ঃ তাহলে অন্তত বছরে একবার তা পড়ুন।

١٣٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكِيْمِ النَّيْسَابُوْرِيُّ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ اَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ اَلاَ اُعْطِيْكَ اَلاَ اَمْنَحُكَ اَلاَ اَحْبُوْكَ اَلاَ اَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ اِذَا اَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَقَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ وَخَطَاَهُ وَعَمْدَهُ وَصَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ وَسِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ عَشْرُ خِصَالٍ اَنْ تُصَلِّيَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَاُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِيْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ قُلْتَ وَاَنْتَ قَائِمٌ (سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ) خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُ وَاَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِيْ سَاجِدًا فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا فَذٰلِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُوْنَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ فِيْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تُصَلِّيَهَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَفِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِيْ عُمُرِكَ مَرَّةً .

১৩৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা)-কে বললেন ঃ হে আব্বাস! হে প্রিয় চাচাজান! আমি কি আপনাকে কিছু দান করবো না, আমি কি আপনার সাথে আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখবো না, আমি কি আপনার অবাধ্য হতে বিরত থাকবো না, আমি কি আপনাকে এমন কলেমা বলে দিব না, যা পড়লে আল্লাহ আপনার আগের-পরের, নতুন-পুরান, ভুলক্রমে, স্বেচ্ছায়, ছোট-বড়, গোপন-প্রকাশ্য সব ধরনের গুনাহ মাফ করে দিবেন? সেই দশটি কলেমা হলো ঃ আপনি চার রাকআত নামায পড়ুন এবং তার প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা পড়ুন। প্রথম রাকআতের কিরাআত পাঠ শেষ হলে দাঁড়ানো অবস্থায় আপনি পনেরবার বলুন ঃ "আল্লাহ মহাপবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান"। অতঃপর আপনি রুকূ করুন এবং রুকূ অবস্থায় তা দশবার বলুন, অতঃপর রুকূ থেকে আপনার মাথা তুলে তা দশবার বলুন। অতঃপর আপনি সিজদায় যান এবং সিজদাবনত অবস্থায় তা দশবার বলুন, অতঃপর সিজদা থেকে আপনার মাথা তুলে তা দশবার বলুন, অতঃপর সিজদায় গিয়ে আবার তা দশবার বলুন, অতঃপর সিজদা থেকে আপনার মাথা তুলে তা দশবার বলুন। এভাবে তা প্রতি রাকআতে পঁচাত্তর বার হলো। এ নিয়মে আপনি চার রাকআত নামায পড়ুন। আপনি সক্ষম হলে প্রতিদিন একবার এই নামায পড়তে সক্ষম হলে তাই করুন। আপনি তাতে সক্ষম না হলে প্রতি সপ্তাহে তা একবার পড়ুন। আপনি তাতেও সক্ষম না হলে প্রতি মাসে তা একবার পড়ুন। আপনি তাতেও সক্ষম না হলে অন্তত জীবনে তা একবার পড়ুন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯১

بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত সম্পর্কে।

١٣٨٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلاَ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلاَ مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلاَ مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلاَ كَذَا أَلاَ كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ .

১৩৮৮। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন তোমরা এ রাতে

দাঁড়িয়ে নামায পড়ো এবং এর দিনে রোযা রাখো। কেননা এ দিন সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আল্লাহ পৃথিবীর নিকটতম আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন ঃ কে আছো আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী, আমি তাকে ক্ষমা করবো। কে আছো রিযিকপ্রার্থী, আমি তাকে রিযিক দান করবো। কে আছো রোগমুক্তি প্রার্থনাকারী, আমি তাকে নিরাময় দান করবো। কে আছো এই এই প্রার্থনাকারী। ফজরের সময় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (তিনি এভাবে আহ্বান করেন)।

١٣٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ اَبُوْ بَكْرٍ قَالاَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا حَجَّاجٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَخَرَجْتُ اَطْلُبُهُ فَاِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ رَافِعٌ رَاْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَكُنْتِ تَخَافِيْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ قَالَتْ قَدْ قُلْتُ وَمَا بِيْ ذٰلِكَ وَلٰكِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنَّكَ اَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِاَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ .

১৩৮৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (বিছানায়) না পেয়ে তাঁর খোঁজে বের হলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি জান্নাতুল বাকীতে, তাঁর মাথা আকাশের দিকে তুলে আছেন। তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! তুমি কি আশঙ্কা করেছো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার প্রতি অবিচার করবেন? আয়েশা (রা) বলেন, তা নয়, বরং আমি ভাবলাম যে, আপনি হয়তো আপনার কোন স্ত্রীর কাছে গেছেন। তিনি বলেন ঃ মহান আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করেন এবং কালব গোত্রের মেষপালের পশমের চাইতেও অধিক সংখ্যক লোকের গুনাহ মাফ করেন।

١٣٩٠- حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ رَاشِدٍ الرَّمْلِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ اَيْمَنَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَرْزَبٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَطَّلِعُ فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ اِلاَّ لِمُشْرِكٍ اَوْ مُشَاحِنٍ .

১৩৯০। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত তাঁর সৃষ্টির সকলকে ক্ষমা করেন।

١٣٩٠(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَاقَ ثَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১৩৯০(ক)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক-আবুল আসওয়াদ-নাদর ইবনে আবদুল জাব্বার-ইবনে লাহীআ-যুবাইর ইবনে সুলাইম-দাহ্হাক ইবনে আবদুর রহমান-তার পিতা-আবু মূসা আশআরী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯২

بَابَ مَا جَاءَ فِى الصَّلاَةِ وَالسُّجُوْدِ عِنْدَ الشُّكْرِ

কৃতজ্ঞতাসূচক নামায ও সিজদা।

١٣٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنِىْ شَعْثَاءُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى يَوْمَ بُشِّرَ بِرَاْسِ اَبِىْ جَهْلٍ رَكْعَتَيْنِ .

১৩৯১। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জাহলের শিরোচ্ছেদের সুসংবাদ প্রাপ্তি দিবসে দুই রাকআত শোকরানা নামায পড়েন।

١٣٩٢- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِىُّ اَنَا اَبِىْ اَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدَةَ السَّهْمِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بُشِّرَ بِحَاجَةٍ فَخَرَّ سَاجِداً .

১৩৯২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন প্রয়োজন বা কাজ পূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হলে তিনি (কৃতজ্ঞতার) সিজদায় লুটিয়ে পড়েন।

١٣٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ خَرَّ سَاجِداً .

১৩৯৩। কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ যখন তার তাওবা কবুল করেন, তখন তিনি (কৃতজ্ঞতার) সিজদায় লুটিয়ে পড়েন।

١٣٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ السُّلَمِيُّ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَتَاهُ اَمْرٌ يَسُرُّهُ اَوْ يُسَرُّ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى .

১৩৯৪। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন খুশির খবর আসলে তিনি মহামহিম আল্লাহ্‌র সমীপে কৃতজ্ঞতার সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৩

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اَنَّ الصَّلاَةَ كَفَّارَةٌ

নামায গুনাহের কাফফারাস্বরূপ।

١٣٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ الْوَالِبِيِّ عَنْ اَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ اِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا يَّنْفَعُنِيْ اللّٰهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ وَاِذَا حَدَّثَنِيْ عَنْهُ غَيْرُهُ اِسْتَحْلَفْتُهُ فَاِذَا حَلَفَ صَدَّقْتُهُ وَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ حَدَّثَنِيْ وَصَدَقَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ (وَقَالَ مِسْعَرٌ ثُمَّ يُصَلِّي) وَيَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ .

১৩৯৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাদীস শুনতাম, তখন আল্লাহ তার দ্বারা আমার যতটুকু উপকার করতে চাইতেন করতেন। আর অন্য কেউ তাঁর থেকে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করলে আমি তাকে শপথ করাতাম। সে শপথ করার পর আমি তাকে বিশ্বাস করতাম। আবু বাক্‌র (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন এবং তিনি সত্য বলতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি গুনাহ করার

পর উত্তমরূপে উযু করে দুই রাকআত নামায পড়ে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। মিসআর (র)-এর বর্ণনায় শুধু নামায উল্লেখ আছে (রাকআত সংখ্যা উল্লেখ নাই)।

١٣٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (اَظُنُّهُ) عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ اَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السَّلاَسِلِ فَفَاتَهُمُ الْغَزْوُ فَرَابَطُوْا ثُمَّ رَجَعُوْا اِلٰى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ اَبُوْ اَيُّوْبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ عَاصِمٌ يَا اَبَا اَيُّوْبَ فَاتَنَا الْغَزْوُ الْعَامَ وَقَدْ اُخْبِرْنَا اَنَّهُ مَنْ صَلّٰى فِى الْمَسَاجِدِ الْاَرْبَعَةِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ اَدُلُّكَ عَلٰى اَيْسَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّاَ كَمَا اُمِرَ وَصَلّٰى كَمَا اُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ اَكَذٰلِكَ يَا عُقْبَةُ قَالَ نَعَمْ .

১৩৯৬। আসেম ইবনে সুফিয়ান আস-সাকাফী (র) থেকে বর্ণিত। তারা সালাসিল যুদ্ধ অভিযানে অংশগ্রহণ করতে রওয়ানা হন। এরপর তারা সীমান্ত এলাকায় সারিবদ্ধভাবে ঘোড়া বিন্যস্ত করেন। পরে তারা মুআবিয়া (রা)-এর নিকট ফিরে আসেন। তখন তার নিকট উপস্থিত ছিলেন আবু আইউব ও উক্‌বা ইবনে আমের (রা)। আসেম (র) বলেন, হে আবু আইউব! এ বছরের যুদ্ধাভিযানে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারিনি। আমরা অবহিত হয়েছি যে, যে ব্যক্তি চারটি মসজিদে নামায পড়বে, তার গুনাহ মাফ করা হবে। আবু আইউব (রা) বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি তোমাকে এর চেয়েও সহজ পথ বলে দিচ্ছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি যথাবিধি উযু করে যথাবিধি নামায পড়লে, তার পূর্বেকার গুনাহ ক্ষমা করা হয়। হে উক্‌বা! হাদীসটি কি এরূপ? তিনি বলেন, হাঁ।

١٣٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِى ابْنُ اَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنِىْ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ فَرْوَةَ اَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ اَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُوْلُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَرَاَيْتَ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ اَحَدِكُمْ نَهْرٌ يَجْرِىْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا كَانَ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهِ قَالَ لاَ شَىْءَ قَالَ فَاِنَّ الصَّلاَةَ تُذْهِبُ الذُّنُوْبَ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الدَّرَنَ .

১৩৯৭। উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তুমি কি মনে করো, কারো বাড়ির আঙ্গিনায় যদি প্রবহমান নদী থাকে, আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে তার শরীরে কি কোন ময়লা থাকে? তিনি বলেন, কিছুই থাকে না। তিনি বলেন ঃ পানি যেভাবে ময়লা দূর করে দেয়, তদ্রূপ নামাযও গুনাহ্ দূর করে দেয়।

١٣٩٨- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً اَصَابَ مِنِ امْرَاَةٍ يَعْنِيْ مَا دُوْنَ الْفَاحِشَةِ فَلاَ اَدْرِيْ مَا بَلَغَ غَيْرَ اَنَّهُ دُوْنَ الزِّنَا فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ (اَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِيْ هٰذِهِ قَالَ لِمَنْ اَخَذَ بِهَا .

১৩৯৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এক নারীর সাথে অপকর্ম করে, তবে যেনা নয়। আমি জানি না, আসলে কি ঘটেছিল। সম্ভবত যেনা ব্যতীত অন্য কিছু। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে ব্যাপারটি তাঁর কাছে বর্ণনা করে। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "নামায কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে, সৎকর্ম অবশ্যই অসৎ কর্ম মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এতো তাদের জন্য উপদেশ" (সূরা হূদ ঃ ১১৪)। সেই ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আয়াত কি আমার জন্যই? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি এর উপর আমল করবে (তার জন্যও)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৪

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায ও তার হেফাযত করা।

١٣٩٩- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ابْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ اللّٰهُ عَلٰى اُمَّتِيْ خَمْسِيْنَ صَلاَةً فَرَجَعْتُ بِذٰلِكَ حَتّٰى اٰتِيَ عَلَى مُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى مَاذَا افْتَرَضَ رَبُّكَ عَلٰى اُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِيْنَ صَلاَةً قَالَ فَارْجِعْ اِلٰى

رَبِّكَ فَانَّ اُمَّتَكَ لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعْتُ رَبِّى فَوَضَعَ عَنِّى شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَانَّ اُمَّتَكَ لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعْتُ رَبِّى فَقَالَ هِىَ خَمْسٌ وَهِىَ خَمْسُوْنَ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَقُلْتُ قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّى .

১৩৯৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ আমার উম্মাতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছিলেন। আমি তা নিয়ে ফেরার পথে মূসা (আ)-এর নিকট আসলাম। তখন মূসা (আ) বলেন ঃ আপনার প্রভু আপনার উম্মাতের জন্য কি ফরয করেছেন? আমি বললাম ঃ তিনি আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তিনি বলেন ঃ আপনি আপনার প্রভুর নিকট ফিরে যান। কেননা আপনার উম্মাত তা পড়তে সক্ষম হবে না। অতএব আমি আমার প্রভুর নিকট ফিরে গেলে তিনি তার অর্ধেক কমিয়ে দেন। অতঃপর আমি মূসা (আ)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে তা অবহিত করলাম। তিনি বলেন ঃ আপনি আপনার প্রভুর নিকট ফিরে যান। কেননা আপনার উম্মাত তা করতে সক্ষম হবে না। আমি পুনরায় আমার প্রভুর নিকট ফিরে গেলাম। তিনি বলেন ঃ তা পাঁচ ওয়াক্ত, পঞ্চাশের সমান। আর আমার কথা কখনো পরিবর্তিত হয় না। তারপর আমি মূসা (আ)-এর নিকট ফিরে আসলে তিনি আবার বলেন ঃ আপনি আপনার প্রভুর নিকট ফিরে যান। আমি বললাম, আমি আমার প্রভুর নিকট পুনরায় ফিরে যেতে লজ্জাবোধ করছি।

١٤٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُصْمٍ اَبِىْ عُلْوَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُمِرَ نَبِيُّكُمْ ﷺ بِخَمْسِيْنَ صَلاَةً فَنَازَلَ رَبَّكُمْ اَنْ يَجْعَلَهَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ .

১৪০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এরপর তোমাদের রব তা পাঁচ ওয়াক্তে পরিণত করেন।

١٤٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنِ الْمُخْدَجِىِّ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ فَانَّ اللّٰهَ

جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ قَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

১৪০১। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি নামাযের কোন হক নষ্ট না করে তা যথাযথভাবে আদায় করবে, নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট কিয়ামতের দিন তার জন্য এই প্রতিশ্রুতি আছে যে, তিনি তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি নামাযের হক নষ্ট করবে এবং যথাযথভাবে নামায পড়বে না, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে কোন অঙ্গীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন, অন্যথায় মাফ করবেন।

١٤٠٢- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ نَمِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى جَمَلٍ فَاَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ اَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ قَالَ فَقَالُوْا هٰذَا الرَّجُلُ الْاَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ اَجَبْتُكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا مُحَمَّدُ اِنِّيْ سَائِلُكَ وَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْاَلَةِ فَلَا تَجِدَنَّ عَلَيَّ فِيْ نَفْسِكَ فَقَالَ سَلْ مَا بَدَا لَكَ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ نَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ اللّٰهُ اَرْسَلَكَ اِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ اللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ اللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تَصُوْمَ هٰذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ اللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تَاخُذَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلٰى فُقَرَائِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ اٰمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَاَنَا رَسُوْلُ مَنْ وَّرَائِيْ مِنْ قَوْمِيْ وَاَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ اَخُوْ بَنِيْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ .

১৪০২। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, একদা আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি উটের পিঠে আরোহিত অবস্থায় এসে তার উটটিকে মসজিদের নিকট বসিয়ে

সেটিকে বাঁধলো, অতঃপর জিজ্ঞাসা করলো, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সামনেই হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। রাবী বলেন, তারা বললেন, হেলান দিয়ে বসা এই সুন্দর ব্যক্তি। লোকটি তাঁকে বললো, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। লোকটি তাঁকে বললো, হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবো এবং আমার প্রশ্নগুলো আপনার জন্য হবে কঠোর। এতে আপনি কিছু মনে করবেন না। তিনি বলেন ঃ তোমার ইচ্ছামত প্রশ্ন করো। লোকটি তাঁকে বললো, আমি আপনাকে আপনার প্রভুর এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রভুর শপথ দিচ্ছি, আল্লাহ কি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরণ করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! হাঁ। সে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! হাঁ। সে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে বছরের এই মাসে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! হাঁ। সে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে আমাদের ধনাঢ্যদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে তা আমাদের গরীবদের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! হাঁ। লোকটি বললো, আপনি যা নিয়ে এসেছেন আমি তার উপর ঈমান আনলাম। আর আমার সম্প্রদায়ের যেসব লোক আমার পেছনে রয়েছে, আমি তাদের প্রতিনিধি এবং আমি হলাম সাদ ইবনে বাক্‌র গোত্রের সদস্য দিমাম ইবনে সালাবা।

١٤٠٣- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ ابْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي السُّلَيْلِ اَخْبَرَنِي دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اِنَّ اَبَا قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضْتُ عَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُّ عِنْدِيْ عَهْدًا اَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلاَ عَهْدَ لَهُ عِنْدِيْ .

১৪০৩। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, কাতাদা ইবনে রিবঈ (রা) তাকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মহামহিম আল্লাহ বলেছেন, আমি আপনার উম্মাতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি এবং আমি আমার নিকট এই অঙ্গীকার করছি যে, যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ওয়াক্তমত এসব নামাযের হেফাজত করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে হেফাজত করবে না, তার জন্য আমার পক্ষ থেকে কোন অঙ্গীকার নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৫

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ

মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে নামায পড়ার ফযীলাত।

١٤٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدِيْنِيُّ اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ .

১৪০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মসজিদুল হারাম ব্যতীত, অন্যান্য মসজিদে পড়া নামাযের তুলনায় আমার এই মসজিদে পড়া নামায হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ।

١٤٠٤(١)- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১৪০৪(ক) হিশাম ইবনে আম্মার-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-যুহরী-সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٤٠٥- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ .

১৪০৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অন্যান্য মসজিদে পড়া নামায অপেক্ষা আমার এ মসজিদে পড়া নামায হাজার গুণ উত্তম (ফযীলাতপূর্ণ), মসজিদুল হারাম ব্যতীত।

١٤٠٦- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَسَدٍ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ اَنْبَانَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ

اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ .

১৪০৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মসজিদুল হারাম ব্যতীত অপরাপর মসজিদের নামায অপেক্ষা আমার মসজিদের নামায হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ (ফযীলাতপূর্ণ)। অন্যান্য মসজিদের নামাযের তুলনায় মসজিদুল হারামের নামায এক লক্ষ গুণ উত্তম (ফযীলাতপূর্ণ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৬

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلاَةِ فِىْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

বাইতুল মাকদিস মসজিদে নামায পড়ার ফযীলাত।

١٤٠٧- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقِّىُّ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ اَبِىْ سَوْدَةَ عَنْ اَخِيْهِ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ سَوْدَةَ عَنْ مَيْمُوْنَةَ مَوْلاَةِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفْتِنَا فِىْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ اَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ اِئْتُوْهُ فَصَلُّوا فِيْهِ فَاِنَّ صَلاَةً فِيْهِ كَاَلْفِ صَلاَةٍ فِىْ غَيْرِهِ قُلْتُ اَرَاَيْتَ اِنْ لَّمْ اَسْتَطِعْ اَنْ اَتَحَمَّلَ اِلَيْهِ قَالَ فَتُهْدِىْ لَهُ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيْهِ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَهُوَ كَمَنْ اَتَاهُ .

১৪০৭। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাসী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বাইতুল মাকদিস সম্পর্কে আমাকে ফাতওয়া দিন। তিনি বলেন ঃ এটা হাশরের মাঠ এবং সকলের একত্র হওয়ার ময়দান। তোমরা তাতে নামায পড়ো। কেননা সেখানে এক ওয়াক্ত নামায পড়া অন্যান্য স্থানের তুলনায় এক হাজার গুণ উত্তম। আমি বললাম, আপনি কি মনে করেন, যদি আমি সেখানে যেতে সমর্থ না হই? তিনি বলেন ঃ তুমি তাতে বাতি জ্বালানোর জন্য যায়তুন তৈল হাদিয়া পাঠাও। যে ব্যক্তি তা করলো, সে যেন সেখানে উপস্থিত হলো।

١٤٠٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَهْمِ الْاَنْمَاطِىُّ ثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ السَّيْبَانِىِّ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الدَّيْلَمِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سَأَلَ اللّٰهَ ثَلاَثًا حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ وَمُلْكًا لاَ يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ وَاَلاَّ يَاْتِيَ هٰذَا الْمَسْجِدَ اَحَدٌ لاَ يُرِيْدُ اِلاَّ الصَّلاَةَ فِيْهِ اِلاَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ اُعْطِيَهُمَا وَاَرْجُوْ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ اُعْطِيَ الثَّالِثَةَ .

১৪০৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ) বায়তুল মাকদিসের নির্মাণ কাজ শেষ করে আল্লাহ্‌র কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেন ঃ আল্লাহ্‌র হুকুমমত সুবিচার, এমন রাজত্ব যা তাঁর পরে আর কাউকে দেয়া হবে না এবং যে ব্যক্তি বাইতুল মাকদিসে কেবলমাত্র নামায পড়ার জন্য আসবে, তার গুনাহ যেন তার থেকে বের হয়ে যায় তার মা তাকে প্রসব করার দিনের মত। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রথম দু'টি তাঁকে দান করা হয়েছে এবং আমি আশা করি তৃতীয়টিও তাঁকে দান করা হোক।

١٤٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِيْ هٰذَا وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى .

১৪০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ (আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে) তিনটি মসজিদ ব্যতীত আর কোথাও সফর করা যাবে না ঃ মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদুল আক্‌সা।

١٤١٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ اِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَاِلٰى مَسْجِدِيْ هٰذَا .

১৪১০। আবু সাঈদ (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিনটি মসজিদ ব্যতীত আর কোথাও (আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের আশায়) সফর করা যাবে না ঃ মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এই মসজিদের দিকে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৭

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ

কুবা মসজিদে নামায পড়ার ফযীলাত।

١٤١١-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا اَبُو الْاَبْرَدِ مَوْلَى بَنِيْ خَطْمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الْاَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ صَلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ

১৪১১। উসাইদ ইবনে যুহাইর আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে বলেন ঃ কুবা মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায পড়া একটি উমরার সমতুল্য।

١٤١٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَعِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِرْمَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُوْلُ قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ اَتٰى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلّٰى فِيْهِ صَلاَةً كَانَ لَهُ كَاَجْرِ عُمْرَةٍ .

১৪১২। সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ঘরে পবিত্রতা অর্জন করলো, অতঃপর কুবা মসজিদে এসে এক ওয়াক্ত নামায পড়লো, তার জন্য একটি উমরার সমান সওয়াব রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৮

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

জামে মসজিদে নামায পড়ার ফযীলাত।

١٤١٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اَبُو الْخَطَّابِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا رُزَيْقٌ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَلْهَانِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِيْ بَيْتِهِ بِصَلاَةٍ وَصَلاَتُهُ فِيْ مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ صَلاَةً وَصَلاَتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ يُجَمَّعُ فِيْهِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلاَةٍ وَصَلاَتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى بِخَمْسِيْنَ اَلْفِ

صَلاَةٍ وَصَلاَتُهُ فِيْ مَسْجِدِي بِخَمْسِيْنَ اَلْفِ صَلاَةٍ وَصَلاَتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ اَلْفِ صَلاَةٍ .

১৪১৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির নিজ ঘরে এক ওয়াক্ত নামায পড়ার সওয়াব এক ওয়াক্ত নামাযেরই সমান, তার পাড়ার বা গোত্রের মসজিদে তার এক নামায পঁচিশ নামাযের সমতুল্য, জুমুআ মসজিদে তার এক নামায পাঁচ শত নামাযের সমান। মসজিদুল আকসায় তার এক নামায পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমতুল্য, আমার মসজিদে তার এক নামায পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমতুল্য এবং মসজিদুল হারামে তার এক নামায এক লাখ নামাযের সমতুল্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৯

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَدْءِ شَأْنِ الْمِنْبَرِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের সূচনা।

١٤١٤- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقِّيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي اِلَى جِذْعٍ اِذْ كَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيْشًا وَكَانَ يَخْطُبُ اِلَى ذٰلِكَ الْجِذْعِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ هَلْ لَكَ اَنْ نَجْعَلَ لَكَ شَيْئًا تَقُوْمُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَرَاكَ النَّاسُ وَتُسْمِعُهُمْ خُطْبَتَكَ قَالَ نَعَمْ فَصَنَعَ لَهُ ثَلاَثَ دَرَجَاتٍ فَهِيَ الَّتِيْ اَعْلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا وُضِعَ الْمِنْبَرُ وَضَعُوْهُ فِيْ مَوْضِعِهِ الَّذِيْ هُوَ فِيْهِ فَلَمَّا اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَقُوْمَ اِلَى الْمِنْبَرِ مَرَّ اِلَى الْجِذْعِ الَّذِيْ كَانَ يَخْطُبُ اِلَيْهِ فَلَمَّا جَاوَزَ الْجِذْعَ خَارَ حَتّٰى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا سَمِعَ صَوْتَ الْجِذْعِ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ حَتّٰى سَكَنَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ اِذَا صَلّٰى صَلّٰى اِلَيْهِ فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ وَغُيِّرَ اَخَذَ ذٰلِكَ الْجِذْعَ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَكَانَ عِنْدَهُ فِيْ بَيْتِهِ حَتّٰى بَلِيَ فَاَكَلَتْهُ الْاَرَضَةُ وَعَادَ رُفَاتًا .

১৪১৪। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাপড়ার মসজিদ থাকা অবস্থায় একটি খেজুর গাছের খুঁটির পাশে দাঁড়িয়ে

নামায পড়তেন। তিনি ঐ খেজুর গাছের খুঁটি ঘেঁষে খুতবা দিতেন। তাঁর সাহাবীদের একজন বলেন, আমরা কি আপনার জন্য এমন একটি জিনিসের ব্যবস্থা করবো, যার উপর আপনি জুমুআর দিন দাঁড়াবেন। যাতে লোকেরা আপনাকে দেখতে পায় এবং আপনার খুতবা তাদের শুনাতে পারেন। তিনি বলেন ঃ হাঁ। তখন ঐ ব্যক্তি তার জন্য তিন ধাপবিশিষ্ট একটি মিম্বার তৈরি করেন। এটি ছিল সবচাইতে উঁচু মিম্বার। মিম্বারটি বানানো হলে তারা তা যথাস্থানে স্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠে খুতবা দেয়ার ইচ্ছা করলেন। তিনি ঐ খুঁটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তা চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠে। ফলে তা ফেটে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুকনো খেজুর গাছের কান্নার শব্দ শুনে নেমে আসেন এবং তাতে নিজ হাত বুলিয়ে দেন। ফলে তা শান্ত হয়ে যায়। তারপর তিনি মিম্বারে ফিরে যান। এরপর যখন তিনি নামায পড়তেন তখন ঐ খুঁটির দিকে রোখ করে নামায পড়তেন। অতঃপর মসজিদ যখন (সংস্কারের জন্য) ভাঙ্গা হলো, তখন উবাই ইবনে কাব (রা) খুঁটিটি নিয়ে তার ঘরে রাখেন। অবশেষে উইপোকা তা খেয়ে ফেলে এবং ফলে তা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়।

١٤١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَبِيْ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ اِلٰى جِذْعٍ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ ذَهَبَ اِلَى الْمِنْبَرِ فَحَنَّ الْجِذْعُ فَاَتَاهُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ فَقَالَ لَوْ لَمْ اُحْتَضِنْهُ لَحَنَّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

১৪১৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর গাছের একটি শুকনা খুঁটি ঘেঁষে খুতবা দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের ব্যবস্থা করলে, তিনি (খুতবাদানের জন্য) মিম্বারে গিয়ে উঠলে খেজুর গাছের খুঁটিটি কেঁদে উঠে। তিনি তার কাছে এসে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন এবং তা শান্ত হয়। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি তার গায়ে হাত না বুলালে তা কিয়ামত পর্যন্ত রোনাজারি করতো।

١٤١٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ هُوَ فَاَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَاَلُوْهُ فَقَالَ مَا بَقِيَ اَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ هُوَ مِنْ اَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلاَنٌ مَوْلٰى فُلاَنَةَ نَجَّارٌ فَجَاءَ بِهٖ فَقَامَ عَلَيْهِ حِيْنَمَا وُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَرَجَعَ الْقَهْقَرٰى حَتّٰى سَجَدَ بِالْاَرْضِ ثُمَّ عَادَ اِلَى الْمِنْبَرِ فَقَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى حَتّٰى سَجَدَ بِالْاَرْضِ .

১৪১৬। আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বার কিসের দ্বারা নির্মিত ছিল সে বিষয়ে লোকেরা মতভেদ করে। তারা সাহল ইবনে সাদ (রা)-এর নিকট এসে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত আর কেউ বেঁচে-নেই। এটি ছিল আল-গাবা বনভূমির আছল নামীয় গাছের তৈরী। অমুক মহিলার মুক্তদাস কাঠমিস্ত্রী তা তৈরি করেছিল। সেটি এনে স্থাপন করা হলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর দাঁড়ান। অতঃপর তিনি কিবলামুখী হয়ে দাড়ালে লোকেরাও তাঁর পিছনে দাঁড়ায়, অতঃপর তিনি কিরাআত পড়েন, তারপর রুকূ করেন, অতঃপর মাথা উঠান, অতঃপর কিবলামুখী অবস্থায় পেছনে সরে এসে যমীনে সিজদা করেন, অতঃপর আবার মিম্বারের দিকে এগিয়ে গিয়ে কিরাআত পড়েন, তারপর রুকূ করে দাঁড়িয়ে যান, অতঃপর আগের মত পেছনে সরে এসে মাটিতে সিজদা করেন।

١٤١٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِلٰى اَصْلِ شَجَرَةٍ اَوْ قَالَ اِلٰى جِذْعٍ ثُمَّ اتَّخَذَ مِنْبَرًا قَالَ فَحَنَّ الْجِذْعُ قَالَ جَابِرٌ حَتّٰى سَمِعَهُ اَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتّٰى اَتَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَسَحَهُ فَسَكَنَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ لَمْ يَأْتِهِ لَحَنَّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

১৪১৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের মূলে অথবা খেজুর গাছের কাণ্ডে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতেন। অতঃপর তিনি একটি মিম্বার গ্রহণ করেন। রাবী বলেন, খেজুর কাণ্ডটি কেঁদে দিলো। জাবির (রা) বলেন, এমনকি মসজিদের লোকেরা এর কান্না শুনতে পায়। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের নিকট এসে তাতে হাত বুলান, ফলে তা শান্ত হয়। তাদের কতক বললেন, তিনি এর কাছে না এলে এটা কিয়ামত পর্যন্ত কাঁদতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০০

بَابُ مَا جَاءَ فِى طُوْلِ الْقِيَامِ فِى الصَّلَوَاتِ

(নফল) নামাযসমূহে দীর্ঘ কিয়াম করা।

١٤١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَعَ رَسُوْلِ

اللّٰه ﷺ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتّٰى هَمَمْتُ بِاَمْرِ سَوْءٍ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ الْاَمْرُ قَالَ هَمَمْتُ اَنْ اَجْلِسَ وَاَتْرُكَهُ .

১৪১৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ান যে, শেষে আমি একটি অসমীচীন কাজের ইচ্ছা করলাম। আবু ওয়াইল (র) বলেন, আমি বললাম, সেই কাজটি কি? তিনি বলেন, আমি তাঁকে একা নামাযরত অবস্থায় ত্যাগ করে বসে পড়ার ইচ্ছা করেছিলাম।

١٤١٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ سَمِعَ الْمُغِيْرَةَ يَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا .

১৪১৯। মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামায পড়েন যে, তাঁর পদদ্বয় ফুলে যায়। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?

١٤٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا .

১৪২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দীর্ঘক্ষণ ধরে) নামায পড়তে থাকতেন, এমনকি তাঁর পদদ্বয় ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?

١٤٢١- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّ الصَّلاَةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ .

১৪২১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন নামায উত্তম? তিনি বলেন ঃ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়া নামায।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০১

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَثْرَةِ السُّجُوْدِ

অধিক সিজদা সম্পর্কে।

١٤٢٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيَانِ قَالاَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ اَنَّ اَبَا فَاطِمَةَ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ اَسْتَقِيْمُ عَلَيْهِ وَاَعْمَلُهُ قَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُوْدِ فَاِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلاَّ رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيْئَةً .

১৪২২। আবু ফাতিমা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যা আমি অবিচলভাবে অনবরত করতে পারি। তিনি বলেন ঃ তুমি সিজদা করো। কেননা তুমি যখনই আল্লাহ্র জন্য একটি সিজদা করবে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তোমার মর্যাদা একধাপ সমুন্নত করবেন এবং তোমার একটি গুনাহ মাফ করবেন।

١٤٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَمْرٍو اَبُوْ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ ثَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ حَدَّثَهُ مَعْدَانُ ابْنُ اَبِيْ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ قَالَ لَقِيْتُ ثَوْبَانَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنِيْ حَدِيْثًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّنْفَعَنِيْ بِهِ قَالَ فَسَكَتَ ثُمَّ عُدْتُ فَقُلْتُ مِثْلَهَا فَسَكَتَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لِيْ عَلَيْكَ بِالسُّجُوْدِ لِلّٰهِ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ .

১৪২৩। মাদান ইবনে আবু তালহা আল-ইয়ামূরী (র) বলেন, আমি সাওবান (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাকে বললাম, আপনি আমার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করুন, আশা করি তার দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। রাবী বলেন, তিনি নীরব থাকলেন। আমি বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করলাম, এবারও তিনি নীরব থাকলেন। এভাবে তিনবার নীরব থাকলেন। অবশেষে তিনি আমাকে বলেন, তুমি অবশ্যই আল্লাহ্র জন্য সিজদা করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন বান্দা

আল্লাহ্‌র জন্য একটি সিজদা করলেই আল্লাহ এর বিনিময়ে তার একধাপ মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। মাদান (র) বলেন, অতঃপর আমি আবু দারদা (রা)-এর সংগে সাক্ষাত করে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও একই কথা বলেন।

١٤٢٤- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُرِّيِّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً فَاسْتَكْثِرُوْا مِنَ السُّجُوْدِ .

১৪২৪। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যখনই কোন বান্দা আল্লাহ্‌র জন্য একটি সিজদা করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তাকে একটি নেকী দান করেন, তার একটি গুনাহ্ মাফ করেন এবং তার মর্যাদা একধাপ উন্নত করেন। অতএব তোমরা অধিক সংখ্যায় সিজদা করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০২

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اَوَّلِ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلاَةُ

সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব নেয়া হবে।

١٤٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ حَكِيْمٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ لِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِذَا اَتَيْتَ اَهْلَ مِصْرِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ الْمَكْتُوْبَةُ فَاِنْ اَتَمَّهَا وَاِلاَّ قِيْلَ انْظُرُوْا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ فَاِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ اُكْمِلَتِ الْفَرِيْضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْاَعْمَالِ الْمَفْرُوْضَةِ مِثْلُ ذٰلِكَ .

১৪২৫। আনাস ইবনে হাকীম আদ-দাব্বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বললেন, তুমি তোমার শহরে পৌঁছে তার বাসিন্দাদের অবহিত করবে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন মুসলিম

বান্দার নিকট থেকে সর্বপ্রথম ফরয নামাযের হিসাব নেয়া হবে। যদি সে তা পূর্ণরূপে আদায় করে থাকে (তবে তো ভালো), অন্যথায় বলা হবে ঃ দেখো তো তার কোন নফল নামায আছে কি না? যদি তার নফল নামায থেকে থাকে, তবে তা দিয়ে তার ফরয নামায পূর্ণ করা হবে। অতঃপর অন্যান্য সব ফরয আমলের ব্যাপারেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হবে।

١٤٢٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادٌ اَنْبَانَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَدَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاَتُهُ فَاِنْ اَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةً فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اَكْمَلَهَا قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ لِمَلاَئِكَتِهِ اُنْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَاَكْمِلُوْا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْاَعْمَالُ عَلٰى حَسَبِ ذٰلِكَ .

১৪২৬। আবু হুরায়রা (রা) ও তামীম আদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট থেকে সর্বপ্রথম তার নামাযের হিসাব নেয়া হবে। যদি সে তা যথাযথভাবে পড়ে থাকে, তখন তার নফল নামায তার জন্য অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য করা হবে। সে তা পূর্ণরূপে না পড়ে থাকলে মহান আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের বলবেন ঃ দেখো তো আমার বান্দার জন্য নফল কিছু পাও কি না। সে তার ফরযে যা ঘাটতি করেছে, তোমরা তা নফল দ্বারা পূরণ করো। তারপর অপরাপর আমলের হিসাবও অনুরূপভাবে নেয়া হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০৩

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلاَةِ النَّافِلَةِ حَيْثُ تُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ

ফরয নামাযের স্থানে দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়া সম্পর্কে।

١٤٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ حَجَّاجِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اِذَا صَلَّى اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ اَوْ عَنْ يَّمِيْنِهِ اَوْ عَنْ شِمَالِهِ يَعْنِى السُّبْحَةَ .

১৪২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ (ফরয) নামায পড়ার পর একটু সামনে এগিয়ে বা পিছনে সরে অথবা তার ডানে বা বাঁমে সরে (নফল) নামায পড়তে কি অপারগ হবে?

١٤٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُصَلِّى الْاِمَامُ فِىْ مَقَامِهِ الَّذِىْ صَلَّى فِيْهِ الْمَكْتُوْبَةَ حَتّٰى يَتَنَحّٰى عَنْهُ .

১৪২৮। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইমাম যে স্থানে দাঁড়িয়ে ফরয নামায পড়ে, সেই স্থান থেকে না সরে সে যেন (নফল) নামায না পড়ে।

١٤٢٨(١)- حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِىُّ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّمِيْمِىِّ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১৪২৮(১)। কাসীর ইবনে উবাইদ আল-হিমসী (র)-বাকিয়্যা-আবু আবদুর রহমান তামীমী-উসমান ইবনে আতা-তার পিতা-মুগীরা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০৪

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ تَوْطِيْنِ الْمَكَانِ فِى الْمَسْجِدِ يُصَلِّىْ فِيْهِ

মসজিদে নামায পড়ার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়া।

١٤٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ مَحْمُوْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَلاَثٍ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ وَاَنْ يُّوْطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ فِيْهِ كَمَا يُوْطِنُ الْبَعِيْرُ .

১৪২৯। আবদুর রহমান ইবনে শিব্‌ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন ঃ নামাযের সিজদায় কাকের মত ঠোকর মারতে, হিংস্র জন্তুর ন্যায় বাহুদ্বয় যমীনের উপর বিছিয়ে দিতে এবং (মসজিদে) কোন লোকের নামায পড়ার স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে, যেমন উট আস্তাবলে স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়।

١٤٣٠- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاَ كْوَعِ اَنَّهُ كَانَ يَأْتِىْ اِلٰى سُبْحَةِ الضُّحٰى فَيَعْمِدُ اِلَى الْاُسْطُوَانَةِ دُوْنَ الْمُصْحَفِ فَيُصَلِّى قَرِيْبًا مِّنْهَا فَاَقُوْلُ لَهُ اَلاَ تُصَلِّىْ هَاهُنَا وَاُشِيْرُ اِلٰى بَعْضِ نَوَاحِى الْمَسْجِدِ فَيَقُوْلُ اِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَحَرّٰى هٰذَا الْمُقَامَ .

১৪৩০। সালামা ইবনুল আক্‌ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি খুঁটির নিকটে দাঁড়িয়ে দুপুরের নামায পড়তেন, তবে সারিতে নয়। আমি (ইয়াযীদ) তাকে মসজিদের কোন স্থানের দিকে ইশারা করে বললাম, আপনি এখানে নামায পড়েন না কেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ স্থানে নামায পড়ার চেষ্টা করতে দেখতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০৫

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ اَيْنَ تُوْضَعُ النَّعْلُ اِذَا خَلَعْتَ فِى الصَّلاَةِ

তুমি নামায পড়ার সময় জুতা খুললে তা কোথায় রাখবে?

١٤٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَّسَارِهِ .

১৪৩১। আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখলাম। তিনি তাঁর জুতাজোড়া তাঁর বাম পাশে রাখলেন।

١٤٣٢- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ فَاِنْ خَلَعْتَهُمَا فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ وَلاَ تَجْعَلْهُمَا عَنْ يَّمِيْنِكَ وَلاَ عَنْ يَّمِيْنِ صَاحِبِكَ وَلاَ وَرَاءَكَ فَتُؤْذِىَ مَنْ خَلْفَكَ .

১৪৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি তোমার পদদ্বয়ে জুতা পরে থাকবে। তুমি তা খুলে ফেললে তোমার দুই পায়ের মাঝখানে তা রাখো, তা তোমার ডান পাশেও রেখো না এবং তোমার সাথীর ডানে বা তোমার পেছনেও রেখো না। অন্যথায় তাতে তোমার পিছনের লোক কষ্ট পাবে।

অধ্যায় ঃ ৬

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

(জানাযা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ

রোগীকে দেখতে যাওয়া।

١٤٣٣- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ بِالْمَعْرُوْفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ وَيَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ اِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

১৪৩৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি 'হক' রয়েছে ঃ সে তার সাথে সাক্ষাতকালে তাকে সালাম দিবে, সে দাওয়াত দিলে তার দাওয়াত কবুল করবে, সে হাঁচি দিলে তার জবাব দিবে, সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দেখতে যাবে, সে মারা গেলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করবে এবং সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, তার জন্যও তা পছন্দ করবে।

١٤٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ ثَنَا يَحْيَ ابْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ اَفْلَحَ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ اَرْبَعُ خِلاَلٍ يُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيَشْهَدُهُ اِذَا مَاتَ وَيَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ .

১৪৩৪। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের চারটি অধিকার আছে ঃ সে হাঁচি দিলে তার জবাব দিবে, সে তাকে দাওয়াত দিলে তা কবুল করবে, সে মারা গেলে তার জানাযায় উপস্থিত হবে এবং সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে।

١٤٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ رَدُّ التَّحِيَّةِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَشُهُوْدُ الْجَنَازَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ اِذَا حَمِدَ اللّٰهَ .

১৪৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের পাঁচটি অধিকার আছে ঃ সালামের জবাব দেয়া, দাওয়াত কবুল করা, জানাযায় উপস্থিত হওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া এবং হাঁচিদাতা আলহামদু লিল্লাহ বললে তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।

١٤٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الصَّنْعَانِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ عَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاشِيًا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَاَنَا فِىْ بَنِىْ سَلِمَةَ .

১৪৩৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাক্‌র (রা) পদব্রজে আমাকে দেখতে আসেন। তখন আমি বনু সালিমায় অবস্থান করছিলাম।

١٤٣٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَعُوْدُ مَرِيْضًا اِلاَّ بَعْدَ ثَلاَثٍ .

১৪৩৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন পর রোগীকে দেখতে যেতেন।

١٤٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُوْنِىُّ عَنْ مُوْسَى ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْا لَهُ فِى الاَجَلِ فَاِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَهُوَ يُطَيِّبُ بِنَفْسِ الْمَرِيْضِ .

১৪৩৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তার দীর্ঘায়ু কামনা করবে। যদিও তা কিছুই প্রতিরোধ করতে পারে না, তবুও তা রোগীর অন্তরে আনন্দের উদ্রেক করে।

١٤٣٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ ثَنَا اَبُوْ مَكِيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلاً فَقَالَ مَا تَشْتَهِيْ قَالَ اَشْتَهِيْ خُبْزَ بُرٍّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ اِلَى اَخِيْهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اشْتَهَى مَرِيْضُ اَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ .

১৪৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে বলেন ঃ তুমি কি চাও? সে বললো, আমি গমের রুটি খেতে চাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কারো কাছে গমের রুটি থাকলে সে যেন তা তার ভাইয়ের জন্য পাঠায়। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কারো রোগী কিছু খেতে আকাঙ্খা করলে সে তাকে যেন তা খাওয়ায়।

١٤٤٠- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثَنَا اَبُوْ يَحْيَ الْحِمَّانِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ فَقَالَ اَتَشْتَهِيْ شَيْئًا اَتَشْتَهِيْ كَعْكًا قَالَ نَعَمْ فَطَلَبُوْا لَهُ .

১৪৪০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে তার নিকট উপস্থিত হন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি কিছু খেতে আগ্রহী? তুমি কি কাকা (পারস্য দেশীয় রুটি) খেতে আগ্রহী? সে বললো, হাঁ। অতএব তারা তার জন্য তা খুঁজে আনে।

١٤٤١- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنِيْ كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيْضٍ فَمُرْهُ اَنْ يَدْعُوَ لَكَ فَاِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلاَئِكَةِ .

১৪৪১। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তুমি কোন রোগীকে দেখতে গেলে তাকে তোমার জন্য দোয়া করতে বলো। কেননা তার দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার মত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ثَوَابِ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا

যে ব্যক্তি রোগীকে দেখতে যায় তার সওয়াব।

١٤٤٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ

اَتَى اَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا مَشَى فِىْ خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَاِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَاِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِىَ وَاِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ .

১৪৪২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি তার রুগ্ন মুসলমান ভাইকে দেখতে গেলে সে না বসা পর্যন্ত জান্নাতের খেজুর আহরণ করতে থাকে। অতঃপর সে বসলে রহমত তাকে ঢেকে ফেলে। সে ভোরবেলা তাকে দেখতে গেলে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দোয়া করতে থাকে। সে সন্ধ্যাবেলা তাকে দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করতে থাকে।

١٤٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ ثَنَا اَبُوْ سِنَانٍ الْقَسْمَلِىُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ سَوْدَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا نَادٰى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّاْتَ مِنَ ا لْجَنَّةِ مَنْزِلاً .

১৪৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি রোগীকে দেখতে গেলে আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী তাকে ডেকে বলেন, তুমি উত্তম কাজ করেছো, তোমার পথ চলা কল্যাণময় হোক এবং তুমি জান্নাতে একটি বাসস্থান নির্ধারণ করে নিলে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ تَلْقِيْنِ الْمَيِّتِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

মুমূর্ষু ব্যক্তিকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর তালকীন দেওয়া।

١٤٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

১৪৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদের "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর তালকীন দাও।

١٤٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

১৪৪৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদের "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর তালকীন দাও।[১]

١٤٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ لِلاَحْيَاءِ قَالَ اَجْوَدُ وَاَجْوَدُ .

১৪৪৬। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদের "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম, সুবহানাল্লাহি রব্বিল আরশিল আযীম, আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন"-এর তালকীন দাও। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জীবিত (সুস্থ) ব্যক্তিদের বেলায় এ দোয়া কেমন হবে? তিনি বললেন ঃ অধিক উত্তম, অধিক উত্তম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيْضِ اِذَا حَضَرَ

রোগীর নিকট উপস্থিত হয়ে যে দোয়া পড়তে হয়।

١٤٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ اَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ سَلَمَةَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ قُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ

---

১. কোন ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন মনে হলে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কলেমা শাহাদাত ও দোয়া-কালাম পড়তে হয়। এই নিয়মকে তালকীন বলে (অনুবাদক)।

اغْفِرْلِىْ وَلَهُ وَاَعْقِبْنِىْ مِنْهُ عُقْبٰى حَسَنَةً قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَاَعْقَبَنِى اللّٰهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১৪৪৭। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রোগী কিংবা মৃতের নিকট উপস্থিত হলে (তার সম্পর্কে) ভালো কথা বলবে। কেননা তোমরা যা বলবে, ফেরেশতারা তার উপর 'আমীন' বলবেন। আবু সালামা (রা) ইনতিকাল করলে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু সালামা ইন্তিকাল করেছেন। তিনি বলেন ঃ তুমি বলো, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ও তাকে ক্ষমা করো এবং আমাকে তার চেয়েও উত্তম প্রতিদান দাও"। রাবী বলেন, আমি তাই করলাম। আল্লাহ আমাকে তার চাইতেও উত্তম বিনিময় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন।

١٤٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ (وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَءُوْهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ يَعْنِىْ يٰسٓ .

১৪৪৮। মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃতদের কাছে সূরা ইয়াসীন পড়ো।

١٤٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ ثَنَا الْمُحَارِبِىُّ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ كَعْبًا الْوَفَاةُ اَتَتْهُ اُمُّ بِشْرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ فَقَالَتْ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ انْ لَقِيْتَ فُلاَنًا فَاقْرَاْ عَلَيْهِ مِنِّى السَّلاَمَ قَالَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكِ يَا اُمَّ بِشْرٍ نَحْنُ اَشْغَلُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَتْ يَا اَبَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَمَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ انَّ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ قَالَ بَلٰى قَالَتْ فَهُوَ ذَاكَ .

১৪৪৯। আবদুর রহমান ইবনে কাব ইবনে মালেক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাব (রা)-এর মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তার নিকট উম্মু বিশর বিনতুল বারাআ ইবনে মারূর (রা) এসে বলেন, হে আবু আবদুর রহমান! তুমি অমুকের সাক্ষাত পেলে আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম পৌছাবে। তিনি বলেন, হে উম্মু বিশর! আল্লাহ তোমাকে

ক্ষমা করুন। আমি এখন তার চেয়ে জরুরী কাজে ব্যস্ত আছি। তিনি বলেন, হে আবু আবদুর রহমান! তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনোনি ঃ মুমিন ব্যক্তির আত্মা সবুজ পাখির মধ্যে অবস্থান করে জান্নাতের গাছের সাথে ঝুলে থাকে? তিনি বলেন, হাঁ। উম্মু বিশর (রা) বলেন, প্রকৃত কথা এটাই।

١٤٥٠-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ الْمَاجَشُوْنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يَمُوْتُ فَقُلْتُ اِقْرَأْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ السَّلَامَ .

১৪৫০। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুমূর্ষু জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম পৌঁছে দিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمُؤْمِنِ يُؤْجَرُ فِى النَّزْعِ

মুমিন ব্যক্তিকে মৃত্যুযন্ত্রণার কারণে প্রতিদান দেয়া হয়।

١٤٥١-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا حَمِيْمٌ لَهَا يَخْنُقُهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا رَاَى النَّبِىُّ ﷺ مَا بِهَا قَالَ لَهَا لاَ تَبْتَئِسِىْ عَلٰى حَمِيْمِكِ فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ حَسَنَاتِهِ.

১৪৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট উপস্থিত হন। তখন তার নিকট তার এক প্রতিবেশী মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চিন্তিত দেখে বলেন ঃ তোমার প্রতিবেশীর কারণে তুমি চিন্তিত হয়ো না। কেননা এটা তার সৎকর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

١٤٥٢-حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْمُثَنّٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَمُوْتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ

১৪৫২। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কপালের ঘামসহ মুমিন ব্যক্তির মৃত্যু হয় (তি, না, হা)।

١٤٥٣- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ثَنَا نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا مُوْسَى بْنُ كَرْدَمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَتٰى تَنْقَطِعُ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ مِنَ النَّاسِ قَالَ اِذَا عَايَنَ .

১৪৫৩। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলাম, বান্দার পরিচয় মানুষ থেকে কখন ছিন্ন হয়ে যায়? তিনি বলেন ঃ যখন সে (মৃত্যুর ফেরেশতা ও বারযাখ) দেখতে পায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ تَغْمِيْضِ الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করে দেয়া।

١٤٥٤- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَسَدٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَاَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الرُّوْحَ اِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ .

১৪৫৪। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আবু সালামা (রা)-র নিকট উপস্থিত হন, তখন তার চোখ খোলা ছিল। তিনি তার চোখ বন্ধ করে দেন, অতঃপর বলেন ঃ যখন রূহ কবয করা হয়, তখন চোখ তার অনুসরণ করে।

١٤٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا قَزَعَةُ ابْنُ سُوَيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ الْاَعْرَجِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَاَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَاِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوْحَ وَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلٰى مَا قَالَ اَهْلُ الْبَيْتِ .

১৪৫৫। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে তার চোখ দু'টি বন্ধ করে দিও। কেননা চোখ রূহের অনুসরণ করে এবং তোমরা তার সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করবে। কারণ গৃহবাসীরা যা বলে ফেরেশতারা তাতে 'আমীন' বলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَقْبِيْلِ الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তিকে চুমা দেওয়া।

١٤٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ فَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى دُمُوْعِهِ تَسِيْلُ عَلٰى خَدَّيْهِ .

১৪৫৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মাযউন (রা)-র লাশ চুম্বন করেন। আমি যেন এখনো তাঁর দুই গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে দেখছি।

١٤٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ وَسَهْلُ بْنُ اَبِيْ سَهْلٍ قَالُوْا ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ .

১৪৫৭। ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্র (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাশ চুম্বন করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া।

١٤٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ اُمَّ كُلْثُوْمٍ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِيْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقَى اِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ .

১৪৫৮। উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা উম্মু কুলসুমের গোসল দেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে বলেন ঃ তোমরা তাকে তিন বা পাঁচ অথবা ততোধিক বার কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাও। শেষবারে কর্পূর বা কিছু কর্পূর লাগিয়ে দাও। তোমরা গোসল দেওয়া শেষ করে আমাকে ডাকবে। অতএব আমরা তার গোসল দেয়া শেষ করে তাঁকে সংবাদ দিলাম। তিনি তাঁর জামা আমাদের দিকে নিক্ষেপ করে বলেন ঃ এটি দিয়ে ভালো করে আবৃত করো।

١٤٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ حَفْصَةُ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِىْ حَدِيْثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَكَانَ فِيْهِ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا وَكَانَ فِيْهِ ابْدَءُوْا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيْهِ اَنَّ اُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ .

১৪৫৯। উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। হাফসা (রা)-এর বর্ণনায় আছে ঃ "তোমরা তাকে বেজোড় সংখ্যায় গোসল দাও।" তার বর্ণনায় আরো আছে, "তোমরা তাকে তিন বা পাঁচবার গোসল দাও।" তার বর্ণনায় আরো আছে ঃ "তোমরা তার ডান দিক থেকে তার উযুর অঙ্গগুলো থেকে গোসল শুরু করো।" এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ উম্মু আতিয়্যা (রা) বলেন, "আমরা তার মাথার চুল তিন গোছায় বিভক্ত করে আঁচড়িয়ে দিলাম"।

١٤٦٠- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ اِلٰى فَخِذِ حَىٍّ وَّلاَ مَيِّتٍ .

১৪৬০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তুমি তোমার উরু খুলে রেখো না এবং জীবিত ও মৃত কারো উরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করো না।

١٤٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِىُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمُ الْمَاْمُوْنُوْنَ .

১৪৬১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃতদের আমানতের সাথে (গোপনীয় অঙ্গসমূহ যথাসম্ভব ঢেকে রেখে) গোসল দাও।

١٤٦٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ وَحَمَلَهُ وَصَلّٰى عَلَيْهِ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَاٰى خَرَجَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ مِثْلَ يَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

১৪৬২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দিলো, কাফন পরালো, সুগন্ধি মাখলো, বহন করে নিয়ে গেলো, তার জানাযার নামায পড়লো এবং তার গোচরিভূত হওয়া তার গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করলো না, তার থেকে তার গুনাহসমূহ তার জন্মদিনের মত বের হয়ে যায়।

١٤٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ .

১৪৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দিলো, সে যেন গোসল করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ غُسْلِ الرَّجُلِ امْرَاَتَهُ وَغُسْلِ الْمَرْاَةِ زَوْجَهَا

স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে গোসল দেয়া।

١٤٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الذَّهَبِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرُ نِسَائِهِ .

১৪৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যা আমি পরে অবগত হয়েছি, তা যদি পূর্বে অবহিত হতে পারতাম, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর স্ত্রীগণ ব্যতীত আর কেউ গোসল দিতে পারতো না।

١٤٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْبَقِيْعِ فَوَجَدَنِيْ وَاَنَا اَجِدُ صُدَاعًا فِيْ رَاْسِيْ وَاَنَا اَقُوْلُ وَارَاْسَاهُ فَقَالَ بَلْ اَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَاْسَاهُ ثُمَّ قَالَ مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِيْ فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ .

১৪৬৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বাকী থেকে ফিরে এসে আমাকে মাথাব্যথায় যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় পেলেন। তখন আমি বলছিলাম, হে আমার মাথা! তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! আমিও মাথাব্যথায় ভুগছি। হে আমার মাথা! অতঃপর তিনি বলেন ঃ তুমি যদি আমার পূর্বে মারা যেতে, তাহলে তোমার কোন ক্ষতি হতো না। কেননা আমি তোমাকে গোসল করাতাম, কাফন পরাতাম, তোমার জানাযার নামায পড়তাম এবং তোমাকে দাফন করতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোসল করানোর বিবরণ।

١٤٦٦-حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَ بْنِ الْاَزْهَرِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا اَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا اَخَذُوْا فِيْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ الدَّاخِلِ لاَ تَنْزِعُوْا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَمِيْصَهُ .

১৪৬৬। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গোসল দানকারীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোসল দিতে শুরু করলে, তাদের মধ্যকার একজন ভিতর থেকে তাদেরকে জোর গলায় বলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরনের জামা খুলো না।

١٤٦٧- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ خِذَامٍ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ لَمَّا غَسَّلَ النَّبِيَّ ﷺ ذَهَبَ يَلْتَمِسُ مِنْهُ مَا يَلْتَمِسُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَالَ بِاَبِيْ الطَّيِّبُ طِبْتَ حَيًّا وَطِبْتَ مَيِّتًا .

১৪৬৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোসল দানকালে মৃতের থেকে যা (নাপাকি) অন্বেষণ করা হয়, গোসলদানকারী তা তাঁর মধ্যে অন্বেষণ করেন, কিন্তু কিছুই পাননি। আলী (রা) বলেন, আমার পিতার শপথ! হে তায়্যিব! ধন্য আপনার জীবন, ধন্য আপনার মৃত্যু।

١٤٦٨- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوْبَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنَا مُتُّ فَاغْسِلُوْنِىْ بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِىْ بِئْرِ غَرْسٍ .

১৪৬৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি মৃত্যুবরণ করলে তোমরা আমাকে আমার গারম কূপের সাত মশ্‌ক পানি দিয়ে গোসল দিবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ كَفْنِ النَّبِيِّ ﷺ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফন।

١٤٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُفِّنَ فِىْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ فَقِيْلَ لِعَائِشَةَ اِنَّهُمْ كَانُوْا يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُ قَدْ كَانَ كُفِّنَ فِىْ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ جَاءُوْا بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَلَمْ يُكَفِّنُوْهُ .

১৪৬৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনখানা সাদা ইয়ামানী কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়। এর মধ্যে কামিস ও পাগড়ী ছিলো না। আয়েশা (রা)-কে বলা হলো, তারা (লোকেরা) ধারণা করে যে, তাকে কারুকার্য খচিত চাদর (হিবারা) দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, তারা কারুকার্য খচিত চাদর এনেছিলো, কিন্তু তা দিয়ে তাঁকে কাফন দেয়নি।

١٤٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ هٰذَا مَا سَمِعْتُ مِنْ اَبِىْ مُعَيْدٍ حَفْصِ بْنِ غَيْلاَنَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَلاَثِ رِيَاطٍ بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ .

১৪৭০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (ইয়ামনের) সাহূল এলাকার তৈরী তিন খণ্ড সাদা মসৃণ কাপড়ে কাফন দেয়া হয়।

١٤٧١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِىْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ قَمِيْصُهُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ .

১৪৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনখানা কাপড়ে কাফন দেয়া হয় ঃ তার মধ্যে ছিলো যে জামা পরিহিত অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন এবং নাজারানে তৈরী একটি চাদর।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الْكَفْنِ

মুস্তাহাব কাফন প্রসঙ্গে।

١٤٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّىُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ وَالْبَسُوْهَا .

১৪৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কাপড়সমূহের মধ্যে সাদা কাপড়ই অধিক উত্তম। অতএব তোমরা তোমাদের মৃতদের সাদা কাপড়ে কাফন দাও এবং তোমরাও সাদা কাপড় পরিধান করো।

١٤٧٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنْبَانَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ اَبِىْ نَصْرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الْكَفْنِ الْحُلَّةُ .

১৪৭৩। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উত্তম কাফন হলো হুল্লাহ (চাদর)।

١٤٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلِىَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ .

১৪৭৪। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের ওলী নিযুক্ত হলে সে যেন তার উত্তম কাফনের ব্যবস্থা করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّظْرِ اِلَى الْمَيِّتِ اِذَا اُدْرِجَ فِىْ اَكْفَانِهِ

কাফনে আবৃত করার সময় লাশ দর্শন।

١٤٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا اَبُوْ شَيْبَةَ عَنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قُبِضَ اِبْرَهِيْمُ ابْنُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تُدْرِجُوْهُ فِىْ اَكْفَانِهِ حَتّٰى اَنْظُرَ اِلَيْهِ فَاَتَاهُ فَانْكَبَّ عَلَيْهِ وَبَكٰى .

১৪৭৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তনয় ইবরাহীম ইন্তিকাল করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের বলেন ঃ আমি না দেখা পর্যন্ত তোমরা তাকে তার কাফনে আবৃত করো না। অতঃপর তিনি এসে তার উপর ঝুঁকে পড়েন এবং কাঁদেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ النَّعْىِ

মৃতের জন্য বিলাপ করা নিষেধ।

١٤٧٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيٰى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ اِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ قَالَ لاَ تُؤْذِنُوْا بِهِ اَحَدًا اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَكُوْنَ نَعْيًا اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِاُذُنَىَّ هَاتَيْنِ يَنْهٰى عَنِ النَّعْىِ

১৪৭৬। বিলাল ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে বর্ণিত। হুযাইফা (রা)-এর উপস্থিতিতে কেউ মারা গেলে তিনি বলতেন, তার (মৃত্যু) সম্পর্কে তোমরা কাউকে খবর দিয়ো না। কেননা আমি তার জন্য বিলাপের আশঙ্কা করছি। আমি আমার এই দুই কানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিলাপ করতে নিষেধ করতে শুনেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ شُهُوْدِ الْجَنَائِزِ

জানাযায় অংশগ্রহণ করা।

١٤٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا اِلَيْهِ وَاِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ .

১৪৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা দ্রুত জানাযার ব্যবস্থা করবে। কেননা সে সত্যকর্মপরায়ণ লোক হলে তো উত্তম, তোমরা তাকে সেদিকে পৌঁছে দিলে। সে এর অন্যথা হলে তো তা বড়ই মন্দ, তোমরা তা তোমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখলে।

١٤٧٨- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيْرِ كُلِّهَا فَاِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ اِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ وَاِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ .

১৪৭৮। আবু উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি লাশ বহন করে, সে যেন খাটের চারদিক ধারণ করে। কারণ এটা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর সে চাইলে আরো ধরতে পারে, আর চাইলে ত্যাগও করতে পারে।

١٤٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيْلٍ ثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ رَاٰى جِنَازَةً يُسْرِعُوْنَ بِهَا قَالَ لِتَكُنْ عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ .

১৪৭৯। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি লাশ তাড়াহুড়া করে নিয়ে যেতে দেখে বলেন ঃ তোমরা যেন শান্তভাবে যাও।

١٤٨٠- حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِىُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ ابْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ نَاسًا رُكْبَانًا عَلٰى دَوَابِّهِمْ فِىْ جِنَازَةٍ فَقَالَ اَلاَ تَسْتَحْيُوْنَ اَنَّ مَلاَئِكَةَ اللّٰهِ يَمْشُوْنَ عَلٰى اَقْدَامِهِمْ وَاَنْتُمْ رُكْبَانٌ .

১৪৮০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতক লোককে জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় লাশের সাথে যেতে দেখে বলেন ঃ তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে, আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ পদব্রজে যাচ্ছেন আর তোমরা বাহনে উপবিষ্ট হয়ে যাচ্ছো!

١٤٨١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ حَدَّثَنِىْ زِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ سَمِعَ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِىْ مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ .

১৪৮১। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আরোহী ব্যক্তি লাশের পেছনে থাকবে এবং পদব্রজে গমনকারী যেমন ইচ্ছা চলতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمَشْىِ اَمَامَ الْجِنَازَةِ

লাশের আগে আগে যাওয়া।

١٤٨٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُوْنَ اَمَامَ الْجِنَازَةِ .

১৪৮২। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্র ও উমার (রা)-কে লাশের আগে আগে হেঁটে যেতে দেখেছি।

١٤٨٣-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىِّ الْجَهْضَمِىُّ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِىُّ اَنْبَاَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ الاَيْلِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَمْشُوْنَ اَمَامَ الْجِنَازَةِ .

১৪৮৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা) লাশের আগে আগে হেঁটে যেতেন।

١٤٨٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ مَاجِدَةَ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْجِنَازَةُ مَتْبُوْعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا .

১৪৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লাশের অনুসরণ করতে হবে (পিছনে পিছনে যেতে হবে), লাশ অনুসরণ করবে না (পেছনে থাকবে না)। যে ব্যক্তি লাশের আগে আগে যায়, সে জানাযার সাথে শরীক নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ التَّسَلُّبِ مَعَ الْجِنَازَةِ

উদলা শরীরে লাশের সাথে সাথে যাওয়া নিষেধ।

١٤٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَزَوَّرِ عَنْ نُفَيْعٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَاَبِيْ بَرْزَةَ قَالاَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جِنَازَةٍ فَرَاٰى قَوْمًا قَدْ طَرَحُوْا اَرْدِيَتَهُمْ يَمْشُوْنَ فِيْ قُمُصٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبِفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَاْخُذُوْنَ اَوْ بِصُنْعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُوْنَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَدْعُوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُوْنَ فِيْ غَيْرِ صُوَرِكُمْ قَالَ فَاَخَذُوْا اَرْدِيَتَهُمْ وَلَمْ يَعُوْدُوْا لِذٰلِكَ .

১৪৮৫। ইমরান ইবনুল হুসাইন ও আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি জানাযার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। তিনি একদল লোককে পরিধেয় বস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কেবল জামা পরিহিত অবস্থায় হেঁটে যেতে দেখেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কি জাহিলী যুগের রীতিনীতি অবলম্বন করছো অথবা জাহিলী যুগের কাজ করছো? আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি তোমাদের বদদোয়া করি এবং তোমরা চেহারায় বিকৃত আকৃতিতে পরিবর্তিত হয়ে যাও। রাবী বলেন, তারা তাদের কাপড় পরিধান করলো এবং আর কখনো অনুরূপ করেনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجِنَازَةِ لاَ تُؤَخَّرُ اِذَا حَضَرَتْ وَلاَ تُتَّبَعُ بِنَارٍ

জানাযা হাযির হলে বিলম্ব করবে না এবং আগুন নিয়ে লাশের অনুসরণ করবে না।

١٤٨٦- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِىُّ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُؤَخِّرُوا الْجِنَازَةَ اِذَا حَضَرَتْ .

১৪৮৬। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জানাযা উপস্থিত হলে তোমরা (দাফনে) বিলম্ব করো না।

١٤٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الصَّنْعَانِىُّ اَنْبَاَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ اَبِىْ حَرِيْزٍ اَنَّ اَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ قَالَ اَوْصٰى اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىُّ حِيْنَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ لاَ تُتْبِعُوْنِىْ بِمِجْمَرٍ قَالُوْا لَهُ اَوَ سَمِعْتَ فِيْهِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৪৮৭। আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মূসা আল-আশআরী (রা)-র মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি ওসিয়াত করে বলেন, তোমরা আমার লাশের সাথে আগুন নিয়ে যেও না। তারা তাকে বলেন, আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ

একদল মুসলমান যার জানাযার নামায পড়লো।

١٤٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اَنْبَاَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ مِائَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ غُفِرَ لَهُ .

১৪৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক শত মুসলমান কারো জানাযার নামায পড়লে তাকে ক্ষমা করা হয়।

١٤٨٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ ابْنُ زِيَادٍ الْخَرَّاطُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ هَلَكَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لِىْ يَا كُرَيْبُ قُمْ فَانْظُرْ هَلِ اجْتَمَعَ لِابْنِىْ اَحَدٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ وَيْحَكَ كَمْ تَرَاهُمْ اَرْبَعِيْنَ قُلْتُ لاَ بَلْ هُمْ اَكْثَرُ قَالَ فَاخْرُجُوا بِابْنِىْ فَاَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ اَرْبَعِيْنَ مِنْ مُؤْمِنٍ يَشْفَعُوْنَ لِمُوْمِنٍ اِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ .

১৪৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র মুক্তদাস কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর এক ছেলে মারা গেলে তিনি আমাকে বলেন ঃ হে কুরাইব! উঠে গিয়ে দেখো তো, আমার ছেলের জানাযায় কেউ এসেছে কিনা? আমি বাললাম, হাঁ। তিনি বলেন, তোমার অমঙ্গল হোক, তুমি তাদের কতজনকে দেখলে, চল্লিশজন? আমি বললাম, না, বরং তারা আরো অধিক। তিনি বলেন, তোমরা আমার ছেলের লাশ নিয়ে বের হও। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ অন্তত চল্লিশজন মুমিন অপর মুমিন ব্যক্তির সুপারিশ করলে, আল্লাহ তাদের সুপারিশ কবুল করেন।

١٤٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِىِّ عَنْ مَالِكِ ابْنِ هُبَيْرَةَ الشَّامِىِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ كَانَ اِذَا اُتِىَ بِجَنَازَةٍ فَتَقَالَّ مَنْ تَبِعَهَا جَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ صُفُوْفٍ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا صَفَّ صُفُوْفٌ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى مَيِّتٍ اِلاَّ اَوْجَبَ .

১৪৯০। মালেক ইবনে হুবায়রা আশ্-শামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহাবী ছিলেন। মারসাদ (র) বলেন, কোন জানাযা উপস্থিত হলে এবং লোকসংখ্যা কম হলে, তিনি তাদের তিন সারিতে কাতারবন্দী করে নামায পড়তেন। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মৃতের জানাযায় মুসলমানদের তিন সারি লোক হলেই তা (জান্নাত) অবধারিত করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ مَا جَاءَ فِى الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা।

١٤٩١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَاُثْنِىَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ

بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِىَ عَلَيْهَا شَرًا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ لِهٰذِهِ وَجَبَتْ وَلِهٰذِهِ وَجَبَتْ فَقَالَ شَهَادَةُ الْقَوْمِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ شُهُوْدُ اللّٰهِ فِى الأَرْضِ .

১৪৯১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হলো এবং তার উচ্ছসিত প্রশংসা করা হলো। তিনি বলেন ঃ অবধারিত হয়ে গেলো। তারপর আরেকটি লাশ তাঁর নিকট দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তার কুৎসা বর্ণনা করা হলো। তিনি বলেনঃ অবধারিত হয়ে গেলো। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই লাশের জন্য অবধারিত হয়ে গেলো এবং ঐ লাশের জন্যও অবধারিত হয়ে গেলো বললেন। তিনি বলেন ঃ দলের সাক্ষ্য অনুপাতে। মুমিনরা পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ।

١٤٩٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِىَ عَلَيْهَا خَيْرًا فِىْ مَنَاقِبِ الْخَيْرِ فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا عَلَيْهِ بِأُخْرٰى فَأُثْنِىَ عَلَيْهَا شَرًا فِىْ مَنَاقِبِ الشَّرِّ فَقَالَ وَجَبَتْ اِنَّكُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الأَرْضِ .

১৪৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে একটি লাশ বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তার নানারূপ ভূয়সী প্রশংসা করা হলো। তিনি বলেনঃ অবধারিত হয়ে গেলো। অতঃপর তাঁর নিকট দিয়ে লোকেরা আরেকটি লাশ বয়ে নিয়ে গেলো এবং তার বিভিন্নরূপ কুৎসা বর্ণনা করা হলো। তিনি বলেনঃ অবধারিত হয়ে গেলো। কেননা তোমরা পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ مَا جَاءَ فِى اَيْنَ يَقُوْمُ الاِمَامُ اِذَا صَلّٰى عَلَى الْجَنَازَةِ

জানাযার নামাযে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান।

١٤٩٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ اَخْبَرَنِىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الاَسْلَمِىِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ الْفَزَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلَى امْرَاَةٍ مَاتَتْ فِىْ نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا .

১৪৯৩। সামুরা ইবনে জুনদুব আল-ফাযারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিফাসগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী এক মহিলার জানাযার নামায পড়েন এবং তিনি তার মাঝ বরাবর দাঁড়ান।

١٤٩٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِيْ غَالِبٍ قَالَ رَاَيْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلّٰى عَلٰى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَاْسِهِ فَجِيْءَ بِجِنَازَةٍ اُخْرٰى بِامْرَاَةٍ فَقَالُوْا يَا اَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيْرِ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يَا اَبَا حَمْزَةَ هٰكَذَا رَاَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ مِنَ الْجِنَازَةِ مُقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ وَقَامَ مِنَ الْمَرْاَةِ مُقَامَكَ مِنَ الْمَرْاَةِ قَالَ نَعَمْ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ احْفَظُوْا .

১৪৯৪। আবু গালিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়তে দেখলাম। তিনি তার মাথা বরাবর দাঁড়ান। আরেকটি মহিলার লাশ উপস্থিত করা হলে লোকেরা বললো, হে আবু হামযা! তার জানাযার নামায পড়ুন। তিনি খাটের মাঝ বরাবর দাঁড়ান। আলা ইবনে যিয়াদ (র) তাকে বলেন, হে আবু হামযা! আপনি পুরুষের জানাযায় যেভাবে দাঁড়িয়েছেন, মহিলার জানাযায় যেভাবে দাঁড়িয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও সেভাবে দাঁড়াতে দেখেছেন কি? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি আমাদের দিকে ফিরে বলেন ঃ তোমরা স্মরণ রেখো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

জানাযার নামাযে কিরাআত পড়া।

١٤٩٥-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُثْمَانَ بَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَاَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

১৪৯৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েন।[২]

২. উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাদীসে জানাযার নামাযের তাকবীরে তাহরীমার পর সূরা ফাতিহা পাঠের উল্লেখ আছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবী তা পড়েছেন। ইমাম শাফিঈ (র) এই নীতি গ্রহণ করেছেন। সুবাহানাকা........ পড়ার সাথে সাথে তা পড়া যেতে পারে, যদিও আমাদের হানাফী মাযহাবে পড়া হয় না। কারণ কিছু সংখ্যক সাহাবী ও তাবিঈ তা পড়েননি, তবে ফাতিহা পড়াই উত্তম (অনুবাদক)।

١٤٩٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ عَاصِمٍ النَّبِيْلُ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنِىْ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ شَرِيْكٍ الْاَنْصَارِيَّةُ قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَّقْرَاَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

১৪৯৬। উম্মু শারীক আল-আন্‌সারিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ مَا جَاءَ فِى الدُّعَاءِ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ

জানাযার নামাযে দোয়া করা।

١٤٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنَةَ الْمَدِيْنِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ .

১৪৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াকালে তার জন্য একনিষ্ঠভাবে দোয়া করো।

١٤٩٨- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى عَلٰى جِنَازَةٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ .

১৪৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাযে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখো তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো এবং আমাদের

মধ্যে যাকে মৃত্যু দান করো, তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যুদান করো। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এর প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করো না এবং এর পরে আমদের পথভ্রষ্ট করো না"।

١٤٩٩-حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ جَنَاحٍ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاَسْمَعُهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِيْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

১৪৯৯। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লেন। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক তোমার যিম্মায় এবং তোমার নিরাপত্তার বন্ধনে। তুমি তাকে কবরের বিপর্যয় ও দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো এবং তাকে দয়া করো। কেননা তুমিই কেবল ক্ষমাকারী পরম দয়ালু"।

١٥٠٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا فَرَجُ بْنُ الْفَضَالَةِ حَدَّثَنِيْ عِصْمَةُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَّثَلْجٍ وَّبَرَدٍ وَّنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ بِدَارِهِ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ .قَالَ عَوْفٌ فَلَقَدْ رَاَيْتُنِيْ فِيْ مُقَامِيْ ذٰلِكَ اَتَمَنّٰى اَنْ اَكُوْنَ مَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلِ .

১৫০০। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক আনসারীর জানাযার নামাযে শরীক ছিলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! তুমি তাকে দয়া করো, তাকে ক্ষমা করো এবং তার উপর করুণা বর্ষণ করো, তাকে ক্ষমা করো, তার পাপরাশি দূর করে দাও। তাকে ঠাণ্ডা পানি ও বরফ দ্বারা ধৌত করো এবং সাদা কাপড় থেকে যেভাবে ময়লা পরিষ্কার করা হয়, তদ্রূপ তাকে গুনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন করো। তার ঘরের পরিবর্তে তাকে উত্তম আবাস দান করো, তার পরিবার থেকেও উত্তম পরিবার তাকে দান করো এবং তাকে কবরের বিপর্যয়

ও দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো"। আওফ (রা) বলেন, তখন আমার আকাঙ্খা হলো যে, আমি যদি ঐ ব্যক্তির স্থানে হতাম।

١٥٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَا اَبَاحَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ اَبُوْ بَكْرٍ وَلاَ عُمَرُ فِىْ شَىْءٍ مَا اَبَاحُوْا فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ يَعْنِىْ لَمْ يُوَقِّتْ .

১৫০১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র ও উমার (রা) আমাদের জন্য জানাযার নামাযে যে (কোন সময় পড়ার) অবকাশ রেখেছেন, তা অন্য কোন নামাযের বেলায় রাখেননি অর্থাৎ ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّكْبِيْرِ عَلَى الْجِنَازَةِ اَرْبَعًا

জানাযার নামাযে চার তাকবীর বলা।

١٥٠٢- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْاِيَاسِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا .

১৫০২। উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মাযউন (রা)-এর জানাযার নামায চার তাকবীরে পড়েন।

١٥٠٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِىُّ ثَنَا الْهَجَرِىُّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفَى الْاَسْلَمِىِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئًا قَالَ فَسَمِعْتُ الْقَوْمَ يُسَبِّحُوْنَ بِهِ مِنْ نَوَاحِى الصُّفُوْفِ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اَكُنْتُمْ تَرَوْنَ اَنِّى مُكَبِّرٌ خَمْسًا قَالُوْا تَخَوَّفْنَا ذٰلِكَ قَالَ لَمْ اَكُنْ لاَفْعَلَ وَلٰكِنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً فَيَقُوْلُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقُوْلَ ثُمَّ يُسَلِّمُ .

১৫০৩। আল-হাজারী (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা আল-আসলামী (রা)-এর সাথে তার এক কন্যার জানাযার নামায পড়লাম। তিনি তাতে চার তাকবীর বলেন। চতুর্থ তাকবীরের পর তিনি ক্ষণিক নীরব থাকেন। রাবী বলেন, আমি কাতারবদ্ধ লোকদের সুবহানাল্লাহ বলতে শুনেছি। তিনি সালাম ফিরানোর পর বলেন, তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি পঞ্চম তাকবীর বলবো? তারা বললো, আমরা তাই অনুমান করেছিলাম। তিনি বলেন, আমি কখনো তা করতাম না। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার তাকবীর বলতেন, তারপর ক্ষণিক চুপচাপ থাকতেন, তারপর আল্লাহ্‌র মর্জি কিছু পড়তেন, তারপর সালাম ফিরাতেন।

١٥٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالُوْا ثَنَا يَحْيَ بْنُ الْيَمَانِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيْفَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ اَرْبَعًا .

১৫০৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার তাকবীর বলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ كَبَّرَ خَمْسًا

যে ব্যক্তি জানাযার নামাযে পাঁচ তাকবীর বলে।

١٥٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَ ابْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ وَاَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلٰى جَنَائِزِنَا اَرْبَعًا وَاَنَّهُ كَبَّرَ عَلٰى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا .

১৫০৫। আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) আমাদের জানাযার নামাযে চার তাকবীর বলতেন। তিনি এক জানাযার নামাযে পাঁচ তাকবীর বলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ তাকবীরও বলেছেন।

١٥٠٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّافِعِيُّ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَبَّرَ خَمْسًا .

১৫০৬। কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতা, অতঃপর তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ তাকবীর বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ

শিশুর জানাযার নামায।

١٥٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ جُبَيْرُ بْنُ حَيَّةَ اَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الطِّفْلُ يُصَلّٰى عَلَيْهِ .

১৫০৭ মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ শিশুর জানাযা পড়তে হবে।

١٥٠٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ بَدْرٍ ثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِىُّ صُلِّىَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ .

১৫০৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শিশু (ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর) চিৎকার করলে (অতঃপর মারা গেলে) তার জানাযা পড়তে হবে এবং তার উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।[৩]

١٥٠٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْبَخْتَرِىُّ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَلُّوا عَلٰى اَطْفَالِكُمْ فَاِنَّهُمْ مِنْ اَفْرَاطِكُمْ .

১৫০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের শিশুদের জানাযার নামায পড়ো। কারণ তারা তোমাদের অগ্রগামী সঞ্চয়।

---

৩. উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, অর্থাৎ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর চীৎকার দিলে অতঃপর মারা গেলে সে তার আত্মীয়ের ওয়ারিস হবে, অতঃপর তার আত্মীয়রা তার ওয়ারিস হবে। যেমন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান রেখে মারা গেলো। উক্ত শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর উক্ত অবস্থায় তার পিতার ওয়ারিস হবে, অতঃপর তার মৃত্যুর পর তার মা ও ভাই-বোনেরা তার ওয়ারিস হবে (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلاَةِ عَلَى ابْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذِكْرِ وَفَاتِه

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলের জানাযা এবং তার ইনতিকালের বিবরণ।

١٥١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَاَيْتَ اِبْرَاهِيْمَ ابْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاتَ وَهُوَ صَغِيْرٌ وَلَوْ قُضِىَ اَنْ يَّكُوْنَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِىٌّ لَعَاشَ ابْنُهُ وَلٰكِنْ لاَّ نَبِىَّ بَعْدَهُ .

১৫১০। ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা)-কে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহীমকে দেখেছেন? তিনি বলেন, সে শিশুকালেই মারা যায়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর যদি কারো নবী হওয়ার (আল্লাহ্‌র) সিদ্ধান্ত থাকতো তাহলে তাঁর পুত্র জীবিত থাকতো। কিন্তু তাঁর পরে কোন নবী নাই।

١٥١١-حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ الْبَاهِلِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ عُثْمَانَ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِى الْجَنَّةِ وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًّا وَلَوْ عَاشَ لَعَتَقَتْ اَخْوَالُهُ الْقِبْطُ وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِىٌّ

১৫১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহীম মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামায পড়েন এবং বলেনঃ তার জন্য জান্নাতে একজন ধাত্রী নিযুক্ত করা হয়েছে। সে জীবিত থাকলে অবশ্যি সত্যবাদী ও নবী হতো। সে জীবিত থাকলে তার মাতৃকুল স্বাধীন হয়ে যেতো এবং কিবতী থাকতো না।

١٥١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِمْرَانَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِى الْوَلِيْدِ عَنْ اُمِّهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهَا الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ الْقَاسِمُ ابْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ خَدِيْجَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَرَّتْ لُبَيْنَةُ الْقَاسِمِ فَلَوْ كَانَ اللّٰهُ

اَبْقَاهُ حَتّٰى يَسْتَكْمِلَ رَضَاعَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اتْمَامَ رَضَاعِهِ فِى الْجَنَّةِ قَالَتْ لَوْ اَعْلَمُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهَوَّنَ عَلَىَّ اَمْرَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ تَعَالٰى فَاَسْمَعَكِ صَوْتَهُ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَلْ اُصَدِّقُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

১৫১২। হুসাইন ইবনে আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র কাসিম ইন্‌তিকাল করলে খাদীজা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাসিমের জন্য পর্যাপ্ত দুধ রয়েছে, আল্লাহ যদি তাকে দুধ পানের মেয়াদ পর্যন্ত জীবিত রাখতেন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তার দুধ পানের মেয়াদ জান্নাতে পূর্ণ করা হবে। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তা জানাতে পারলে তার ব্যাপারে শান্ত্বনা লাভ করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি চাইলে আমি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করি, তিনি তোমাকে তার শব্দ শুনাবেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বরং আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَدَفْنِهِمْ

শহীদগণের জানাযার নামায এবং তাদের দাফন-কাফন।

١٥١٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُتِىَ بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ فَجَعَلَ يُصَلِّى عَلٰى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ يُرْفَعُوْنَ وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوْعٌ .

১৫১৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে শহীদদের লাশ উপস্থিত করা হলো। তিনি একসঙ্গে দশ দশজনের জানাযার নামায পড়েন। আর হামযা (রা)-এর লাশ যেভাবে ছিল সেভাবেই রেখে দেয়া হলো। অন্যদের লাশ তুলে নেয়া হলো এবং তার লাশ স্বস্থানে পড়ে থাকলো।

١٥١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلٰى اَحَدِهِمْ قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلاَءِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِىْ دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا .

১৫১৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধের শহীদদের দুই বা তিনজনকে এক কাপড়ে একত্র করে জড়িয়ে জিজ্ঞেস করতেনঃ তাদের মধ্যে কে কুরআনের অধিক জ্ঞানী? তাদের কারো প্রতি ইশারা করে তাঁকে জানানো হলে তিনি তাকে আগে কবরে রাখতেন এবং বলতেন ঃ আমি তাদের সকলের পক্ষে সাক্ষী। তিনি তাদেরকে তাদের রক্তমাখা অবস্থায় দাফন করার নির্দেশ দেন এবং তাদের জানাযার নামাযও পড়া হয়নি, গোসলও দেয়া হয়নি।

١٥١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلٰى اُحُدٍ اَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيْدُ وَالْجُلُوْدُ وَاَنْ يُدْفَنُوْا فِيْ ثِيَابِهِمْ بِدِمَائِهِمْ .

১৫১৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদদের দেহ থেকে লৌহবর্ম, অস্ত্র ও চামড়ার জুতা খুলে নেয়ার এবং তাদেরকে তাদের রক্তমাখা কাপড়ে দাফন করার নির্দেশ দেন।

١٥١٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ اَبِيْ سَهْلٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ سَمِعَ نُبَيْحًا الْعَنَزِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلٰى اُحُدٍ اَنْ يُرَدُّوْا اِلٰى مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوْا نُقِلُوْا اِلَى الْمَدِيْنَةِ .

১৫১৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদগণকে তাদের শাহাদত লাভের স্থানে ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন। তাদেরকে মদীনায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ .

মসজিদে জানাযার নামায পড়া।

١٥١٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْاَمَةِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلٰى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ .

১৫১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযার নামায পড়লো, তাতে তার কোন ছওয়াব হলো না।

١٥١٨-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ اِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ ابْنُ مَاجَةَ حَدِيْثُ عَائِشَةَ اَقْوٰى .

১৫১৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইল ইবনে বাইদার জানাযার নামায মসজিদেই পড়েছেন। ইবনে মাজা (র) বলেন, আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি সনদের দিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاَوْقَاتِ الَّتِىْ لاَ يُصَلّٰى فِيْهَا عَلَى الْمَيِّتِ وَلاَ يُدْفَنُ

যেসব ওয়াক্তে মৃতের জানাযা পড়বে না এবং দাফন করবে না।

١٥١٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ جَمِيْعًا عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ ابْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ يَقُوْلُ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّىَ فِيْهِنَّ اَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ .

১৫১৯। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তিন সময়ে আমাদের মৃতদের জানাযা পড়তে এবং তাদেরকে কবরস্থ করতে নিষেধ করেছেনঃ সূর্য সুস্পষ্টভাবে উদয়কালে, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দুপুরের সময় এবং সূর্যাস্তের সময়, যতক্ষণ না তা অস্তমিত হয়।

١٥٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا يَحْىَ بْنُ الْيَمَانِ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَدْخَلَ رَجُلاً قَبْرَهُ لَيْلاً وَاَسْرَجَ فِىْ قَبْرِهِ .

১৫২০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে রাতের বেলা কবরে রাখেন এবং (লাশ ঠিকমত রাখার সুবিধার্থে) কবরে আলোর ব্যবস্থা করেন।

١٥٢١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَوْدِىُّ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَزِيْدَ الْمَكِّيِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَدْفَنُوْا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ اِلاَّ اَنْ تُضْطَرُّوا .

১৫২১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অনন্যোপায় না হলে তোমাদের মৃতদের রাতের বেলা দাফন করো না।

١٥٢٢- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ صَلُّوْا عَلٰى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .

১৫২২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাতের বেলা এবং দিনের বেলা তোমরা তোমাদের মৃতদের জানাযার নামায পড়তে পারো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

بَابُ فِى الصَّلاَةِ عَلٰى اَهْلِ الْقِبْلَةِ

আহলে কিবলার জানাযার নামায পড়া।

١٥٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ جَاءَ ابْنُهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِىْ قَمِيْصَكَ اُكَفِّنْهُ فِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰذِنُوْنِىْ بِهِ فَلَمَّا اَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُّصَلِّىَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا ذَاكَ لَكَ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنَا بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ اسْتَغْفِرْلَهُمْ اَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَّلاَ تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهِ .

১৫২৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মোনাফিকদের দলপতি) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার পুত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জামাটি আমাকে দান করুন, আমি তার দ্বারা তাকে কাফন পরাবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমাকে তার দাফনের সময় খবর দিও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামায পড়ার ইচ্ছা করলে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁকে বলেন, তার ব্যাপারে আপনার কি হলো! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামায পড়েন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ আমাকে দুইটি বিষয়ের মধ্যে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে ঃ "আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা ক্ষমা প্রার্থনা নাই করুন" (সূরা তওবা ঃ ৮০)। তখন মহান আল্লাহ নাযিল করেন, "তাদের কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জন্য জানাযার নামায পড়বে না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না" (সূরা তওবা ঃ ৮৪)।

١٥٢٤- حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ وَسَهْلُ بْنُ اَبِيْ سَهْلٍ قَالاَ ثَنَا يَحْيَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَاتَ رَأْسُ الْمُنَافِقِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ وَاَوْصٰى اَنْ يُّصَلِّيَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنْ يُّكَفِّنَهُ فِيْ قَمِيْصِهِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَكَفَّنَهُ فِيْ قَمِيْصِهِ وَقَامَ عَلٰى قَبْرِهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلاَ تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهِ .

১৫২৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মোনাফিক নেতা (উবাই) মদীনায় মারা গেলো। সে ওসিয়াত করলো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন তার জানাযার নামায পড়েন এবং তাঁর জামা দিয়ে যেন তাকে কাফন দেয়া হয়। তিনি তার জানাযার নামায পড়েন, তাঁর জামা দিয়ে তাকে কাফন দেন এবং তার কবরের পাশে (দোয়া করতে) দাঁড়ান। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "তাদের কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জন্য জানাযার নামায পড়বে না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না " (সূরা তওবা ঃ ৮৪)।

١٥٢٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ السُّلَمِيُّ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْحَارِثُ ابْنُ نَبْهَانَ ثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الاَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوْا عَلٰى كُلِّ مَيِّتٍ وَجَاهِدُوْا مَعَ كُلِّ اَمِيْرٍ .

১৫২৫। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা প্রত্যেক মৃতের জন্য জানাযার নামায পড়ো এবং প্রত্যেক আমীরের নেতৃত্বে জিহাদ করো।

١٥٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ جُرِحَ فَاٰذَتْهُ الْجِرَاحَةُ فَدَبَّ اِلٰى مَشَاقِصَ فَذَبَحَ بِهَا نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ وَكَانَ ذٰلِكَ مِنْهُ اَدَبًا .

১৫২৬। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী আহত হন। এর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি তার তীরের ফলা দ্বারা আত্মহত্যা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামায পড়েননি। রাবী বলেন, তা ছিল তাঁর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় (শাস্তিস্বরূপ)।[৪]

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ

দাফনের পর জানাযার নামায পড়া।

١٥٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَاَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَ عَنْهَا بَعْدَ اَيَّامٍ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ فَهَلاَّ اٰذَنْتُمُوْنِيْ فَاَتٰى قَبْرَهَا فَصَلّٰى عَلَيْهَا .

১৫২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক কৃষ্ণকায় নারী মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে না পেয়ে কয়েক দিন পর তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তাঁকে জানানো হলো যে, সে মারা গেছে। তিনি বলেনঃ তোমরা কেন আমাকে অবহিত করোনি? অতঃপর তিনি তার কবরের পাশে আসেন এবং তার জানাযার নামায পড়েন।

---

৪. তা ছিল তাঁর পক্ষ থেকে শিক্ষণীর (শাস্তিস্বরূপ) অর্থাৎ লোকেরা যাতে আত্মহত্যা না করে এবং আত্মহত্যা যে একটি মারাত্মক অপরাধ, সেই সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামায পড়েননি। ইমাম ম্যালেক (র)-এর মতে আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া মাকরূহ। ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম শাফিঈ (র)-সহ অধিকাংশ আলেমের মতে, যারা মুসলমান এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর অনুসারী, তারা পাপাচারী হলেও তাদের জানাযা পড়তে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তির জানাযা না পড়লেও সাহাবায় কিরাম (রা) তার জানাযা পড়েছেন (তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী, ৪খ, পৃ. ১৭৮—অনুবাদক)।

١٥٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ ثَابِتٍ وَكَانَ اَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا وَرَدَ الْبَقِيعَ فَاِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيْدٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوْا فُلاَنَةُ قَالَ فَعَرَفَهَا وَقَالَ اَلاَ اٰذَنْتُمُوْنِي بِهَا قَالُوْا كُنْتَ قَائِلاً صَائِمًا فَكَرِهْنَا اَنْ نُؤْذِيَكَ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوْا لَاَعْرِفَنَّ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ اِلاَّ اٰذَنْتُمُوْنِيْ بِهِ فَاِنَّ صَلاَتِيْ عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ ثُمَّ اَتَى الْقَبْرَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا .

১৫২৮। ইয়াযীদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যায়েদ (রা)-র বড় ভাই। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম। তিনি বাকী গোরস্থানে পৌছে একটি নতুন কবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারা বলেন, অমুক মহিলার কবর। রাবী বলেন, তিনি তাকে চিনতে পেরে বলেনঃ তোমরা কেন আমাকে তার সম্পর্কে জানালে না? তারা বললেন, আপনি রোযা অবস্থায় দুপুরের বিশ্রাম করছিলেন। তাই আমরা আপনাকে কষ্ট দেয়া পছন্দ করিনি। তিনি বলেন ঃ তোমরা এরূপ করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে এবং আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত থাকলে তোমরা অবশ্যই আমাকে তার সম্পর্কে জানাবে। কেননা তার জন্য আমার নামায তার রহমত লাভের উপায় হবে। অতঃপর তিনি কবরের নিকট আসলেন এবং আমরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। তিনি চার তাকবীরে তার জানাযার নামায পড়েন।

١٥٢٩-حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ امْرَاَةً سَوْدَاءَ مَاتَتْ لَمْ يُؤْذَنْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَاُخْبِرَ بِذٰلِكَ فَقَالَ هَلاَّ اٰذَنْتُمُوْنِيْ بِهَا ثُمَّ قَالَ لِاَصْحَابِهِ صُفُّوْا عَلَيْهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا .

১৫২৯। আমের ইবনে রবীআ (রা) থেকে বর্ণিত। এক কৃষ্ণকায় মহিলা মারা গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা অবহিত করা হয়নি। পরে তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হলে তিনি বলেন ঃ তোমরা কেন আমাকে তার সম্পর্কে অবহিত করলে না? অতঃপর তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বলেন ঃ তোমরা তার (নামাযের জন্য) কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াও। তারপর তিনি তার জানাযার নামায পড়েন।

١٥٣٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُهُ فَدَفَنُوْهُ

بِاللَّيْلِ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَعْلَمُوْهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكُمْ اَنْ تُعْلِمُوْنِىْ قَالُوْا كَانَ اللَّيْلُ وَكَانَتِ الظُّلْمَةُ فَكَرِهْنَا اَنْ نَّشُقَّ عَلَيْكَ فَاَتٰى قَبْرَهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ .

১৫৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন। সে মারা গেলে লোকেরা তাকে রাতে দাফন করে। সকাল বেলা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি অবহিত করে। তিনি বলেনঃ আমাকে তা জানাতে কিসে তোমাদের বাধা দিলো? তারা বললো, গভীর অন্ধকার রাত ছিল বিধায় আমরা আপনাকে কষ্ট দেয়া সমীচীন মনে করিনি। তিনি তার কবরের নিকট এসে তার জানাযার নামায পড়েন।

١٥٣١- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى عَلٰى قَبْرٍ بَعْدَ مَا قُبِرَ .

১৫৩১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তিকে দাফন করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামায পড়েন।

١٥٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا مِهْرَانُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ عَنْ اَبِىْ سِنَانٍ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى عَلٰى مَيِّتٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ .

১৫৩২। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার জানাযার নামায পড়েন।

١٥٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ شُرَحْبِيْلَ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَتْ سَوْدَاءُ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَتُوُفِّيَتْ لَيْلاً فَلَمَّا اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُخْبِرَ بِمَوْتِهَا فَقَالَ اَلاَ اٰذَنْتُمُوْنِىْ بِهَا فَخَرَجَ بِاَصْحَابِهِ فَوَقَفَ عَلٰى قَبْرِهَا فَكَبَّرَ عَلَيْهَا وَالنَّاسُ مِنْ خَلْفِهِ وَدَعَا لَهَا ثُمَّ انْصَرَفَ .

১৫৩৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কৃষ্ণকায় মহিলা মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিতো। সে রাতের বেলা মারা গেলো (এবং রাতেই দাফন করা হলো)

এবং ভোরবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হলো। তিনি বলেন ঃ তোমরা কেন আমাকে তার সম্পর্কে জানাওনি? অতঃপর তিনি তার সাহাবীগণকে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাকবীর দিয়ে নামায পড়েন এবং তার জন্য দোয়া করেন। লোকেরাও তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে (নামাযে অংশগ্রহণ করেন)। অতঃপর তিনি ফিরে আসেন।[৫]

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى النَّجَاشِيِّ

নাজাশীর জানাযার নামায সম্পর্কে।

١٥٣٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ اِلَى الْبَقِيْعِ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ .

১৫৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ নাজাশী ইনতিকাল করেছেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে জান্নাতুল বাকীর উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। আমরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হয়ে চার তাকবীরের সাথে জানাযার নামায পড়েন।

١٥٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالاَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ جَمِيْعًا عَنْ يُوْنُسَ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَقَامَ فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ وَاِنِّيْ لَفِي الصَّفِّ الثَّانِيْ فَصَلّٰى عَلَيْهِ صَفَّيْنِ .

---

৫. হানাফী মাযহাবমতে দাফনের পূর্বে জানাযার নামায না পড়া হলে, কবরকে সামনে রেখে তা পড়া জায়েয, অন্যথায় জায়েয নয়। ইমাম শাফিঈসহ গরিষ্ঠ সংখ্যক আলেমের মতে সাধারণভাবে কবরের উপর জানাযার নামায পড়া জায়েয এবং এই শেষোক্ত মতই অধিক অগ্রগণ্য (অনুবাদক)।

১৫৩৫। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের ভাই নাজাশী ইনতিকাল করেছেন। অতএব তোমরা তার জানাযার নামায পড়ো। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়াঁলেন এবং আমরা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়লাম। অবশ্যি আমি ছিলাম দ্বিতীয় কাতারে। তিনি (মোক্তাদীদের) দুই কাতারে সারিবদ্ধ করে তার জানাযার নামায পড়েন।

١٥٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمْرَانَ بْنِ اَعْيَنَ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ

১৫৩৬। মুজাম্মি ইবনে জারিয়া আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের ভাই নাজাশী ইনতিকাল করেছেন। তোমরা দাঁড়িয়ে তার জানাযার নামায পড়ো। অতএব আমরা তাঁর পিছনে দুই কাতারে সারিবদ্ধ হলাম।

١٥٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنِ الْمُثَنّٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اُسَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ بِهِمْ فَقَالَ صَلُّوا عَلٰى اَخٍ لَّكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ اَرْضِكُمْ قَالُوْا مَنْ هُوَ قَالَ النَّجَاشِيُّ .

১৫৩৭। হুযায়ফা ইবনে উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সাথে নিয়ে বের হয়ে বলেন ঃ অন্য দেশে মৃত্যুবরণকারী তোমাদের এক ভাইয়ের জানাযার নামায পড়ো। তারা বলেন, তিনি কে? তিনি বলেন ঃ নাজাশী।

١٥٣٨- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَبُو السَّكَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا .

১৫৩৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার তাকবীরে নাজাশীর জানাযার নামায পড়েন।[৬]

---

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাশীর গায়বী জানাযা পড়েন। হানাফী ও মালিকী মাযহাবমতে গায়বী জানাযা পড়া জায়েয নয়। শায়খ দিহলাবী (র) বলেন, আজকাল মক্কা-মদীনার হানাফী আলেমগণও গায়বী জানাযা পড়েন। বর্তমান কালে গায়বী জানাযা পড়া একটি প্রচলিত রীতিতে পরিণত হয়েছে এবং এভাবে শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবের অভিমতই সর্বসাধারণ্যে গ্রহণযোগ্য হয়েছে (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ ثَوَابِ مَنْ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ وَمَنْ انْتَظَرَ دَفَنَهَا

জানাযায় অংশগ্রহণকারীর এবং তার দাফনের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তির সওয়াব।

١٥٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلٰى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنِ انْتَظَرَ حَتّٰى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قَالُوْا وَمَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ .

১৫৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়লো তার জন্য এক কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি দাফনকার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো, তার জন্য দুই কীরাত সওয়াব। লোকেরা বললো, দুই কীরাত কি? তিনি বলেন ঃ দুইটি পাহাড়ের সমান।

١٥٤٠- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلٰى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قَالَ فَسُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْقِيْرَاطِ فَقَالَ مِثْلُ اُحُدٍ .

১৫৪০। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়লো, তার জন্য এক কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি তার দাফনেও অংশগ্রহণ করলো, তার জন্য দুই কীরাত সওয়াব। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক কীরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ তা উহুদ পাহাড় সমতুল্য।

١٥٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِىُّ عَنْ حَجَّازِ ابْنِ اَرْطَاةَ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلٰى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتّٰى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ الْقِيْرَاطُ اَعْظَمُ مِنْ اُحُدٍ هٰذَا .

১৫৪১। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়লো, তার জন্য এক কীরাত সওয়াব এবং যে ব্যক্তি দাফনের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকলো তার জন্য দুই কীরাত সওয়াব। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! একটি কীরাত এই উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বিশাল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

লাশ বয়ে নিয়ে যেতে দেখে দাঁড়ানো।

١٥٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ .

১৫৪২। আমের ইবনে রবীআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা যখন লাশ বয়ে নিয়ে যেতে দেখো, তখন তার জন্য দাঁড়াও, যাবত না তা তোমাদেরকে পেছনে ফেলে যায় অথবা লাশ নামিয়ে রাখা হয়।

١٥٤٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاَ ثَنَا عَبْدَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ وَقَالَ قُومُوا فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا .

১৫৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হলে তিনি দাঁড়ান এবং বলেনঃ তোমরা দাঁড়িয়ে যাও। কেননা মৃত্যুর কারণে ভীত হওয়া উচিৎ।

١٥٤٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِجَنَازَةٍ فَقُمْنَا حَتَّى جَلَسَ فَجَلَسْنَا .

১৫৪৪। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি লাশ বয়ে নিয়ে যেতে দেখে দাঁড়ালে আমরাও দাঁড়ালাম। অতঃপর তিনি বসলে আমরাও বসে পড়ি।

١٥٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالاَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى ثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ اَبِىْ أُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا اتَّبَعَ جِنَازَةً لَمْ يَقْعُدْ حَتّٰى تُوْضَعَ فِى اللَّحْدِ فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ فَقَالَ هٰكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ خَالِفُوْهُمْ .

১৫৪৫। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাশের সাথে সাথে গেলে লাশ কবরে না রাখা পর্যন্ত বসতেন না। জনৈক ইহূদী পণ্ডিত তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে মুহাম্মাদ ! আমরাও তাই করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ বসে পড়েন এবং বলেন ঃ তোমরা তাদের বিপরীত করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا يُقَالُ اذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ

কবরস্থানে গেলে যা বলতে হয়।

١٥٤٦- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُهُ (تَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ) فَاِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَاِنَّا بِكُمْ لاَحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ .

১৫৪৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারিয়ে ফেললাম (বিছানায় পেলাম না)। তিনি জান্নাতুল বাকীতে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে বলেন ঃ "হে কবরবাসী মুমিনগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা আমাদের জন্য অগ্রগামী এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো। হে আল্লাহ! তাদের পুরস্কার থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না এবং তাদের পরে আমাদের বিপদে ফেলো না"।

١٥٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ أٰدَمَ ثَنَا اَحْمَدُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ اِذَا خَرَجُوْا اِلَى الْمَقَابِرِ كَانَ قَائِلُهُمْ يَقُوْلُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ .

১৫৪৭। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তারা যখন কবরস্থানে যেতেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের শিক্ষা দিতেনঃ "হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলিমগণ! তোমাদেরকে সালাম। আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের ও তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْجُلُوْسِ فِى الْمَقَابِرِ

কবরস্থানে বসা।

١٥٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنِ الْمِنْهَالِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جِنَازَةٍ فَقَعَدَ حِيَالَ الْقِبْلَةِ .

১৫৪৮। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি জানাযায় বের হলাম। তিনি কিবলামুখী হয়ে বসে পড়েন।

١٥٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْمِنْهَالِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جِنَازَةٍ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَبْرِ فَجَلَسَ كَاَنَّ عَلٰى رُءُوْسِنَا الطَّيْرُ .

১৫৪৯। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি জানাযায় বের হলাম। আমরা কবরস্থানে পৌঁছলে তিনি বসে পড়েন (এবং আমরাও নীরবে অনড় হয়ে বসে পড়লাম), যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসে আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ

লাশ কবরে রাখা।

١٥٥٠-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا لَيْثُ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَبُوْ خَالِدٍ مَرَّةً اِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِيْ لَحْدِهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ هِشَامٌ فِيْ حَدِيْثِهِ بِسْمِ اللّٰهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৫৫০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাশ কবরে রাখার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ"। আবু খালিদ (র) বলেন, লাশকে তার কবরে রাখার সময় তিনি বলতেনঃ "বিসমিল্লাহি ওয়া আলা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহ"। হিশাম (র) তার হাদীসে বলেন, "বিস্‌মিল্লাহি ওয়া ফী সাবীলিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ"।

١٥٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْخَطَّابِ ثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ سَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَعْدًا وَرَشَّ عَلٰى قَبْرِهِ مَاءً .

১৫৫১। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খাটিয়া থেকে) সাদ (রা)-র লাশ পায়ের দিক থেকে কবরে নামান এবং তার কবরে পানি ছিটিয়ে দেন।

١٥٥٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُخِذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَاُسْتُقْبِلَ اِسْتِقْبَالًا (وَاُسْتُلَّ اِسْتِلَالًا) .

১৫৫২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাশ কিবলার দিক থেকে কবরে রাখার জন্য গ্রহণ করা হয়, তাঁর মুখমণ্ডল কিবলামুখী রাখা হয় এবং তাঁর পায়ের দিক থেকে রওয়া মুবারকে নামানো হয়।

١٥٥٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكَلْبِيُّ ثَنَا اِدْرِيْسُ الْاَوْدِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَضَرْتُ ابْنَ عُمَرَ فِيْ جِنَازَةٍ فَلَمَّا وَضَعَهَا فِي اللَّحْدِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اُخِذَ فِيْ تَسْوِيَةِ اللَّبِنِ عَلَى اللَّحْدِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا وَصَعِّدْ رُوْحَهَا وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا قُلْتُ يَا ابْنَ عُمَرَ اَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَمْ قُلْتَهُ بِرَاْيِكَ قَالَ اِنِّيْ اِذًا لَقَادِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بَلْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৫৫৩। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-এর সাথে এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি কবরে লাশ রাখার সময় বলেন, "বিসমিল্লাহি ওয়া ফী সাবীলিল্লাহ ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ"। কবরের উপর মাটি সমান করে দেওয়ার সময় তিনি বলেন, "হে আল্লাহ! তাকে শয়তান ও কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! তার পার্শ্বদেশ থেকে মাটি সরিয়ে দিন এবং তার রূহ উঠিয়ে নিন এবং সন্তুষ্টির সাথে তাকে সাক্ষাত দান করুন"। আমি বললাম, হে ইবনে উমার! আপনি কি এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, না আপনার নিজের থেকে বলেছেন? তিনি বলেন, আমি সামর্থ্য রাখি, তবে আমি একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ اللَّحْدِ

লাহ্দ কবর উত্তম।

١٥٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا حُكَّامُ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْاَعْلٰى يَذْكُرُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا .

১৫৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের জন্য লাহ্দ এবং অন্যদের জন্য শাক্ক কবর।

١٥٥٥- حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى الْيَقْظَانِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا .

১৫৫৫। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের জন্য লাহ্‌দ অন্যদের জন্য শাক্ক কবর।

١٥٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِىُّ عَنْ اسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ اَنَّهُ قَالَ اَلْحِدُوا لِىْ لَحْدًا وَانْصِبُوْا عَلَى اللَّبِنِ نَصْبًا كَمَا فُعِلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৫৫৬। সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জন্য তোমরা লাহ্‌দ কবর তৈরি করো এবং নিদর্শনস্বরূপ সেখানে ইট পুঁতে দিও, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলায় করা হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

بَابُ مَا جَاءَ فِى الشَّقِّ

শাক্ক কবর।

١٥٥٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فُضَالَةَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَاٰخَرُ يَضْرَحُ فَقَالُوْا نَسْتَخِيْرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ اِلَيْهِمَا فَاَيُّهُمَا سُبِقَ تَرَكْنَاهُ فَاُرْسِلَ اِلَيْهِمَا فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ فَلَحَدُوْا لِلنَّبِىِّ ﷺ .

১৫৫৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইনতিকাল করেন তখন মদীনায় এক ব্যক্তি লাহ্‌দ কবর খনন করতো এবং অপর ব্যক্তি শাক্ক কবর খনন করতো। সাহাবীগণ বলেন, আমরা আমাদের প্রভুর দরবারে ইস্তিখারা করবো এবং তাদের উভয়ের কাছে সংবাদ পাঠাবো। তাদের মধ্যে যে আগে আসবে (তাকে রাখবো) এবং অন্যজনকে বাদ দিবো। অতএব তাদের দু'জনকেই ডেকে পাঠানো হলো এবং লাহ্‌দ কবর খননকারী আগে পৌঁছে গেলো। অতএব সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য লাহ্‌দ কবর খনন করেন।

١٥٥٨- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ طُفَيْلٍ الْمُقْرِئُ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ الْقُرَشِىُّ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا

مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِخْتَلَفُوْا فِى اللَّحْدِ وَالشَّقِّ حَتّٰى تَكَلَّمُوْا فِىْ ذٰلِكَ وَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمْ فَقَالَ عُمَرُ لاَ تَصْخَبُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَيًّا وَّلاَ مَيِّتًا اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا فَاَرْسِلُوْا اِلَى الشَّقَّاقِ وَاللاَّحِدِ جَمِيْعًا فَجَاءَ اللاَّحِدُ فَلَحَدَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ دُفِنَ ﷺ .

১৫৫৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইনতিকাল করেন, তখন সাহাবীগণ তাঁকে লাহ্‌দ অথবা শাক্ক কবরে দাফন করার ব্যাপারে মতভেদ করেন, এমনকি তারা এ নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হন এবং তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যায়। উমার (রা) বলেন, তোমরা জীবিত ও মৃত কোন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উচ্চ কণ্ঠে বিতণ্ডা করো না অথবা অনুরূপ কিছু বলেছেন। তোমরা শাক্ক ও লাহ্‌দ খননকারী সকলের নিকট খবর পাঠাও। অতএব লাহ্‌দ কবর খননকারী (আগে) আসলো এবং সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য লাহ্‌দ কবর খনন করলো, অতঃপর তাঁকে দাফন করা হলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ حَفْرِ الْقَبْرِ

কবর খনন করা।

١٥٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ الْاَدْرَعِ السُّلَمِيِّ قَالَ جِئْتُ لَيْلَةً اَحْرُسُ النَّبِيَّ ﷺ فَاِذَا رَجُلٌ قِرَاءَتُهُ عَالِيَةٌ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا مُرَاءٍ قَالَ فَمَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَفَرَغُوْا مِنْ جِهَازِهِ فَحَمَلُوْا نَعْشَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُرْفُقُوْا بِهِ رَفَقَ اللّٰهُ بِهِ اِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ وَحَفَرَ حُفْرَتَهُ فَقَالَ اَوْسِعُوْا لَهُ اَوْسَعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ حَزِنْتَ عَلَيْهِ فَقَالَ اَجَلْ اِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

১৫৫৯। আল-আদরাআ আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাহারা দিতে আসলাম। এক ব্যক্তি উচ্চ কণ্ঠে কুরআন পড়ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যক্তি তো রিয়াকার। রাবী বলেন, লোকটি মদীনায় মারা গেলে লোকজন তার দাফন-কাফনে শংকাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা তার লাশ বহন করে নিয়ে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তার প্রতি সদয় হও, আল্লাহ তার প্রতি

সদয় হয়েছেন। কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসতো। রাবী বলেন, তার কবর খনন করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তার কবর আরো প্রশস্ত করো। আল্লাহ তাঁর প্রতি সদয় হয়েছেন। তাঁর কোন সাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নিশ্চয় তার ব্যাপারে চিন্তান্বিত। তিনি বলেন ঃ হাঁ, নিশ্চয় সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসতো।

١٥٦٠- حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِى الدَّهْمَاءِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْفِرُوْا وَاَوْسِعُوْا وَاَحْسِنُوْا .

১৫৬০। হিশাম ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা প্রশস্ত করে কবর খনন করো এবং সদয় হও ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْعَلاَمَةِ فِى الْقَبْرِ

কবরে নিদর্শন স্থাপন করা।

١٥٦١- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَيُّوْبَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نُبَيْطٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ بِصَخْرَةٍ .

১৫৬১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মাযঊন (রা)-র কবর একটি পাথর দিয়ে চিহ্নিত করে রাখেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُوْرِ وَتَجْصِيْصِهَا وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا

কবরের উপর কিছু নির্মাণ করা, তা পাকা করা এবং তাতে কিছু লিপিবদ্ধ করা নিষেধ।

١٥٦٢- حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ وَمَحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَجْصِيْصِ الْقُبُوْرِ .

১৫৬২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন।

١٥٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَئٌ

১৫৬৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উপর কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন।

١٥٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيُّ ثَنَا وَهْبٌ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يُبْنٰى عَلَى الْقَبْرِ .

১৫৬৪। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উপর কিছু নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

بَابُ مَا جَاءَ فِى حَثْوِ التُّرَابِ فِى الْقَبْرِ

কবরে মাটি বিছিয়ে দেয়া।

١٥٦٥- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا يَحْىَ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا سَلَمَةُ ابْنُ كُلْثُوْمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى عَلٰى جِنَازَةٍ ثُمَّ اَتٰى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثٰى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَاْسِهِ ثَلاَثًا .

১৫৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লেন, অতঃপর মৃতের কবরের নিকট এসে তার মাথার দিকে তিনবার মাটি ছড়িয়ে দিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ الْمَشْىِ عَلَى الْقُبُوْرِ وَالْجُلُوْسِ عَلَيْهَا

কবর মাড়ানো এবং তার উপর বসা নিষেধ।

١٥٦٦- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنْ يَّجْلِسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ تَحْرِقُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَّجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ .

১৫৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবরের উপর তোমাদের কারো বসার চাইতে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসা তার জন্য উত্তম।

١٥٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ اَمْشِيَ عَلٰى جَمْرَةٍ اَوْ سَيْفٍ اَوْ اَخْصِفَ نَعْلِى بِرِجْلِى اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَمْشِيَ عَلٰى قَبْرِ مُسْلِمٍ وَمَا اُبَالِيْ اَوْسَطَ الْقُبُوْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِيْ اَوْ وَسَطَ السُّوْقِ .

১৫৬৭। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের কবরের উপর দিয়ে আমার হেঁটে যাওয়া অপেক্ষা জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়ে অথবা তরবারির উপর দিয়ে আমার হেঁটে যাওয়া অথবা আমার জুতাজোড়া আমার পায়ের সাথে সেলাই করা আমার নিকট অধিক প্রিয়। কবরস্থানে পায়খানা করা এবং বাজারের মাঝখানে পায়খানা করার মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখি না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خَلْعِ النَّعْلَيْنِ فِى الْمَقَابِرِ

জুতা খুলে কবরস্থান অতিক্রম করা।

١٥٦٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَّةِ مَا تَنْقِمُ عَلَى اللّٰهِ اَصْبَحْتَ تُمَاشِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَنْقِمُ عَلَى اللّٰهِ شَيْئًا كُلُّ خَيْرٍ قَدْ اٰتَانِيْهِ اللّٰهُ فَمَرَّ عَلٰى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ اَدْرَكَ هٰؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيْرًا ثُمَّ مَرَّ عَلٰى مَقَابِرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ سَبَقَ هٰؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيْرًا قَالَ فَالْتَفَتَ فَرَاٰى رَجُلًا يَمْشِيْ بَيْنَ الْمَقَابِرِ فِيْ نَعْلَيْهِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ اَلْقِهِمَا .

১৫৬৮। বাশীর ইবনুল খাসাসিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পায়চারি করছিলাম। তিনি বলেন ঃ হে ইবনুল

খাসাসিয়া! তুমি আল্লাহ্‌র নিকট এর চাইতে বড় নিয়ামত আর কি আশা করো যে, তুমি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকালবেলা পায়চারি করছো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহ্‌র নিকট এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করি না। কেননা আল্লাহ আমাকে সব ধরনের কল্যাণ দান করেছেন। অতঃপর তিনি মুসলমানদের কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন ঃ এসব লোক বিপুল কল্যাণ লাভ করেছে। অতঃপর তিনি মুশরিকদের কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন ঃ এসব লোক ইতিপূর্বে প্রচুর কল্যাণ লাভ করেছে। রাবী বলেন, তিনি এক ব্যক্তিকে জুতা পরিহিত অবস্থায় কবরস্থান অতিক্রম করতে দেখে বলেন ঃ হে জুতা পরিধানকারী! তোমার জুতা জোড়া খুলে ফেলো।

١٥٦٨(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ يَقُوْلُ حَدِيْثٌ جَيِّدٌ وَرَجُلٌ ثِقَةٌ .

১৫৬৮ (ক)। মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার-আবদুর রহমন ইবনে মাহ্‌দী (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উসামান (র) বলতেন, হাদীসটি উত্তম এবং তার রাবী নির্ভরযোগ্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

কবর যিয়ারত করা।

١٥٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَانَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْاٰخِرَةَ .

১৫৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।

١٥٧٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِىُّ ثَنَا رَوْحٌ ثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِىْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ .

১৫৭০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন।

١٥٧١- حَدَّثَنَا يُوْسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ هَانِئٍ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ الْاَجْدَعِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُزَهِّدُ فِى الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ .

১৫৭১। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা দুনিয়া বিমুখ বানায় এবং আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

بَابُ مَا جَاءَ زِيَارَةِ قُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ

মুশরিকদের কবর যিয়ারত।

١٥٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِىُّ ﷺ قَبْرَ اُمِّهِ فَبَكٰى وَاَبْكٰى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اِسْتَاْذَنْتُ رَبِّىْ فِىْ اَنْ اَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَاْذَنْ لِىْ وَاسْتَاْذَنْتُ رَبِّىْ فِىْ اَنْ اَزُوْرَ قَبْرَهَا فَاَذِنَ لِىْ فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ .

১৫৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করেন। তিনি কান্নাকাটি করেন এবং তাঁর সাথের লোকদেরও কাঁদান। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি আমার রবের নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। আমি আমার রবের নিকট তার কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দেন। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা তোমাদের মৃত্যু স্মরণ করিয়ে দেয় (মু ২১২৬-৭)।

١٥٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَكَانَ وَكَانَ فَاَيْنَ هُوَ قَالَ فِى النَّارِ قَالَ فَكَاَنَّهُ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَيْنَ اَبُوْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ قَالَ فَاَسْلَمَ الْاَعْرَابِىُّ بَعْدُ وَقَالَ لَقَدْ كَلَّفَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَبًا مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ اِلَّا بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ .

১৫৭৩। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখতেন এবং তিনি এই এই কাজ করতেন। তিনি কোথায় আছেন? তিনি বলেন ঃ জাহান্নামে। রাবী বলেন, এতে সে ব্যথিত হলো। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পিতা কোথায় আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি যখন কোন মুশরিকের কবর অতিক্রম করো, তখন তাকে জাহান্নামের দুঃসংবাদ দিও। রাবী বলেন, সেই বেদুইন পরে ইসলাম গ্রহণ করে এবং বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চয় আমাকে একটি কাজের দায়িত্ব দিয়েছেনঃ আমি কোন কাফেরের কবর অতিক্রম করলেই তাকে দোযখের দুঃসংবাদ দিয়েছি।[৭]

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُوْرَ

মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারতের ব্যাপারে বিধিনিষেধ রয়েছে।

١٥٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ بِشْرٍ قَالاَ ثَنَا قَبِيْصَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ وَقَبِيْصَةُ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ .

১৫৭৪। হাস্সান ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘন ঘন কবর যিয়ারতকারিনীদের অভিসম্পাত করেছেন।

١٥٧٥- حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ .

১৫৭৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘন ঘন কবর যিয়ারতকারিনীদের অভিসম্পাত করেছেন।

---

৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা-মাতা সম্পর্কে তিনটি মত আছে ঃ (এক) মিরাজ রজনীতে তারা ইসলামে দিক্ষীত হন। (দুই) তারা জাহিলী আরবদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে মারা যান। (তিন) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা, তাঁর পিতা-মাতা হওয়ার মর্যাদা ইত্যাদি বিবেচনা করে তাদের সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকে নীরবতা অবলম্বন করা। এই শেষোক্ত মতই উত্তম (অনুবাদক)।

١٥٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ اَبُوْ نَصْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَالِبٍ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ .

১৫৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘন ঘন কবর যিয়ারতকারিনীদের বদদোয়া করেছেন।[৮]

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

জানাযায় মহিলাদের অংশগ্রহণ।

١٥٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ نُهِيْنَا عَنِ اِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا .

১৫৭৭। উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়নি।

١٥٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ سَلْمَانَ عَنْ دِيْنَارٍ اَبِيْ عُمَرَ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ خَرَجَ

---

৮. মোল্লা আলী আল-কারী (র) বলেন, উপরোক্ত হাদীসে সম্ভবত ঘন ঘন কবর যিয়ারতকারিনীদের অভিসম্পাত করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, নিত্য বহির্গমনের অভ্যাসে পরিণত না হলে নারীদের জন্য কবর যিয়ারতে বাধা নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাওয়ার সময় একজন নারীকে কবরের নিকট কাঁদতে দেখে বলেন ঃ আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধারণ করো। ইবনে হাজার (র) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মহিলাকে কবরের নিকট বসতে নিষেধ করেননি। এতে তার অনুমোদন প্রকাশিত হয়। হাকেম নীশাপুরী তার আল-মুসতাদাক-এ উল্লেখ করেছেন যে, আয়েশা (রা) তার ভাই আবদুর রহমানের কবর যিয়ারত করতে গেলে তাকে বলা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এটা নিষিদ্ধ করেননি? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি নিষেধ করেছিলেন, পরে তার অনুমতি দিয়েছেন। সহীহ মুসলিমে উল্লেখিত হাদীসে (৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৬–৭, নং ২১২৪) বলা হয়েছে ঃ আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কবর যিয়ারত করতে গেলে কি বলবো? তিনি বলেন ঃ তুমি বলবে, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাদ দিয়ার মিনাল মুমিনীন ওয়াল মুসলিমীন...” (তুহফাতুল আহওয়াযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬০-১)। নারীদের জন্য কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ হলে তিনি তাকে উক্ত দোয়া না শিখিয়ে বরং কবর যিয়ারতে যেতে বারণ করতেন। অতএব নারীগণ শালীনতা বজায় রেখে কবর যিয়ারত করতে যেতে পারেন। কারণ তাদেরও মৃত্যু ও আখেরাতের কথা স্মরণ হওয়ার প্রয়োজন আছে। তবে সশব্দে কান্নাকাটি বা বিলাপ করা নিষেধ (অনুবাদক)।

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاذَا نِسْوَةٌ جُلُوْسٌ فَقَالَ مَا يُجْلِسُكُنَّ قُلْنَ نَنْتَظِرُ الْجَنَازَةَ قَالَ هَلْ تَغْلِسْنَ قُلْنَ لاَ قَالَ هَلْ تَحْمِلْنَ قُلْنَ لاَ قَالَ هَلْ تُدْلِيْنَ فِيْمَنْ يُدْلِى قُلْنَ لاَ قَالَ فَارْجِعْنَ مَأْزُوْرَاتٍ غَيْرَ مَأْجُوْرَاتٍ .

১৫৭৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এসে মহিলাদের বসা দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ তোমরা কেন বসে আছো? তারা বললেন, আমরা লাশের অপেক্ষা করছি। তিনি বলেন ঃ তোমরা কি লাশের গোসল করাবে? তারা বললেন, না। তিনি বলেন ঃ তোমরা কি লাশ বহন করবে? তারা বললেন, না। তিনি বলেন ঃ যারা লাশ কবরে রাখবে তাদের সাথে তোমরাও কি লাশ কবরে রাখবে? তারা বললেন, না। তিনি বলেন ঃ তোমরা ফিরে যাও, তোমাদের জন্য গুনাহ্ ব্যতীত কোন সওয়াব নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

بَابُ فِى النَّهْىِ عَنِ النِّيَاحَةِ

বিলাপ করে কান্নাকাটি করা নিষেধ।

١٥٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلَى الصَّهْبَاءِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ قَالَ النَّوْحُ .

১৫৭৯। উম্মু সালামা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে বলেন, "তারা উত্তম কাজে তোমাদের অমান্য করবে না" (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১২), এর অর্থ 'বিলাপ করবে না'।

١٥٨٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ ثَنَا جَرِيْرٌ مَوْلٰى مُعَاوِيَةَ قَالَ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بِحِمْصَ فَذَكَرَ فِىْ خُطْبَتِهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّوْحِ .

১৫৮০। জারীর (র) বলেন, মুআবিয়া (রা) হিম্‌স নামক স্থানে ভাষণ দানকালে তার ভাষণে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করেছেন।

١٥٨١- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيْرٍ عَنِ ابْنِ مُعَانِقٍ اَوْ اَبِيْ مُعَانِقٍ عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلنِّيَاحَةُ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَاِنَّ النَّائِحَةَ اِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَطَعَ اللّٰهُ لَهَا ثِيَابًا مِّنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعًا مِّنْ لَهَبِ النَّارِ .

১৫৮১। আবু মালেক আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিলাপকারিনী তওবা না করে মারা গেলে, আল্লাহ তাআলা তাকে আলকাত্‌রাযুক্ত কাপড় এবং লেলিহান শিখার বর্ম পরাবেন।

١٥٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ الْيَمَامِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَاِنَّ النَّائِحَةَ اِنْ لَّمْ تَتُبْ قَبْلَ اَنْ تَمُوْتَ فَاِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيهَا سَرَابِيْلُ مِنْ قَطِرَانٍ ثُمَّ يُعْلٰى عَلَيْهَا بِدِرْعٍ مِّنْ لَهَبِ النَّارِ .

১৫৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিন বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃতের জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি করা জাহিলী প্রথা। অতএব যে বিলাপকারিনী মৃত্যুর পূর্বে তওবা করেনি, কিয়ামতের দিন তাকে আলকাত্‌রাযুক্ত জামা পরিয়ে উঠানো হবে, অতঃপর তাকে লেলিহান শিখার বর্ম পরানো হবে।

١٥٨٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اَنْبَاَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ يَحْيٰى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُتْبَعَ جِنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ .

১৫৮৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন লাশের সাথে বিলাপকারিনী থাকলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْىِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُوْدِ وَشَقِّ الْجُيُوْبِ

শোকে মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করা এবং জামা ছেঁড়া নিষেধ।

١٥٨٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ ح

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوْبَ وَضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

১৫৮৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (মৃত্যু শোকে) বুকের কাপড় ছিড়ে, মুখমণ্ডলে আঘাত করে এবং জাহিলী যুগের ন্যায় চীৎকার করে কান্নাকাটি করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

١٥٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْمُحَارِبِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَرَامَةَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ وَالْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ .

১৫৮৫। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেহারা ক্ষতবিক্ষতকারিনী, বক্ষদেশের জামা ছিন্নকারিনী, ধ্বংস ও মৃত্যু কামনাকারিনী ও শোকগাথার আয়োজনকারিনীকে অভিসম্পাত করেছেন।

١٥٨٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ الْاَوْدِيُّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ اَبِي الْعُمَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَخْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ وَاَبِيْ بُرْدَةَ قَالاَ لَمَّا ثَقُلَ اَبُوْ مُوْسٰى اَقْبَلَتْ امْرَاَتُهُ اُمُّ عَبْدِ اللّٰهِ تَصِيْحُ بِرَنَّةٍ فَاَفَاقَ فَقَالَ لَهَا اَوَمَا عَلِمْتِ اَنِّيْ بَرِيْءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ يُحَدِّثُهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنَا بَرِيْءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ .

১৫৮৬। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ ও আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আবু মূসা (রা) যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর, তখন তার স্ত্রী উম্মু আবদুল্লাহ গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে করতে আসে। তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে তাকে বলেন, তুমি কি জানো না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার প্রতি অসন্তুষ্ট, আমিও তার প্রতি অসন্তুষ্ট? তিনি তার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (মৃত্যুশোকে) মাথা মুণ্ডন করে, চীৎকার করে কান্নাকাটি করে এবং জামা ছিড়ে, আমি তার থেকে দায়মুক্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা।

١٥٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ فِىْ جِنَازَةٍ فَرَاٰى عُمَرُ امْرَاَةً فَصَاحَ بِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعْهَا يَا عُمَرُ فَاِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيْبٌ .

১৫৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। উমার (রা) এক মহিলাকে (কাঁদতে) দেখে ধমকালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে উমার! তাকে ছেড়ে দাও। কেননা অশ্রু বর্ষণকারী, দেহ-মন বেদনাক্লিষ্ট এবং প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী।

١٥٨٧(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَزْرَقِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

১৫৮৭ (ক)। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শাইবা-আফফান-হাম্মাদ ইবনে সালামা-হিশাম ইবনে উরওয়া-ওয়াহ্‌ব ইবনে কাইসান-মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা-সালামা ইবনুল আযরাক-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٥٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ ابْنٌ لِبَعْضِ بَنَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقْضِىْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ اَنْ يَّاْتِيَهَا فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا اَنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ فَاَقْسَمَتْ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقُمْتُ مَعَهُ وَمَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا الصَّبِىَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَرُوْحُهُ

تَقَلْقَلُ فِيْ صَدْرِهِ قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنَّةٌ قَالَ فَبَكَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ مَا هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الرَّحْمَةُ الَّتِيْ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِيْ بَنِيْ اٰدَمَ وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ .

১৫৮৮। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যার শিশু পুত্রের মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার নিকট আসার জন্য লোক মারফত বলে পাঠান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যাকে বলে পাঠান যে, সবই আল্লাহ্‌র যা তিনি নেন তাও তাঁর এবং যা তিনি দান করেন তাও তাঁর। প্রতিটি বস্তুর জন্য তাঁর নিকট একটি নির্ধারিত কাল রয়েছে। অতএব তোমার ধৈর্যধারণ ও সওয়াবের আশা করা উচিৎ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা কসম খেয়ে পুনরায় তাঁর কাছে লোক পাঠান। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে রওয়ানা হন এবং আমিও তাঁর সাথে উঠে রওয়ানা হই। তাঁর সাথে আরো ছিলেন মুআয ইবনে জাবাল, উবাদা ইবনুস সামিত ও উবাই ইবনে কাব (রা)। আমরা গিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করলে শিশুটিকে যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দিলো, তখন তার রূহ তার বুকের মাঝে ধড়ফড় করছিল। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন ঃ এ যেন পুরাতন মশক। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একি? তিনি বলেনঃ মায়া-মমতা, যা আল্লাহ আদম-সন্তানদের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর দয়ালু বান্দাদের অবশ্যই দয়া করেন।

١٥٨٩- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خَيْثَمٍ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِبْرَاهِيْمُ بَكَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ الْمُعَزِّيْ اِمَّا اَبُوْ بَكْرٍ وَاِمَّا عُمَرُ اَنْتَ اَحَقُّ مَنْ عَظَّمَ اللّٰهَ حَقَّهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلاَ نَقُوْلُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ لَوْ لاَ اَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ وَمَوْعُوْدٌ جَامِعٌ وَاَنَّ الْاٰخِرَ تَابِعٌ لِلْاَوَّلِ لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ اَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا وَاِنَّا بِكَ لَمَحْزُوْنُوْنَ .

১৫৮৯। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশু পুত্র ইবরাহীম ইনতিকাল করলে তিনি নীরবে কাঁদেন। তাঁকে শান্ত্বনা দানকারী আবু বাকর অথবা উমার (রা) বলেন, আপনি আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব রক্ষার ব্যাপারে অধিক যোগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ চোখ অশ্রু বর্ষণ করছে, হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে এবং আমরা এমন কিছু বলছি না, যা আমাদের প্রভুকে

অসন্তুষ্ট করে। যদি তা (মৃতু) অবধারিত না হতো, কিয়ামতের দিন একত্র হওয়ার ওয়াদা না থাকতো এবং পরবর্তীদের জন্য পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত না থাকতো, তাহলে হে ইবরাহীম! আমরা তোমার ব্যাপারে যে কষ্ট পেয়েছি, তার চাইতে অধিক কষ্ট পেতাম। আমরা তোমার জন্য অবশ্যই দুঃখিত।

١٥٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّهُ قِيْلَ لَهَا قُتِلَ اَخُوْكِ فَقَالَتْ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ قَالُوْا قُتِلَ زَوْجُكِ قَالَتْ وَاحُزْنَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ الْمَرْاَةِ لَشُعْبَةً مَا هِىَ لِشَىْءٍ .

১৫৯০। হামনা বিনতে জাহ্‌শ (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে বলা হলো যে, তার ভাইকে শহীদ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তার প্রতি দয়াপরবশ হোন। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" (আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং নিশ্চিত তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী)। তারা বললো, আপনার স্বামীকে শহীদ করা হয়েছে। তিনি বলেন ঃ আফ্‌সোস! আমরা তার জন্য চিন্তিত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় স্বামীর সাথে মহিলাদের এমন ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে, যা অন্য কিছুতে নেই।

١٥٩١- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمِصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَاَنَا اُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِنِسَاءِ عَبْدِ الْاَشْهَلِ يَبْكِيْنَ هَلْكَاهُنَّ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لٰكِنَّ حَمْزَةَ لاَ بَوَاكِىَ لَهُ فَجَاءَ نِسَاءُ الْاَنْصَارِ يَبْكِيْنَ حَمْزَةَ فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ وَيْحَهُنَّ مَا انْقَلَبْنَ بَعْدُ مُرُوْهُنَّ فَلْيَنْقَلِبْنَ وَلاَ يَبْكِيْنَ عَلٰى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ .

১৫৯১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আবদুল আশহাল গোত্রের মহিলাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তারা উহুদ যুদ্ধে শহীদ তাদের আত্মীয়দের জন্য কান্নারত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কিন্তু হামযা! তার জন্য কান্নাকাটি করার কেউ নেই। ইতিমধ্যে কয়েকজন আনসার মহিলা এসে হামযা (রা)-র জন্য কান্নাকাটি করতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে উঠে বলেন ঃ তাদের জন্য আফসোস! এতদিন পরে কিসে তাদের কান্নার প্রেরণা যোগালো? তাদের নিকট গিয়ে

বলো, তারা যেন ফিরে যায়। আজকের দিনের পর থেকে তারা যেন কোন শহীদের জন্য কান্নাকাটি না করে।

١٥٩٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الْهَجَرِيِّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَرَاثِيْ .

১৫৯২। ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মৃতের জন্য) বিলাপ করতে বা শোকগাঁথা গাইতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَيِّتِ يَعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ

মৃতের জন্য বিলাপ করলে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়।

١٥٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا شَاذَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ

১৫৯৩। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মৃতের জন্য বিলাপ করে কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়।[৯]

١٥٩٤-حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ثَنَا اَسِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَسِيْدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ اِذَا قَالُوْا وَاعَضُدَاهْ وَاكَاسِيَاهْ وَانَاصِرَاهْ وَاجَبَلاَهْ وَنَحْوَ هٰذَا يُتَعْتَعُ وَيُقَالُ اَنْتَ كَذٰلِكَ اَنْتَ كَذٰلِكَ . قَالَ اَسِيْدٌ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى قَالَ وَيْحَكَ اُحَدِّثُكَ اَنَّ اَبَا مُوْسٰى حَدَّثَنِيْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَرٰى اَنَّ اَبَا مُوْسٰى كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَوْتَرٰى اَنِّيْ كَذَبْتُ عَلٰى اَبِيْ مُوْسٰى .

---

৯. গরিষ্ঠ সংখ্যক আলেমের মতে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটির কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হয় না। তবে কেউ কান্নাকাটি করার জন্য ওসিয়াত করে গেলে তাকে শাস্তি দেয়া হয়। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতও তাই (অনুবাদক)।

১৫৯৪। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জীবিতদের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়, যখন তারা বলে ঃ হে আমাদের বাহুদয়, হে আমাদের ভরণপোষণের সংস্থানকারী, হে আমাদের সাহায্যকারী, হে আমাদের পাহাড়সম পরমাত্মীয় ইত্যাদি। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কি এরূপ ছিলে? তুমি কি এরূপ ছিলে? আসীদ (রা) বলেন, আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ মহাপবিত্র। নিশ্চয় আল্লাহ বলেছেন ঃ "কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না" (সূরা ফাতির ঃ ১৮)। রাবী বলেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়। আমি তোমার নিকট আবু মূসা (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করছি এবং তিনি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তুমি কি মনে করো, আবু মূসা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা আরোপ করেছেন অথবা তুমি কি মনে করো, আমি আবু মূসা (রা)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করছি?

١٥٩٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا كَانَتْ يَهُوْدِيَّةٌ مَاتَتْ فَسَمِعَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ يَبْكُوْنَ عَلَيْهَا قَالَ فَاِنَّ اَهْلَهَا يَبْكُوْنَ عَلَيْهَا وَاِنَّهَا تُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهَا .

১৫৯৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহূদী নারী মারা গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য তাদের কান্নাকাটি শুনতে পেয়ে বলেন ঃ তার পরিবার-পরিজন তার জন্য ক্রন্দন করছে, অথচ তাকে তার কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيْبَةِ

বিপদে ধৈর্য ধারণ করা।

١٥٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُوْلٰى .

১৫৯৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিপদের প্রথম আঘাতে ধৈর্য ধারণই হচ্ছে প্রকৃত

١٥٩٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ ابْنَ اٰدَمَ اِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى لَمْ اَرْضَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ .

১৫৯৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ হে বনী আদম! যদি তুমি সওয়াবের আশায় প্রথম আঘাতেই ধৈর্য ধারণ করো তাহলে আমি তোমাকে সওয়াবের বিনিময় হিসাবে বেহেশত দান না করে সন্তুষ্ট হবো না।

١٥٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِمُصِيْبَةٍ فَيَفْزَعُ اِلٰى مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيْبَتِىْ فَاْجُرْنِىْ فِيْهَا وَعَوِّضْنِىْ مِنْهَا اِلاَّ اٰجَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهَا وَعَاضَهُ خَيْرًا مِنْهَا . قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّىَ اَبُوْ سَلَمَةَ ذَكَرْتُ الَّذِىْ حَدَّثَنِىْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيْبَتِىْ هٰذِهِ فَاْجُرْنِىْ عَلَيْهَا فَاِذَا اَرَدْتُّ اَنْ اَقُوْلَ وَعِضْنِىْ خَيْرًا مِنْهَا قُلْتُ فِىْ نَفْسِىْ اُعَاضُ خَيْرًا مِنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ثُمَّ قُلْتُهَا فَعَاضَنِى اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ وَاٰجَرَنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ .

১৫৯৮। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সালামা (রা) তাকে জানান যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন মুসলামান যখন বিপদে পড়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশমত "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" (আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চিত আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী) পাঠ করে এবং বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট বিপদে সওয়াবের প্রত্যাশাকারী, তুমি আমাকে এর পুরস্কার দান করো এবং আমকে এর বিনিময় দান করো, তখন আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করেন এবং এর চাইতে উত্তম বিনিময় দান করেন। রাবী (উম্মু সালামা) বলেন, আবু সালামা (রা) ইনতিকাল করলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করেছিলেন তা স্মরণ করলাম। আমি বললাম, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। হে আল্লাহ! আমার বিপদের পুরস্কার আপনার কাছেই আশা করি। অতএব আমাকে তার বিনিময়ে পুরস্কৃত করুন। অতঃপর আমি যখন বলতে

চাইলাম, আমাকে এর চাইতে উত্তম কিছু দান করুন, তখন আমি মনে মনে বললাম, আবু সালামা (রা) অপেক্ষা আমাকে উত্তম কিছু দান করুন। তারপর আমি তা বললাম"। অতএব আল্লাহ্ আমাকে বিনিময়স্বরূপ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেন এবং আমার বিপদে তিনি আমাকে পুরস্কৃত করেন।

١٥٩٩- حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السُّكَيْنِ ثَنَا اَبُوْ هَمَّامٍ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ. فَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ اَوْ كَشَفَ سِتْرًا فَاِذَا النَّاسُ يُصَلُّوْنَ وَرَاءَ اَبِىْ بَكْرٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى مَا رَاٰى مِنْ حُسْنِ حَالِهِمْ وَرَجَاءَ اَنْ يُّخْلِفَهُ اللّٰهُ فِيْهِمْ بِالَّذِىْ رَاٰهُمْ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَيُّمَا اَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ اَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيْبَتِهِ بِىْ عَنِ الْمُصِيْبَةِ الَّتِىْ تُصِيْبُهُ بِغَيْرِىْ فَاِنَّ اَحَدًا مِّنْ اُمَّتِىْ لَنْ يُّصَابَ بِمُصِيْبَةٍ بَعْدِىْ اَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيْبَتِىْ .

১৫৯৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ও লোকদের মাঝখানের দরজা খুলে অথবা পর্দা তুলে দেখেন যে, লোকজন আবু বাক্র (রা)-এর পিছনে নামায পড়ছে। তিনি তাদেরকে এই উত্তম অবস্থায় দেখে আল্লাহ্র প্রশংসা করেন এবং আশা করেন যে, আল্লাহ যেন আবু বাক্রকে তাদের প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন, যেভাবে তিনি তাদেরকে দেখতে পেয়েছেন। এরপর তিনি বলেনঃ হে লোকসকল! কোন লোকের উপর অথবা কোন মুমিন ব্যক্তির উপর কোন বিপদ আসলে সে যেন অপরের উপর আপতিত বিপদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে, বরং আমার উপর আপতিত বিপদের কোন কথা স্মরণ করে প্রশান্তি লাভ করে। কেননা আমার পরে আমার কোন উম্মাতের উপর, আমার বিপদের তুলনায় কঠিন বিপদ আপতিত হবে না।

١٦٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اُمِّهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ فَذَكَرَ مُصِيْبَتَهُ فَاَحْدَثَ اسْتِرْجَاعًا وَاِنْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَهُ يَوْمَ اُصِيْبَ .

১৬০০। ফাতিমা বিনতুল হুসাইন (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কারো উপর বিপদ আসার পর তা স্মরণ করে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" পাঠ করলে, আল্লাহ তার বিপদের দিন থেকে শুরু করে বিপদমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে সওয়াব দান করতে থাকেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ثَوَابِ مَنْ عَزَّى مُصَابًا

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয়ার সওয়াব।

١٦٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِيْ قَيْسٌ اَبُوْ عُمَارَةَ مَوْلَى الْاَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّيْ اَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ اِلاَّ كَسَاهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৬০১। আমার ইবনে হাযম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইকে তার বিপদে সান্ত্বনা দিবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের পোশাক পরাবেন।

١٦٠٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ .

১৬০২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত লোককে সান্ত্বনা দেয় তার জন্য রয়েছে অনুরূপ সওয়াব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ثَوَابِ مَنْ اُصِيْبَ بِوَلَدِهِ

সন্তানের মৃত্যুতে পিতা-মাতার সওয়াব।

١٦٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَمُوْتُ لِرَجُلٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ اِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ .

১৬০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তির তিনটি সন্তান মারা গেলে সে দোযখ পার হয়ে যাবে, তবে শপথ পূর্ণ না করার জন্য (শাস্তি পাবে)।[১০]

١٦٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا حَرِيْزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ شُفْعَةَ قَالَ لَقِيَنِىْ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ السُّلَمِىُّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ الاَّ تَلَقَّوْهُ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ .

১৬০৪। শুরাহ্‌বীল ইবনে শুফআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উতবা ইবনে আবদুস সুলামী (রা) আমার সাথে সাক্ষাত করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তির তিনটি নাবালেগ সন্তান মারা গেলে, সে জান্নাতের আটটি দরজার যেটি দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করতে পারবে।

١٦٠٥- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلاَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ الاَّ اَدْخَلَهُمُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِيَّاهُمْ .

১৬০৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মুসলিম পিতা-মাতার তিনটি নাবালেগ সন্তান মারা গেলে, আল্লাহ্ তার বিশেষ অনুগ্রহে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

١٦٠٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ الْعَوَّامِ ابْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَدَّمَ ثَلاَثَةً مِّنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانُوْا لَهُ حِصْنًا حَصِيْنًا مِّنَ النَّارِ فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ قَالَ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ قَدَّمْتُ وَاحِدًا قَالَ وَوَاحِدًا .

---

১০. সে দোযখ পার হয়ে যাবে ঃ অর্থাৎ দোযখের উপর স্থাপিত পুল পার হয়ে যেতে সক্ষম হবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ "তোমাদের প্রত্যেককে তা অতিক্রম করতে হবে" (সূরা মরিয়ম ঃ ৭১)। অর্থাৎ দোযখের উপর স্থাপিত পুল (অনুবাদক)।

১৬০৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিনটি নাবালেগ সন্তান আগাম পাঠায় (মারা যায়), তার জন্য তারা হবে জাহান্নামের মজবুত ঢালস্বরূপ। তখন আবু যার (রা) বলেন, আমি দু'টি সন্তান আগাম পাঠিয়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ দু'টি হলেও। সায়্যিদুল কুররা উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, আমি একটি সন্তান আগাম পাঠিয়েছি। তিনি বলেন ঃ একটি হলেও।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُصِيبَ بِسِقْطٍ

কোন মহিলার গর্ভপাত হলে।

١٦٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَسِقْطٌ أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَارِسٍ أُخَلِّفُهُ خَلْفِي .

১৬০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার নিকট গর্ভপাতজনিত সন্তান, যা আগে পাঠানো হয়, দুনিয়ায় রেখে যাওয়া অশ্বারোহী সন্তান অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়।

١٦٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ الْبَكَّائِيُّ قَالاَ ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ ثَنَا مَنْدَلٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ النَّخَعِيِّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَابِسِ ابْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهَا عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ السِّقْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ إِذَا أَدْخَلَ أَبَوَيْهِ النَّارَ فَيُقَالُ أَيُّهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ أَدْخِلْ أَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ يُرَاغِمُ رَبَّهُ يُغَاضِبُ .

১৬০৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গর্ভপাত হওয়া সন্তানের রব তার পিতা-মাতাকে যখন জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন তখন সে তার প্রভুর সাথে বিতর্ক করবে। তাকে বলা হবে, ওহে প্রভুর সাথে বিতর্ককারী গর্ভপাত হওয়া সন্তান! তোমার পিতা-মাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। অতএব সে তাদেরকে নিজের নাভিরজ্জু দ্বারা টানতে টানতে শেষে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

١٦٠٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ مَرْزُوقٍ ثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ .

১৬০৯। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! গর্ভপাত হওয়া সন্তানের মাতা তাতে সওয়াব আশা করলে ঐ সন্তান তার নাভিরজ্জু দ্বারা তাকে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُبْعَثُ اِلَى اَهْلِ الْمَيِّتِ

মৃতের বাড়ীতে খাদ্য পাঠানো।

١٦١٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اصْنَعُوْا لِاٰلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ اَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ اَوْ اَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ

১৬১০। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাফর (রা)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ এসে পৌছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খাদ্য তৈরি করো। কেননা তাদের উপর এমন বিপদ অথবা বিষয় এসেছে যা তাদের ব্যস্ত রেখেছে।

١٦١١- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اُمِّ عِيْسَى الْجَزَّارِ قَالَتْ حَدَّثَتْنِيْ اُمُّ عَوْنٍ اِبْنَةُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَدَّتِهَا اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ لَمَّا اُصِيْبَ جَعْفَرٌ رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى اَهْلِهِ فَقَالَ اِنَّ اٰلَ جَعْفَرٍ قَدْ شُغِلُوْا بِشَاْنِ مَيِّتِهِمْ فَاصْنَعُوْا لَهُمْ طَعَامًا . قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَمَا زَالَتْ سُنَّةً حَتّٰى كَانَ حَدِيْثًا فَتُرِكَ .

১৬১১। আসমা বিনতে উমাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাফর (রা) শহীদ হওয়ার সংবাদ পৌছার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পরিবারের নিকট এসে বলেনঃ জাফরের পরিবার তাদের মৃতের কারণে ব্যস্ত রয়েছে। অতএব তোমরা তাদের জন্য খাদ্য তৈরি করো। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এটা সুন্নাত হিসাবে পরিগণিত হয়। তবে তা আলোচনার বিষয়ে পরিণত হলে বর্জন করা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০

بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ الاِجْتِمَاعِ اِلٰى اَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَةِ الطَّعَامِ .

মৃতের বাড়ীতে ভীড় জমানো নিষেধ এবং খাদ্য তৈরি করাও নিষেধ।

١٦١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ اَبُو الْفَضْلِ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِىِّ قَالَ كُنَّا نَرَى الاِجْتِمَاعَ اِلٰى اَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ .

১৬১২। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃতের বাড়ীতে ভীড় জমানো ও খাদ্য প্রস্তুত করে পাঠানোকে আমরা বিলাপের অন্তর্ভুক্ত মনে করতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ مَاتَ غَرِيْبًا

যে ব্যক্তি সফররত অবস্থায় মারা গেলো।

١٦١٣- حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا اَبُو الْمُنْذِرِ الْهُذَيْلُ بْنُ الْحَكَمِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ رَوَّادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ .

১৬১৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সফররত অবস্থায় মৃত্যু হলো শহীদী মৃত্যু।

١٦١٤- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ حُيَىُّ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُعَافِرِىُّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تُوُفِّىَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِالْمَدِيْنَةِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِىْ غَيْرِ مَوْلِدِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَلِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا مَاتَ فِىْ غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيْسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ اِلٰى مُنْقَطَعِ اَثَرِهِ فِى الْجَنَّةِ .

১৬১৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় জন্মগ্রহণকারী এক ব্যক্তি মদীনায় মারা যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামায পড়েন, অতঃপর বলেন ঃ আহ! এ ব্যক্তি যদি তার জন্মস্থান ব্যতীত অন্যত্র মারা যেতো! উপস্থিত লোকদের একজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কেন? তিনি বলেনঃ কোন ব্যক্তি তার জন্মভূমি ব্যতীত অনত্র মারা গেলে তার মৃত্যুর স্থান থেকে তার জন্মস্থান পর্যন্ত দূরত্বের পরিমাপ করে ততখানি স্থান তার জন্য জান্নাতে নির্ধারণ করা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ مَاتَ مَرِيْضًا

যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অবস্থায় মারা গেলো।

١٦١٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ اَبِى السَّفَرِ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ عَطَاءٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ مَرِيْضًا مَاتَ شَهِيْدًا وَوُقِىَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِىَ وَرِيْحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ .

১৬১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অবস্থায় মারা যায়, সে শাহাদতের মৃত্যু লাভ করে। কবরের বিপর্যয় হতে তাকে রক্ষা করা হয় এবং সকাল-সন্ধ্যা তার জন্য জান্নাত থেকে রিযিক সরবরাহ করা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩

بَابُ فِى النَّهْىِ عَنْ كَسْرِ عِظَامِ الْمَيِّتِ

মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা নিষেধ।

١٦١٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ قَالَ ثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا .

১৬১৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা, তা তার জীবিত অবস্থায় ভাঙ্গার সমতুল্য।

١٦١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَمَّرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِى الْاِثْمِ .

১৬১৭। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা, জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার মতই মারাত্মক গুনাহের কাজ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ ذِكْرِ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (অন্তিম) রোগ।

١٦١٨- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَىْ اُمَّهْ اَخْبِرِيْنِىْ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ اشْتَكٰى فَعَلَقَ يَنْفُثُ فَجَعَلْنَا نُشَبِّهُ نَفْثَهُ بِنَفْثَةِ اٰكِلِ الزَّبِيْبِ وَكَانَ يَدُوْرُ عَلٰى نِسَائِهِ فَلَمَّا ثَقُلَ اسْتَاْذَنَهُنَّ اَنْ يَّكُوْنَ فِىْ بَيْتِ عَائِشَةَ وَاَنْ يَّدُرْنَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ بِالْاَرْضِ اَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ . فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ اَتَدْرِىْ مَنِ الرَّجُلُ الَّذِىْ لَمْ تُسَمِّهِ عَائِشَةُ هُوَ عَلِىُّ ابْنُ اَبِىْ طَالِبٍ .

১৬১৮। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আম্মা! আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (অন্তিম) রোগ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন, তিনি রোগাক্রান্ত হলে আমরা অনুভব করলাম যে, তিনি কিশমিশ ভক্ষণকারীর ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন। তখনও তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে পালাক্রমে যাতায়াত করতেন। তাঁর রোগ বেড়ে গেলে তিনি তাদের নিকট আয়েশার ঘরে অবস্থান করার অনুমতি চাইলেন এবং তারা যেন পালাক্রমে তাঁর নিকট আসেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ব্যক্তির উপর ভর করে তাঁর পদদ্বয় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আমার ঘরে আসেন। তাদের দু'জনের একজন ছিলেন আব্বাস (রা)। আমি (উবাইদুল্লাহ) এই হাদীস ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, তুমি কি জানো অপর ব্যক্তি কে, যার নাম আয়েশা (রা) উল্লেখ করেনি? তিনি হলেন আলী ইবনে আবু তালিব (রা)।

١٦١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا فَلَمَّا ثَقُلَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ اَخَذْتُ بِيَدِهِ فَجَعَلْتُ اَمْسَحُهُ وَاَقُوْلُهَا فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِىْ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى قَالَتْ فَكَانَ هٰذَا اٰخِرَ مَا سَمِعْتُ مِنْ كَلَامِهِ ﷺ .

১৬১৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত বাক্যে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ হে মানুষের প্রভু! আপনি বিপদ দূর করুন এবং রোগমুক্তি দান করুন। আপনি ব্যতীত অপর কারো রোগমুক্তি দানের ক্ষমতা নেই। আপনি এমন নিরাময় দান করুন যার পর আর কোন রোগ থাকবে না"। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তিম রোগ আরো বেড়ে গেলে আমি উক্ত দোয়া পড়ে তাঁর হাত ধরে তাঁর শরীরে মলে দিতাম। তিনি তাঁর হাত আমার হাত থেকে মুক্ত করে নিলেন এবং বললেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে আমার পরম বন্ধুর সাথে মিলিত করুন"। আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ কথা যা শুনেছি তা এই।

١٦٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا اِبْرٰهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ نَبِىٍّ يَمْرَضُ اِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ مَرَضُهُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ اَخَذَتْهُ بُحَّةٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ (مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ) فَعَلِمْتُ اَنَّهُ خُيِّرَ .

১৬২০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যখন কোন নবী রোগগ্রস্ত হন, তখন তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্য থেকে যে কোনটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হয়। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি যখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত তখন তাঁর থেকে উচ্চশব্দ বের হতো। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ "নবীগণ, সত্যনিষ্ঠগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মপরায়ণগণ, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন তাদের সংগে" (সূরা নিসা ঃ ৬৯)। তখন আমি বুঝতে পারলাম, তাকেও এখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

١٦٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اجْتَمَعْنَ نِسَاءُ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ تُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَاَةٌ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ كَاَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِىْ ثُمَّ اَجْلَسَهَا عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ اِنَّهُ اَسَرَّ اِلَيْهَا حَدِيْثًا فَبَكَتْ فَاطِمَةُ ثُمَّ اِنَّهُ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ اَيْضًا فَقُلْتُ لَهَا مَا يُبْكِيْكِ قَالَتْ مَا كُنْتُ لِاُفْشِىَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ مَا رَاَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا اَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَقُلْتُ لَهَا حِيْنَ بَكَتْ اَخَصَّكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحَدِيْثٍ دُوْنَنَا ثُمَّ تَبْكِيْنَ وَسَاَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِاُفْشِىَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا قُبِضَ سَاَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ اِنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُنِىْ اَنَّ جِبْرَائِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْاٰنِ فِىْ كُلِّ عَامٍ مَرَّةً وَاَنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا اُرَانِىْ اِلَّا قَدْ حَضَرَ اَجَلِىْ وَاَنَّكِ اَوَّلُ اَهْلِىْ لُحُوْقًا بِىْ وَنِعْمَ السَّلَفُ اَنَا لَكِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ اِنَّهُ سَارَّنِىْ فَقَالَ اَلَا تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُوْنِىْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ نِسَاءِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ فَضَحِكْتُ لِذٰلِكَ .

১৬২১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ সকলে একত্র হলেন, তাদের একজনও বাদ ছিলেন না। এরপর ফাতিমা (রা) আসলেন। আর তার হাঁটাচলার ধরন ছিল যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ খোশআমদেদ হে আমার প্রিয় কন্যা। তিনি তাকে নিজের বাম পাশে বসান, অতঃপর তাঁর সাথে চুপেচুপে কিছু কথা বলেন। এতে ফাতিমা (রা) কাঁদেন। তিনি পুনরায় তার সাথে গোপনে কিছু কথা বলেন। এতে তিনি হাসে। পরে আমি ফাতিমা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেন কাঁদলে? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন তথ্য প্রকাশ করবো না। আমি বললাম, দুশ্চিন্তার পরে আজকের মত এত খুশী আমি আর কখনো দেখিনি। তার কাঁদার সময় আমি তাঁকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমাদের বাদ দিয়ে তোমার সংগে বিশেষ কোন আলাপ করেছেন, তারপর তুমি কাঁদলে? আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সংগে যে বিষয়ে আলাপ করেছিলেন, আমি পুনরায় তা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন তথ্য ফাঁস করবো না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইনতিকাল করার পর আমি ফাতিমা (রা)-কে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, জিবরাঈল (আ)

প্রতি বছর আমাকে একবার কুরআন পড়ে শুনাতেন। এ বছর তিনি তা আমাকে দু'বার পড়ে শুনিয়েছেন। মনে হয় আমার মৃত্যু নিকটবর্তী হয়েছে। তুমিই আমার পরিবারের মধ্য সবার আগে আমার সংগে মিলিত হবে। আমি তোমার জন্য কত উত্তম পূর্বসূরী। এ কথায় আমি কাঁদলাম। এরপর তিনি আমাকে গোপনে বলেন, তুমি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি মুমিন নারীদের বা এ উম্মাতের নারীদের নেত্রী হবে? এতে আমি হেসেছি।

١٦٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا صَعْبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৬২২। মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে আর কারো অত কঠিন মৃত্যুযন্ত্রণা দেখিনি।

١٦٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَرْجِسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَمُوْتُ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِى الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّى عَلٰى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ .

১৬২৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুমূর্ষু অবস্থায় দেখলাম যে, তিনি তাঁর নিকটস্থ পানির পাত্রে তাঁর হাত ডুবিয়ে পানি নিয়ে তা তাঁর মুখমণ্ডলে মলছেন, অতঃপর বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মৃত্যুযন্ত্রণায় সাহায্য করুন"।

١٦٢٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اٰخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَشْفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فَنَظَرْتُ اِلٰى وَجْهِهِ كَاَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ وَالنَّاسُ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ فِى الصَّلاَةِ فَاَرَادَ اَنْ يَتَحَرَّكَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ اَنِ اثْبُتْ وَاَلْقَى السِّجْفَ وَمَاتَ فِى اٰخِرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ .

১৬২৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সোমবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষবারের মত দেখেছি, যখন তিনি (জানালার) পর্দা সরালেন। আমি তাঁর মুখমণ্ডলের দিকে তাকালাম, যেন কুরআনের একটি পৃষ্ঠা। তখন

লোকজন আবু বাক্‌র (রা)-এর পিছনে নামাযরত ছিল। আবু বাক্‌র (রা) তার স্থান ত্যাগ করতে চাইলে, তিনি তাকে ইশারায় স্বস্থানে স্থির থাকতে বলেন এবং পর্দা নামিয়ে দেন। এ দিনের শেষভাগে তিনি ইনতিকাল করেন।

١٦٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ سَفِيْنَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ الصَّلاَةَ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتّٰى مَا يَفِيْضُ بِهَا لِسَانُهُ .

১৬২৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় বলছিলেন ঃ "নামায এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসী"। বারবার একথা বলতে বলতে শেষে তাঁর যবান মুবারক জড়িয়ে যায়।

١٦٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ ذَكَرُوْا عِنْدَ عَائِشَةَ اَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتٰى اَوْصٰى اِلَيْهِ فَلَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ اِلٰى صَدْرِىْ اَوْ اِلٰى حَجْرِىْ فَدَعَا بِطَسْتٍ فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِىْ حَجْرِىْ فَمَاتَ وَمَا شَعَرْتُ بِهِ فَمَتٰى اَوْصٰى ﷺ .

১৬২৬। আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা আয়েশা (রা)-এর নিকট উল্লেখ করে যে, আলী (রা) ছিলেন (মহানবীর) ওসী (প্রতিনিধি)। আয়েশা (রা) বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখন তাকে ওসী নিয়োগ করলেন? অবশ্যই আমি তাঁকে আমার বুকের সাথে বা কোলে হেলান দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি একটি পাত্র চাইলেন। তিনি আমার কোলেই ঢলে পড়ে ইনতিকাল করেন। আমি তা বুঝতেই পারলাম না। অতএব তিনি আবার কখন ওসিয়াত করলেন?

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫

بَابُ ذِكْرِ وَفَاتِهِ وَدَفْنِهِ ﷺ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকাল ও তাঁর কাফন-দাফন।

١٦٢٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ عِنْدَ

امْرَأَته ابْنَة خَارِجَةَ بِالعَوَالِيْ فَجَعَلُواْ يَقُولُوْنَ لَمْ يَمُتِ النَّبِيُّ ﷺ انَّمَا هُوَ بَعْضُ مَا كَانَ يَاْخُذُهُ عِنْدَ الْوَحْيِ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَالَ اَنْتَ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰه اَنْ يُمِيْتَكَ مَرَّتَيْنِ قَدْ وَاللّٰه مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ وَعُمَرُ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ يَقُوْلُ وَاللّٰه مَا مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ وَلاَ يَمُوْتُ حَتّٰى يَقْطَعَ اَيْدِيَ أُنَاسٍ مِّنَ الْمُنَافِقِيْنَ كَثِيْرٍ وَاَرْجُلَهُمْ فَقَامَ اَبُوْ بَكْرٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَانَّ اللّٰهَ حَيٌّ لَمْ يَمُتْ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَانَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ (وَمَا مُحَمَّدٌ الاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَانْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ). قَالَ عُمَرُ فَلَكَاَنِّيْ لَمْ اَقْرَاْهَا الاَّ يَوْمَئِذٍ .

১৬২৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন তখন আবু বাক্‌র (রা) আওয়ালী নামক স্থানে তাঁর স্ত্রী বিনতে খারিজার ঘরে ছিলেন। লোকজন বলতে লাগলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেননি, বরং ওহী নাযিলের সময় তাঁর যে অবস্থা হতো, এটা তাই। ইতিমধ্যে আবু বাক্‌র (রা) এসে তাঁর মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে তাঁর দুই চোখের মাঝখানে চুমা দিয়ে বলেন, আপনি দ্বিতীয়বার মারা যাবেন না, আপনি আল্লাহ্‌র কাছে অধিক সম্মানিত। আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই ইনতিকাল করেছেন। উমার (রা) তখন মসজিদের এক কোণ থেকে বলছিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেননি। আর তিনি ব্যাপকভাবে মোনাফিকদের শক্তি খর্ব না করা পর্যন্ত ইনতিকাল করবেন না। তখন আবু বাক্‌র (রা) মিম্বারে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদত করতো সে যেন মনে রাখে, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মরবেন না। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের ইবাদত করতো সে জেনে রাখুক, মুহাম্মাদ তো ইনতিকাল করেছেন। "মুহাম্মাদ একজন রাসূলমাত্র, তার পূর্বে অনেক রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে শহীদ হয়, তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহ্‌র ক্ষতি করতে পারবে না, বরং আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৪৪)। উমার (আ) বলেন, আমার মনে হলো, আমি যেন এ আয়াত আজই পড়ছি।

١٦٢٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ اَنْبَانَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ثَنَا اَبِيْ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

لَمَّا اَرَادُوْا اَنْ يَّحْفِرُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعَثُوْا اِلٰى اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَكَانَ يَضْرَحُ كَضَرِيْحِ اَهْلِ مَكَّةَ وَبَعَثُوْا اِلٰى اَبِىْ طَلْحَةَ وَكَانَ هُوَ الَّذِىْ يَحْفِرُ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ يَلْحَدُ فَبَعَثُوْا اِلَيْهِمَا رَسُوْلَيْنِ فَقَالُوْا اَللّٰهُمَّ خِرْ لِرَسُوْلِكَ فَوَجَدُوْا اَبَا طَلْحَةَ فَجِئَ بِهٖ وَلَمْ يُوْجَدْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ فَلَحَدَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ فَلَمَّا فَرَغُوْا مِنْ جِهَازِهٖ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ وُضِعَ عَلٰى سَرِيْرِهٖ فِىْ بَيْتِهٖ ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَالاً يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتّٰى اِذَا فَرَغُوْا اَدْخَلُوا النِّسَاءَ حَتّٰى اِذَا فَرَغُوْا اَدْخَلُوا الصِّبْيَانَ وَلَمْ يَؤُمَّ النَّاسَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَدٌ . لَقَدْ اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُوْنَ فِى الْمَكَانِ الَّذِىْ يُحْفَرُ لَهُ فَقَالَ قَائِلُوْنَ يُدْفَنُ فِىْ مَسْجِدِهٖ وَقَالَ قَائِلُوْنَ يُدْفَنُ مَعَ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا قُبِضَ نَبِىٌّ اِلاَّ دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ قَالَ فَرَفَعُوْا فِرَاشَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِىْ تُوُفِّىَ عَلَيْهِ فَحَفَرُوْا لَهُ ثُمَّ دُفِنَ ﷺ وَسْطَ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ الاَرْبِعَاءِ وَنَزَلَ فِىْ حُفْرَتِهٖ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَقُثَمُ اَخُوْهُ وَشُقْرَانُ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَوْسُ بْنُ خَوْلِىٍّ وَهُوَ اَبُوْ لَيْلٰى لِعَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ وَحَظَّنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ عَلِىٌّ اَنْزِلْ وَكَانَ شُقْرَانُ مَوْلاَهُ اَخَذَ قَطِيْفَةً كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُهَا فَدَفَنَهَا فِى الْقَبْرِ وَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ يَلْبَسُهَا اَحَدٌ بَعْدَكَ اَبَدًا فَدُفِنَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৬২৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর খননের সিদ্ধান্ত নিলে, তাঁরা আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর নিকট খবর পাঠান। তিনি মক্কাবাসীদের কবর খননের ন্যায় কবর খনন করতেন। তাঁরা আবু তালহা (রা)-এর নিকটও খবর পাঠান। তিনি মদীনাবাসীদের জন্য লাহাদ আকৃতির কবর খনন করতেন। তাঁরা তাদের উভয়ের নিকট দু'জন লোক পাঠান। তারা বলেন, হে আল্লাহ! আপনার রাসূলের জন্য আপনি পছন্দ করুন। তারা আবু তালহা (রা)-কে পেয়ে গেলেন এবং তাকে নিয়ে আসা হলো, কিন্তু আবু উবায়দা (রা)-কে পাওয়া গেলো না। অতএব আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য লাহ্দ কবর খনন করেন। রাবী বলেন, মঙ্গলবার তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাফনের কাজ সম্পন্ন করলে তাঁকে তাঁর ঘরে খাটের উপর রাখা হয়। এরপর লোকজন দলে দলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ

করেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করেন। পুরুষদের পালা শেষ হলে মহিলারা প্রবেশ করেন। তাদের পালা শেষ হলে বালকরা প্রবেশ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানাযায় কেউ ইমামতি করেননি। তাঁর কবর কোথায় খনন করা হবে, এ নিয়ে একদল বলেন, তাঁকে তাঁর মসজিদে দাফন করা হবে। অপরদল বলেন, তাঁকে তাঁর সাহাবীদের সাথে (একই গোরস্তানে) দাফন করা হবে। আবু বাক্র (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে স্থানে নবী ইনতিকাল করেন, সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। রাবী বলেন, যে বিছানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন, তারা তা সরিয়ে নেন এবং তাঁর জন্য সেখানে কবর খনন করেন। অতঃপর তাঁকে বুধবার মধ্যরাতে দাফন করা হয়। আলী ইবনে আবু তালিব, ফাদল ইবনে আব্বাস, তার ভাই কুসাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস শুক্রান (রা) তাঁর কবরে নামেন। আবু লাইলা আওস ইবনে খাওলী (রা) আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে বলেন, আল্লাহ্র শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আমাদেরও অংশ রয়েছে। আলী (রা) তাকে বলেন, তুমিও নামো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস শুক্রান (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিহিত চাঁদরটি সাথে নিয়েছিলেন। তিনি তাও কবরে দাফন করেন এবং বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আপনার পরে তা আর কেউ কখনো পরবে না। অতএব তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে দাফন করা হয়।

١٦٢٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ اَبُو الزُّبَيْرِ ثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ كُرَبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ قَالَتْ فَاطِمَةُ وَاكَرْبَ اَبَتَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ كَرْبَ عَلٰى اَبِيْكِ بَعْدَ الْيَوْمِ اِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ اَبِيْكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ اَحَدًا الْمُوَافَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৬২৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যু যন্ত্রণা তীব্রভাবে অনুভব করেন, তখন ফাতিমা (রা) বলেন, হায় আমার আব্বার কত কষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আজকের দিনের পরে তোমার আব্বার আর কোন কষ্ট থাকবে না। তোমার আব্বার নিকট এমন জিনিস উপস্থিত হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত কউকে ছাড়বে না।

١٦٣٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنِيْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِيْ ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَتْ لِيْ فَاطِمَةُ يَا اَنَسُ كَيْفَ سَخَتْ اَنْفُسُكُمْ اَنْ تَحْثُوا التُّرَابَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৬৩০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) আমাকে বললেন, হে আনাস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মাটি ঢেলে দিতে তোমাদের অন্তরাত্মা কিভাবে সায় দিতে পারলো!

١٦٣٠(١)- حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ حِيْنَ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرَائِيْلَ أَنْعَاهُ وَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ وَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ وَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ . قَالَ حَمَّادٌ فَرَأَيْتُ ثَابِتًا حِيْنَ حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بَكٰى حَتّٰى رَأَيْتُ أَضْلَاعَهُ تَخْتَلِفُ .

১৬৩০(ক)। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করলে ফাতিমা (রা) বলেন, হায় আমার আব্বা! জিবরাঈল (আ) তাঁর থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। হায় আমার আব্বা! তিনি তাঁর রবের নিকটবর্তী হলেন। হায় আব্বা! জান্নাতুল ফিরদাওস তাঁর ঠিকানা। হায় আব্বা! তিনি তাঁর রবের ডাকে সাড়া দিলেন। হাম্মাদ (র) বলেন, আমি সাবিত (র)-কে এ হাদীস বর্ণনাকালে দেখলাম যে, তিনি কাঁদছেন, এমনকি তার হাড়ের জোড়াগুলোও কাঁপছে।

١٦٣١-حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِيْ دَخَلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَمَا نَفَضْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْأَيْدِيَ حَتّٰى أَنْكَرْنَا قُلُوْبَنَا .

১৬৩১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন মদীনায় উপনীত হন, তখন মদীনার প্রতিটি বস্তু জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে। আর যেদিন তিনি ইনতিকাল করেন, সেদিন মদীনার প্রতিটি বস্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। তাঁর দাফন সম্পন্ন করার পর আমাদের অন্তরে যেন পরিবর্তন অনুভব করলাম।

١٦٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ كُنَّا نَتَّقِي الْكَلَامَ وَالْاِنْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَخَافَةَ أَنْ يُنْزَلَ فِيْنَا الْقُرْاٰنُ فَلَمَّا مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَكَلَّمْنَا .

১৬৩২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে খোশালাপ করতে এবং মেলামেশা

করতে এজন্য ভয় পেতাম যে, না জানি আমাদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর থেকে আমরা তাদের সাথে খোলামেলাভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করি।

١٦٣٣- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَانَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْعِجْلِيُّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّمَا وَجْهُنَا وَاحِدٌ فَلَمَّا قُبِضَ نَظَرْنَا هٰكَذَا وَهٰكَذَا .

১৬৩৩। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকা অবস্থায় আমাদের দৃষ্টি ছিলো একই দিকে (তাঁর দিকে)। তাঁর ইনতিকালের পর আমরা (অস্থির হয়ে) এদিক সেদিক দৃষ্টি দিতে লাগলাম (এখন কি করবো)।

١٦٣٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ السَّائِبِ بْنِ اَبِيْ وَدَاعَةَ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اُمَيَّةَ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنِيْ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ بِنْتَ اَبِيْ اُمَيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ الْمُصَلِّي يُصَلِّيْ لَمْ يَعْدُ بَصَرُ اَحَدِهِمْ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ النَّاسُ اِذَا قَامَ اَحَدُهُمْ يُصَلِّيْ لَمْ يَعْدُ بَصَرُ اَحَدِهِمْ مَوْضِعَ جَبِيْنِهِ فَتُوُفِّيَ اَبُوْ بَكْرٍ وَكَانَ عُمَرُ فَكَانَ النَّاسُ اِذَا قَامَ اَحَدُهُمْ يُصَلِّيْ لَمْ يَعْدُ بَصَرُ اَحَدِهِمْ مَوْضِعَ الْقِبْلَةِ وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَكَانَتِ الْفِتْنَةُ فَتَلَفَّتَ النَّاسُ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً .

১৬৩৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা বিনতে আবু উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় লোকদের অবস্থা এরূপ ছিলো যে, নামাযী যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তাদের কারো দৃষ্টি তার পদদ্বয়ের স্থান অতিক্রম করতোনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করার পর মানুষের অবস্থা এরূপ হয় যে, যখন তাদের কেউ নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তার দৃষ্টি সিজদার স্থান অতিক্রম করতো না। অতঃপর আবু বাক্র (রা) ইনতিকাল করেন এবং উমার (রা) খলীফা হন। তখন লোকদের অবস্থা এরূপ হলো যে, তাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তার দৃষ্টি কিবলার দিক অতিক্রম করতো না। উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) খলীফা হওয়ার পর থেকে বিশৃংখলার সুত্রপাত হয়। অতএব লোকজন (নামাযরত অবস্থায়) ডানে-বামে তাকাতে থাকে।

١٦٣٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِعُمَرَ انْطَلِقْ بِنَا اِلٰى اُمِّ اَيْمَنَ نَزُوْرُهَا كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزُوْرُهَا قَالَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالاَ لَهَا مَا يُبْكِيْكِ فَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِهِ ﷺ قَالَتْ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ اَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِهِ ﷺ وَلٰكِنْ اَبْكِيْ لِاَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلاَ يَبْكِيَانِ مَعَهَا .

১৬৩৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর আবু বাক্র (রা) উমার (রা)-কে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন উম্মু আইমানের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে যেতেন, চলুন আমরাও তেমন তার সাথে দেখা করতে যাই। তিনি বলেন, আমরা তার নিকট গিয়ে উপস্থিত হলে তিনি কাঁদতে থাকেন। তারা দু'জন তাকে বলেন, আপনি কাঁদছেন কেন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা তাঁর জন্য কল্যাণকর। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই জানি যে, আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা তাঁর রাসূলের জন্য কল্যাণকর। কিন্তু আমি এজন্য কাঁদছি যে, আসমান থেকে ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে গেলো। রাবী বলেন, তার একথা তাদের উভয়কে কাঁদতে উদ্বুদ্ধ করলো এবং তারাও তার সাথে কাঁদতে লাগলেন।

١٦٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرَمْتَ يَعْنِيْ بَلِيْتَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ .

১৬৩৬। আওস ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে জুমুআর দিন সর্বোত্তম। এদিনই আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এদিনই শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে এবং এদিনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। অতএব তোমরা এদিন আমার প্রতি অধিক সংখ্যায় দুরূদ ও সালাম পেশ করো। কেননা তোমাদের দুরূদ আমার সামনে পেশ করা হয়। এক ব্যক্তি

বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের দুরূদ আপনার নিকট কিভাবে পেশ করা হবে, অথচ আপনি তো মাটির সাথে মিশে যাবেন? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা নবীগণের দেহ ভক্ষণ যমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

١٦٣٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَيْمَنَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّهُ مَشْهُوْدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلاَئِكَةُ وَاِنَّ اَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ اِلاَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلاَتُهُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللّٰهِ حَيٌّ يُرْزَقُ .

১৬৩৭। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা জুমুআর দিন আমার উপর অধিক দুরূদ পাঠ করবে। কেননা তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়, ফেরেশতাগণ তা পৌঁছে দেন। যে ব্যক্তিই আমার উপর দুরূদ পাঠ করে তা থেকে সে বিরত না হওয়া পর্যন্ত তা আমার নিকট পৌঁছতে থাকে। রাবী বলেন, আমি বললাম, (আপনার) ইনতিকালের পরেও? তিনি বলেন, হাঁ, ইনতিকালের পরেও। আল্লাহ তাআলা নবীগণের দেহ ভক্ষণ যমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র নবী জীবিত এবং তাঁকে রিযিক দেয়া হয়।

অধ্যায় ঃ ৭

كِتَابُ الصِّيَامِ

(রোযা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الصِّيَامِ

রোযার ফযীলাত।

١٦٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ اِلٰى مَا شَاءَ اللّٰهُ يَقُوْلُ اللّٰهُ اِلاَّ الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِيْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ .

১৬৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র মর্জি হলে আদম সন্তানের প্রতিটি সৎকাজের প্রতিদান দশ গুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ তবে রোযা ব্যতীত, তা আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার প্রতিদান দিবো। সে তার প্রবৃত্তি ও পানাহার আমার জন্যই ত্যাগ করে। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ ঃ একটি আনন্দ আর ইফতারের সময় এবং আরেকটি আনন্দ রয়েছে তার প্রভু আল্লাহ্‌র সাথে তার সাক্ষাতের সময়। রোযাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট কস্তুরীর ঘ্রাণের চেয়েও অধিক সুগন্ধময়।

١٦٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ اَنَّ مُطَرِّفًا مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ اَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيَّ دَعَا لَهُ بِلَبَنٍ يَسْقِيْهِ فَقَالَ مُطَرِّفٌ اِنِّيْ صَائِمٌ

فَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ كَجُنَّةِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ .

১৬৩৯। সাঈদ ইবনে আবু হিন্দ (র) থেকে বর্ণিত। আমের ইবনে সাসাআ গোত্রের মুতাররিফ (র) বর্ণনা করেন যে, উসমান ইবনে আবুল আস আস-সাকাফী (রা) মুতাররিফের পান করার জন্য দুধ আনতে বলেন। তখন মুতাররিফ বলেন, আমি তো রোযাদার। উসমান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যুদ্ধের মাঠে ঢাল যেমন তোমাদের রক্ষাকারী, রোযাও তদ্রূপ জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার ঢাল।

١٦٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِىْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يُدْعٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِيْنَ دَخَلَهُ وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَاْ اَبَدًا .

১৬৪০। সাহ্ল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জান্নাতের একটি দরজার নাম 'রাইয়্যান'। কিয়ামতের দিন সেখান থেকে আহ্বান করা হবে ঃ রোযাদারগণ কোথায়? যে ব্যক্তি রোযাদার হবে, সে উক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং যে উক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে কখনও পিপাসার্ত হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

রমযান মাসের ফযীলাত।

١٦٤١-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৬৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখলো, তার পূর্বের গুনাহরাশি মাফ করা হলো।

١٦٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَتْ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَنَادٰى مُنَادٍ يَا بَاغِىَ الْخَيْرِ اَقْبِلْ وَيَا بَاغِىَ الشَّرِّ اَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذٰلِكَ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ .

১৬৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যখন রমযান মাসের প্রথম রাত আসে, তখন শয়তান ও অভিশপ্ত জিনদের শৃঙ্খলিত করা হয়, দোযখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, তার একটি দরজাও খোলা হয় না, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, এর একটি দরজাও বন্ধ হয় না এবং একজন ঘোষক ডেকে বলেন, হে সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি! অগ্রসর হও, হে অসৎকর্মপরায়ণ! থেমে যাও। আল্লাহ (রমযানের) প্রতিটি রাতে অসংখ্য লোককে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেন।

١٦٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ وَذٰلِكَ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ

১৬৪৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা প্রতি ইফতারে অর্থাৎ প্রতি রাতে বেশ সংখ্যক লোককে (দোযখ থেকে) মুক্তি দেন।

١٦٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلاَلٍ ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا اِلاَّ مَحْرُوْمٌ .

১৬৪৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাস শুরু হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের নিকট এই মাস সমুপস্থিত। এতে রয়েছে এমন এক রাত, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হলো সে সমস্ত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হলো। কেবল বঞ্চিত ব্যক্তিরাই তা থেকে বঞ্চিত হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ

সন্দেহের দিনের (ইয়াওমুস-শাক্ক) রোযা।

١٦٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ يُشَكُّ فِيْهِ فَاُتِىَ بِشَاةٍ فَتَنَحّٰى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ هٰذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .

১৬৪৫। সিলা ইবনে যুফার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সন্দেহের দিনে আমরা আম্মার (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন একটি (ভুনা) বকরী পেশ করা হলো। কতক লোক পিছনে সরে গেলো। আম্মার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি আজ রোযা রাখলো সে তো অবশ্যই আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যাচরণ করলো।

١٦٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَعْجِيْلِ صَوْمِ يَوْمٍ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ .

১৬৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চাঁদ দেখার একদিন আগে থেকে রোযা রাখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

١٦٤٧- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْهَيْثَمُ ابْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ ابْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُوْنَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَاَخَّرْ .

১৬৪৭। আবু আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছেন, রামযান মাস শুরু হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ রোযা অমুক অমুক দিন। আমরা আগেই সেই রোযা রাখবো। অতএব যার ইচ্ছা সে আগে রোযা রাখুক, আর যার ইচ্ছা পরে রাখুক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

শাবান মাসে রোযা রাখতে রাখতে রমযান মাসে পৌঁছা।

١٦٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ .

১৬৪৮। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসে রোযা রাখতে রাখতে রমযানে পৌঁছতেন।

١٦٤٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِيْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ الْغَازِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتّٰى يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ .

১৬৪৯। রবীআ ইবনুল গায (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় গোটা শাবান মাস রোযা রাখতেন, এমনকি এভাবে রমযান মাসে উপনীত হতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ اَنْ يَّتَقَدَّمَ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ اِلاَّ مَنْ صَامَ صَوْمًا فَوَافَقَهُ

রমযান মাস শুরু হওয়ার আগের দিন রোযা রাখা নিষেধ, কিন্তু কারো নিয়মিত রোযা রাখতে রাখতে সেদিন পৌঁছলে তার জন্য নয়।

١٦٥٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ حَبِيْبٍ وَالْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقَدَّمُوْا صِيَامَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَّلاَ يَوْمَيْنِ اِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَيَصُوْمُهُ .

১৬৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন রমযান মাসের এক দিন বা দুই দিন আগে রোযা রাখা শুরু না করে। তবে যে ব্যক্তি অনবরত রোযা রাখতে অভ্যস্ত, সে ঐ দিন রোযা রাখতে পারে।

١٦٥١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالاَ ثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ صَوْمَ حَتّٰى يَجِئَ رَمَضَانُ .

১৬৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শাবান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে রমযান মাস না আসা পর্যন্ত কোন রোযা নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ مَا جَاءَ فِى الشَّهَادَةِ عَلٰى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ

নতুন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান।

١٦٥٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَوْدِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَبْصَرْتُ الْهِلاَلَ اللَّيْلَةَ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُمْ يَا بِلاَلُ فَاَذِّنْ فِى النَّاسِ اَنْ يَّصُوْمُوْا غَدًا . قَالَ اَبُوْ عَلِىٍّ هٰكَذَا رِوَايَةُ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِىْ ثَوْرٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ وَرَوَاهُ حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ فَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَالَ فَنَادٰى اَنْ يَّقُوْمُوْا وَاَنْ يَّصُوْمُوْا .

১৬৫২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি আজ রাতে (সন্ধ্যায়) নতুন চাঁদ দেখেছি। তিনি বলেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল"? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ হে বিলাল! ওঠো এবং লোকদের মধ্যে ঘোষণা দাও যে, তারা যেন আগামী কাল থেকে রোযা রাখে।

আবু আলী (র) বলেন, ওলীদ ইবনে আবু সাওর ও হাসান ইবনে আলী (র)-এর রিওয়ায়াতও এরূপ। হাম্মাদ ইবনে সালামা (র)-ও এরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-এর নামোল্লেখ করেননি। রাবী বলেন, তার বর্ণনায় আছে ঃ তুমি ঘোষণা দাও, তারা যেন নামাযের জন্য প্রস্তুত হয় এবং রোযা রাখে।

١٦٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ اَبِىْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسِ ابنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمُومَتِىْ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا اُغْمِىَ عَلَيْنَا هِلاَلُ شَوَّالٍ فَاَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ اٰخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوْا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُمْ رَاَوُا الْهِلاَلَ بِالْاَمْسِ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُفْطِرُوْا وَاَنْ يَخْرُجُوْا اِلٰى عِيْدِهِمْ مِنَ الْغَدِ .

১৬৫৩। আবু উয়াইমির ইবনে আনাস ইবনে মালেক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী এবং আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত আমার এক চাচা আমার নিকট বর্ণনা করেন, মেঘের কারণে আমরা শাওয়ালের নতুন চাঁদ দেখতে পাইনি। আমরা (পরের দিন) রোযা রাখলাম। দিনের শেষভাগে একটি কাফেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে গতকাল চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে ইফতার (রোযা ভঙ্গ) করার এবং পরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ

চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদ) করো।

١٦٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُوْمُ قَبْلَ الْهِلاَلِ بِيَوْمٍ .

১৬৫৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখা শুরু করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার

(রোযার সমাপ্তি) করবে। তোমাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে (তিরিশ দিন) পূর্ণ করবে। ইবনে উমার (রা) নতুন চাঁদ দেখার একদিন আগেও রোযা রাখতেন।

١٦٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوْا ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا .

১৬৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা নতুন চাঁদ দেখে রোযা রাখা শুরু করবে এবং (শাওয়ালের) নতুন চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদ) করবে। তোমাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তোমরা তিরিশ দিন রোযা রাখবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ مَا جَاءَ فِى الشَّهْرِ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ

ঊনতিরিশ দিনেও মাস হয়।

١٦٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمْ مَضٰى مِنَ الشَّهْرِ قَالَ قُلْنَا اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ وَبَقِيَتْ ثَمَانٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَالشَّهْرُ هٰكَذَا وَالشَّهْرُ هٰكَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَاَمْسَكَ وَاحِدَةً .

১৬৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ মাসের কত দিন গত হয়েছে? রাবী বলেন, আমরা বললাম, বাইশ দিন এবং আট দিন বাকী আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ মাস এত দিনে হয়, মাস এত দিনে হয় এবং মাস এত দিনেও হয়। তৃতীয়বার তিনি এক আঙ্গুল বন্ধ রাখেন।

١٦٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَعَقَدَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ فِى الثَّالِثَةِ .

১৬৫৭। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মাস এত দিনে হয়, মাস এত দিনে হয়, মাস এত দিনেও হয় এবং তৃতীয়বারে তিনি একটি আঙ্গুল বন্ধ করে রাখেন।

١٦٥٨- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسٰى ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِىُّ ثَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا صُمْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ اَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلاَثِيْنَ .

১৬৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ঊনতিরিশ দিনের চাইতে বেশির ভাগ তিরিশ দিনই (রমযানের রোযা) রেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ شَهْرَىِ الْعِيْدِ

ঈদের দুই মাস।

١٦٥٩- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ شَهْرَا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ .

১৬৫৯। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঈদের দুই মাস রমযান এবং যুল-হিজ্জা (সাধারণত) একই বছরে কম (ঊনতিরিশ দিনে) হয় না।

١٦٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْمُقْرِىُّ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عِيْسٰى ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْاَضْحٰى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ .

১৬৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে দিন তোমরা ইফতার (রোযা শেষ) করো সেদিন ঈদুল ফিতর এবং যেদিন তোমরা কোরবানী করো সেদিন ঈদুল আযহা।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ

সফররত অবস্থায় রোযা রাখা।

١٦٦١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَن مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ وَاَفْطَرَ .

১৬৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সফররত অবস্থায় রোযা রাখতেন এবং কখনো রাখতেন না।

١٦٦٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَاَلَ حَمْزَةُ الْاَسْلَمِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ اَصُوْمُ اَفَاَصُوْمُ فِى السَّفَرِ فَقَالَ ﷺ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ .

১৬৬২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযা আল-আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে বলেন, আমি রোযা রাখি। আমি কি সফররত অবস্থায়ও রোযা রাখবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি চাইলে রোযা রাখো, আর যদি চাও না রাখো।

١٦٦٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيِّ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّهُ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ فِى الْيَوْمِ الْحَارِّ الشَّدِيْدِ الْحَرُّ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلٰى رَاْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِى الْقَوْمِ اَحَدٌ صَائِمٌ اِلاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ .

১৬৬৩। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে প্রচণ্ড খরতাপের শিকার হলাম। গরমের তীব্রতার কারণে লোকেরা তাদের হাত মাথার উপর রাখছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) ব্যতীত দলের মধ্যে আর কেউ রোযাদার ছিলো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاِفْطَارِ فِى السَّفَرِ

সফররত অবস্থায় রোযা না রাখা।

١٦٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ .

১৬৬৪। কাব ইবনে আসেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সফরে রোযা রাখা সওয়াবের কাজ নয়।

١٦٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ

১৬৬৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সফরে রোযা রাখা সওয়াবের কাজ নয়।

١٦٦٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى التَّيْمِىُّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَائِمُ رَمَضَانَ فِى السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِى الْحَضَرِ قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ هٰكَذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِشَىْءٍ .

১৬৬৬। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সফরে রোযা রাখে সে আবাসে উপস্থিত রোযা ভঙ্গকারী ব্যক্তির অনুরূপ। আবু ইসহাক (র) বলেন, হাদীসটি নির্ভরযোগ্য নয়।[১]

---

১. হাদীসটির সনদসূত্র বিচ্ছিন্ন, উসামা ইবনে যায়েদ একজন দুর্বল রাবী, এ বিষয়ে সকলে একমত। ইবনে মুঈন ও ইমাম বুখারীর মতে আবু সালামা তার পিতা আবদুর রহমান (রা)-র নিকট কিছুই শুনেননি (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاَفْطَارِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

গর্ভবতী নারী ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়ের রোযা না রাখার সুযোগ।

١٦٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ وَقَالَ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ اَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَتَغَدّٰى فَقَالَ اُدْنُ فَكُلْ قُلْتُ اِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ اِجْلِسْ اُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ اَوِ الصِّيَامِ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ اَوِ الصِّيَامَ وَاللّٰهِ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِىُّ ﷺ كِلْتَاهُمَا اَوْ اِحْدَاهُمَا فَيَالَهْفَ نَفْسِىْ فَهَلاَّ كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৬৬৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল আশহাল গোত্রের এবং আলী ইবনে মুহাম্মাদের মতে আবদুল্লাহ ইবনে কাব গোত্রের এক ব্যক্তি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অশ্বারোহী বাহিনী আমাদের উপর হামলা করলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলাম যে, তিনি সকালের নাস্তা করছেন। তিনি বলেন ঃ কাছে এসো এবং আহার করো। আমি বললাম, আমি রোযাদার। তিনি বলেন ঃ বসো, আমি তোমার সাথে রোযা সম্পর্কে আলোচনা করবো। মহান আল্লাহ মুসাফির থেকে অর্ধেক নামায হ্রাস করেছেন এবং মুসাফির, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিণীকে রোযা রাখার ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র শপথ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দু'টি অথবা একটির কথা বলেছেন। আমার নিজের জন্য দুঃখ হয়, আমি কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আহার করলাম না!

١٦٦٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ بَدْرٍ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْحُبْلٰى الَّتِىْ تَخَافُ عَلٰى نَفْسِهَا اَنْ تُفْطِرَ وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِىْ تَخَافُ عَلٰى وَلَدِهَا .

১৬৬৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে গর্ভবতী নারী নিজ জীবনের ক্ষতির আশঙ্কা করে এবং যে স্তন্যদায়িনী মা তার সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে রোযা না রাখার অনুমতি দিয়েছেন।[২]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَضَاءِ رَمَضَانَ

রমযানের রোযা কাযা করা।

١٦٦٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اِنْ كَانَ لَيَكُوْنُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا اَقْضِهِ حَتَّى يَجِئَ شَعْبَانُ .

১৬৬৯। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমার উপর রমযান মাসের রোযার কাযা থাকলে আমি শাবান মাস না আসা পর্যন্ত তা রাখতাম না।

١٦٧٠-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَحِيْضُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَاْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ .

১৬৭০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমরা ঋতুবতী হতাম। তিনি আমাদের (ছুটে যাওয়া) রোযার কাযা করার নির্দেশ দিতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَفَّارَةِ مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِّنْ رَمَضَانَ

যে ব্যক্তি রমযানের একটি রোযাও ভঙ্গ করে তার কাফফারা।

١٦٧١-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ

---

২. গর্ভবতী ও স্তন্যদায়িনী নারীরা উক্ত অবস্থায় এবং সফররত ব্যক্তি সফরে থাকাকালে রমযান মাসের রোযা ভংগ করতে পারে, কিন্তু পরে সেই রোযাগুলো পালন করা বাধ্যতামূলক (অনুবাদক)।

وَمَا اَهْلَكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَاَتِى فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لاَ اَجِدُ قَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ أُطِيْقُ قَالَ اَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ اَجِدُ قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ أُتِىَ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقُ فَقَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَحْوَجُ اِلَيْهِ مِنَّا قَالَ فَانْطَلِقْ فَاَطْعِمْهُ عِيَالَكَ .

১৬৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বলেন ঃ কিসে তোমাকে ধ্বংস করলো। সে বললো, আমি রমযানের রোযারত অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি একটি গোলাম আযাদ করো। সে বললো, আমার সেই সামর্থ্য নাই। তিনি বলেন ঃ তাহলে একাধারে দুই মাস রোযা রাখো। সে বললো, আমার সেই সামর্থ্যও নাই। তিনি বলেন ঃ তাহলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। সে বললো, আমার সেই সামর্থ্যও নাই। তিনি বলেন ঃ তুমি বসো। অতএব সে বসে থাকলো। ইতিমধ্যে এক ঝুড়ি খেজুর এলো। তিনি বলেন ঃ যাও এটা দান করে দাও। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! মদীনার দুই কংকরময় প্রান্তরের মাঝে আমাদের চাইতে অধিক অভাবগ্রস্ত আর কেউ নেই। তিনি বলেন ঃ যাও, এগুলো তোমার পরিবার-পরিজনদের খাওয়াও।

١٦٧١(١)- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ .

১৬৭১ (ক)। হারমালা ইবনে ইয়াহ্ইয়া-আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্ব-আবদুল জাব্বার ইবনে উমার-ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ-ইবনুল মুসাইয়াব-আবু হুরায়রা (রা)-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে আরো আছে ঃ তার পরিবর্তে একদিন রোযা রাখো।

١٦٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ عَنْ اَبِيْهِ الْمُطَوِّسِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِئْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ .

১৬৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিনা ওজরে রমযান মাসের একদিন রোযা ভাঙ্গে সে সারা জীবন রোযা রাখলেও তার ক্ষতিপূরণ হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ اَفْطَرَ نَاسِيًا

কোন ব্যক্তি ভুলবশত রোযা ভঙ্গ করলে।

١٦٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خَلاَسٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ .

১৬৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন রোযাদার ভুলক্রমে আহার করলে সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ তাকে পানাহার করিয়েছেন।

١٦٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ اَفْطَرْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قُلْتُ لِهِشَامٍ أُمِرُوْا بِالْقَضَاءِ قَالَ فَلاَ بُدَّ مِن ذٰلِكَ .

১৬৭৪। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় মেঘাচ্ছন্ন দিনে ইফতার করলাম, তারপর সূর্য প্রকাশ পেলো। অধস্তন রাবী বলেন, আমি হিশাম (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাদেরকে কাযা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কি? তিনি বলেন, অবশ্যই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّائِمِ يَقِئُ

রোযাদার বমি করলে।

١٦٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَعْلٰى وَمُحَمَّدُ ابْنَا عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِىّ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ مَرْزُوْقٍ قَالَ سَمِعْتُ

فَضَلَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْاَنْصَارِيَ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِيْ يَوْمٍ كَانَ يَصُوْمُهُ فَدَعَا بِاِنَاءٍ فَشَرِبَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُوْمُهُ قَالَ اَجَلْ وَلَكِنِّيْ قِئْتُ .

১৬৭৫। আবু মারযূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাদালা ইবনে উবাইদ আল-আনসারী (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন রোযারত অবস্থায় তাদের নিকট বেরিয়ে আসেন। তিনি পানির পাত্র চেয়ে নিয়ে পানি পান করেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এই দিন (নফল) রোযা রেখেছিলেন। তিনি বলেন ঃ হাঁ, তবে আমি বমি করেছি।

١٦٧٦-حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا عِيْسَى ابْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَبُو الشَّعْثَاءِ ثَنَا حَفْصُ ابْنُ غِيَاثٍ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ .

১৬৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার মুখ ভরে বমি হয় তাকে রোযা কাযা করতে হবে না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বমি করে তাকে রোযার কাযা করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ وَالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

রোযাদারের মিসওয়াক করা ও সুরমা লাগানো।

١٦٧٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ الْمُؤَدِّبُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ .

১৬৭৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রোযাদারের উত্তম গুণাবলীর একটি হলো দাতন করা।

١٦٧٨- حَدَّثَنَا اَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اكْتَحَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ .

১৬৭৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযারত অবস্থায় সুরমা লাগিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

রোযাদারের রক্তমোক্ষণ করানো।

١٦٧٩- حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ وَدَاوُدُ بْنُ رَشِيْدٍ قَالاَ ثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بِشْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ .

১৬৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রক্তমোক্ষণকারী ও যার রক্তমোক্ষণ করা হয়, তারা উভয়ে রোযা ভঙ্গ করেছে।

١٦٨٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ السُّلَمِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اَنْبَاَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَ ابْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ قِلاَبَةَ اَنَّ اَبَا اَسْمَاءَ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ .

১৬৮০। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ রক্তমোক্ষণকারী ও যার রক্তমোক্ষণ করা হয়েছে তারা উভয়ে রোযা ভঙ্গ করেছে।

١٦٨١- وَبِاسْنَادِهِ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ شَدَّادَ بْنَ اَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَقِيْعِ فَمَرَّ عَلٰى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ بَعْدَ مَا مَضٰى مِنَ الشَّهْرِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ .

১৬৮১। আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি অবহিত করেন যে, একদা শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বকী নামক স্থানে হাঁটছিলেন। তিনি এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গমন করেন, যে রক্তমোক্ষণ করছিল, তখন রমযান মাসের আঠার দিন গত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রক্তমোক্ষক ও যার রক্তমোক্ষণ করা হয়েছে তারা উভয়ে রোযা ভঙ্গ করেছে।

١٦٨٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ .

১৬৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ও ইহরামরত অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

রোযাদারের চুমু দেয়া সম্পর্কে।

١٦٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالاَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُقَبِّلُ فِىْ شَهْرِ الصَّوْمِ .

১৬৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে চুমা দিতেন।

١٦٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَاَيُّكُمْ يَمْلِكُ اِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْلِكُ اِرْبَهُ .

১৬৮৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযারত অবস্থায় চুমা দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতেন, তোমাদের মধ্যে কে নিজের উপর তদ্রূপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখে!

١٦٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ .

১৬৮৫। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযারত অবস্থায় চুমা দিতেন।

١٦٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ يَزِيْدَ الضِّنِّىِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ مَوْلاَةِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَاَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ قَالَ قَدْ اَفْطَرَا .

১৬৮৬। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাসী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোযাদার দম্পতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, স্বামী তাকে চুমা দিয়েছে। তিনি বলেন ঃ তারা রোযা ভঙ্গ করেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

রোযা অবস্থায় স্ত্রীর দেহ স্পর্শ করা।

١٦٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ دَخَلَ الْاَسْوَدُ وَمَسْرُوْقٌ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالاَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَت كَانَ يَفْعَلُ وَكَانَ اَمْلَكَكُمْ لِاِرْبِهِ ،

১৬৮৭। ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসওয়াদ ও মাসরূক (র) আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযারত অবস্থায় কি স্ত্রীর দেহের সাথে নিজ দেহ মিলাতেন? তিনি বলেন, তিনি তা করতেন। আর তিনি ছিলেন তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সংযমী।

١٦٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا اَبِىْ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْكَبِيْرِ الصَّائِمِ فِى الْمُبَاشَرَةِ وَكُرِهَ لِلشَّابِّ .

১৬৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বৃদ্ধ রোযাদারকে স্ত্রীর দেহ স্পর্শ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং যুবকদের জন্য তা অপছন্দ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْغِيْبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ

রোযাদার ব্যক্তির গীবত ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া।

١٦٨٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلاَ حَاجَةَ لِلّٰهِ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

১৬৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যাচার, মূর্খতা ও মূর্খতাসুলভ কাজ ত্যাগ করলো না, তার পানাহার বর্জন করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।

١٦٩٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اِلاَّ الْجُوْعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ اِلاَّ السَّهَرُ .

১৬৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কত রোযাদার আছে যাদের রোযার বিনিময়ে ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই জোটে না। কত নামাযী আছে যাদের রাত জাগরণ ছাড়া আর কিছুই জোটে না।

١٦٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ وَاِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ اَحَدٌ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُؤٌ صَائِمٌ .

১৬৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন রোযা অবস্থায় অশ্লীল ও মূর্খতাসুলভ আচরণ না করে। কেউ তার সাথে মূর্খতাসুলভ আচরণ করলে সে যেন বলে, আমি রোযাদার।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ مَا جَاءَ فِى السُّحُوْرِ

সাহরী খাওয়া।

١٦٩٢-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَانَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السُّحُوْرِ بَرَكَةً .

১৬৯২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাহ্‌রী খাবে। কেননা সাহরীতে বরকত আছে।

١٦٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِسْتَعِيْنُوْا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلٰى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِالْقَيْلُوْلَةِ عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ .

১৬৯৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সাহ্‌রী খাওয়ার মাধ্যমে দিনে রোযা রাখার জন্য এবং দিনে বিশ্রামের মাধ্যমে রাতে নামায পড়ার জন্য সাহায্য গ্রহণ করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ تَاْخِيْرِ السُّحُوْرِ

বিলম্বে সাহরী খাওয়া।

١٦٩٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىِّ عَن قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا اِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِيْنَ اٰيَةً .

১৬৯৪। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে সাহরী খেলাম, এরপর নামাযে দাঁড়ালাম। রাবী কাতাদা (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সাহরী ও নামাযের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বলেন, পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করার পরিমাণ সময়।

١٦٩٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ تَسَحَّرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هُوَ النَّهَارُ اِلاَّ اَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ .

১৬৯৫। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে বলতে গেলে দিনেই সাহরী খেয়েছি, পার্থক্য এতটুকু যে, তখনও সূর্য উদিত হয়নি।৩

١٦٩٦-حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَمْنَعَنَّ اَحَدَكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سُحُوْرِهِ فَاِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِيَنْتَبِهَ نَائِمَكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ اَنْ يَقُوْلَ هٰكَذَا وَلٰكِنْ هٰكَذَا يَعْتَرِضُ فِيْ اُفُقِ السَّمَاءِ .

১৬৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে তার সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কেননা সে তোমাদের ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগাবার বা সতর্ক করার জন্য এবং তোমাদের নামাযীকে নামাযে রত বা অবসর হওয়ার জন্য আযান দিয়ে থাকে। আর এ সময়কে ফযর বলা হয় না, বরং উর্ধাকাশে আড়াআড়িভাবে সাদা আভা প্রকাশ পাওয়াই ফযর।৪

---

৩. এখানে দিন অর্থ ফজর শুরু হওয়ার মুহূর্ত। কারণ ঐ সময় থেকে সূর্য উদিত না হলেও তার একটা আবছা আলো ফুটে উঠতে থাকে। অবশ্য হাদীসের বাহ্যিক অর্থও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতের সুবিধার্থে এরূপ করে থাকবেন (অনুবাদক)।

৪. রমযানের রোযা দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে লোকদের মধ্যে ভোর রাতে পানাহারের কোন প্রচলন ছিল না। রোযা শুরু হওয়ার মুহূর্ত সম্পর্কেও তাদের পরিষ্কার ধারণা ছিল না। কেউ মনে করতো এশার নামাযের পর থেকেই পরবর্তী দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আবার কেউ মনে করতো যতক্ষণ সজাগ থাকা যায় ততক্ষণ পানাহার নিষিদ্ধ হয় না, কিন্তু ঘুম থেকে জেগে উঠার পর আর পানাহার করা যাবে না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করে সাহরী বা পানাহারের সর্বশেষ সময়সীমা নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ .

"রাতের কালো (অন্ধকার) রেখার বুক চিরে ভোরের শুভ্র রেখা উজ্জ্বল হয়ে উঠা পর্যন্ত তোমরা পানাহার করো" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)।

ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বলসহ জমহুর আলেমদের মতে সুবহেসাদেক শুরু হওয়ার মুহূর্তই হচ্ছে পানাহার হারাম হওয়ার এবং রোযা শুরু হওয়ার সীমা। অপর একদল আলেম মনে করেন, প্রভাতের শুভ্র আলো পূর্ব দিগন্তে বিস্তৃত হওয়া পর্যন্ত সাহরী খাওয়া জায়েয। তৃতীয় একদল আলেমের মতে প্রভাত-লালিমা পূর্ব দিগন্তে ছাড়িয়ে পড়া পর্যন্ত সাহরী খাওয়া জায়েয। বস্তুত সাহাবা ও তাবিঈদের যুগ থেকে পানাহারের সর্বশেষ সময়সীমা নিয়ে মতভেদ চলে আসছে। এখানে কয়েকজন ইমামের অভিমত উল্লেখ করা হল ঃ

আনোয়ার শাহ কাশমিরী (র) বলেন, প্রকৃতপক্ষে এই বিরোধের মূল হচ্ছে কুরআন মজীদের 'তবাইয়্যানা' শব্দ। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এর অর্থ করেছেন, পরিপূর্ণ স্পষ্টতা, অপর দল এর অর্থ করেছেন, শুধু স্পষ্ট হওয়া (ফয়যুল বারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৫)। তিনি আরো বলেন, তাবাইয়্যানা

শব্দ কি ভোরের পূর্ণাংগ শুভ্রতা বুঝায় না শুধু ফজর উদয় হওয়া বুঝায়? যারা প্রথম অর্থ গ্রহণ করেছেন তারা ফজরের পরও সাহ্‌রী খাওয়া জায়েয মনে করেন। যেমন কাযীখান গ্রন্থে আছে, 'ভুলে যাওয়া (ঘুমে বিভোর) ব্যক্তি যদি ফজরের পর আহার গ্রহণ করে তবে তার রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে'। কিন্তু বেশীরভাগ লোক দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে ফজরের পর আহার করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে (ঐ, ২খ, পৃ. ১৫৭)। তিনি আরো বলেন, ইমাম তাহাবী (র) দাবি করে বলেন যে, ফজর উদয় হওয়ার পরও সাহ্‌রী খাওয়া জায়েয। বুখারীর অন্যতম ব্যাখ্যাকার দাউদ মালিকীও এই মত পোষণ করেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) এই মতের জোরালো সমর্থন করেছেন এবং আবু বাক্‌র (রা) থেকে দলীল পেশ করেছেন। কেননা তিনি ফজরের পর সাহ্‌রী খেয়েছেন। হুযাইফা (রা) থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে (১৬৯৫ নং হাদীস)। একাদিক্রমে বিভিন্ন ফিক্‌হ গ্রন্থে ফজর উদয় হওয়ার পর সাহরী খাওয়া জায়েয বলে বর্ণিত আছে। তবে এ সময় পানাহার না করাই অধিক সতর্কতামূলক কাজ (ঐ, পৃ. ১৭৪)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'তোমরা পানাহার করো, দিগন্তে প্রসারিত শুভ্র আলোকরশ্মি যেন তোমাদেরকে পানাহার থেকে বিরত না রাখে। তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ পর্যন্ত প্রভাত লালিমা তোমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে না উঠে' (তিরমিযী, হাদীস নং ৬৫৫)। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম তিরমিযী লিখেছেন, প্রভাত-লালিমা (পূর্ব দিগন্তে) ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত না হওয়া পর্যন্ত রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয় না। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এই মত ব্যক্ত করেছেন (তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮)। ফয়যুল বারীর টীকায় লেখা আছে, ইমাম তিরমিযী সংকলিত একটি হাদীস প্রভাত-লালিমা উদয় হওয়া পর্যন্ত রোযাদারের জন্য পানাহার জায়েয প্রমাণিত করে। আর প্রভাত-লালিমা (আহ্‌মার) ফজরের (সুব্‌হে সাদেক) পরই দেখা দেয় (৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭)। ইমাম ইবনে হাজারের আলোচনা তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে, ১১০ নং পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা শাব্বীর আহ্‌মাদ উসমানী লিখিত ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে, ১২০ নং পৃষ্ঠায় দেখা যেতে পারে।

আল্লামা মোল্লা আলী কারী বলেন, জমহূরের মতে ফজরের সূচনা-বিন্দুই (রোযা শুরু হওয়ার) নির্ভরযোগ্য সময়। অপর এক দলের মতে ভোরের আলো ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্তটাই নির্ভরযোগ্য সময়। এই শেষোক্ত মতটি হযরত উসমান (রা), হুযাইফা (রা), তলক ইবনে আলী (রা), আতা ইবনে আবু রাবাহ ও আমাশ (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে (শরহু নিকায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮)। আল্লামা ইবনে রুশদ মালেকী লিখেছেন, 'জমহুরের মতে সাহ্‌রীর সর্বশেষ সময়সীমা হচ্ছে সুবহে সাদেকের সূচনা-বিন্দু। আর তা হচ্ছে (পূর্ব) দিগন্তে ছড়িয়ে পড়া শুভ্র আলোকচ্ছটা। আলেমদের একটি ক্ষুদ্র দলের মতে, শুভ্র আলোকচ্ছটার পর যে রংগিন আভা উদিত হয় তা-ই হচ্ছে সাহ্‌রীর সর্বশেষ সীমা। অবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও হুযাইফা (রা) থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে (বিদায়তুল মুজতাহিদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮–৮৯)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "তোমাদের কেউ যদি সাহরীর পাত্র হাতে (আহাররত) থাকা অবস্থায় আযান শুনতে পায়, তবে সে যেন পাত্র রেখে না দেয়, বরং তা থেকে প্রয়োজনমত খেয়ে নেয়" (আবু দাউদ, কিতাবুস সিয়াম, বাব আর-রাজুল ইয়াসমাউন-নিদা ওয়াল-ইনউ আলা ইয়াদিহী)। এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসংগে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (র) লিখেছেন, মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহ্‌ইয়া সাহেব তাঁর শায়খ মাওলানা রশীদ আহ্‌মাদ গাংগুহী (র)-এর একটি বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে– উল্লেখিত হাদীস এবং "হাত্তা ইয়াতাবাইয়্যানা..." আয়াতের ভিত্তিতে একদল আলেম বলেছেন, তাবাইয়্যানা শব্দের অর্থ "ভোরের শুভ্রতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া, কেবল ফজর উদয় হওয়াই নয়"। শরীআতী আইনের সহজতা বিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণ লোকদের অবস্থা বিবেচনা করলে এই মত গ্রহণ করাই উত্তম। কেননা ফজরের ঠিক প্রারম্ভ নির্ধারণে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী লোকেরাও অপারগ, সাধারণ মানুষের তো প্রশ্নই উঠে না। অতএব ফজরের ওয়াক্তের সূচনা বিন্দুর সাথে সাহরী খাওয়ার

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيْلِ الْافْطَارِ

যথাসময়ে ইফতার করা।

١٦٩٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوا الْافْطَارَ .

১৬৯৭। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মানুষ কল্যাণের সাথে থাকবে, যাবত তারা জলদি (যথাসময়ে) ইফতার করতে থাকবে।

١٦٩٨-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوا الْفِطْرَ عَجِّلُوا الْفِطْرَ فَانَّ الْيَهُوْدَ يُؤَخِّرُوْنَ .

১৬৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাবত লোকেরা যথাসময়ে ইফতার করবে তাবত তারা কল্যাণের সাথে থাকবে। তাই তোমরা যথাসময়ে ইফতার করো। কারণ ইহূদীরা বিলম্বে ইফতার করে।

বৈধতা-অবধৈতাকে সম্পৃক্ত করা ত্রুটি, অসুবিধা ও কঠোরতা থেকে মুক্ত নয় (বাযলুল মাজহূদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪০)।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বিলাল (রা) ও ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)-র আযান সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছেন, 'আসবাহ্‌তা' (তুমি ভোরে উপনীত হয়েছো) শব্দটি তার প্রত্যক্ষ (হাকীকী) অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে বরং রূপক (মাজাযী) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ ফজরের সময় ঘনিয়ে এসেছে। অতএব ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান ছিলো ফজর শুরু হওয়ার সময়ে, আর পানাহারের শেষ সময়সীমা ছিল ফজর উদয় হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত। অপর দিকে 'আসবাহ্‌তা' শব্দটি প্রত্যক্ষ অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখিত হাদীস থেকে ফজর হওয়ার পরও পানাহারের বৈধতা সাব্যস্ত হয়। ফিক্‌হবিদদের একটি মত অনুসারে তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। কেননা আমাদের সাথীরা (হানাফী আলেমগণ) এই সীমা নির্ধারণ করতে গিয়ে মতভেদ করেছেন ঃ এ সীমা কি ফজর শুরু হওয়ার ঠিক মুহূর্ত না ভোরের শুভ্রতা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত? খিযানাতুল ফাতাওয়া গ্রন্থের আলোচনায় দেখা যায়, অধিকাংশ আলেম দ্বিতীয় মত গ্রহণ করেছেন (বুখারীর শারহ উমদাতুল কারী, আযান অনুচ্ছেদ, পৃ. ৭০)। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো দ্রষ্টব্য ঃ ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬; শামী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০; হিদায়ার ভাষ্যগ্রন্থ ইনায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৩; খিযানাতুল ফাতাওয়া এবং মুহীত (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عَلٰى مَا يَسْتَحِبُّ الْفِطْرَ

যা দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব।

١٦٩٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ اُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَفْطَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى تَمْرٍ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَاِنَّهُ طَهُوْرٌ .

১৬৯৯। সালমান ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ইফতার করলে সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। সে খেজুর না পেলে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কারণ তা পবিত্র।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَرْضِ الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ وَالْخِيَارِ فِي الصَّوْمِ

রাত থাকতে ফরয রোযার নিয়াত করা এবং নফল রোযার নিয়াতে বিলম্ব করা যায়।

١٧٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ عَنْ اِسْحَاقَ ابْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَّمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ .

১৭০০। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাত থাকতে ফরয রোযার নিয়াত করলো না তার রোযা হয়নি।

١٧٠١- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَنَقُوْلُ لاَ فَيَقُوْلُ اِنِّيْ صَائِمٌ فَيُقِيْمُ عَلٰى صَوْمِهِ ثُمَّ يُهْدٰى لَنَا شَيْءٌ فَيُفْطِرُ قَالَتْ وَرُبَّمَا صَامَ

وَاَفْطَرَ قُلْتُ كَيْفَ ذَا قَالَتْ اِنَّمَا مَثَلُ هٰذَا مَثَلُ الَّذِىْ يَخْرُجُ بِصَدَقَةٍ فَيُعْطِى بَعْضًا وَيُمْسِكُ بَعْضًا .

১৭০১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এসে বলেন ঃ তোমাদের কাছে (আহার করার মত) কিছু আছে কি? আমরা বললাম, না। তিনি বলেন, তাহলে আমি রোযা রাখলাম। অতঃপর তিনি রোযা অবস্থায় থাকেন। আমাদের নিকট কিছু হাদিয়া এলে তিনি রোযা ভঙ্গ করেন। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি কখনো রোযা রাখতেন আবার কখনো রোযা রাখতেন না। রাবী মুজাহিদ (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তা কিভাবে? আয়েশা (রা) বলেন, তার দৃষ্টান্ত এরূপ যে, কোন ব্যক্তি সদকার মাল নিয়ে দান করার উদ্দেশে বের হয়ে এর কিছু অংশ দান করে, আর কিছু অংশ রেখে দেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ يُرِيْدُ الصِّيَامَ

রোযা রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তির অপবিত্র অবস্থায় ভোর হলে।

١٧٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ جَعْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ لاَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَا اَنَا قُلْتُ مَنْ اَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيُفْطِرْ مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَهُ .

১৭০২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর আল-কারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, না, কাবার প্রভুর শপথ! এ কথা আমি বলছি না ঃ যে ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হলো সে রোযা ভঙ্গ করুক"।[৫] বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেছেন।

١٧٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَبِيْتُ جُنُبًا فَيَأْتِيْهِ بِلاَلٌ

৫. এ হাদীসের হুকুম রহিত হয়ে গেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যক্রম দ্বারাই (বুখারী, ১৭৮৯ নং হাদীস, আধুনিক), মুসলিম (২৪৫৬-৬১ নং হাদীস, ই. ফা. সং) ও তিরমিযীতে (নং ৭২৭, সেন্টার সং) বর্ণিত আছে যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহবাসজনিত নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হন, অতঃপর গোসল করে রোযা রাখেন" (অনুবাদক)।

فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَيَقُوْمُ فَيَغْتَسِلُ فَاَنْظُرُ اِلٰى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِنْ رَاْسِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَاَسْمَعُ صَوْتَهُ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَالَ مُطَرِّفٌ فَقُلْتُ لِعَامِرٍ اَفِىْ رَمَضَانَ . قَالَ رَمَضَانُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ .

১৭০৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহবাসজনিত নাপাক অবস্থায় রাতে ঘুমাতেন। অতঃপর বিলাল (রা) তাঁর নিকট এসে তাঁকে নামাযের জন্য ডাকতেন। তখন তিনি উঠে গোসল করতেন। আমি তাঁর মাথা থেকে ফোটায় ফোটায় পানি পড়তে দেখেছি। তারপর তিনি বের হয়ে যেতেন এবং ফজরের নামাযে আমি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেতাম। মুতাররিফ (র) বলেন, আমি আমের (র)-কে বললাম, তা কি রমযানে? তিনি বলেন, রমযান ও অন্য মাস একই সমান।

١٧٠٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَاَلْتُ اُمَّ سَلَمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبٌ يُرِيْدُ الصَّوْمَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنَ الْوِقَاعِ لاَ مِنْ اِحْتِلاَمٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيُتِمُّ صَوْمَهُ .

১৭০৪। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট জানতে চাইলাম যে, এক ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হলো, সে রোযা রাখতে ইচ্ছুক। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নদোষজনিত নয়, বরং সহবাসজনিত নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হতেন, অতঃপর গোসল করতেন এবং তাঁর রোযা পূর্ণ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صِيَامِ الدَّهْرِ

সারা বছর রোযা রাখা।

١٧٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عُيَيْنَةُ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَاَبُوْ دَاوُدَ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ فَلاَ صَامَ وَلاَ اَفْطَرَ .

১৭০৫। আবদুল্লাহ ইবনুস শিখখীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সর্বদা রোযা রাখে সে রোযাও রাখেনি, আবার রোযা ভঙ্গও করেনি।

١٧٠٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ .

১৭০৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সর্বদা রোযা রাখে, সে রোযাই রাখেনি।[৬]

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা

١٧٠٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِصِيَامِ الْبِيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ وَيَقُوْلُ هُوَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ أَوْ كَهَيْئَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ .

১৭০৭। আবদুল মালেক ইবনুল মিনহাল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমুল বীদ[৭] অর্থাৎ প্রতি মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন ঃ তা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য।

١٧٠٧(١)- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . قَالَ ابْنُ مَاجَةَ أَخْطَأَ شُعْبَةُ وَأَصَابَ هَمَّامٌ .

---

৬. অর্থাৎ সে রোযার পূর্ণ সওয়াব পায় না। তাই সে যেন রোযা রাখেনি। কারণ এভাবে সব সময় রোযা রেখে দেহকে কষ্ট দেয়া নিষেধ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "তোমার উপর তোমার দেহেরও অধিকার আছে" (অনুবাদক)।

৭. বীদ শব্দের অর্থ উজ্জ্বল, সাদা। কারণ ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের পূর্ণ রাত চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত থাকে (অনুবাদক)।

১৭০৭ (ক)। ইসহাক ইবনে মানসূর-হাব্বান ইবনে হিলাল-হাম্মাম-আনাস ইবনে সীরীন-আবদুল মালেক ইবনে কাতাদা ইবনে মিলহান-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনে মাজা (র) বলেন, শোবা (র) তার বর্ণনায় ভুল করেছেন এবং হাম্মাম সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٧٠٨- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَذٰلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ . فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابِهِ (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا) فَالْيَوْمُ بِعَشْرَةِ اَيَّامٍ .

১৭০৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখলো, তা যেন সারা বছর রোযা রাখা। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে এর সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ)ঃ "কেউ কোন সৎকাজ করলে, সে তার দশ গুণ পাবে" (সূরা আনআম ঃ ১৬০) অর্থাৎ প্রতিটি দিন দশ দিনের সমান।

١٧٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ مِنْ اَيِّهِ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِىْ مِنْ اَيِّهِ كَانَ .

১৭০৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, মাসের কোন কোন দিন? তিনি বলেন, তিনি যে কোন দিন রোযা রাখতে ইতস্তত করতেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صِيَامِ النَّبِىِّ ﷺ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা।

١٧١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَبِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَوْمِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَفْطَرَ وَلَمْ اَرَهُ صَامَ مِنْ شَهْرٍ قَطُّ اَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ اِلاَّ قَلِيْلاً .

১৭১০। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি একাধারে রোযা রেখেই যেতেন। এমনকি আমরা বলতাম, তিনি রোযা রেখেই যাবেন। আবার তিনি একাধারে রোযাহীন অবস্থায় কাটাতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি রোযাহীন অবস্থায়ই থাকবেন। শাবান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে আমি তাঁকে এত অধিক রোযা রাখতে দেখিনি। তিনি প্রায় পুরা শাবান মাসই রোযা রাখতেন। তিনি শাবানের অল্প কিছু দিন বাদ দিয়ে পুরা মাসই রোযা রাখতেন।

١٧١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يَصُوْمُ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا اِلاَّ رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ .

১৭১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে রোযা রেখে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি আর রোযা ভঙ্গ করবেন না। আবার কখনো তিনি একাধারে রোযাহীন থাকতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি আর রোযা রাখবেন না। মদীনায় আসার পর থেকে তিনি রমযান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে সম্পূর্ণ মাস রোযা রাখেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِيَامِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

দাউদ আলাইহিস সালামের রোযা।

١٧١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّافِعِىُّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ اَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ فَاِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَاَحَبُّ الصَّلاَةِ اِلَى اللّٰهِ صَلاَةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيُصَلِّىْ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ .

১৭১২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রোযাসমূহের মধ্যে দাউদ (আ)-এর রোযা আল্লাহর নিকট

অধিক প্রিয়। তিনি এক দিন রোযা রাখতে এবং পরবর্তী দিন রোযা রাখতেন না। আল্লাহ্‌র নিকট দাঊদ (আ)-এর নামায অধিক প্রিয়। তিনি রাতের অর্ধাংশ ঘুমাতেন, এক-তৃতীয়াংশ নামাযে কাটাতেন এবং আবার এক-ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন।

١٧١٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَيُطِيْقُ ذٰلِكَ اَحَدٌ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذٰلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ كَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُّ اَنِّيْ طُوِّقْتُ ذٰلِكَ .

১৭১৩। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে ব্যক্তি দুই দিন রোযা রাখে এবং এক দিন রাখে না, তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন ঃ কেউ কি তার সামর্থ্য রাখে? উমার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে ব্যক্তি এক দিন রোযা রাখে এবং এক দিন রাখে না? তিনি বলেন ঃ সেটা হলো দাঊদ (আ)-এর রোযা। উমার (রা) বললেন, যে ব্যক্তি এক দিন রোযা রাখে এবং দুই দিন রাখে না? তিনি বলেন ঃ আমি পছন্দ করি যে, আমাকে এ ধরনের রোযা রাখার সামর্থ্য দান করা হোক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِيَامِ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

নূহ আলাইহিস সালামের রোযা।

١٧١٤- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِيْ سَهْلٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْ فِرَاسٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ صَامَ نُوْحٌ الدَّهْرَ اِلاَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى .

১৭১৪। আবু ফিরাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নূহ (আ) ঈদুল ফিতরের দিন ও ঈদুল আযহার দিন ব্যতীত সারা বছর রোযা রাখতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

بَابُ صِيَامِ سِتَّةِ اَيَّامٍ مِّنْ شَوَّالٍ

শাওয়াল মাসের ছয় দিনের রোযা।

١٧١٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ صَامَ سِتَّةَ اَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا .

১৭১৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর ছয় দিন রোযা রাখলো, তা পূর্ণ বছর রোযা রাখার সমতুল্য। "কেউ কোন সৎকাজ করলে, সে তার দশ গুণ পাবে" (সূরা আনআম ঃ ১৬০)।

١٧١٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ .

১৭১৬। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখলো, তা যেন সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

بَابُ فِيْ صِيَامِ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

আল্লাহর রাস্তায় এক দিন রোযা রাখার ফযীলাত।

١٧١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ اَبِيْ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ مِنْ وَجْهِهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا .

১৭১৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক দিন রোযা রাখে, আল্লাহ ঐ দিনের বিনিময়ে জাহান্নামকে তার মুখমণ্ডল থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে দেন।

١٧١٨-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اللَّيْثِيُّ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زَحْزَحَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا .

১৭১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক দিন রোযা রাখে, আল্লাহ তার বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে তার মুখমণ্ডলকে সত্তর বছরের দূরত্বে রাখেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

আইয়্যামে তাশরীকে রোযা রাখা নিষেধ।[৮]

١٧١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيَّامُ مِنًى اَيَّامُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ .

১৭১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মিনার দিনসমূহ হলো পানাহারের দিন।

١٧٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ فَقَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَاَنَّ هٰذِهِ الاَيَّامَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ .

১৭২০। বিশ্‌র ইবনে সুহাইম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়্যামে তাশরীকে ভাষণ দেন। তিনি বলেন ঃ মুসলিম ব্যক্তি ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং এই দিনসমূহ হচ্ছে পানাহারের দিন।

---

৮. যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের দিনসমূহকে আইয়্যামে তাশরীক বলে (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

بَابُ فِى النَّهْىِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখা নিষেধ।

١٧٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ يَعْلَى التَّيْمِىُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْاَضْحٰى .

১৭২১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

١٧٢٢- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُّ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَبَدَاَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صِيَامِ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْاَضْحٰى اَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَيَوْمُ الْاَضْحٰى تَاْكُلُوْنَ فِيْهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ .

১৭২২। আবু উবাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে ঈদের দিন উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার আগে নামায পড়েন, অতঃপর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এই দুই দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। কেননা ঈদুল ফিতরের দিন হচ্ছে তোমাদের রোযা ভঙ্গের দিন এবং ঈদুল আযহার দিন তোমরা তোমাদের কোরবানীর গোশত খাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

بَابُ فِىْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

জুমুআর দিন রোযা রাখা।

١٧٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ اِلاَّ بِيَوْمٍ قَبْلَهُ اَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ .

১৭২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-জুমুআর আগের দিন বা পরের দিনসহ রোযা রাখা ব্যতীত, কেবলমাত্র জুমুআর দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

١٧٢٤-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَنَا اَطُوْفُ بِالْبَيْتِ اَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هٰذَا الْبَيْتِ .

১৭২৪। মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ ইবনে জাফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফকালে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জুমুআর দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, এই ঘরের প্রভুর শপথ!

١٧٢٥- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَانَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَلَّمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

১৭২৫। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জুমুআর দিন খুব কমই রোযাহীন দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ

শনিবারের রোযা।

١٧٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ اِلاَّ فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ اَحَدُكُمْ اِلاَّ عُوْدَ عِنَبٍ اَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمَصَّهُ .

১৭২৬। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের উপর যে রোযা ফরয করা হয়েছে সেই রোযা ব্যতীত তোমরা শনিবার রোযা রাখবে না। তোমাদের কেউ আঙ্গুরের ডাল বা গাছের ছাল ব্যতীত কিছু না পেলে সে যেন তা চুষে (শনিবারের) রোযা ভঙ্গ করে।

١٧٢٦(١)- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

১৭২৬ (ক)। হুমাইদ ইবনে মাসআদা-সুফিয়ান ইবনে হাবীব-সাওর ইবনে ইয়াযীদ-খালিদ ইবনে মাদান-আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র–তাঁর বোন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ....পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

بَابُ صِيَامِ الْعَشْرِ

দশ দিনের রোযা।

١٧٢٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الاَيَّامِ يَعْنِى الْعَشْرَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَئٍ .

১৭২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র নিকট (যুলহিজ্জার) দশ দিনের সৎকাজের চাইতে অধিক পছন্দনীয় সৎকাজ আর নেই। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র পথে জিহাদও নয় কি? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদও নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি তার জান-মালসহ আল্লাহ্‌র পথে বের হয়ে তার কোন কিছু নিয়ে আর ফিরে আসে না (তার মর্যাদা অনেক)।

١٧٢٨- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيْدَةَ ثَنَا مَسْعُوْدُ بْنُ وَاصِلٍ عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا اَيَّامٌ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ اَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيْهَا مِنْ اَيَّامِ الْعَشْرِ وَاِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيْهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ وَلَيْلَةٍ فِيْهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ .

১৭২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (যুলহিজ্জার) দশ দিনের ইবাদতের চেয়ে দুনিয়ার অন্য কোন দিনের

ইবাদত মহান আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় নয়। এই ক'দিনের মধ্যকার এক এক দিনের রোযা এক বছর রোযা রাখার সমান এবং তার এক একটি রাত কদরের রাতের সমান।[৯]

١٧٢٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَامَ الْعَشْرَ قَطُّ .

১৭২৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (যুলহিজ্জার) দশ দিন কখনো রোযা রাখতে দেখিনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ

আরাফাত দিবসের রোযা।

١٧٣٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَاَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ اِنِّىْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ وَالَّتِىْ بَعْدَهُ .

১৭৩০। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আল্লাহ্র নিকট আরাফাত দিবসের রোযার এই সওয়াব আশা করি যে, তিনি তাঁর বিনিময়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন।

١٧٣١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ اَمَامَهُ وَسَنَةٌ بَعْدَهُ .

১৭৩১। কাতাদা ইবনুন নোমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আরাফাত দিবসে রোযা রাখলো, তার আগের বছরের ও পরের বছরের গুনাহ মাফ করা হলো।

١٧٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنِىْ حَوْشَبُ بْنُ عَقِيْلٍ حَدَّثَنِىْ مَهْدِىُّ الْعَبْدِىُّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى اَبِىْ هُرَيْرَةَ

---

৯. অন্য এক হাদীসে যিলহজ্জ মাসের দশম তারিখে রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে দশ দিন বলতে ঐ মাসের প্রথম দশকের নয় দিন বুঝানো হয়েছে (অনুবাদক)।

فِيْ بَيْتِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ .

১৭৩২। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর বাড়িতে গিয়ে তাকে আরাফাতের ময়দানে আরাফাত দিবসে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের ময়দানে আরাফাত দিবসে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

আশূরার দিনের রোযা।[১০]

١٧٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَيَاْمُرُ بِصِيَامِهِ .

১৭৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশূরার দিন রোযা রাখতেন এবং এই দিন রোযা রাখতে নির্দেশ দিতেন।

١٧٣٤- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِيْ سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ صُيَّامًا فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ اَنْجَى اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَاَغْرَقَ فِيْهِ فِرْعَوْنَ فَصَامَهُ مُوْسٰى شُكْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ اَحَقُّ بِمُوْسٰى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ

১৭৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরত করে) মদীনায় পৌঁছে ইহুদীদের রোযা অবস্থায় দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ এটা কি? তারা বললো, এই দিনে আল্লাহ মূসা (আ)-কে মুক্তি দেন এবং ফিরাউনকে ডুবিয়ে মারেন। তাই মূসা (আ) এই দিন শোকরানা রোযা রাখেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমরা মূসা (আ)-এর (অনুসরণের) ব্যাপারে তোমাদের চাইতে অধিক হকদার। তারপর তিনি এদিনে রোযা রাখেন এবং অন্যদেরও রোযা রাখার নির্দেশ দেন।

---

১০. আশূরা ঃ মুহাররম মাসের দশম দিন (অনুবাদক)।

١٧٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ مِنْكُمْ اَحَدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ قُلْنَا مِنَّا طَعِمَ وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمْ قَالَ فَاَتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ مَنْ كَانَ طَعِمَ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ فَاَرْسِلُوْا اِلٰى اَهْلِ الْعَرُوْضِ فَلْيُتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ قَالَ يَعْنِىْ اَهْلَ الْعَرُوْضِ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ .

১৭৩৫। মুহাম্মাদ ইবনে সাইফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশূরার দিন আমাদের জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের কেউ আজ আহার করেছে কি? আমরা বললাম, আমাদের কতক আহার করেছে এবং কতক আহার করেনি। তিনি বলেন ঃ তোমরা যারা আহার করেছো এবং যারা আহার করোনি, তোমাদের অবশিষ্ট দিনটি রোযা রাখো। আর তোমরা মদীনার পার্শ্ববর্তীদের নিকট লোক পাঠিয়ে দাও, তারাও যেন দিনটির অবশিষ্টাংশ রোযা রাখে।

١٧٣٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَئِنْ بَقِيْتُ اِلٰى قَابِلٍ لَاَصُوْمَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ . قَالَ اَبُوْ عَلِيٍّ رَوَاهُ اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ زَادَ فِيْهِ مَخَافَةَ اَنْ يَفُوْتَهُ عَاشُوْرَاءُ .

১৭৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি আগামী বছর বেঁচে থাকলে অবশ্যই (মুহাররমের) নবম তারিখে রোযা রাখবো। ইবনে আবু যেব-এর বর্ণনায় আরো আছে ঃ তাঁর থেকে আশূরার রোযা চলে যাওয়ার আশঙ্কায় (তিনি এ কথা বলেন)।

١٧٣٧-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَوْمًا يَصُوْمُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَّصُوْمَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ .

১৭৩৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আশূরার দিন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জাহিলী যুগে লোকেরা এই দিন রোযা রাখতো। অতএব তোমাদের কেউ এ দিন রোযা রাখতে আগ্রহী হলে রাখতে পারে এবং কেউ অনাগ্রহী হলে নাও রাখতে পারে।

١٧٣٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَانَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اِنِّىْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ .

১৭৩৮। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আশূরার দিনের রোযার দ্বারা আমি আল্লাহ্‌র নিকট বিগত বছরের গুনাহ মাফের আশা রাখি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা।

١٧٣٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِىْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ الْغَازِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ .

১৭৩৯। রবীআ ইবনুল গায (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন।

١٧٤٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ رِفَاعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تَصُوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ فَقَالَ اِنَّ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ يَغْفِرُ اللّٰهُ فِيْهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ اِلاَّ مُتَهَاجِرَيْنِ يَقُوْلُ دَعْهُمَا حَتّٰى يَصْطَلِحَا .

১৭৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রেখে থাকেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা সোমবার

ও বৃহস্পতিবার এ দুই দিন পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী দুই ব্যক্তি ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমানকে ক্ষমা করেন। তিনি (ফেরেশতাদের) বলেন ঃ তারা সন্ধিতে আবদ্ধ হওয়া অবধি তাদের ত্যাগ করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

بَابُ صِيَامِ اَشْهُرِ الْحُرُمِ

হারাম মাসসমূহের রোযা।

١٧٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِى السَّلِيْلِ عَنْ اَبِىْ مُجِيْبَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ عَنْ عَمِّهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَنَا الرَّجُلُ الَّذِىْ اَتَيْتُكَ عَامَ الْاَوَّلِ قَالَ فَمَا لِىْ اَرٰى جِسْمَكَ نَاحِلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَكَلْتُ طَعَامًا بِالنَّهَارِ مَا اَكَلْتُهُ الاَّ بِاللَّيْلِ قَالَ مَنْ اَمَرَكَ اَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اَقْوٰى قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا بَعْدَهُ قُلْتُ اِنِّىْ اَقْوٰى قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ قُلْتُ اِنِّى اَقْوٰى قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلاَثَةَ اَيَّامٍ بَعْدَهُ وَصُمْ اَشْهُرَ الْحُرُمِ .

১৭৪১। আবু মুজীবা আল-বাহিলী (র) থেকে তার পিতা অথবা তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি সেই ব্যক্তি, গত বছরও আপনার নিকট এসেছিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ কি ব্যাপার, আমি তোমার শরীর দুর্বল দেখছি কেন? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দিনে আহার করি না, রাতেই আহার করি। তিনি বলেন ঃ নিজের দেহকে শাস্তি দিতে কে তোমাকে নির্দেশ দিয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অধিক শক্তিশালী। তিনি বলেন ঃ তুমি ধৈর্যের মাসের রোযা রাখো এবং এরপর (প্রতি মাসে) এক দিন রোযা রাখো। আমি বললাম, আমি তো অধিক শক্তিশালী। তিনি বলেন ঃ তুমি ধৈর্যের মাসের রোযা রাখো এবং প্রতি মাসে দুই দিন রোযা রাখো। আমি বললাম, আমি এর অধিক শক্তি রাখি। তিনি বলেন ঃ তুমি ধৈর্যের মাসের রোযা রাখো, অতঃপর প্রতি মাসে তিন দিন এবং হারাম মাসসমূহে রোযা রাখো।[১১]

١٧٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىِّ عَنْ

---

১১. হারাম মাস বলতে মুহাররম, রজব, যুলকাদা ও যুলহিজ্জা মাসকে বুঝায় (অনুবাদক)।

اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَيُّ الصِّيَامِ اَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ شَهْرُ اللّٰهِ الَّذِىْ تَدْعُوْنَهُ الْمُحَرَّمَ .

১৭৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো, রমযান মাসের পর কোন রোযা উত্তম? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সেই মাস যাকে তোমরা মুহাররম বলে থাকো।

١٧٤٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنِى زَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ .

১৭৪৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব মাসে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

١٧٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُسَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَصُوْمُ اَشْهُرَ الْحُرُمِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُمْ شَوَّالاً فَتَرَكَ اَشْهُرَ الْحُرُمِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَصُوْمُ شَوَّالاً حَتّٰى مَاتَ .

১৭৪৪। মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) হারাম মাসসমূহে রোযা রাখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি শাওয়াল মাসে রোযা রাখো। অতঃপর তিনি হারাম মাসসমূহে রোযা রাখা ছেড়ে দেন এবং আমরণ শাওয়াল মাসে রোযা রাখেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

بَابُ فِى الصَّوْمِ زَكَاةُ الْجَسَدِ

রোযা হলো দেহের যাকাত।

١٧٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيْعًا عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ جُمْهَانَ عَنْ

اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ شَىْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ . زَادَ مُحْرِزٌ فِىْ حَدِيْثِهِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ .

১৭৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি জিনিসের যাকাত আছে। রোযা হলো শরীরের যাকাত। মুহরিযের হাদীসে আরো আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রোযা হলো ধৈর্যের অর্ধাংশ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

بَابُ فِىْ ثَوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

যে ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতার করালো তার সওয়াব।

١٧٤٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى وَخَالِىْ يَعْلٰى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا .

১৭৪৬। য়ায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতার করায়, তার জন্য রয়েছে ইফতারকারীদের সমান সওয়াব এবং এজন্য তাদের সওয়াব থেকে কিছুই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না।

١٧٤٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْىَ اللَّخْمِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ اَفْطَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ .

১৭৪৭। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ ইবনে মুআয (রা)-এর এখানে ইফতার করেন, অতঃপর বলেনঃ

তোমাদের এখানে রোযাদারগণ ইফতার করেছেন, নেককারগণ তোমাদের খাদ্যদ্রব্য আহার করেছেন এবং ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য রহমাত কামনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

بَابُ فِى الصَّائِمِ اِذَا اُكِلَ عِنْدَهُ

রোযাদারের সামনে কেউ পানাহার করলে।

١٧٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَهْلٌ قَالُوْا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنِ امْرَاَةٍ يُقَالُ لَهَا لَيْلٰى عَنْ اُمِّ عُمَارَةَ قَالَتْ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَّبْنَا اِلَيْهِ طَعَامًا فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّائِمُ اِذَا اُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ .

১৭৪৮। উম্মু উমারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে আসলে আমরা তাঁর সামনে খাদ্যসামগ্রী পরিবেশন করলাম। তাঁর সাথের কতক লোক ছিল রোযাদার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ রোযাদারের সামনে আহার করা হলে ফেরেশতাগণ তার জন্য (আল্লাহর) অনুগ্রহ কামনা করেন।

١٧٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِبِلاَلٍ الْغَدَاءُ يَا بِلاَلُ فَقَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاْكُلُ اَرْزَاقَنَا وَفَضْلُ رِزْقِ بِلاَلٍ فِى الْجَنَّةِ اَشَعَرْتَ يَا بِلاَلُ اَنَّ الصَّائِمَ تُسَبِّحُ عِظَامُهُ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ مَا اُكِلَ عِنْدَهُ .

১৭৪৯। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা)-কে বললেন ঃ হে বিলাল! সকালের খাবার। বিলাল (রা) বলেন, আমি রোযাদার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমরা আমাদের রিযিক আহার করবো, আর বিলালের অংশ রয়েছে জান্নাতে। হে বিলাল! তুমি কি জানো যে, রোযাদারের সামনে খাওয়া-দাওয়া করা হলে, তার হাড়সমূহ আল্লাহ্র গুণগান করে এবং ফেরেশতাগণ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে!

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

بَابُ مَنْ دُعِيَ اِلٰى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ

রোযাদারকে আহার গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হলে।

١٧٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلٰى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ .

১৭৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কাউকে আহার করার জন্য ডাকা হয়, অথচ সে রোযাদার, তখন সে যেন বলে, আমি রোযাদার।

١٧٥١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ السُّلَمِيُّ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دُعِيَ اِلٰى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ فَاِنْ شَاءَ طَعِمَ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ .

১৭৫১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রোযাদার ব্যক্তিকে আহার গ্রহণের আহ্বান জানানো হলে সে যেন তাতে সাড়া দেয়। অতঃপর তার ইচ্ছা হলে খাবে অথবা খাবে না।[১২]

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

بَابُ فِى الصَّائِمِ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُ

রোযাদারের দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না (কবুল হয়)।

١٧٥٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعْدَانَ الْجُهَنِيِّ عَنْ سَعْدٍ اَبِىْ مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ (وَكَانَ ثِقَةً) عَنْ اَبِىْ مُدِلَّةَ (وَكَانَ ثِقَةً) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الْاِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتّٰى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ

---

১২. যেসব হাদীসে রোযা ভেঙ্গে আহার করার, রোযাদারকে রোযা ভংগ করে খাদ্য গ্রহণের এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া রোযা রাখা যাবে না বা অনুরূপ কথা আছে, সেগুলো নফল রোযা। কারণ রমযানের রোযা সঙ্গত ওজর ব্যতীত কোন অবস্থায়ই ভঙ্গ করা জায়েয নয় (অনুবাদক)।

الْمَظْلُوْمِ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ دُوْنَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتُفْتَحُ لَهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُوْلُ بِعِزَّتِيْ لَاَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ .

১৭৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির দোয়া রদ হয় না ঃ ন্যায়পরায়ণ শাসক, রোযাদার যতক্ষণ না ইফতার করে এবং মজলুমের দোয়া। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোয়া মেঘমালার উপরে তুলে নিবেন এবং তার জন্য আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং আল্লাহ বলবেন ঃ আমার মর্যাদার শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো, একটু বিলম্বেই হোক না কেন।

١٧٥٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْمَدَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ . قَالَ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ اِذَا اَفْطَرَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ .

১৭৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইফতারের সময় রোযাদারের অবশ্যই একটি দোয়া আছে, যা রদ হয় না (কবুল হয়)। ইবনে আবু মুলাইকা (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-কে ইফতারের সময় বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার দয়া ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি যা সব কিছুর উপর পরিব্যপ্ত, যেন আপনি আমাকে ক্ষমা করেন"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

بَابُ فِي الْاَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ يَّخْرُجَ

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার আগে আহার করা।

١٧٥٤- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَطْعَمَ تَمَرَاتٍ .

১৭৫৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন খেজুর না খেয়ে (ঈদের মাঠে) রওয়ানা হতেন না।

١٧٥٥- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُغَدِّيَ اَصْحَابَهُ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ .

১৭৫৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন ভোরে তাঁর সাহাবীদের ফিতরা পরিশোধের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত (ঈদগাহে) রওয়ানা হতেন না।

١٧٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا ثَوَابُ بْنُ عُتْبَةَ الْمَهْرِيُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَاكُلَ وَكَانَ لاَ يَاْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتّٰى يَرْجِعَ .

১৭৫৬। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন আহার না করে (ঈদের মাঠে) রওয়ানা হতেন না এবং কোরবানীর দিন ঈদগাহ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত আহার করতেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيْهِ

যে ব্যক্তি অবহেলা করে রমযানের রোযা অনাদায় রেখে মারা গেলো।

١٧٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا عَبْثَرُ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنٌ .

১৭৫৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার যিম্মায় রমযান মাসের রোযা বাকি রেখে মারা গেলো, তার পক্ষ থেকে প্রতি দিনের রোযার জন্য যেন একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার করানো হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِّنْ نَذْرٍ

যে ব্যক্তি মানতের রোযা যিম্মায় রেখে মারা গেলো।

١٧٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ وَالْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَت امْرَاَةٌ الَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰه انَّ اُخْتِىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ اَرَاَيْتِ لَوْ كَانَ عَلٰى اُخْتِك دَيْنٌ اَكُنْت تَقْضِيْنَهُ قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَحَقُّ اللّٰه اَحَقُّ .

১৭৫৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বোন তার যিম্মায় রমযানের পরপর দুই মাসের রোযা রেখে মারা গেছে। তিনি বলেন ঃ তুমি কি মনে করো, তোমার বোন ঋণগ্রস্ত থাকলে তুমি তা পরিশোধ করতে? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র প্রাপ্য তো অধিক পরিশোধযোগ্য।

١٧٥٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْد اللّٰه ابْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْه قَالَ جَاءَت امْرَاَةٌ الَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰه انَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ اَفَاَصُوْمُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ .

১৭৫৯। বুরাইদা (রা) বলেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা তার যিম্মায় রোযা রেখে মারা গেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখবো? তিনি বলেন ঃ হাঁ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

بَابُ فِيْمَنْ اَسْلَمَ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ

যে ব্যক্তি রমযান মাসে ইসলাম গ্রহণ করলো।

١٧٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالدٍ الْوَهْبِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَاقَ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَبْد اللّٰه بْنِ مَالكٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْد اللّٰه بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ ثَنَا وَفْدُنَا الَّذِيْنَ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ بِاسْلاَمِ ثَقِيْفٍ قَالَ وَقَدِمُوْا عَلَيْه فِىْ رَمَضَانَ فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِى الْمَسْجِد فَلَمَّا اَسْلَمُوْا صَامُوْا مَا بَقِىَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْرِ .

১৭৬০। আতিয়্যা ইবনে সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে রবীয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের যে প্রতিনিধি দলটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়াছিল, তারা সাকীফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণের বর্ণনা দেয়। রাবী বলেন, তারা তাঁর

দরবারে রমযান মাসে উপস্থিত হয়। তিনি মসজিদে তাদের জন্য একটি তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর রমযান মাসের অবশিষ্ট রোযাগুলো রেখেছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

بَابُ فِى الْمَرْأَةِ تَصُوْمُ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا

যে মহিলা তার স্বামীর সম্মতি ব্যতীত (নফল) রোযা রাখে।

١٧٦١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَصُوْمُ الْمَرْاَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ اِلاَّ بِاِذْنِه .

১৭৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বামীর উপস্থিতিতে তার সম্মতি ব্যতীত স্ত্রী রমযান মাসের রোযা ছাড়া এক দিনও রোযা রাখবে না।[১৩]

١٧٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النِّسَاءَ اَنْ يَّصُمْنَ اِلاَّ بِاِذْنِ اَزْوَاجِهِنَّ .

১৭৬২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে তাদের স্বামীদের সম্মতি ব্যতীত রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

بَابُ فِيْمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلاَ يَصُوْمُ اِلاَّ بِاِذْنِهِمْ

কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের মেহমান হলে সে তাদের সম্মতি ব্যতীত (নফল) রোযা রাখবে না।

١٧٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ الْاَزْدِىُّ ثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ وَخَالِدُ بْنُ اَبِىْ يَزِيْدَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا نَزَلَ الرَّجُلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَصُوْمُ اِلاَّ بِاِذْنِهِمْ .

---

১৩. স্বামী বাড়িতে উপস্থিত থাকলে তার সম্মতি নিয়ে নফল রোযা রাখা যায়। কারণ স্বামীর কারণে রোযাটি ভাঙতে বাধ্য হলে স্ত্রীর উপর অযথা একটি ওয়াজিব রোযার দায় বর্তায়। উল্লেখ্য যে, কোন কারণে নফল রোযা ভঙ্গ করলে পরে তা আদায় করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামীর সম্মতি নিতে বলেছেন (অনুবাদক)।

১৭৬৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের মেহমান হলে সে যেন তাদের সম্মতি ব্যতীত (নফল) রোযা না রাখে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

بَابُ فِيْمَنْ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

যে ব্যক্তি বলে, কৃতজ্ঞ আহারকারী ধৈর্যশীল রোযাদারের সমতুল্য।

١٧٦٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاُمَوِيِّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيِّ الْاَسْلَمِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ .

১৭৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কৃতজ্ঞ আহারকারী ধৈর্যশীল রোযাদারের সমতুল্য।

١٧٦٥- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّقِّيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ حُرَّةَ عَنْ عَمِّهِ حَكِيْمِ بْنِ اَبِيْ حُرَّةَ عَنْ سِنَانِ ابْنِ سَنَّةَ الْاَسْلَمِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ .

১৭৬৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী সিনান ইবনে সান্নাহ আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কৃতজ্ঞ আহারকারীর জন্য রয়েছে ধৈর্যশীল রোযাদারের অনুরূপ প্রতিদান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

بَابُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

লাইলাতুল কদর (কদরের রাত) সম্পর্কে।

١٧٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ

اِعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ اِنِّىْ اُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَاُنْسِيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِى الْوِتْرِ .

১৭৬৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রমযান মাসের মধ্যম দশকে ইতিকাফ করেছিলাম। তিনি বলেন ঃ আমাকে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছিল; পরে তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব তোমরা রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোর রাতসমূহে তা অনুসন্ধান করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭

بَابُ فِى فَضْلِ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

রমযান মাসের শেষ দশকের ফযীলাত।

١٧٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ وَاَبُوْ اِسْحَاقَ الْهَرَوِىُّ اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَاتِمٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِىْ غَيْرِهِ .

১৭৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশকে অন্যান্য সময়ের তুলনায় ইবাদতে অধিক মশগুল থাকতেন।

١٧٦٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ اَحْيَا اللَّيْلَ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ .

১৭৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশকে রাত জাগতেন, তহবন্দ শক্ত করে বেঁধে নিতেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে (ইবাদতে মশগুল হওয়ার জন্য) জাগিয়ে দিতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاِعْتِكَافِ

ইতিকাফ সম্পর্কে।

١٧٦٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِى حُصَيْنٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا وَكَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ فِىْ كُلِّ عَامٍ مَرَّةً فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ .

১৭৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর দশ দিন ইতিকাফ করতেন। তবে তিনি ইনতিকালের বছর বিশ দিন ইতিকাফ করেন। প্রতি বছর (রমযান মাসে) তাঁর কাছে একবার কুরআন পেশ করা হতো। তবে তাঁর ইনতিকালের বছর তাঁর কাছে তা দুইবার পেশ করা হয়।

١٧٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَامًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا .

১৭৭০। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন। তবে তিনি কোন এক বছর এ সময় সফরে অতিবাহিত করেন। এরপর পরবর্তী বছর তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَبْتَدِئُ الْاِعْتِكَافَ وَقَضَاءِ الْاِعْتِكَافِ

যে ব্যক্তি ইতিকাফে বসলো এবং ইতিকাফের কাযা সম্পর্কে।

١٧٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ

الْمَكَانَ الَّذِىْ يُرِيْدُ اَنْ يَّعْتَكِفَ فِيْهِ فَاَرَادَ اَنْ يَّعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَاَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ فَاَمَرَتْ عَائِشَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا وَاَمَرَتْ حَفْصَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا فَلَمَّا رَاَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهُمَا اَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْبِرَّ تُرِدْنَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِىْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ .

১৭৭১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফ করার ইচ্ছা করলে ফজরের নামায পড়ার পর ইতিকাফের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থানে প্রবেশ করতেন। তিনি রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করার ইচ্ছা করলেন এবং তাঁর জন্য একটি বেষ্টনী তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। আয়েশা (রা)-ও তাঁর জন্য একটি বেষ্টনী তৈরীর নির্দেশ দেন। অতএব তার জন্যও বেষ্টনী তৈরি করা হলো। হাফসা (রা)-ও একটি বেষ্টনী তৈরীর নির্দেশ দিলে তাঁর জন্যও তা তৈরি করা হলো। যয়নব (রা) তাদের দু'জনের বেষ্টনী দেখে আরেকটি বেষ্টনী তৈরীর নির্দেশ দেন এবং তার জন্যও তা তৈরি করা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বলেন ঃ তোমরা কি পূণ্য লাভের উদ্দেশ্যে এমনটি করছো! এরপর তিনি আর রমযান মাসে ইতিকাফ করলেন না, পরে শাওয়াল মাসের দশ দিন ইতিকাফ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০

بَابُ فِىْ اِعْتِكَافِ يَوْمٍ اَوْ لَيْلَةٍ

এক দিন অথবা এক রাত ইতিকাফ করা।

١٧٧٢- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْخَطْمِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ لَيْلَةٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا فَسَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّعْتَكِفَ .

১৭৭২। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। জাহিলী যুগে তার এক রাত ইতিকাফ করার মানত ছিল। তিনি এই সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে ইতিকাফ করার নির্দেশ দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১

بَابُ فِي الْمُعْتَكِفِ يَلْزِمُ مَكَانًا مِنَ الْمَسْجِدِ

ইতিকাফকারী মসজিদের একটি স্থান নির্ধারণ করে নিবে।

١٧٧٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَانَا يُوْنُسُ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ . قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ اَرَانِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْمَكَانَ الَّذِيْ يَعْتَكِفُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১৭৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইতিকাফের স্থানটি দেখিয়েছেন।

١٧٧٤-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِيْسَى ابْنِ عُمَرَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ اَوْ يُوْضَعُ لَهُ سَرِيْرُهُ وَرَاءَ اُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ .

১৭৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইতিকাফের ইচ্ছা করলে তার জন্য উসতুওয়ানায়ে তাওবা"-এর পেছনে তাঁর বিছানা দেয়া হতো অথবা তাঁর খাট রাখা হতো।[১৪]

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

بَابُ الْاِعْتِكَافِ فِيْ خَيْمَةِ الْمَسْجِدِ

মসজিদের অভ্যন্তরে তাঁবুতে ইতিকাফ করা।

١٧٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِيْ عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ

১৪. একজন সাহাবী অপরাধ করে মসজিদের যে খুঁটির সাথে নিজেকে তওবা কবুল না হওয়া পর্যন্ত বেঁধে রাখেন সেটিই হলো উসতুওয়ানায়ে তাওবা (অনুবাদক)।

اَبِیْ سَعِیْدِ ِالْخُدْرِیِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اعْتَكَفَ فِیْ قُبَّةٍ تُرْكِیَّةٍ عَلٰی سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِیْرٍ قَالَ فَاَخَذَ الْحَصِیْرَ بِیَدِهِ فَنَحَّاهَا فِیْ نَاحِیَةِ الْقُبَّةِ ثُمَّ اَطْلَعَ رَاْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ .

১৭৭৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি তুর্কী তাঁবুর মধ্যে ইতিকাফে বসেন, যার জানালায় টাঙ্গানো ছিলো চাটাইয়ের টুকরা। রাবী বলেন, তিনি তাঁর হাত দিয়ে চাটাইটি সরিয়ে বেষ্টনীর পাশে রাখেন, অতঃপর মাথা বের করে লোকদের সাথে কথা বলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩

بَابُ فِی الْمُعْتَكِفِ یَعُوْدُ الْمَرِیْضَ وَیَشْهَدُ الْجَنَائِزَ

ইতিকাফকারীর রোগীকে দেখতে যাওয়া ও জানাযায় উপস্থিত হওয়া।

١٧٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّیْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَیْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كُنْتُ لَاَدْخُلُ الْبَیْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِیْضُ فِیْهِ فَمَا اَسْاَلُ عَنْهُ اِلاَّ وَاَنَا مَارَّةٌ قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ یَدْخُلُ الْبَیْتَ اِلاَّ لِحَاجَةٍ اِذَا كَانُوْا مُعْتَكِفِیْنَ .

১৭৭৬। উরওয়া ইবনুয যুবাইর ও আমরা বিনতে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ইতিকাফরত অবস্থায় কেবলমাত্র প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ঘরে যেতাম এবং ঘরে রোগী থাকলে হাঁটতে হাঁটতে তাকে দেখতে যেতাম। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফকালে প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া ঘরে যেতেন না।

١٧٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا یُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْهَیَّاجُ الْخُرَاسَانِیُّ ثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُعْتَكِفُ یَتْبَعُ الْجَنَازَةَ وَیَعُوْدُ الْمَرِیْضَ .

১৭৭৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইতিকাফকারী জানাযায় শরীক হতে পারে এবং রোগীকেও দেখতে যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعْتَكِفِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَيُرَجِّلُهُ

যে ইতিকাফকারী তার মাথা ধোয় এবং চুল আঁচড়ায়।

١٧٧٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُدْنِي اِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي وَأَنَا حَائِضٌ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ .

১৭৭৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফরত অবস্থায় তাঁর মাথা আমার দিকে এগিয়ে দিতেন। আমি তা ধৌত করে দিতাম এবং আঁচড়িয়ে দিতাম। তখন আমি হায়েয অবস্থায় আমার ঘরে থাকতাম এবং তিনি মসজিদে থাকতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫

بَابُ فِي الْمُعْتَكِفِ يَزُورُهُ أَهْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ

ইতিকাফকারীর সাথে তার পরিবার-পরিজনের সাক্ষাত করা।

١٧٧٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا جَاءَتْ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَقْلِبُهَا حَتَّى اِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَمَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى رِسْلِكُمَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ قَالَا سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ وَاِنِّي خَشِيتُ اَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا .

১৭৭৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত। রমযান মাসের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ইতিকাফ করেছিলেন। তখন সাফিয়্যা (রা) তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন এবং রাতের কিছুক্ষণ তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেন। অতঃপর তিনি চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে বিদায় দেয়ার জন্য দাঁড়ান। সাফিয়্যা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-র ঘরের নিকটবর্তী মসজিদের দরজার কাছাকাছি পৌঁছলে দু'জন আনসারী তাদেরকে অতিক্রম করে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেন ঃ থামো! এ হচ্ছে সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই। তারা বলেন, সুবহানাল্লাহ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বিষয়টি তাদের জন্য কঠিন মনে হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ শয়তান আদম-সন্তানের শিরা-উপশিরায় রক্ত প্রবাহের মত ধাবিত হয়। আমি আশঙ্কা করছিলাম, শয়তান তোমাদের অন্তরে কোনরূপ কুধারণার সৃষ্টি করে কিনা?

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬

بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

রক্তপ্রদর রোগিনীর ইতিকাফ করা।

١٧٨٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّبَّاحُ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِّنْ نِسَائِهِ فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعَتْ تَحْتَهَا الطَّسْتَ .

১৭৮০। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্ত্রী তাঁর সাথে ইতিকাফ করেন। তিনি লাল ও হলদে বর্ণের রক্ত দেখতে পেতেন। তাই অধিকাংশ সময় তিনি তার নীচে একটি ছোট প্লেট পেতে রাখতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭

بَابُ فِيْ ثَوَابِ الْاِعْتِكَافِ

ইতিকাফের সওয়াব।

١٧٨١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أُمَيَّةَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ مُوْسَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عُبَيْدَةَ الْعَمِّيِّ عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ

ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوْبَ وَيَجْرِىْ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا .

১৭৮১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফকারী সম্পর্কে বলেন ঃ সে নিজেকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে এবং নেককারদের সকল নেকী তার জন্য লেখা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮

بَابُ فِيْمَنْ قَامَ فِىْ لَيْلَتَىِ الْعِيْدَيْنِ

যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে ইবাদত করে।

١٧٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الْمَرَّارُ بْنُ حَمُّوْيَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ثَنَا بَقِيَّةُ ابْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِد بْنِ مَعْدَانَ عَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَتَىِ الْعِيْدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلّٰهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ .

১৭৮২। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদত করবে তার অন্তর ঐ দিন মরবে না, যে দিন অন্তরসমূহ মরে যাবে।

অধ্যায় ঃ ৮

كِتَابُ الزَّكَاةِ

(যাকাত)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ

যাকাত পরিশোধ করা ফরজ।

١٧٨٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اسْحَاقَ الْمَكِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِيْ مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِيْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ .

১৭৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়ামনে পাঠাবার প্রাক্কালে বলেন ঃ নিশ্চয়ই তুমি এমন একটি সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো যারা আহলে কিতাব। তুমি সর্বপ্রথম তাদেরকে "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল" এই কথার সাক্ষ্য দেয়ার আহ্বান জানাবে। তারা তা মেনে নিলে তুমি তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদের আরও জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে এবং তাদের গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। তারা যদি এটিও

মেনে নেয় তবে তাদের উত্তম সম্পদ (গ্রহণ) থেকে নিজেদের বিরত রাখবে। তুমি মযলুমের বদদোয়াকে ভয় করো। কেননা মযলুমের আহাযারি ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন পর্দা (প্রতিবন্ধক) নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَنْعِ الزَّكَاةِ

যাকাত পরিশোধ না করার পরিণতি।

١٧٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ اَعْيَنَ وَجَامِعِ بْنِ اَبِيْ رَاشِدٍ سَمِعَا شَقِيْقَ بْنَ سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ لاَ يُؤَدِّيْ زَكَاةَ مَالِهِ اِلاَّ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ حَتّٰى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ ثُمَّ قَرَاَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ..... الْاٰيَةَ .

১৭৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে না, তার মালকে কিয়ামতের দিন বিষধর সাপে পরিণত করা হবে, এমনকি তা তার গলায় পেচিয়ে দেয়া হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমর্থনে আল্লাহ্‌র কিতাবের নিম্নোক্ত আয়াত আমাদের তিলাওয়াত করে শুনান (অনুবাদ) ঃ "আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদের দিয়েছেন, এতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য তা মঙ্গল—একথা যেন তারা মনে না করে....." (৩ ঃ ১৮০)।

١٧٨٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ وَّلاَ غَنَمٍ وَّلاَ بَقَرٍ لاَ يُؤَدِّيْ زَكَاتَهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَاَسْمَنَهُ يَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ اُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ

১৭৮৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন উট, ছাগল ও গরুর মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে, তবে এগুলো কিয়ামতের দিন বিরাটকায় ও মোটাতাজা হয়ে উপস্থিত হবে এবং মালিককে

এদের শিং ও ক্ষুর দিয়ে আঘাত করতে থাকবে। শেষটির পালা শেষ হলে আবার প্রথমটি থেকে শুরু হবে এবং এভাবেই চলতে থাকবে, যে পর্যন্ত না বিচারকার্য শেষ হয়।

١٧٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَاْتِى الْاِبِلُ الَّتِىْ لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ مِنْهَا تَطَاُ صَاحِبَهَا بِاَخْفَافِهَا وَتَاْتِى الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ تَطَاُ صَاحِبَهَا بِاَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَيَاْتِى الْكَنْزُ شُجَاعًا اَقْرَعَ فَيَلْقٰى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَفِرُّ فَيَقُوْلُ مَا لِىْ وَلَكَ فَيَقُوْلُ اَنَا كَنْزُكَ اَنَا كَنْزُكَ فَيَتَّقِيْهِ بِيَدِهِ فَيَلْقَمُهَا .

১৭৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে উটের যাকাত দেয়া হয়নি, তা কিয়ামতের দিন তার মালিককে তার ক্ষুর দিয়ে মাড়াতে থাকবে। অদ্রূপ গরু ও ছাগল এসে এদের ক্ষুর ও শিং দিয়ে এদের মালিককে আঘাত করতে থাকবে। তার সঞ্চিত সম্পদও বিষধর সাপে পরিণত হয়ে তার মালিকের সামনে হাযির হবে। মালিক দু'বার তা দেখে পালাবে, কিন্তু সে আবার মালিকের সামনে এসে দাঁড়াবে। তখন মালিক পালাতে চেষ্টা করবে এবং বলবে, তোমার সাথে আমার কি সম্পর্ক? সে বলবে, আমি তোমার গচ্ছিত সম্পদ, আমি তোমার রক্ষিত ধন। মালিক তার হাত দিয়ে সাপ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে সে তার হাতটি গিলে ফেলবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ مَا اُدِّىَ زَكَاتُهُ لَيْسَ بِكَنْزٍ

যে মালের যাকাত আদায় করা হয় তা পুঞ্জীভূত সম্পদ নয়।

١٧٨٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ عَقِيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ خَالِدُ بْنُ اَسْلَمَ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَلَحِقَهُ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ لَهُ قَوْلَ اللّٰهِ (وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ اِنَّمَا كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا اُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللّٰهُ طَهُوْرًا لِلْاَمْوَالِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ مَا اُبَالِىْ لَوْ كَانَ لِىْ اُحُدٌ ذَهَبًا اَعْلَمُ عَدَدَهُ وَاُزَكِّيْهِ وَاَعْمَلُ فِيْهِ بِطَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

১৭৮৭। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র মুক্তদাস খালিদ ইবনে আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা)-এর সাথে বের হলাম। এক বেদুঈন এসে তাঁকে আল্লাহ্র বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো ঃ "যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না..." (সূরা তওবা ঃ ৩৪)। ইবনে উমার (রা) তাকে বলেন, যে ব্যক্তি সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, অথচ এর যাকাত আদায় করে না, তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য। এ অবস্থা ছিল যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার আগের। পরবর্তীতে যাকাতের বিধান নাযিল হলে যাকাতকেই আল্লাহ মালের পবিত্রতাকারী সাব্যস্ত করেন। অতঃপর ইবনে উমার (রা) লোকটির দিকে তাকিয়ে বলেন, এ ব্যাপারে আমার পরোয়া নেই যে, উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও যদি আমার হাতে আসে, তবে আমি তার পরিমাণ নিরূপণ করে এর যাকাত পরিশোধ করবো এবং মহান আল্লাহ্র হুকুম পালনে তা ব্যয় করবো।

١٧٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا مُوْسَى ابْنُ اَعْيَنَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ اَبِى السَّمْحِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ .

১৭৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যখন তুমি তোমার মালের যাকাত আদায় করলে, তখন তুমি তোমার দায়িত্ব সম্পন্ন করে ফেললে।

١٧٨٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّهَا سَمِعَتْهُ تَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ فِى الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ .

১৭৮৯। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যাকাত ব্যতীত সম্পদের উপর অন্য কোন দাবি নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ

সোনা-রূপার যাকাত।

١٧٩٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ قَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ وَلٰكِنْ هَاتُوْا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا .

১৭৯০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি ঘোড়া ও গোলামের যাকাত থেকে তোমাদের নিস্কৃতি দিলাম। তবে তোমরা প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম (যাকাত) দিবে।

١٧٩١- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ قَالاَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَانَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَاْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِيْنَارٍ وَمِنَ الْاَرْبَعِيْنَ دِيْنَارًا .

১৭৯১। ইবনে উমার ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বিশ দিনার বা তার চেয়ে কিছু বেশি হলে অর্ধ দিনার এবং চল্লিশ দিনারে এক দিনার (যাকাত) গ্রহণ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ مَنْ اِسْتَفَادَ مَالاً

কেউ বছরের মাঝখানে কোন সম্পদের মালিক হলে।

١٧٩٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ زَكَاةَ فِىْ مَالٍ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

১৭৯২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মালের যাকাত নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ مَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْاَمْوَالِ

যেসব মালের উপর যাকাত ধার্য হয়।

١٧٩٣-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ يَحْىَ بْنِ عُمَارَةَ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ صَدَقَةَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَاقٍ مِّنَ التَّمْرِ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ مِّنَ الْاِبِلِ .

১৭৯৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ পাঁচ 'ওয়াসাক'-এর কম পরিমাণ খেজুরে, পাঁচ 'উকিয়ার' -এর কম পরিমাণ মুদ্রায় এবং পাঁচের কম সংখ্যক উটে যাকাত নেই।

١٧٩٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ

১৭৯৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উটের সংখ্যা পাঁচের কম হলে তাতে যাকাত নেই, পাঁচ 'উকিয়া'-এর কম মুদ্রায় যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাক-এর কম ফসলে যাকাত নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ تَعْجِيْلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا

বর্ষপূর্তির পূর্বে দ্রুত যাকাত আদায় করা।

١٧٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ الْعَبَّاسَ سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ .

১৭৯৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। আব্বাস (রা) তার মালের বর্ষপূর্তির পূর্বে যাকাত প্রদানের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ اِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

যাকাত আদায় করার সময় যে দোয়া পড়বে।

١٧٩٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ اَوْفٰى يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلّٰى عَلَيْهِ فَاَتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِيْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِيْ اَوْفٰى .

১৭৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার মালের যাকাত নিয়ে উপস্থিত হলে তিনি তার জন্য দোয়া করতেন। আমি আমার মালের যাকাত নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনি আবু আওফার পরিবারের প্রতি দয়া করুন"।

١٧٩٧- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلاَ تَنْسَوْا ثَوَابَهَا اَنْ تَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلاَ تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا .

১৭৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন যাকাত দিবে তখন তার সওয়াবের কথা ভুলে যেও না এবং এই দোয়া করো ঃ "হে আল্লাহ! আপনি এই যাকাতকে তওবা কবুলের উসীলা বানিয়ে দিন এবং একে ঋণ পরিশোধের (বা জরিমানার) পর্যায়ভুক্ত না করুন"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ صَدَقَةِ الاِبِلِ

উটের যাকাত।

١٧٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ كَثِيْرٍ ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَقْرَاَنِيْ سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ اَنْ يَّتَوَفَّاهُ اللّٰهُ فَوَجَدْتُ فِيْهِ فِيْ خَمْسٍ مِّنَ الْاِبِلِ شَاةٌ وَفِيْ عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِيْ خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِيْ عِشْرِيْنَ اَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِيْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ اِلٰى خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تُوْجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَاِنْ زَادَتْ عَلٰى خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ وَاحِدَةً فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اِلٰى خَمْسَةٍ وَاَرْبَعِيْنَ فَاِنْ زَادَتْ عَلٰى خَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ وَاحِدَةً فَفِيْهَا حِقَّةٌ اِلٰى سِتِّيْنَ فَاِنْ زَادَتْ عَلٰى سِتِّيْنَ وَاحِدَةً فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ فَاِنْ زَادَتْ عَلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ وَاحِدَةً فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ اِلٰى

تِسْعِيْنَ فَانْ زَادَتْ عَلٰى تِسْعِيْنَ وَاحِدَةً فَفِيْهَا حِقَّتَانِ الٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاذَا كَثُرَتْ فَفِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ .

১৭৯৮। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। ইবনে শিহাব (র) বলেন, সালেম (র) আমাকে একটি পত্র পড়ে শোনান, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইনতিকালের পূর্বে যাকাত সম্পর্কে লিখেছিলেন। আমি তাতে যে তথ্য পাই তা হলো ঃ পাঁচ উটের যাকাত একটি বকরী, দশ উটে দুইটি বকরী, পনের উটে তিনটি বকরী, বিশ উটে চারটি বকরী এবং পচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ উটে একটি "বিনতে মাখাদ" (পূর্ণ এক বছর বয়সের উষ্ট্রী), আর "বিনতে মাখাদ না পাওয়া গেলে একটি ইবনে লাবূন (পূর্ণ দুই বছর বয়সের উট)। উটের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ থেকে একটি বেশি হলে পঁয়তাল্লিশ সংখ্যক পর্যন্ত একটি 'বিনতে লাবূন'। উটের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ-এর একটি বেশি হলে ষাট সংখ্যক পর্যন্ত একটি 'হিক্কাহ' (পূর্ণ তিন বছর বয়সের উষ্ট্রী)। উটের সংখ্যা ষাট-এর একটি বেশি হলে পঁচাত্তর সংখ্যক পর্যন্ত একটি "জাযাআহ" (পূর্ণ চার বছর বয়সের উষ্ট্রি)। উটের সংখ্যা পঁচাত্তরের চেয়ে একটি বেশি হলে, নব্বই সংখ্যক পর্যন্ত দুইটি "বিনতে লাবূন"। উটের সংখ্যা নব্বই থেকে একটি বেশি হলে এক শত বিশ সংখ্যক পর্যন্ত দুইটি হিক্কাহ্ যাকাত স্বরূপ দিতে হবে। এক শত বিশের অধিক প্রতি পঞ্চাশ উটে একটি হিক্কাহ এবং প্রতি চল্লিশ উটে একটি "বিনতে লাবূন"।

١٧٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيْلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ النَّيْسَابُوْرِىُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ السُّلَمِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْىَ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ مِّنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِى الْاَرْبَعِ شَئٌ فَاذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيْهَا شَاةٌ اِلٰى اَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا فَاذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيْهَا شَاتَانِ الٰى اَن تَبْلُغَ اَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ اِلٰى اَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَاذَا بَلَغَتْ عِشْرِيْنَ فَفِيْهَا اَرْبَعُ شِيَاهٍ اِلٰى اَنْ تَبْلُغَ اَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ فَاذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّثَلاَثِيْنَ فَاذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَانْ زَادَتْ بَعِيْرًا فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اِلٰى اَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَّاَرْبَعِيْنَ فَانْ زَادَتْ بَعِيْرًا فَفِيْهَا حِقَّةٌ اِلٰى اَنْ تَبْلُغَ

سِتِّيْنَ فَاِنْ زَادَتْ بَعِيْرًا فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلٰى اَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَّسَبْعِيْنَ فَاِنْ زَادَتْ بَعِيْرًا فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ اِلٰى اَنْ تَبْلُغَ تِسْعِيْنَ فَاِنْ زَادَتْ بَعِيْرًا فَفِيْهَا حِقَّتَانِ اِلٰى اَنْ تَبْلُغَ عِشْرِيْنَ وَمِائَةً ثُمَّ فِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ .

১৭৯৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উটের সংখ্যা পাঁচ-এর কম হলে কোন যাকাত নাই। পাঁচ থেকে নয় পর্যন্ত উটে একটি বকরী, দশ থেকে চৌদ্দ পর্যন্ত উটে দু'টি বকরী, পনের থেকে উনিশ পর্যন্ত উটে তিনটি বকরী, বিশ থেকে চব্বিশ পর্যন্ত উটে চারটি বকরী, পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত উটে একটি বিনতে মাখাদ। যদি বিনতে মাখাদ না পাওয়া যায়, তবে একটি ইবনে লাবূন আদায় করতে হবে। উটের সংখ্যা বেড়ে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত পৌছলে এতে একটি বিনতে লাবূন। উটের সংখ্যা বেড়ে পঁচাত্তরে পৌছলে এতে দুইটি বিনতে লাবূন। উটের সংখ্যা বেড়ে এক শত বিশ পর্যন্ত পৌছলে এতে দুইটি হিক্কাহ। উটের সংখ্যা বেড়ে এক শত বিশের অধিক হলে প্রতি পঞ্চাশ উটে একটি হিক্কাহ এবং প্রতি চল্লিশ উটে একটি বিনতে লাবূন আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ اِذَا اَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا دُوْنَ سِنٍّ اَوْ فَوْقَ سِنٍّ

যাকাত আদায়কারী কম বয়সী অথবা বেশি বয়সী পশু গ্রহণ করলে। [আবু বাক্র সিদ্দীক (রা)-র পত্র]।

١٨٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالُوْا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ ثُمَامَةَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ كَتَبَ لَهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذِهٖ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِىْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ مِنْ اَسْنَانِ الْاِبِلِ فِىْ فَرَائِضِ الْغَنَمِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الاِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلاَّ

بِنْتُ لَبُوْنٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَيُعْطِىْ مَعَهَا شَاتَيْنِ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَاِنَّهَا تَقْبَلُ مِنْهُ اِبْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِىْ مَعَهَا عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُوْنٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اِبْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ اِبْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَاِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ .

১৮০০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকর (রা) তাকে লিখে পাঠান ঃ বিসমিল্লাহির রহ্মানির রাহীম। এটি যাকাতের বিধান, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র নির্দেশে মুসলমানদের জন্য ফরয করেছেন। উটের যত সংখ্যকে (যাকাত বাবদ) বকরী প্রদান করতে হয়, তারপর থেকে তার নিকট একটি জাযাআহ যাকাত বাবদ প্রদানের সম-সংখ্যক উট আছে, কিন্তু জাযাআহ নাই, তবে হিক্কাহ্ আছে, তার নিকট থেকে হিক্কাহ্ গ্রহণ করা হবে, উপরন্তু সহজলভ্য হলে তার থেকে দুইটি বকরী অথবা বিশ দিরহাম নেয়া হবে। যার উটের সংখ্যা একটি হিক্কাহ্ প্রদানের পর্যায়ে পৌছেছে, কিন্তু তার নিকট হিক্কাহ্ নাই, তবে বিনতে লাবূন আছে, তার নিকট থেকে (যাকাত স্বরূপ) বিনতে লাবূন গ্রহণ করা হেব, উপরন্তু তার থেকে সহজলভ্য হলে দুইটি বকরী অথবা বিশ দিরহাম আদায় করা হবে। যার উটের সংখ্যা একটি বিনতে লাবূন প্রদানের পর্যায়ে পৌছেছে, কিন্তু তার নিকট বিনতে লাবূন নাই, তবে হিক্কাহ্ আছে, তার নিকট থেকে হিক্কাহ্ গ্রহণ করা হবে এবং যাকাত উসূলকারী তাকে দুইটি বকরী অথবা বিশ দিরহাম প্রদান করবে। যার যাকাত বিনতে লাবূন প্রদানের পর্যায়ে পৌছেছে কিন্তু তার নিকট বিনতে লাবূন নাই, তবে বিনতে মাখাদ আছে, তার থেকে বিনতে মাখাদ গ্রহণ করা হবে, উপরন্তু তার থেকে দুইটি বকরী অথবা বিশ দিরহাম উসূল করা হবে। যার যাকাত বিনতে মাখাদ প্রদানের পর্যায়ে পৌছেছে, কিন্তু তার নিকট বিনতে মাখাদ নাই, তবে বিনতে লাবূন আছে, তার থেকে বিনতে লাবূন গ্রহণ করা হবে এবং যাকাত উসূলকারী তাকে দুইটি বকরী অথবা বিশ দিরহাম ফেরত দিবে। বিনতে মাখাদ ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে তা না থাকলে এবং বিনতে লাবূন থাকলে তাই গ্রহণ করা হবে এবং যাকাতদাতাকে অতিরিক্ত কিছু দিতে হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ مَا يَاْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْاِبِلِ

যাকাত আদায়কারী যে ধরনের উট গ্রহণ করবে।

١٨٠١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ اَبِيْ لَيْلَى الْكِنْدِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَاَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِيْ عَهْدِهِ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيْمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ فَاَبَى اَنْ يَاْخُذَهَا فَاَتَاهُ بِاُخْرٰى دُوْنَهَا فَاَخَذَهَا وَقَالَ اَيُّ اَرْضٍ تُقِلُّنِيْ وَاَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِيْ اِذَا اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ اَخَذْتُ خِيَارَ اِبِلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ .

১৮০১। সুয়াইদ ইবনে গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। যাকাত আদায়কারী কর্মচারী আমাদের নিকট আসলে আমি তার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশ পাঠ করে শুনালামঃ "যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্ন মালকে একত্র করা এবং একত্র মালকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না"। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি তার একটি বিরাট ও মোটাতাজা উষ্ট্রী নিয়ে আসলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এরপর লোকটি আগেরটির চাইতে কম হৃষ্টপুষ্ট উট নিয়ে আসলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং বলেন ঃ কোন মাটি আমাকে বহন করবে এবং কোন আকাশ আমাকে ছায়া দান করবে, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন মুসলিম ব্যক্তির উৎকৃষ্ট উট নিয়ে হাজির হবো।

١٨٠٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَرْجِعُ الْمُصَدِّقُ اِلاَّ عَنْ رِضًا .

১৮০২। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাকাত আদায়কারী যেন সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে আসে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ

গরু-মহিষের যাকাত।

١٨٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسَى الرَّمْلِيُّ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

اِلَى الْيَمَنِ وَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعًا اَوْ تَبِيْعَةً .

১৮০৩। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামন পাঠালেন এবং আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন প্রতি চল্লিশ গরুতে পূর্ণ দুই বছর বয়সের একটি মাদী বাছুর এবং প্রতি ত্রিশ গরুতে একটি নর বা মাদী বাছুর গ্রহণ করি।

١٨٠٤- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِىْ ثَلاَثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعٌ اَوْ تَبِيْعَةٌ وَفِىْ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ .

১৮০৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রতি ত্রিশ গরুতে পূর্ণ এক বছর বয়সের একটি নর বা মাদী এবং প্রতি চল্লিশটিতে পূর্ণ দুই বছর বয়সের একটি মাদী বাছুর (যাকাত বাবদ আদায় করতে হবে)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ

ছাগল-ভেড়ার যাকাত।

١٨٠٥- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقْرَاَنِىْ سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الصَّدَقَاتِ قَبْلَ اَنْ يَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ فَوَجَدْتُ فِيْهِ فِىْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلٰى مِائَتَيْنِ فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ اِلٰى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَاِذَا كَثُرَتْ فَفِىْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَوَجَدْتُ فِيْهِ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَوَجَدْتُ فِيْهِ لاَ يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلاَ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ .

১৮০৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। অধস্তন রাবী ইবনে শিহাব (র) বলেন, সালিম (র) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর ইন্তিকালের আগে যাকাত সম্পর্কে লিখিত পত্র আমাকে পড়ে শুনান। এতে আমি দেখতে পেলাম যে,

চল্লিশ থেকে এক শত বিশ পর্যন্ত বকরীর যাকাত একটি বকরী। এক শত একুশ থেকে দুই শত পর্যন্ত বকরীর যাকাত দু'টি বকরী। দুই শত এক থেকে তিন শত পর্যন্ত বকরীর যাকাত তিনটি বকরী। বকরীর সংখ্যা এর চেয়ে অধিক হলে প্রতি এক শত বকরীতে একটি বকরী। আমি উক্ত পত্রে আরো দেখতে পেলাম যে, বিচ্ছিন্নকে একত্র এবং একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। আমি এতে আরও দেখতে পেলাম যে, পাঠা, অতি বৃদ্ধ ও ত্রুটিযুক্ত পশু যাকাত বাবদ গ্রহণ করা যাবে না।

١٨٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى مِيَاهِهِمْ .

১৮০৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানদের পশুর যাকাত তাদের পানি পানের স্থান থেকে গ্রহণ করতে হবে।

١٨٠٧-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ الْاَوْدِىُّ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ابْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلٰى مِائَتَيْنِ فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ اِلٰى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَاِنْ زَادَتْ فَفِىْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَكُلُّ خَلِيْطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ الْمُصَدِّقُ .

১৮০৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ চল্লিশ থেকে এক শত বিশ পর্যন্ত বকরীর যাকাত একটি বকরী। এক শত একুশ থেকে দুই শত পর্যন্ত বকরীর যাকাত দু'টি বকরী এবং দুই শত এক থেকে তিন শত পর্যন্ত বকরীর যাকাত তিনটি বকরী। বকরীর সংখ্যা তার অধিক হলে প্রতি এক শত বকরীতে একটি বকরী যাকাত ধার্য হবে। যাকাত ফরয হওয়ার আশঙ্কায় একত্রকে বিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্নকে একত্র করা যাবে না। শরীকানা মালের যাকাত আদায়ের বেলায় কারো অংশ থেকে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হলে, সে অপর শরীকের অংশ থেকে তা ফেরত পাবে। যাকাত আদায়কারীকে অতি বৃদ্ধ, ত্রুটিযুক্ত বা অন্ধ ও নর পশু দেয়া যাবে না, তবে যাকাত আদায়কারী ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اَعْمَالِ الصَّدَقَةِ

যাকাত আদায়কারী কর্মচারীর আচরণ।

١٨٠٨- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُعْتَدِيْ فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا .

১৮০৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাকাত আদায়ে বা প্রদানে অন্যায় পন্থা অবলম্বনকারী যাকাত বারণকারীর সমতুল্য।

١٨٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَيُوْنُسُ ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى بَيْتِهِ .

১৮০৯। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ন্যায়নিষ্ঠার সাথে যাকাত আদায়কারী আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমতুল্য যাবত না সে নিজ বাড়িতে ফিরে আসে।

١٨١٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ اَنَّ مُوْسَى بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحُبَابِ الْاَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُنَيْسٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الصَّدَقَةَ فَقَالَ عُمَرُ اَلَمْ تَسْمَعْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَذْكُرُ غُلُوْلَ الصَّدَقَةِ اَنَّهُ مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيْرًا اَوْ شَاةً اُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُنَيْسٍ بَلٰى .

১৮১০। আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) একদিন যাকাত সম্পর্কে আলোচনা করেন। উমার (রা) বলেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাকাতের মাল আত্মসাৎ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলতে শুনোনি ঃ কেউ যদি যাকাতের একটি উট বা একটি ছাগল আত্মসাৎ করে, তবে তাকে কিয়ামতের দিন তা বহনরত অবস্থায় হাযির করা হবে। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা) বললেন, হাঁ শুনেছি।

١٨١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا اَبُوْ عَتَّابٍ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ عَطَاءٍ مَوْلٰى عِمْرَانَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قِيْلَ لَهُ اَيْنَ الْمَالُ قَالَ وَلِلْمَالِ اَرْسَلْتَنِىْ اَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَاْخُذُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ .

১৮১১। আতা (র) থেকে বর্ণিত। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা)-কে যাকাত আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ করা হলো। তিনি ফিরে আসলে জিজ্ঞেস করা হলো, যাকাতের মাল কোথায়? তিনি বলেন, মাল নিয়ে আসার জন্য কি আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা যেখান থেকে যাকাত আদায় করার সেখান থেকেই যাকাত আদায় করতাম এবং যেখানে তা ব্যয় করার সেখানেই তা ব্যয় করতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ

ঘোড়া ও গোলামের যাকাত।

١٨١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ عَبْدِهِ وَلاَ فِىْ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .

১৮১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানদের উপর তাদের গোলাম ও ঘোড়ার জন্য যাকাত ধার্য হবে না।

١٨١٣- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَجَوَّزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ .

১৮১৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি ঘোড়া ও গোলামের যাকাত থেকে তোমাদের অব্যাহতি দিলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ مَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْاَمْوَالِ

যেসব মালের যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক।

١٨١٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ وَقَالَ لَهُ خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيْرَ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ .

১৮১৪। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইয়ামনে পাঠান এবং বলেন ঃ ফসলের যাকাত বাবদ ফসল, ছাগলের যাকাত বাবদ ছাগল, উটের যাকাত বাবদ উট এবং গরুর যাকাত বাবদ গরু আদায় করবে।

١٨١٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اِنَّمَا سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكَاةَ فِيْ هٰذِهِ الْخَمْسَةِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالذُّرَةِ .

১৮১৫। আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পাঁচটি ফসলের উপর যাকাত আরোপ করেছেন ঃ যব, গম, খেজুর, কিশমিশ ও ভুট্টা।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ صَدَقَةِ الزُّرُوْعِ وَالثِّمَارِ

কৃষিজাত ফসল ও ফলের যাকাত।

١٨١٦- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ عَاصِمٍ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ ذُبَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

১৮১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বৃষ্টির পানি অথবা ঝর্ণার পানি সিক্ত জমিনের উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ এবং পানিসেচ দ্বারা সিক্ত জমিনের উৎপন্ন ফসলের এক-বিংশতি অংশ যাকাত দিতে হবে।

١٨١٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمِصْرِىُّ أَبُوْ جَعْفَرٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالسَّوَانِىْ نِصْفُ الْعُشْرِ .

১৮১৭। সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বৃষ্টি, নদী ও ঝর্ণার পানিতে সিক্ত জমিনের ফসলের উশর (এক-দশমাংশ) এবং পানিসেচ দ্বারা সিক্ত জমিনে উৎপন্ন ফসলে অর্ধ-উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত দিতে হবে।

١٨١٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُوْدِ عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِىْ أَنْ اٰخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَمَا سُقِىَ بَعْلاً الْعُشْرَ وَمَا سُقِىَ بِالدَّوَالِىْ نِصْفَ الْعُشْرِ. قَالَ يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ الْبَعْلُ وَالْعَثَرِىُّ وَالْعَذْىُ هُوَ الَّذِىْ يُسْقٰى بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْعَثَرِىُّ مَا يُزْرَعُ بِالسَّحَابِ وَالْمَطَرِ خَاصَّةً لَيْسَ يُصِيْبُهُ إِلاَّ مَاءُ الْمَطَرِ وَالْبَعْلُ مَا كَانَ مِنَ الْكُرُوْمِ قَدْ ذَهَبَتْ عُرُوْقُهُ فِى الْأَرْضِ إِلَى الْمَاءِ فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى السَّقْىِ الْخَمْسَ سِنِيْنَ وَالسِّتَّ يَحْتَمِلُ تَرْكَ السَّقْىِ فَهٰذَا الْبَعْلُ . وَالسَّيْلُ مَاءُ الْوَادِىْ إِذَا سَالَ . وَالْغَيْلُ سَيْلٌ دُوْنَ سَيْلٍ .

১৮১৮। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামনে পাঠান এবং নির্দেশ দেন যে, আমি যেন বৃষ্টি এবং ঝর্ণার পানির সাহায্যে উৎপন্ন ফসলে উশর (এক-দশমাংশ) এবং সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সিক্ত যমীনের ফসলের অর্ধ-উশর যাকাত হিসেবে গ্রহণ করি।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদাম (র) এই হাদীসে উল্লিখিত কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, اَلْعَذْىُ যে যমীন বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হয়। اَلْعَثَرِىُّ যে যমীনে বিশেষভাবে মেঘ ও বৃষ্টির

পানির সাহায্যে ফসল উৎপাদন করা হয়। বৃষ্টির পানি ব্যতীত অন্য কোন পানি তাতে পৌছে না। اَلْبَعْلُ আঙ্গুর বা অনুরূপ শিকড় জাতীয় গাছ, যার শিকড় ভূগর্ভস্থ পানি পর্যন্ত পৌছে যায় এবং পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত বাঁচার জন্য তাতে পানি সেচের প্রয়োজন হয় না। اَلسَّيْلُ হলো মাঠের পানি যা ঢলের রূপ ধারণ করে। اَلْغَيْلُ ঢলের পানির চেয়ে পরিমাণে কম বেগে আসা পানি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ خَرَصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ

অনুমানে খেজুর ও আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণ।

١٨١٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالاَ ثَنَا ابْنُ نَافِعٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ ابْنِ أُسَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُوْمَهُمْ وَثِمَارَهُمْ .

১৮১৯। আত্তাব ইবনে উসাইদ (বা উসাইদ) (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের আঙ্গুর ও অন্যান্য ফলের পরিমাণ অনুমান করে নির্ধারণের জন্য লোক পাঠাতেন।

١٨٢٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ اَنَّ لَهُ الْاَرْضَ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ يَعْنِى الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَقَالَ لَهُ اَهْلُ خَيْبَرَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِالْاَرْضِ فَاَعْطِنَاهَا عَلٰى اَنْ نَّعْمَلَهَا وَيَكُوْنَ لَنَا نِصْفُ الثَّمَرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا فَزَعَمَ اَنَّهُ اَعْطَاهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ فَلَمَّا كَانَ حِيْنَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ اِلَيْهِمِ ابْنَ رَوَاحَةَ فَحَزَرَ النَّخْلَ وَهُوَ الَّذِىْ يَدْعُوْنَهُ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ الْخَرْصَ فَقَالَ فِىْ ذَا كَذَا وَكَذَا فَقَالُوْا اَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ فَقَالَ فَاَنَا اَحْزِرُ النَّخْلَ وَاُعْطِيْكُمْ نِصْفَ الَّذِىْ قُلْتُ قَالَ فَقَالُوْا هٰذَا الْحَقُّ وَبِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ فَقَالُوْا قَدْ رَضِيْنَا اَنْ نَّاْخُذَ بِالَّذِىْ قُلْتَ .

১৮২০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার জয় করে তথাকার (ইহূদী) অধিবাসীদের সাথে এই চুক্তি করেন যে, খায়বারের সমস্ত ভূমি ও সোনা-রূপা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সরকারের মালিকানাভুক্ত থাকবে। খায়বারবাসীগণ তাকে বললো, আমরা জমাজমি (কৃষিকার্য) সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। অতএব আপনি ভূমি (চাষাবাদের জন্য) এই শর্তে আমাদেরকে ছেড়ে দিন যে, ফল ও ফসলের অর্ধেক আমাদের এবং অর্ধেক আপনাদের। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত শর্তে খায়বার ভূমি তাদেরকে (চাষাবাদের জন্য) দিলেন। খেজুর গাছের ফল কাটার সময় হলে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-কে তাদের নিকট পাঠান। তিনি গিয়ে অনুমানে ফলের পরিমাণ নিরূপণ করলেন। মদীনাবাসীর নিকট এই অনুমানের পরিভাষা হলো 'খারস'। তিনি বলেন, বাগানে এই এই পরিমাণ ফল হবে। ইহূদীরা বললো, হে ইবনে রাওয়াহা! আপনি আমাদের উপর অধিক ধার্য করেছেন। ইবনে রাওয়াহা (রা) বলেন, আমি তো অনুমান করছি এবং যা ধার্য করছি তার অর্ধেকই তো তোমাদের দিবো। তারা বললো, এটাই সঠিক (ইনসাফ) এবং এ কারণেই আসমান-যমীন প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর তারা বললো, আপনি যা বলেছেন, আমরা তাতে সম্মত হলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ النَّهْيِ اَنْ يَّخْرُجَ فِى الصَّدَقَةِ شَرَّ مَالِهِ

যাকাত বাবদ নিকৃষ্ট মাল দেয়া নিষেধ।

١٨٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ ابْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِىْ صَالِحُ بْنُ اَبِىْ عَرِيْبٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَوْفِ ابْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ اَقْنَاءً اَوْ قِنْوًا وَبِيَدِهِ عَصًا فَجَعَلَ يَطْعَنُ يُدَقْدِقُ فِىْ ذٰلِكَ الْقِنْوِ وَيَقُوْلُ لَوْ شَاءَ رَبُّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِاَطْيَبَ مِنْهَا اِنَّ رَبَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ يَاْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৮২১। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে এসে দেখেন যে, এক ব্যক্তি মসজিদে কয়েকটি খেজুরের ছড়া ঝুলিয়ে রেখেছে। তাঁর হাতে ছিল একটি ছড়ি। তিনি ছড়ি দিয়ে এগুলোতে টোকা দিলেন এবং বললেন ঃ ইচ্ছা করলে এই দানকারী আরও উৎকৃষ্টগুলো দান করতে পারতো। এই দানের মালিক কিয়ামতের দিন তার নিকৃষ্ট মালই খেতে পাবে।

١٨٢٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِىُّ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِىْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ (وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ

تُنْفِقُوْنَ) قَالَ نَزَلَتْ فِى الْاَنْصَارِ كَانَتِ الْاَنْصَارُ تُخْرِجُ اِذَا كَانَ جِدَادُ النَّخْلِ مِنْ حِيْطَانِهَا اَقْنَاءَ الْبُسْرِ فَيُعَلِّقُوْنَهُ عَلٰى حَبْلٍ بَيْنَ اُسْطُوَانَتَيْنِ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَاكُلُ مِنْهُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ فَيَعْمِدُ اَحَدُهُمْ فَيُدْخِلُ قِنْوًا فِيْهِ الْحَشَفُ يَظُنُّ اَنَّهُ جَائِزٌ فِىْ كَثْرَةِ مَا يُوْضَعُ مِنَ الْاَقْنَاءِ فَنَزَلَ فِيْمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ (وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ) يَقُوْلُ لاَ تَعْمِدُوْا لِلْحَشَفِ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ (وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ) يَقُوْلُ لَوْ اُهْدِىَ لَكُمْ مَا قَبِلْتُمُوْهُ اِلاَّ عَلٰى اسْتِحْيَاءٍ مِنْ صَاحِبِهِ غَيْظًا اَنَّهُ بَعَثَ اِلَيْكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيْهِ حَاجَةٌ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ .

১৮২২। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী (অনুবাদ) ঃ "এবং আমি যা ভূমি থেকে উৎপাদন করে দেই তার মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করো এবং তা থেকে নিকৃষ্ট অংশ ব্যয় করার সংকল্প করো না" (২ ঃ ২৬৭) সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াত আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা তাদের বাগানে উৎপন্ন খেজুর আধাপাকা হলে তারা খেজুরের কিছু ছড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের দুই খুঁটির মাঝখানে বাঁধা রশিতে ঝুলিয়ে রাখতেন। গরীব মুহাজিরগণ উক্ত ছড়া থেকে খেজুর খেতেন। দানকারীদের ধারণা ছিলো যে, ভালো খেজুরের সাথে নিম্ন মানের খেজুরও থাকলে দোষের কিছু নেই। যারা এরূপ করতো তাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "তোমরা তা থেকে নিকৃষ্ট অংশ ব্যয় করার সংকল্প করো না। কেননা তোমরাও সন্তুষ্টচিত্তে এমন মাল গ্রহণ করবে না।" অর্থাৎ কেউ যদি তোমাদেরকে এমন নিকৃষ্ট জিনিস উপহারস্বরূপ দেয় তবে হয়তো তোমরা দাতার প্রতি চক্ষুলজ্জায় অসন্তুষ্ট চিত্তে তা গ্রহণ করবে আর বলবে, তোমাদের এরূপ উপহারের প্রয়োজন ছিলো না। তোমরা জেনে রাখো! আল্লাহ তোমাদের দান-খয়রাত থেকে মুখাপেক্ষীহীন। (আল্লাহ তাআলা প্রয়োজনের উর্ধে, তিনি প্রশংসিত)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ

মধুর যাকাত।

١٨٢٣-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ سَيَّارَةَ الْمُتَّقِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ نَحْلاً قَالَ اَدِّ الْعُشْرَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ احْمِهَا لِىْ فَحَمَاهَا لِىْ .

১৮২৩। আবু সাইয়ারা আল-মুত্তাকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মধু আছে। তিনি বলেন ঃ এক-দশমাংশ (উশর) আদায় করো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ভূমিটি আমাকে খাস জমি হিসাবে দান করুন। অতএব তিনি আমাকে তা খাস হিসাবে দান করলেন।

١٨٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا أُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ اَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ .

১৮২৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধুর এক-দশমাংশ (উশর) আদায় করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

সদাকাতুল ফিতর (ফিতরা)।

١٨٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىُّ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ . قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ .

১৮২৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদাকাতুল ফিতর (ফিতরা) বাবদ এক সা খেজুর অথবা এক সা যব দান করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, পরবর্তীতে লোকেরা দুই মুদ্দ গমকে এক সা'র সমান ধরে নিয়েছে।

١٨٢٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ أُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

১৮২৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের প্রত্যেক স্বাধীন-পরাধীন (দাস) এবং পুরুষ ও নারীর উপর সদাকাতুল ফিত্‌র হিসাবে এক সা' যব অথবা এক সা খেজুর নির্দ্ধারণ করেছেন।

١٨٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ ذَكْوَانَ وَاَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ قَالاَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ يَزِيْدَ الْخَوْلاَنِىُّ عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الصَّدَفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ فَمَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ .

১৮২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযাদারের অনর্থক কথাবার্তা ও অশালীন আচরণের কাফ্ফারাস্বরূপ এবং গরীব-মিসকীনদের আহারের সংস্থান করার জন্য সদাকাতুল ফিত্‌র (ফিতরা) নির্ধারণ করেছেন। যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে তা পরিশোধ করে (আল্লাহ্‌র নিকট) তা গ্রহণীয় দান। আর যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পর তা পরিশোধ করে, তাও দানসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি দান।

١٨٢٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَاْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ .

১৮২৮। কায়েস ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে আমাদেরকে সদাকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দেন। পরে যাকাতের হুকুম নাযিল হলে তিনি এ ব্যাপারে আমাদেরকে নির্দেশও দেননি এবং নিষেধও করেননি। তবে আমরা পূর্বোক্ত নির্দেশ পালন করে যাচ্ছি।

١٨٢٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ عَنْ عِيَاضِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَرْحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ اِذَا كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ صَاعًا مِنْ اَقِطٍ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذٰلِكَ حَتّٰى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ اَنْ قَالَ لاَ اُرٰى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ اِلاَّ يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هٰذَا فَاَخَذَ النَّاسُ بِذٰلِكَ . قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ لاَ اَزَالُ اُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ اُخْرِجُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَبَدًا مَّا عِشْتُ .

১৮২৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে বর্তমান থাকা অবস্থায় আমরা সদাকাতুল ফিতর বাবদ এক সা খাদ্য (গম) বা এক সা খেজুর বা এক সা যব বা এক সা পনির অথবা এক সা কিসমিস দান করতাম। আমরা অব্যাহতভাবে এ নিয়মই পালন করে আসছিলাম। অবশেষে মুয়াবিয়া (রা) মদীনায় আমাদের নিকট আসেন এবং লোকদের সাথে আলোচনা প্রসংগে বলেন, আমি শাম দেশের উত্তম গমের দুই মুদ্দ পরিমাণকে এখানকার এক সা'র সমান মনে করি। তখন থেকে লোকেরা এ কথাটিকেই গ্রহণ করে নিলো। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি কিন্তু সারা জীবন ঐ হিসাবেই সদাকাতুল ফিতর পরিশোধ করে যাবো, যে হিসাবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তা পরিশোধ করতাম।

١٨٣٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارٍ الْمُؤَذِّنِ ثَنَا عُمَرُ ابْنُ حَفْصٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ .

১৮৩০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআয্যিন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদাকাতুল ফিতর হিসাবে এক সা খেজুর বা এক সা যব বা এক সা সাদা যব আদায় করার নির্দেশ দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ

উশর ও খাজনা।

١٨٣١- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جُنَيْدٍ الدَّامَغَانِيُّ ثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُغِيْرَةَ الْاَزْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ حَيَّانَ الْاَعْرَجِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْبَحْرَيْنِ اَوْ اِلٰى هَجَرَ فَكُنْتُ اٰتِى الْحَائِطَ يَكُوْنُ بَيْنَ الْاِخْوَةِ يُسْلِمُ اَحَدُهُمْ فَاٰخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ وَمِنَ الْمُشْرِكِ الْخَرَاجَ .

১৮৩১। আলা ইবনুল হাদরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বাহরাইন বা হাজার এলাকায় পাঠান। আমি দুই সহোদর মুসলমান ও মুশরিক ভাইয়ের শরীকানা বাগানে পৌছে মুসলমান ভাইয়ের নিকট থেকে উশর এবং মুশরিক ভাইয়ের নিকট থেকে খাজনা আদায় করতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ الْوَسْقِ سِتُّوْنَ صَاعًا

ষাট সা-এ এক ওয়াস্‌ক।

١٨٣٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِىُّ عَنْ اِدْرِيْسَ الْاَوْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْوَسْقُ سِتُّوْنَ صَاعًا .

১৮৩২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ষাট সা-এ এক ওয়াস্‌ক।

١٨٣٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ وَاَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَسْقُ سِتُّوْنَ صَاعًا .

১৮৩৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ষাট সা-এ এক ওয়াস্‌ক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلٰى ذِىْ قِرَابَةٍ

নিকটাত্মীয়কে দান-খয়রাত করা।

١٨٣٤-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ ابْنِ اَخِىْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُجْزِئُ عَنِّىْ مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلٰى زَوْجِىْ وَاَيْتَامٍ فِىْ حِجْرِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهَا اَجْرَانِ اَجْرُ الصَّدَقَةِ وَاَجْرُ الْقَرَابَةِ .

১৮৩৪। আবদুল্লাহ (রা)-র স্ত্রী (যয়নব) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলাম, আমার যাকাত আমার স্বামী ও আমার তত্ত্বাবধানাধীন ইয়াতীমদের ভরণ-পোষণের জন্য দান করলে তা যথেষ্ট হবে কি?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তার জন্য দুইটি পুরষ্কার, একটি দান-খয়রাতের জন্য এবং অপরটি আত্মীয়তার বন্ধনের জন্য।

١٨٣٤(١)- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ اَخِيْ زَيْنَبَ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১৮৩৪(ক)। হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ-আবু মুআবিয়া-আমাশ-শাকীক-আমর ইবনুল হারিস-আবদুল্লাহ (রা)-র স্ত্রী যয়নব (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٨٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ امْرَاَةُ عَبْدِ اللّٰهِ اَيُجْزِيْنِيْ مِنَ الصَّدَقَةِ اَنْ اَتَصَدَّقَ عَلٰى زَوْجِيْ وَهُوَ فَقِيْرٌ وَبَنِيْ اَخٍ لِيْ اَيْتَامٍ وَاَنَا اُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَعَلٰى كُلِّ حَالٍ قَالَ نَعَمْ . قَالَ وَكَانَتْ صَنَّاعَ الْيَدَيْنِ .

১৮৩৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিলেন। আবদুল্লাহ (রা)-র স্ত্রী যয়নব (রা) বললেন, আমার দরিদ্র স্বামী এবং আমার ভাইয়ের কয়েকটি ইয়াতীম সন্তান রয়েছে। আমি সব সময় তাদের জন্য আমার এই এই পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করে আসছি। তাদেরকে আমার যাকাত দেয়া যাবে কি? তিনি বলেন ঃ হাঁ। রাবী বলেন, যয়নব (রা) কুটিরশিল্প উৎপাদন করে উপার্জন করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْاَلَةِ

অপরের নিকট যাঞ্চা করা নিন্দনীয়।

١٨٣٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَوْدِيُّ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَّاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ

فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَجِيْءَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَسْتَغْنِيَ بِثَمَنِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَّسْاَلَ النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَوْ مَنَعُوْهُ .

১৮৩৬। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তেমাদের কেউ যদি রশি নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে এক বোঝা কাঠ সংগ্রহ করে তা নিজ পিঠে বহন করে নিয়ে এসে বিক্রয় করে তার মূল্য দ্বারা সামর্থ্যবান হয়, তবে তা তার জন্য লোকের কাছে হাত পেতে বেড়ানোর চেয়ে অবশ্যই উত্তম। লোকেরা তাকে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।

١٨٣٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ يَّتَقَبَّلُ لِيْ بِوَاحِدَةٍ اَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ قُلْتُ اَنَا قَالَ لاَ تَسْاَلِ النَّاسَ شَيْئًا . قَالَ فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ فَلاَ يَقُوْلُ لِاَحَدٍ نَاوِلْنِيْهِ حَتّٰى يَنْزِلَ فَيَاْخُذَهُ.

১৮৩৭। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কে আমার একটি কথা কবুল করবে, তাহলে আমি তার জান্নাতের যামিন হবো। আমি বললাম, আমি। তিনি বললেন ঃ তুমি লোকদের নিকট কিছু প্রার্থনা করবে না। রাবী বলেন, সাওবান (রা)-র চাবুক আরোহিত অবস্থায় নিচে পড়ে যেতো, কিন্তু তিনি কাউকে বলতেন না, এটি আমাকে তুলে দাও। তিনি বাহন থেকে নেমে তা তুলে নিতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ مَنْ سَاَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি যাঞ্চা করে।

١٨٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَاَلَ النَّاسَ اَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَاِنَّمَا يَسْاَلُ جَمْرَ جَهَنَّمَ فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ اَوْ لِيُكْثِرْ .

১৮৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানুষের মাল চেয়ে বেড়ায়, সে মূলত জাহান্নামের জ্বলন্ত অঙ্গার চেয়ে বেড়ায়। অতএব সে তা কম সংগ্রহ করুক বা বেশী সংগ্রহ করুক।

١٨٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِىْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ .

১৮৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সচ্ছল ও সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়।

١٨٤٠-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيْمِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَاَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَتْ مَسْاَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوْشًا اَوْ خُمُوْشًا اَوْ كُدُوْحًا فِىْ وَجْهِهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا يُغْنِيْهِ قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا اَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ. فَقَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ اِنَّ شُعْبَةَ لاَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ سُفْيَانُ قَدْ حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ .

১৮৪০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার স্বনির্ভর থাকার মত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও (অন্যের কাছে কিছু) চায়, সে কিয়ামতের দিন আহত মুখমণ্ডলসহ হাযির হবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্বচ্ছলতার সীমা কতটুকু? তিনি বলেন ঃ পঞ্চাশ দিরহাম অথবা তার সমমূল্যের সোনা। এক ব্যক্তি সুফিয়ানকে বললো, শোবা তো হাকীম ইবনে জুবাইরের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন না। তখন সুফিয়ান বললেন, আমার নিকট এ হাদীস যায়েদ (র) মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

যার জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল।

١٨٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ اِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا اَوْ لِغَازٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ لِغَنِيٍّ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ اَوْ فَقِيْرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَاَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ اَوْ غَارِمٍ .

১৮৪১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বচ্ছল ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। তবে পাঁচজন ধনী ব্যক্তির জন্য তা হালাল ঃ যাকাত আদায়কারী কর্মচারী (বেতন বাবদ), আল্লাহ্‌র পথে জিহাদরত ব্যক্তি, যে ব্যক্তি তার নিজস্ব মাল দ্বারা যাকাতের মাল ক্রয় করে, কোন গরীব ব্যক্তি তার প্রাপ্ত যাকাত কোন স্বচ্ছল ব্যক্তিকে উপহারস্বরূপ দিলে এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

যাকাত দানের ফযীলাত।

١٨٤٢- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِىُّ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَصَدَّقَ اَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ الاَّ الطَّيِّبَ الاَّ اَخَذَهَا الرَّحْمٰنُ بِيَمِيْنِهِ وَاِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُوْ فِىْ كَفِّ الرَّحْمٰنِ حَتّٰى تَكُوْنَ اَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ وَيُرَبِّيْهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ اَوْ فَصِيْلَهُ .

১৮৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ যদি কোন পবিত্র মাল দান করে, আর আল্লাহ পবিত্র মাল ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না, তবে দয়াময় আল্লাহ তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন, যদিও তা একটি খেজুর হয়। আল্লাহ্‌র হাতে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পাহাড়ের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে। আল্লাহ তা সে ব্যক্তির জন্য বৃদ্ধি করতে থাকেন, যেমন তোমাদের কেউ ঘোড়া অথবা উটের বাচ্চাকে লালন-পালন করে বড় করে।

١٨٤٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ الاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ اَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ وَيَنْظُرُ عَنْ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى الاَّ شَيْئًا قَدَّمَهُ وَيَنْظُرُ عَنْ اَشْاَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى الاَّ شَيْئًا قَدَّمَهُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَّقِىَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ .

১৮৪৩। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের সাথেই তোমাদের রব কোন দোভাষীর মধ্যস্থতা ছাড়াই কথা বলবেন। সে তার সামনের দিকে তাকিয়ে কেবল আগুনই দেখতে পাবে। সে তার ডান দিকে তাকিয়ে কেবল তার পূর্বকৃত কার্যকলাপই দেখতে পাবে। সে তার বাম দিকে তাকিয়ে কেবল তার পূর্বকৃত কার্যকলাপই দেখবে। অতএব তোমাদের কেউ যদি আগুন থেকে বাঁচতে চায়, সে যেন এক টুকরা খেজুর দান করে হলেও তাই করে।

١٨٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ عَنْ سَلْمَانَ ابْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلٰى ذِى الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ .

১৮৪৪। সালমান ইবনে আমের আদ-দাব্বী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (অনাত্মীয়) গরীব-মিসকীনকে যাকাত দান করলে তা যাকাতই (যাকাতের সওয়াব পাওয়া যায়)। আর আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দিলে দ্বিগুণ (যাকাতের সওয়াব এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার সওয়াব) হয়।

অধ্যায় ঃ ৯

كِتَابُ النِّكَاحِ

(বিবাহ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ النِّكَاحِ

বিবাহ করার ফযীলাত।

١٨٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ بِمِنًى فَخَلاَ بِهٖ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيْبًا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ اَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضٰى فَلَمَّا رَاٰى عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوٰى هٰذَا اَشَارَ اِلَيَّ بِيَدِهٖ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُوْلُ لَئِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ لَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .

১৮৪৫। আলকামা ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর সাথে মিনায় উপস্থিত ছিলাম। উসমান (রা) এসে তাঁর সাথে একান্তে কথা বলেন। আমিও তার নিকটেই বসলাম। উসমান (রা) তাঁকে বলেন, আমি কি তোমার সাথে এক কুমারী মেয়ের বিবাহ দিবো, যে তোমার অতীত যৌবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে? আবদুল্লাহ (রা) যখন দেখলেন যে, তার উদ্দেশ্য কেবল বিবাহ করার উৎসাহ প্রদান করা, তখন তিনি আমাকে হাতের ইশারায় ডাকলেন। আমি তার নিকটে গেলাম এবং তিনি তখন বলছিলেন, তুমি যদি এ কথায় রাযী হয়ে যেতে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহ করার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টিশক্তিকে সংযতকারী এবং লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী। আর যার এই সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। কেননা এটি তার জন্য জৈবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী।

١٨٤٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا اٰدَمُ ثَنَا عِيْسَى بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَتَزَوَّجُوْا فَاِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَاِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ .

১৮৪৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিবাহ করা আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত মোতাবেক কাজ করলো না সে আমার নয়। তোমরা বিবাহ করো, কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মাতের সামনে গর্ব করবো। অতএব যার সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে এবং যার সামর্থ্য নেই সে যেন রোযা রাখে। কারণ রোযা তার জন্য জৈবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী।

١٨٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا سُعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ .

১৮৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দু'জনের পারস্পরিক ভালোবাসা স্থাপনের জন্য বিবাহের বিকল্প নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ النَّهْىِ عَنِ التَّبَتُّلِ

স্ত্রীসংগ ত্যাগ নিষিদ্ধ।

١٨٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَقَدْ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عُثْمَانَ ابْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ اَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا .

১৮৪৮। সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মাযউন (রা)-এর স্ত্রী সংসর্গ ত্যাগ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলে আমরা অবশ্যই নপুংসক হয়ে যেতাম।

١٨٤٩- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ وَزَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ قَالَا ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّبَتُّلِ . زَادَ

زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ وَقَرَاَ قَتَادَةَ (وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً) .

১৮৪৯। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী সংসর্গ ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। যায়েদ ইবনে আখ্‌যামের বর্ণনায় আরো আছে ঃ কাতাদা (র) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ)ঃ "আর আমি তোমার আগে অনেক নবী-রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি দিয়েছিলাম" (সূরা রাদ ঃ ৩৮)

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ حَقِّ الْمَرْاَةِ عَلَى الزَّوْجِ

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার।

١٦٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ قَزْعَةَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ مَا حَقُّ الْمَرْاَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ اَنْ يُّطْعِمَهَا اِذَا طَعِمَ وَاَنْ يَّكْسُوَهَا اِذَا اكْتَسٰى وَلاَ يَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ يُقَبِّحْ وَلاَ يَهْجُرْ اِلاَّ فِى الْبَيْتِ .

১৮৫০। হাকীম ইবনে মুআবিয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো, স্বামীর উপর স্ত্রীর কি অধিকার রয়েছে? তিনি বলেন ঃ সে আহার করলে তাকেও (একই মানের) আহার করাবে, সে পরিধান করলে তাকেও একই মানের পোশাক পরিধান করাবে (অথবা তোমাদের ভরণপোষণের সাথে তাদের ভরণপোষণেরও ব্যবস্থা করবে এবং তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করার সাথে তাদের পোশাক পরিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা করবে)। কখনও তার মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, অশ্লীল গালমন্দ করবে না এবং নিজ বাড়ি ছাড়া অন্যত্র তাকে একাকী ত্যাগ করবে না।

١٨٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَبِيْبِ ابْنِ غَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ اَنَّهُ شَهِدَ حِجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ فَاِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ

ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَانْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً اِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَاَمَّا حَقُّكُمْ عَلٰى نِسَائِكُم فَلاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلاَ يَاْذَنَّ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ اَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ اَنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِىْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ .

১৮৫১। আমর ইবনুল আহ্ওয়াস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করেন এব ওয়াজ-নসীহত করেন। এরপর তিনি বলেন ঃ তোমরা নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের উপদেশ শুনে নাও। কেননা তারা তোমাদের নিকট আবদ্ধ আছে। এর অধিক তাদের উপর তোমাদের কর্তত্ব নাই যে, তারা যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, সত্যিই যদি তারা তাই করে, তবে তোমরা তাদেরকে পৃথক বিছানায় রাখবে এবং আহত হয় না এরূপ হাল্কা মারধর করবে। অতঃপর তারা তোমাদের অনুগত হয়ে গেলে তাদের উপর আর বাড়াবড়ি করো না। স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তোমাদের উপরও তাদের অধিকার আছে। তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা তোমাদের শয্যা তোমাদের অপছন্দনীয় লোকদের দ্বারা মাড়াবে না এবং তোমাদের অপছন্দনীয় লোকদেরকে তোমাদের ঘরে প্রবেশানুমতি দিবে না। সাবধান! তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তাদের ভরণপোষণ, পোশাক-আশাক ও সজ্জার ব্যাপারে তোমরা তাদের প্রতি শোভনীয় আচরণ করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْاَةِ

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার।

١٨٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ اَنَّ رَجُلاً اَمَرَ امْرَاَةً اَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ اَحْمَرَ اِلٰى جَبَلٍ اَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ اَسْوَدَ اِلٰى جَبَلٍ اَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا اَنْ تَفْعَلَ .

১৮৫২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি যদি কোন ব্যক্তিকে অপর কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে। কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে লাল পাহাড় থেকে কালো পাহাড়ে অথবা কালো পাহাড় থেকে লাল পাহাড়ে পাথর স্থানান্তরের নির্দেশ দিলে তা পালন করা তার জন্য অপরিহার্য হতো।

١٨٥٣-حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا هٰذَا يَا مُعَاذُ قَالَ اَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لاَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُّ فِىْ نَفْسِىْ اَنْ نَفْعَلَ ذٰلِكَ بِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ تَفْعَلُوْا فَاِنِّىْ لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِغَيْرِ اللّٰهِ لاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّى الْمَرْاَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتّٰى تُؤَدِّىْ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَاَلَهَا نَفْسَهَا وَهِىَ عَلٰى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ .

১৮৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয (রা) সিরিয়া থেকে ফিরে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে মুআয! এ কি? তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গিয়ে দেখতে পাই যে, তথাকার লোকেরা তাদের ধর্মীয় নেতা ও শাসকদেরকে সিজদা করে। তাই আমি মনে মনে আশা পোষণ করলাম যে, আমি আপনার সামনে তাই করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তা করো না। কেননা আমি যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! স্ত্রী তার স্বামীর প্রাপ্য অধিকার আদায় না করা পর্যন্ত তার প্রভুর প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে না। স্ত্রী শিবিকার মধ্যে থাকা অবস্থায় স্বামী তার সাথে জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে চাইলে স্ত্রীর তা প্রত্যাখ্যান করা অনুচিৎ।

١٨٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِىْ نَصْرٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ سَمِعْتُ اُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا امْرَاَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ .

১৮৫৪। উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন স্ত্রীলোক তার প্রতি তার স্বামী সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ اَفْضَلِ النِّسَاءِ

সর্বোত্তম মহিলা।

١٨٥٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادِ ابْنِ اَنْعُمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ اَفْضَلَ مِنَ الْمَرْاَةِ الصَّالِحَةِ .

১৮৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ গোটা দুনিয়াই হলো সম্পদ। আর দুনিয়ার মধ্যে পূণ্যবতী স্ত্রীলোকের চাইতে অধিক উত্তম কোন সম্পদ নাই।

١٨٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَ فِى الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ قَالُوْا فَاَىَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ قَالَ عُمَرُ فَاَنَا اَعْلَمُ لَكُمْ ذٰلِكَ فَاَوْضَعَ عَلٰى بَعِيْرِهِ فَاَدْرَكَ النَّبِىَّ ﷺ وَاَنَا فِىْ اَثَرِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ فَقَالَ لِيَتَّخِذْ اَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِيْنُ اَحَدَكُمْ عَلٰى اَمْرِ الْاٰخِرَةِ .

১৮৫৬। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সোনা-রূপা (মূল্যবান সম্পদ) পুঞ্জীভূত করে রাখার সমালোচনায় কুরআনের আয়াত নাযিল হলে সাহাবায় কিরাম বলেন, তাহলে আমরা কোন সম্পদ ধরে রাখবো? উমার (রা) বলেন, আমি তা জেনে তোমাদের বলে দিবো। অতঃপর তিনি তার উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পেয়ে গেলেন। আমিও তার পিছনে পিছনে গেলাম। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কোন সম্পদ সঞ্চয় করবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই যেন অর্জন করে কৃতজ্ঞ অন্তর, যিকিরকারী জিহবা এবং আখেরাতের কাজে তাকে সহায়তাকারী ঈমানদার স্ত্রী।

١٨٥٧-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَا

اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِى نَفْسِهَا وَمَالِه

১৮৫৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ কোন মুমিন ব্যক্তি আল্লাহভীতির পর উত্তম যা লাভ করে তা হলো পুন্যময়ী স্ত্রী। স্বামী তাকে কোন নির্দেশ দিলে সে তা পালন করে; সে তার দিকে তাকালে (তার রূপ-সৌন্দর্য) তাকে আনন্দিত করে এবং সে তাকে শপথ করে কিছু বললে সে তা পূর্ণ করে। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে তার সম্ভ্রম ও স্বামীর সম্পদের হেফাযত করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ تَزْوِيْجِ ذَاتَ الدِّيْنِ

ধর্মপরায়ণা নারীকে বিবাহ করা।

١٨٥٨- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .

১৮৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ চারটি বিষয় বিবেচনায় রেখে মহিলাদের বিবাহ করা হয়। তার সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা তার রূপ-সৌন্দর্য এবং তার ধর্মপরায়ণতা। অতএব তুমি ধর্মপরায়ণা নারীর সন্ধান করো। অন্যথায় তোমার দুই হাত ধূলি ধুসরিত হোক।[১]

١٨٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِىُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْاَفْرِيْقِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسٰى حُسْنُهُنَّ اَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلاَ تَزَوَّجُوْهُنَّ لِاَمْوَالِهِنَّ فَعَسٰى اَمْوَالُهُنَّ اَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلٰكِنْ تَزَوَّجُوْهُنَّ عَلَى الدِّيْنِ وَلَاَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِيْنٍ اَفْضَلُ .

১৮৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা শুধু রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মহিলাদের বিবাহ

---

১. শেষ বাক্যের আরেক অর্থ ঃ (তাতে) তোমার দুই হাত বরকতে পূর্ণ হোক (অনুবাদক)।

করো না। এই রূপ-সৌন্দর্য হয়তো তাদের ধ্বংসের কারণও হতে পারে। তোমরা শুধু সম্পদের মোহেও নারীদেরকে বিবাহ করো না। হয়তো এই সম্পদই তাদের অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারে। অতএব ধর্মপরায়ণতা বিবেচনায় তোমরা তাদের বিবাহ করো। চেপ্টা নাকবিশিষ্ট কুৎসিৎ দাসীও অধিক উত্তম যদি সে হয় ধর্মপরায়ণা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ تَزْوِيجِ الْاَبْكَارِ

কুমারী মহিলা বিবাহ করা।

١٨٦٠- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَاَةً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَقِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَبِكْرًا اَوْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا قُلْتُ كُنَّ لِيْ اَخَوَاتٌ فَخَشِيْتُ اَنْ تَدْخُلَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَاكَ اِذَنْ .

১৮৬০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক মহিলাকে বিবাহ করলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন ঃ হে জাবির! তুমি কি বিবাহ করেছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ কুমারী না বিধবা? আমি বললাম, বিধবা। তিনি বলেনঃ কেন তুমি কুমারী মেয়ে বিবাহ করলে না, তাহলে তার সাথে তুমি রসিকতা ও কৌতুক করতে পারতে? আমি বললাম, আমার কয়েকটি বোন আছে। তাই আমি আমার ও আমার বোনদের মধ্যে একটি কুমারী মেয়ের প্রবেশ করাকে সংকটজনক বোধ করলাম। তিনি বলেন ঃ তাতো ভালো কথা।

١٨٦١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَالِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْاَبْكَارِ فَاِنَّهُنَّ اَعْذَبُ اَفْوَاهًا وَاَنْتَقُ اَرْحَامًا وَاَرْضٰى بِالْيَسِيْرِ .

১৮৬১। উতবা ইবনে উআয়ম ইবনে সাইদা আল-আনসারী (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেনঃ তোমাদের কুমারী মেয়ে বিবাহ করা উচিৎ। কেননা তারা মিষ্টিমুখী, নির্মল জরায়ুধারী এবং অল্পতেই তুষ্ট হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ تَزْوِيْجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُوْدِ

স্বাধীন ও অধিক সন্তান দানে সক্ষম নারী বিবাহ করা।

١٨٦٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سَلاَّمُ بْنُ سَوَّارٍ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ .

১৮৬২। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করতে চায় সে যেন স্বাধীন নারী বিবাহ করে।

١٨٦٣- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْكِحُوْا فَاِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمْ .

১৮৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বিবাহ করো। আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গৌরব করবো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ النَّظَرِ اِلَى الْمَرْاَةِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا

বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখা।

١٨٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَاَةً فَجَعَلْتُ اَتَخَبَّاُ لَهَا حَتّٰى نَظَرْتُ اِلَيْهَا فِيْ نَخْلٍ لَهَا فَقِيْلَ لَهُ اَتَفْعَلُ هٰذَا

وَانْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اَلْقَى اللّٰهُ فِىْ قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَاَةٍ فَلاَ بَاْسَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَيْهَا .

১৮৬৪। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে বিবাহের পয়গাম পাঠালাম। আমি তাকে দেখার জন্য চুপিসারে তার বাগানে যাতায়াত করতাম এবং সেখানে তাকে দেখে ফেললাম। তাকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হয়ে তুমি এই কাজ করলে? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যখন আল্লাহ কারো অন্তরে কোন মহিলাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দানের আগ্রহ পয়দা করেন, তখন তাকে দেখে নেয়াতে দোষের কিছু নেই।

١٨٦٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالُوْا ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ اَرَادَ اَنْ يَّتَزَوَّجَ امْرَاَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يُّؤْدَمَ بَيْنَكُمَا فَفَعَلَ فَتَزَوَّجَهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا .

১৮৬৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) এক মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ তুমি গিয়ে তাকে দেখে নাও। কেননা তা তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টিতে সাহায়ক হবে। অতঃপর তিনি তাই করলেন এবং তাকে বিবাহ করলেন। পরে তাঁর নিকট তাদের দাম্পত্য সমপ্রীতির কথা উল্লেখ করা হয়।

١٨٦٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَبِى الرَّبِيْعِ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَاَةً اَخْطُبُهَا فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَجْدَرُ اَنْ يُّؤْدَمَ بَيْنَكُمَا فَاَتَيْتُ امْرَاَةً مِّنَ الاَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا اِلٰى اَبَوَيْهَا وَاَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَاَنَّهُمَا كَرِهَا ذٰلِكَ قَالَ فَسَمِعَتْ ذٰلِكَ الْمَرْاَةُ وَهِيَ فِىْ خِدْرِهَا فَقَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَكَ اَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ وَاِلاَّ فَاَنْشُدُكَ كَاَنَّهَا اَعْظَمَتْ ذٰلِكَ قَالَ فَنَظَرْتُ اِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا .

১৮৬৬। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে এক মহিলাকে বিবাহ করার ব্যাপারে তাঁর সাথে

আলাপ করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি যাও এবং তাকে দেখে নাও। হয়তো তাতে তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হবে। অতএব আমি এক আনাসর মহিলার নিকট এসে তার পিতা-মাতার নিকট তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলাম এবং সাথে সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসও তাদের অবহিত করলাম। কিন্তু মনে হলো তার পিতা-মাতা এটা অপছন্দ করলো। রাবী বলেন, মেয়েটি পর্দার আড়াল থেকে উক্ত হাদীস শুনে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে পাত্রী দেখার আদেশ দিয়ে থাকলে আপনি দেখে নিন। অন্যথায় আমি আপনাকে শপথ দিচ্ছি (না দেখার জন্য)। সে যেন ব্যাপারটিকে অভিনব মনে করলো। রাবী বলেন, আমি তাকে দেখে নিলাম এবং তাকে বিবাহ করলাম। পরে মুগীরা (রা) তার সাথে সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ

কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়।

١٨٦٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ .

১৮৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়।

١٨٦٨- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ .

১৮৬৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়।[২]

١٨٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِى الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ

২. ইমাম মালেক (র) বলেন, উভয় পক্ষ বিবাহে সম্মত হয়ে গেলে সেখানে অন্যের বিবাহের প্রস্তাব দেয়া নিষেধ। অন্যথায় একই পাত্রীর জন্য একাধিক প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে। এতে উপযুক্ত পাত্র বাছাই করা সহজ হয় (অনুবাদক)।

قَيْسٍ تَقُوْلُ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَلَلْتِ فَاٰذِنِيْنِيْ فَاٰذَنْتُهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَاَبُو الْجَهْمِ بْنُ صُخَيْرٍ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لاَ مَالَ لَهُ وَاَمَّا اَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ وَلٰكِنْ اُسَامَةُ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هٰكَذَا اُسَامَةُ اُسَامَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَاعَةُ اللّٰهِ وَطَاعَةُ رَسُوْلِهِ خَيْرٌ لَكِ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ بِهِ .

১৮৬৯। ফাতিমা বিনতে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ তোমার ইদ্দাত পূর্ণ হলে আমাকে জানবে। ইদ্দাত শেষ হলে আমি তাঁকে অবহিত করলাম। এরপর মুআবিয়া, আবুল জাহ্‌ম ইবনে সুখায়র ও উসামা ইবনে যায়েদ (রা) তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাকে) বলেন ঃ মুআবিয়া গরীব লোক, তার কোন সম্পদ নেই। আর আবুল জাহম স্ত্রীদের অধিক মারধর করে। তবে উসামা। ফাতিমা (রা) দু'বার হাত দিয়ে এভাবে ইশারা করে বলেন, উসামা, উসামা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যই তোমার জন্য কল্যাণকর। ফাতিমা (রা) বলেন, আমি তাকে বিবাহ করলাম এবং তার নেক আমল আমার জন্য ঈর্ষণীয় ছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

কুমারী ও বিধবা মেয়ের মত গ্রহণ প্রসঙ্গে।

١٨٧٠- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى السُّدِّيُّ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَيِّمُ اَوْلٰى بِنَفْسِهَا مِنْ وَّلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَاْمَرُ فِيْ نَفْسِهَا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِ اَنْ تَتَكَلَّمَ قَالَ اِذْنُهَا سُكُوْتُهَا .

১৮৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিধবা নারী নিজের ব্যাপারে তার অবিভাবক অপেক্ষা অধিক কর্তৃত্বশীল এবং কুমারী মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে তার সম্মতি গ্রহণ করতে হবে । বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কুমারী তো বিবাহের ব্যাপারে কথা বলতে লজ্জাবোধ করে। তিনি বলেন ঃ তার নীরবতাই তার সম্মতি।

١٨٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتّٰى تُسْتَاْمَرَ وَلاَ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاْذَنَ وَاِذْنُهَا الصُّمُوْتُ .

১৮৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিধবাকে তার নির্দেশ গ্রহণ ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে ন্যা এবং কুমারী মেয়েকেও তার সম্মতি গ্রহণ ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে না । নীরবতাই তার সম্মতির লক্ষণ।

١٨٧٢- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِىُّ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ عَدِىٍّ الْكِنْدِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صُمْتُهَا .

১৮৭২। আবদুল্লাহ ইবনে অবদুর রহমান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিধবা মহিলা তার ব্যাপারে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করবে। আর কুমারী মেয়ের নীরবতা তার সম্মতির লক্ষণ।[৩]

---

৩. বাকেরা (بكرة) শব্দের অর্থ প্রাপ্তবয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা। সায়্যিবা (ثيبة) ও আয়্যিম (الايم) অর্থ প্রাপ্ত বয়স্কা বিবাহিতা নারী—কিন্তু বিধবা; তা তালাকের কারণেও হতে পারে বা স্বামী মারা যাওয়ার কারণেও হতে পারে।

প্রাপ্তবয়স্কা নারী অভিভাবক ছাড়াই বিবাহ বসতে পারে কিনা—এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম শাফিঈ, মালেক ও আহমাদের মতে অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া শুধু পাত্রীর অনুমতি ও বাক্য দ্বারা বিবাহ সিদ্ধ হয় না। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে প্রাপ্তবয়স্কা নারী অভিভাবক ছাড়াই বিবাহ বসতে পারে। এ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত হাদীসের ভিত্তিতেই এই মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

“তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় এবং তাদের স্ত্রীগণ যদি জীবিত থাকে, তবে তারা নিজেদের চার মাস দশ দিন (পুনর্বিবাহ থেকে) বিরত রাখবে। যখন তাদের ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তাদের নিজেদের সম্পর্কে সঠিক পথে যা করতে চাইবে—তা করার অধিকার থাকবে। তোমাদের উপর তাদের কোন দায়িত্ব অর্পিত হবে না। আল্লাহ তোমাদের প্রত্যেকের কাজ সম্পর্কে অবহিত” (সূরা বাকারা ঃ ২৩৪)।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ “আয়্যিম তার নিজের বিবাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নিজের অভিভাবকের চেয়ে অধিক হকদার। বাকেরাকে বিয়ে দিতে হলে তার অনুমতি নিতে হবে। তার নীরবতাই তার সম্মতি বলে বিবেচিত হবে।” অপর বর্ণনায় আছে, “সায়্যিবা তার নিজের ব্যাপারে তার অভিভাবকের চেয়ে অধিক কর্তৃত্ব সম্পন্ন (মুসলিম)।

আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমর পিতা এমন এক ব্যক্তির সাথে আমার বিবাহ দিয়েছেন,

যাকে আমি পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিতাকে বললেন ঃ "তাকে বিয়ে দেয়ার অধিকার তোমার নেই।" তিনি মেয়ে লোকটিকে বললেন ঃ "যাও! তুমি যাকে পছন্দ করো তাকে বিয়ে করো" (নাসবুর রায়াহ, ৩য় খণ্ড, ১৮২ পৃ.)।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "সায়্যিবার উপর অভিভাবকের কোন কর্তৃত্ব নেই" (আবু দাউদ, নাসাঈ)।

আয়েশা (রা) বলেন, একটি যুবতী মেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা আমাকে তার ভাইয়ের ছেলের সাথে এই উদ্দেশ্যে বিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি আমার সাহায্যে তাকে দুর্দশা থেকে উদ্ধার করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিয়ে ঠিক রাখা বা না রাখার এখতিয়ার তাকে দান করলেন। অতঃপর যুবতী বললো, আমার পিতা যা কিছু করেছেন, আমি তা ঠিক রাখলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েরা জেনে নিক—তাদের উপর তাদের পিতাদের কোন কর্তৃত্ব নেই" (নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজা-১৮৭৪)।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেন, প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েরা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই নিজের পছন্দসই পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। অপরদিকে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন নারীর জন্য অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করা জায়েয নয় ঃ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যে নারী নিজের অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলো, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল। কিন্তু স্বামী যদি তার সাথে সহবাস করে, তবে এই সহবাসের কারণে সে মোহরানার অধিকারী হবে। অভিভাবকগণ যদি বিবাদে লিপ্ত হয়, তবে যার অভিভাবক নেই, শাসক হবে তার অভিভাবক" (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ, দারিমী)।

আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "অভিভাবক ছাড়া বিয়ে হতে পারে না" (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ, দারিমী)।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "কোন স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোককে বিবাহ দিতে পারে না এবং সে নিজেকেও বিয়ে দিতে পারে না। যে নারী নিজেই নিজকে বিয়ে দেয় সে যেনাকারিণী" (ইবনে মাজা, বায়হাকীর সুনানুল কুবরা)।

হযরত উমার (রা) বলেন, "অভিভাবক অথবা শাসক যে নারীর বিবাহ দেয়নি, তার বিয়ে বাতিল" (বায়হাকীর সুনানুল কুবরা)।

ইকরিমা ইবনে খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। এক বিধবা মহিলা তার পুনর্বিবাহের ব্যাপারটি এমন এক ব্যক্তির উপর অর্পণ করে, যে তার বৈধ অভিভাবক ছিলো না। সে তাকে বিয়ে দিল। তা হযতর উমার (রা)-র কানে গেলে তিনি উভয়কে শাস্তি দেন এবং বিবাহ বাতিল ঘোষণা করেন (সুনানুল কুবরা)।

হযরত আলী (রা) বলেন, যে স্ত্রীলোক অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করলো, তার বিয়ে বাতিল। অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে জায়েয নয় (সুনানুল কুবরা)।

শাবী (র) থেকে বর্ণিত। হযরত উমার (রা), আলী (রা), শুরাইহ ও মাসরূক (র) বলেন, অভিভাবক ছাড়া বিয়ে হতে পারে না (সুনানুল কুবরা)।

উল্লেখিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং যাহেরী (আহলে হাদীস) মাযহাবের বিশেষজ্ঞগণ বলেন, কোন মহিলা তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে তা বাতিল গণ্য হবে।

উল্লেখিত দলীল-প্রমাণের দিকে লক্ষ্য করলে প্রতিভাত হয় যে, উভয় মতের সমর্থনেই শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে। এক পক্ষের সিদ্ধান্ত ভুল, তা বলার কোন সুযোগ নেই। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে আইন প্রণেতা কি বাস্তবে পরস্পর বিরোধী নির্দেশ দিয়েছেন? অথবা তিনি কি এক হুকুমের দ্বারা অপর হুকুম রহিত করেছেন? অথবা দু'টি হুকুমকে পাশাপাশি বহাল রেখে আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব?

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِىَ كَارِهَةٌ

কেউ নিজের মেয়েকে তার অমতে বিবাহ দিলে।

١٨٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَّيْنِ

প্রথম সন্দেহ সুস্পষ্টভাবেই বাতিল। কেননা শরীআতের সার্বিক ব্যবস্থা শরীআত প্রণেতার পরিপূর্ণ জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর কাছ থেকে পরস্পর বিরোধী হুকুম প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় সন্দেহেও বাতিল। কেননা এক হুকুম দ্বারা অন্য হুকুম রহিত হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। এখন তৃতীয় অবস্থাটি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। উভয় মতের দলীলসমূহ একত্রে সামনে রেখে চিন্তা করলে আইন প্রণেতার যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (منشاء) অনুধাবন করা যায় তা হলো ঃ

(ক) বিবাহ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে দুই পক্ষ হলো নারী (পাত্রী) এবং পুরুষ (পাত্র); পক্ষদ্বয়ের স্বেচ্ছাসম্মতির ভিত্তিতেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

(খ) প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাকে (বিধবা হোক অথবা কুমারী) তার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত এবং তার মর্জির বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়া যেতে পারে না—তা পাত্রীর পিতাই হোক না কেন। যে বিয়েতে পাত্রী রাজী নয়, সেখানে মৌলিক উপাদান অর্থাৎ ইজাবই (Proposal) তো অনুপস্থিত। বিয়ে কেমন করে বিধিবদ্ধ হতে পারে?

(গ) কিন্তু আইন প্রণেতা এটাও জায়েয রাখেন না যে, কোন মহিলা তার বিয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে যাবে এবং যে ধরনের পুরুষকেই সে পছন্দ করবে—নিজের অভিভাবকের তোয়াক্কা না করে তাকে জামাতার মর্যাদা দিয়ে নিজের বংশে অনুপ্রবেশ করাবে। এজন্যই আইন প্রণেতা কোন নারীর বিয়ের ব্যাপারে তার নিজের সম্মতির সাথে সাথে অভিভাবকের সম্মতিকেও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন। কোন নারীর জন্য এটা মোটেই সমীচীন নয় যে, সে অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে যেখানে ইচ্ছা নিজেকে বিয়ে দিবে। অভিভাবকের জন্যও এটা জায়েয হবে না যে, সে পাত্রীর সম্মতি ব্যতীত যেখানে ইচ্ছা তাকে বিয়ে দিবে।

(ঘ) যদি কোন অভিভাবক নিজের ইচ্ছামত তার অধীনস্ত কোন মহিলাকে বিয়ে দেয়, তবে তা স্ত্রীলোকটির ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। যদি সে তা গ্রহণ করে নেয়, তবে তো কোন কথাই নেই। আর যদি সে বিয়ে মেনে না নেয়, তবে ব্যাপারটি আদালতে সোপর্দ হবে। সঠিক অনুসন্ধানের পর আদালত যে রায় দিবে, তাই কার্যকর হবে।

(ঙ) অপরদিকে যদি কোন মহিলা তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নিজের বিবাহ নিজেই করে নেয়—তাহলে এ ব্যাপারটি অভিভাবকের সম্মতির উপর নির্ভর করবে। সে এ বিয়ে সহজভাবে মেনে নিলে কোন কথা নেই। অন্যথায় তা আদালত পর্যন্ত যাবে। আদালত অনুসন্ধান করে দেখবে, অভিভাবকের আপত্তি ও অসম্মতির ভিত্তি কি? যদি প্রকৃতই যুক্তিসংগত এবং গ্রহণযোগ্য কারণে সে কোন ব্যক্তিকে তার কন্যার স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী না হয়, তবে আদালত এ বিয়ে ভেংগে দিতে পারে। আর যদি প্রমাণিত হয় যে, সে অকারণে এরূপ করছে অথবা কোন অবৈধ উদ্দেশ্য তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ফলে স্ত্রীলোকটি অস্থির হয়ে নিজের বিয়ে নিজেই করে নিয়েছে—তাহলে আদালত এ বিয়ে বহাল রাখবে (অনুবাদক)।

اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ يُدْعٰى خِذَامًا اَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ فَكَرِهَتْ نِكَاحَ اَبِيْهَا فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ فَرَدَّ عَلَيْهَا نِكَاحَ اَبِيْهَا فَنَكَحَتْ اَبَا لُبَابَةَ ابْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَذَكَرَ يَحْىٰ اَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا .

১৮৭৩। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ ও মুজাম্মে ইবনে ইয়াযীদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। খিযাম নামক এক ব্যক্তি তার মেয়েকে বিবাহ দেন। সে তার পিতার এই বিবাহ অপছন্দ করে। মেয়েটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিতার দেয়া তার এই বিবাহ রদ করে দেন। পরে সেই মেয়ে আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির (রা)-কে বিবাহ করে। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, সে ছিল সায়্যিবা (বিধবা)।

١٨٧٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَتْ فَتَاةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ اَبِيْ زَوَّجَنِيْ ابْنَ اَخِيْهِ لِيَرْفَعَ بِيْ خَسِيْسَتَهُ قَالَ فَجَعَلَ الْاَمْرَ اِلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ اَجَزْتُ مَا صَنَعَ اَبِيْ وَلٰكِنْ اَرَدْتُ اَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ اَنْ لَيْسَ اِلَى الْاٰبَاءِ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ .

১৮৭৪। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুবতী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমার পিতা তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে তার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য আমাকে তার সাথে বিবাহ দিয়েছেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয় মেয়েটির এখতিয়ারে ছেড়ে দেন। মেয়েটি বললো, আমার পিতা যা করেছেন তা আমি বহাল রাখলাম। আমার উদ্দেশ্যে ছিলো, মেয়েরা জেনে নিক যে, বিবাহের ব্যাপারে পিতাদের কোন এখতিয়ার নাই।

١٨٧٥- حَدَّثَنَا اَبُو السَّقْرِ يَحْىٰ بْنُ يَزْدَادَ الْعَسْكَرِيُّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَرُوذِيُّ حَدَّثَنِيْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ

১৮৭৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একটি কুমারী মেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে জানায় যে, তার পিতা তার অমতে তাকে বিবাহ দিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (বিবাহ রদের) এখতিয়ার দিলেন।

١٨٧٥(١)-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

১৮৭৫(ক)। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ–মামার ইবনে সুলাইমান আর-রাক্কী-যায়েদ ইবনে হিব্বান-আইউব সাখতিয়ানী–ইকরিমা–ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْاٰبَاءُ

নাবালেগ মেয়েকে তার পিতা বিবাহ দিলে।

١٨٧٦- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْنَا فِىْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِىْ حَتّٰى وَفٰى لَهُ جُمَيْمَةٌ فَاَتَتْنِىْ اُمِّىْ اُمُّ رُوْمَانَ وَاِنِّىْ لَفِىْ اُرْجُوْحَةٍ وَمَعِىْ صَوَاحِبَاتٌ لِىْ فَصَرَخَتْ بِىْ فَاَتَيْتُهَا وَمَا اَدْرِىْ مَا تُرِيْدُ فَاَخَذَتْ بِيَدِىْ فَاَوْقَفَتْنِىْ عَلٰى بَابِ الدَّارِ وَاِنِّىْ لَاَنْهَجُ حَتّٰى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِىْ ثُمَّ اَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَّاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ عَلٰى وَجْهِىْ وَرَاْسِىْ ثُمَّ اَدْخَلَتْنِى الدَّارَ فَاِذَا نِسْوَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فِىْ بَيْتٍ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلٰى خَيْرِ طَائِرٍ فَاَسْلَمَتْنِىْ اِلَيْهِنَّ فَاَصْلَحْنَ مِنْ شَاْنِىْ فَلَمْ يَرُعْنِىْ اِلاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضُحًى فَاَسْلَمَتْنِىْ اِلَيْهِ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ .

১৮৭৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ছয় বছর বয়সে আমাকে বিবাহ করেন। অতঃপর আমরা (হিজরত করে) মদীনায় চলে এলাম এবং হারিস ইবনুল খাযরাজ গোত্রে আশ্রয় নিলাম। এখানে আমি জ্বরে আক্রান্ত হলে আমার মাথার চুল উঠে যায় এবং অল্প কিছু চুল অবশিষ্ট থাকে। আমি আমার বান্ধবীদের সাথে দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম, তখন আমার মা উম্মু রুমান এসে আমাকে উচ্চস্বরে ডাকলেন। আমি তার নিকট আসলাম, কিন্তু আমি তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম না। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে ঘরের দরজায় দাঁড় করিয়ে দেন।

আমি তখন সজোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম। তিনি পানি নিয়ে তা দ্বারা আমার মুখ ও মাথা মুছে দিলেন, অতঃপর আমাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে যান, তখন ঘরের মধ্যে কিছু সংখ্যক আনসারী মহিলা ছিলেন। তারা বললেন, কল্যাণ ও বরকত হোক, ভাগ্য প্রসন্ন হোক। তিনি আমাকে তাদের নিকট সোপর্দ করলেন। তারা আমাকে সুসজ্জিত করেন। দুপুর বেলা হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতি আমাকে সচকিত করে। আমার মা আমাকে তাঁর নিকট অর্পণ করেন। তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর।

١٨٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِىُّ ﷺ عَائِشَةَ وَهِىَ بِنْتُ سَبْعٍ وَبَنٰى بِهَا وَهِىَ بِنْتُ تِسْعٍ وَتُوُفِّىَ عَنْهَا وَهِىَ بِنْتُ ثَمَانِىْ عَشْرَةَ سَنَةً .

১৮৭৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রা)-কে তার সাত বছর বয়সে বিবাহ করেন এবং তার সাথে তার নয় বছর বয়সে বাসর যাপন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় তার বয়স ছিল আঠার বছর।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ النِّكَاحِ الصِّغَارِ يَزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْاٰبَاءِ

পিতা ব্যতীত অপর কেউ নাবালেগ মেয়েকে বিবাহ দিলে।

١٨٧٨-حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ حِيْنَ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ تَرَكَ اِبْنَةً لَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَزَوَّجَنِيْهَا خَالِىْ قُدَامَةُ وَهُوَ عَمُّهَا وَلَمْ يُشَاوِرْهَا وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا هَلَكَ اَبُوْهَا فَكَرِهَتْ نِكَاحَهُ وَاَحَبَّتِ الْجَارِيَةُ اَنْ يُزَوِّجَهَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَزَوَّجَهَا اِيَّاهُ .

১৮৭৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উসমান ইবনে মাযউন (রা) ইন্তিকালের সময় তার একটি কন্যা সন্তান রেখে যান। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমার মামা এবং ঐ মেয়ের চাচা কুদামা মেয়েটির পিতার মৃত্যুর পর মেয়েটির সাথে পরামর্শ না করেই তাকে আমার সাথে বিবাহ দেন। সে তার দেয়া এই বিবাহ অপছন্দ করে এবং মুগীরা ইবনে শোবার সাথে বিবাহ বসতে পছন্দ করে। অতএব কুদামা মুগীরার সাথে তার বিবাহ দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ لاَ نِكَاحَ الاَّ بِوَلِيٍّ

অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হয় না।

١٨٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاذٌ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُوْسٰى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَاَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِىُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَانْ اَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اَصَابَ مِنْهَا فَانِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَّ وَلِىَّ لَهُ .

১৮৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে নারীকে তার অভিভাবক বিবাহ দেয়নি তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল। স্বামী তার সাথে সহবাস করলে তাতে সে মাহরের অধিকারী হবে। তাদের মধ্যে মতবিরোধ হলে সে ক্ষেত্রে যার অভিভাবক নাই, শাসক তার অভিভাবক।

١٨٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نِكَاحَ الاَّ بِوَلِيٍّ وَفِىْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ .

১৮৮০। আয়েশা (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হয় না। আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে আরও আছে ঃ যার অভিভাবক নাই, শাসক তার অভিভাবক।

١٨٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ثَنَا اَبُوْ اسْحَاقَ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نِكَاحَ الاَّ بِوَلِيٍّ .

১৮৮১। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হয় না।

١٨٨٢- حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِىُّ ثَنَا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْاَةُ الْمَرْاَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْاَةُ نَفْسَهَا فَانَّ الزَّانِيَةَ هِىَ الَّتِىْ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

১৮৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মহিলা অপর কোন মহিলাকে বিবাহ দিবে না এবং কোন মহিলা নিজেকেও বিবাহ দিবে না। কেননা যে নারী স্বউদ্যোগে বিবাহ করে সে যেনাকারিনী।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

শিগার বিবাহ নিষিদ্ধ।

١٨٨٣- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ اَنْ يَّقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِىْ ابْنَتَكَ اَوْ اُخْتَكَ عَلٰى اَنْ اُزَوِّجَكَ ابْنَتِىْ اَوْ اُخْتِى وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .

১৮৮৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। রাবী বলেন, শিগার বিবাহ এই যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রস্তাব দিলো, তুমি আমার সাথে তোমার মেয়েকে অথবা বোনকে বিবাহ দাও এবং তার পরিবর্তে আমি আমার মেয়েকে অথবা বোনকে তোমার সাথে বিবাহ দিবো, আর এতে কোন মাহর থাকে না।[৪]

١٨٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ .

১৮৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন।

١٨٨٥- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِىٍّ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ شِغَارَ فِى الْاِسْلاَمِ .

---

৪. ইবনে উমার (রা) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, শিগার-এর যে ব্যাখ্যা উল্লেখিত আছে—তা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন অথবা ইবনে উমার (রা) অথবা নাফে অথবা ইমাম মালেক দিয়েছেন? খতীব বাগদাদী বলেছেন, এ ব্যাখ্যা ইমাম মালেকের। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় দেখা যায়, নাফে এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ কারণে ইমাম কুরতবী বলেন, ইবনে উমার (রা)-র হাদীসে উল্লেখিত ব্যাখ্যা নাফে এবং ইমাম মালেক দিয়েছেন। কিন্তু আবু হুরায়রা (রা)-র হাদীসে উল্লেখিত ব্যাখ্যা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। বাহ্যিক দিক থেকে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য বলেই মনে হয়। তাবারানীতে উল্লেখিত উবাই ইবনে কাব (রা)-র হাদীসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই শিগার-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন, যদিও হাদীসের সনদ দুর্বল (অনুবাদক)।

১৮৮৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামে শিগার বিবাহের কোন সুযোগ নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ صِدَاقِ النِّسَاءِ

মহিলাদের মাহর (মোহরানা)।

١٨٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ فِيْ اَزْوَاجِهِ عَشْرَةَ اُوْقِيَّةً وَنَشًّا هَلْ تَدْرِيْ مَاالنَّشُّ هُوَ نِصْفُ اُوْقِيَّةٍ وَذٰلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ .

১৮৮৬। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মাহর কতো ছিলো? তিনি বলেন, তাঁর স্ত্রীদের মাহরের পরিমাণ ছিলো বারো উকিয়া ও এক নাশ। তুমি কি জানো, নাশ কি? তাহলো অর্ধ উকিয়া। আর তাহলো পাঁচ শত দিরহামের সমান।

١٨٨٧-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لاَ تُغَالُوْا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَاِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا اَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللّٰهِ كَانَ اَوْلاَكُمْ وَاَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ ﷺ مَا اَصْدَقَ امْرَاَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ اُصْدِقَتْ امْرَاَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ اَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اُوْقِيَّةً وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَاَتِهِ حَتّٰى يَكُوْنَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِيْ نَفْسِهِ وَيَقُوْلُ قَدْ كَلِفْتُ اِلَيْكَ عَلَقَ الْقِرْبَةِ اَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ وَكُنْتُ رَجُلاً عَرَبِيًّا مَوْلِدًا مَا اَدْرِيْ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ اَوْ عَرَقُ الْقِرْبَةِ .

১৮৮৭। আবুল আজ্‌ফা আস-সুলামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, মহিলাদের মাহরের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। কেননা তা যদি পার্থিব জীবনে সম্মান অথবা আল্লাহ্‌র কাছে তাক্‌ওয়ার প্রতীক হতো, তাহলে তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে অধিক যোগ্য ও অগ্রগণ্য ছিলেন।

তিনি তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের মাহর বারো উকিয়ার বেশি ধার্য করেননি। কখনও অধিক মাহর স্বামীর উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মনে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, এমনকি সে বলতে থাকে, আমি তোমার জন্য পানির মশক বহনে বাধ্য হয়েছি অথবা তোমার জন্য ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছি। (রাবী বলেন,) আমি একজন বেদুইন। অতএব আমি "ইলকুল কিরবা" বা "ইরকুল কিরবা"-এর অর্থ কি তা জানি না।

١٨٨٨-حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ عَلٰى نَعْلَيْنِ فَاَجَازَ النَّبِىُّ ﷺ نِكَاحَهُ .

১৮৮৮। আমের ইবনে রবীআ (রা) থেকে বর্ণিত। ফাযারা গোত্রের এক ব্যক্তি এক জোড়া পাদুকার বিনিময়ে বিবাহ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিবাহ অনুমোদন করেন।

١٨٨٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ لَيْسَ مَعِىْ قَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلٰى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

১৮৮৯। সাহ্ল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন ঃ কে তাকে বিবাহ করবে? এক ব্যক্তি বললো, আমি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে একটি লোহার আংটি হলেও তা (মাহরস্বরূপ) দাও। সে বললো, আমার কাছে কিছুই নাই। তিনি বলেন ঃ তোমার কাছে কুরআনের যে অংশ আছে, তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।

١٨٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِىُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ يَمَانٍ ثَنَا الْاَغَرُّ الرَّقَاشِىُّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ عَلٰى مَتَاعِ بَيْتٍ قِيْمَتُهُ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا .

১৮৯০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রা)-কে একটি ঘরের আসবাবপত্রের বিনিময়ে বিবাহ করেন, যার মূল্য ছিল পঞ্চাশ দিরহাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلاَ يَفْرُضُ لَهَا فَيَمُوْتُ عَلَى ذلكَ

কোন ব্যক্তি বিবাহ করার পর মাহর ধার্য করার পূর্বে মারা গেলে।

١٨٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الاَشْجَعِىُّ شَهِدْتُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى فِىْ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذلِكَ .

১৮৯১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, সে এক মহিলাকে বিবাহ করার পর তার সাথে সহবাস ও মাহর ধার্য করার পূর্বে মারা গেছে। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বললেন, সেই মহিলা মাহর পাবে, মীরাসও পাবে এবং তাকে ইদ্দাতও পালন করতে হবে। মাকিল ইবনে সিনান আল-আশজাঈ (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বিরওয়া বিনতে ওয়াশিকের ক্ষেত্রেও এইরূপ ফয়সালা দিয়েছেন।

١٨٩١(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ .

১৮৯১ (ক)। আবু বাক্র ইবনে আবু শাইবা-আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী-সুফিয়ান-মানসূর-ইবরাহীম-আলকামা-আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

বিবাহের খুতবা (ভাষণ)।

١٨٩٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اُوْتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ جوَامِعَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ اَوْ قَالَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ فَعَلَّمَنَا خُطْبَةَ الصَّلاَةِ وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ خُطْبَةُ الصَّلاَةِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ . وَخُطْبَةُ الْحَاجَةِ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ . ثُمَّ تَصِلُ خُطْبَتَكَ بِثَلاَثِ اٰيَاتٍ مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ .

১৮৯২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কল্যাণসমূহের উৎস, তাঁর সমষ্টি এবং তার সমাপ্তি দান করা হয়েছে। তিনি আমাদের নামাযের খুত্বা এবং প্রয়োজনের (বিবাহের) খুত্বা শিক্ষা দিয়েছেন। নামাযের খুত্বা (তাশাহ্হুদ) হলো ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

অনুবাদ ঃ (১ম খণ্ডে ৮৯৯, ৯০০, ৯০১ ও ৯০২ নং হাদীসের অনুবাদ দেখুন)।

আর বিবাহের খুত্বা হলো ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও আমাদের কাজের

নিকৃষ্টতা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক এবং তাঁর কোন শরীক নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল"।

এরপর তোমরা তোমাদের খুত্‌বার সাথে কুরআনের এ তিনটি আয়াত যোগ করবে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেরূপ ভয় করা উচিৎ তোমরা তাঁকে তদ্রূপ ভয় করো এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না" (সূরা আল ইমরান ঃ ১০২)।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا .

"হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাকো এবং জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক" (সূরা নিসা ঃ ১)।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُواْ قَوْلاً سَدِيْدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا .

"হে ঈমানদারগণ। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের কার্যাবলী সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে" (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৭০-৭১)।

١٨٩٣- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا دَاوُدُ ابْنُ اَبِىْ هِنْدٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا

مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَّا بَعْدُ .

১৮৯৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত খুতবা পড়েছেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَّا بَعْدُ .

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাই। আমরা আল্লাহ্র কাছে আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে এবং আমাদের কার্যকলাপের নিকৃষ্টতা হতে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। অতঃপর....।"

١٨٩٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ قَالُوْا ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ قُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لاَ يُبْدَاُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ اَقْطَعُ .

১৮৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি কাজ গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্র প্রশংসা ছাড়া শুরু করা হলে, তা হয় বরকতশূন্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ اِعْلاَنِ النِّكَاحِ

বিবাহের ঘোষণা।

١٨٩٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ وَالْخَلِيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالاَ ثَنَا عِيْسَى ابْنُ يُوْنُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اِلْيَاسَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ .

১৮৯৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা এই বিবাহের ঘোষণা দাও এবং তাতে ঢোল বাজাও।

١٨٩٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصْلُ بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِى النِّكَاحِ

১৮৯৬। মুহাম্মাদ ইবনে হাতিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হালাল ও হারাম বিবাহের মধ্যে পার্থক্য হলো–ঢোল বাজানো এবং শব্দ করা বা ঘোষণা প্রচার।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

গান গাওয়া এবং ঢোল বাজানো।

١٨٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الْحُسَيْنِ (اسْمُهُ خَالِدُ الْمَدَنِىُّ) قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَالْجَوَارِىْ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَتَغَنَّيْنَ فَدَخَلْنَا عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهَا فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَبِيْحَةَ عُرْسِىْ وَعِنْدِىْ جَارِيَتَانِ يَتَغَنِّيَانِ وَتَنْدُبَانِ اٰبَائِى الَّذِيْنَ قُتِلُوْا يَوْمَ بَدْرٍ وَتَقُوْلاَنِ فِيْمَا تَقُوْلاَنِ وَفِيْنَا نَبِىٌّ يَعْلَمُ مَا فِىْ غَدٍ فَقَالَ اَمَّا هٰذَا فَلاَ تَقُوْلُوْهُ مَا يَعْلَمُ مَا فِىْ غَدٍ اِلاَّ اللّٰهُ .

১৮৯৭। আবুল হুসাইন খালিদ আল-মাদানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক আশূরার দিন মদীনায় ছিলাম। বালিকারা ঢোল বাজাচ্ছিল এবং গান গাচ্ছিল। এরপর আমরা রুবাই বিনতে মুআব্বিয (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং ঘটনাটি তাকে জানালাম। তিনি বলেন, আমার বাসর দিবসের সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসেন। তখন আমার নিকট দু'টি বালিকা গান গাচ্ছিল এবং বদর যুদ্ধে নিহত আমার পিতৃপুরুষদের কীর্তিগাঁথা গাইছিল। তারা এও বলছিল, আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী আছেন, যিনি আগামী কালের খবরও জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা একথা বলো না। আগামী কালের খবর আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

١٨٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَعِنْدِىْ جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِى الْاَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْاَنْصَارُ فِىْ يَوْمِ بُعَاثٍ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَبِمَزْمُوْرِ الشَّيْطَانِ فِىْ بَيْتِ النَّبِىِّ ﷺ وَذٰلِكَ فِىْ يَوْمِ عِيْدِ الْفِطْرِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا .

১৮৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা) আমার নিকট আসেন। তখন আমার নিকট দুইটি আনসার বালিকা উপস্থিত ছিল। তারা বুয়াস যুদ্ধে আনসারদের মুখে উচ্চারিত কবিতাগুলো গানের সুরে আবৃত্তি করছিল। আয়েশা (রা) বলেন, তারা পেশাদার গায়িকা ছিল না। আবু বাক্‌র (রা) বললেন, শয়তানের বাঁশী (বাদ্যযন্ত্র) নবীর ঘরে? এ ঘটনাটি ছিল ঈদুল ফিতরের দিনের। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আবু বাক্‌র! প্রত্যেক জাতিরই ঈদ (আনন্দ উৎসব) রয়েছে। আর এটাই হচ্ছে আমাদের ঈদ।

١٨٩٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا عَوْفٌ عَنْ ثُمَامَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدِيْنَةِ فَاِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ وَيَتَغَنَّيْنَ وَيَقُلْنَ .

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ * يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ

فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُ يَعْلَمُ اِنِّىْ لَاُحِبُّكُنَّ .

১৮৯৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার গলিপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কয়েকটি বালিকা ঢোল বাজিয়ে গান গেয়ে বলছিল, "আমরা বনু নাজ্জারের বালিকার দল। কত খোশনসীব! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মহৎ প্রতিবেশী"। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ অবগত আছেন, আমি তো তোমাদের ভালোবাসি।

١٩٠٠- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَاَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ اَنْبَاَنَا الْاَجْلَحُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْاَنْصَارِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّىْ قَالَتْ

لاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ الْاَنْصَارَ قَوْمٌ فِيْهِمْ غَزَلٌ فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَّقُوْلُ اَتَيْنَاكُمْ اَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ .

১৯০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) তার এক আত্মীয়ের এক আনসার মেয়ের সাথে বিবাহ দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বলেন ঃ তোমরা কি মেয়েটিকে (স্বামীর বাড়ি) পাঠিয়ে দিয়েছ? তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তোমরা কি তার সাথে এমন কাউকে পাঠিয়েছ, যে গান গাইতে পারে? আয়েশা (রা) বলেন, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আনসার সম্প্রদায় গানের ভক্ত। অতএব তোমরা যদি তার সাথে কাউকে পাঠাতে, যে গিয়ে এরূপ বলতো ঃ "আমরা এসেছি তোমাদের কাছে, আমরা এসেছি তোমাদের কাছে, আল্লাহ আমাদের দীর্ঘজীবি করুন এবং দীর্ঘজীবি করুন তোমাদের।

١٩٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ اَبِىْ مَالِكٍ التَّمِيْمِىِّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ صَوْتَ طَبْلٍ فَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ تَنَحّٰى حَتّٰى فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ .

১৯০১। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি তবলার আওয়াজ শুনতে পান। তিনি তার উভয় কানে তার দুই আঙ্গুল ঢুকিয়ে সরে পড়েন। তিনি তিনবার এরূপ করলেন। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ فِى الْمُخَنَّثِيْنَ

নপুংসকদের প্রসঙ্গে।

١٩٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَمِعَ مُخَنَّثًا وَهُوَ يَقُوْلُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ اِنْ يَّفْتَحِ اللهُ الطَّائِفَ غَدًا دَلَلْتُكَ عَلٰى امْرَاَةٍ تُقْبِلُ بِاَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَخْرِجُوْهُ مِنْ بُيُوْتِكُمْ .

১৯০২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে প্রবেশ করে এক নপুংসককে আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়্যাকে লক্ষ্য করে বলতে শুনলেনঃ আগামী কাল যদি আল্লাহ তায়েফ বিজয় দান করেন, তাহলে আমি তোমাকে এমন এক নারীর সন্ধান দিবো, যে চার ভাঁজে আগমন করে এবং আট ভাঁজে প্রস্থান করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও।

١٩٠٣- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ الْمَرْأَةَ تَتَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ وَالرَّجُلَ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ .

১৯০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের বেশধারিনী নারীকে এবং নারীর বেশধারী পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন।

١٩٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ .

১৯০৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন নারীর বেশধারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশধারিণী নারীদেরকে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

নব দম্পতিকে মুবারকবাদ জানানো।

١٩٠٥-حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَفَّاَ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ .

১৯০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ উপলক্ষে কাউকে মুবারকবাদ জানিয়ে বলতেন ঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ .

"আল্লাহ তোমাদের বরকত দান করুন, তোমাদের উপর বরকত নাযিল করুন এবং কল্যাণের সাথে তোমাদের একত্র করুন।"

١٩٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَقِيْلِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَاَةً مِّنْ بَنِىْ جُشَمٍ فَقَالُوْا بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِيْنَ فَقَالَ لاَ تَقُوْلُوْا هٰكَذَا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ .

১৯০৬। আকীল ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বনু জুশ্ম গোত্রের এক মহিলাকে বিবাহ করলে লোকেরা (মুবারকবাদ দিয়ে) বললো, সুখী হও এবং অধিক সন্তান হোক। তিনি বলেন, তোমরা এরূপ বলো না, বরং যেরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তদ্রূপ বলো ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ .

"হে আল্লাহ! তাদেরকে বরকত দান করুন এবং তাদের উপর বরকত নাযিল করুন।"

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ الْوَلِيْمَةِ

ওলীমা (বিবাহ ভোজ) প্রসঙ্গে।

١٩٠٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هٰذَا اَوْمَهْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ تَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

১৯০৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর চেহারায় হলুদের রং দেখে তাকে বলেন ঃ একি? আবদুর রহমান (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এক মহিলাকে সামান্য সোনার বিনিময়ে বিবাহ করেছি। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। একটি বকরী দিয়ে হলেও বিবাহ ভোজের আয়োজন করো।

١٩٠٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْلَمَ عَلٰى شَىْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلٰى زَيْنَبَ فَاِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً .

১৯০৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর কোন স্ত্রীর বেলায় এমন বিবাহ ভোজের আয়োজন করতে দেখিনি, যেরূপ তিনি যয়নব (রা)-এর বিবাহ ভোজের আয়োজন করেন। তিনি তাতে একটি বকরী যবেহ করেছিলেন।

١٩٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْمَدَنِىُّ وَغِيَاثُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّحَبِيُّ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَوْلَمَ عَلٰى صَفِيَّةَ بِسَوِيْقٍ وَّتَمْرٍ .

১৯০৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা (রা)-এর বিবাহে ছাতু ও খোরমা দিয়ে বিবাহ ভোজের আয়োজন করেন।

١٩١٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ اَبُوْ خَيْثَمَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ شَهِدْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِيْمَةً مَا فِيْهَا لَحْمٌ وَلاَ خُبْزٌ . قَالَ ابْنُ مَاجَةَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ الاَّ ابْنُ عُيَيْنَةَ .

১৯১০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক বিবাহ ভোজের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। এতে না গোশত ছিল, না রুটি। ইবনে মাজা (র) বলেন, হাদীসটি ইবনে উয়াইনা ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি।

١٩١١- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ قَالَتَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُّجَهِّزَ فَاطِمَةَ حَتّٰى نُدْخِلَهَا عَلٰى عَلِيٍّ فَعَمَدْنَا اِلَى الْبَيْتِ فَفَرَشْنَاهُ تُرَابًا لَيِّنًا مِنْ اَعْرَاضِ الْبَطْحَاءِ ثُمَّ حَشَوْنَا مِرْفَقَتَيْنِ لِيْفًا فَنَفَشْنَاهُ بِاَيْدِيْنَا ثُمَّ اَطْعَمْنَا تَمْرًا وَزَبِيْبًا وَسَقَيْنَا مَاءً عَذْبًا وَعَمَدْنَا اِلٰى عُوْدٍ فَعَرَضْنَاهُ فِىْ جَانِبِ الْبَيْتِ لِيُلْقٰى عَلَيْهِ الثَّوْبُ وَيُعَلَّقُ عَلَيْهِ السِّقَاءُ فَمَا رَاَيْنَا عُرْسًا اَحْسَنَ مِنْ عُرْسِ فَاطِمَةَ .

১৯১১। আয়েশা ও উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ফাতিমাকে আলীর নিকট পৌঁছানোর জন্য তাকে সাজসজ্জা করিয়ে তৈরি করার নির্দেশ দেন। আমরা (আলীর) ঘরে বাতহা উপত্যকার নরম মাটি বিছিয়ে দিলাম, অতঃপর দুইটি বালিশে খেজুর গাছের ছাল ভরে তা পরিষ্কার করে

রেখে দিলাম। এরপর আমরা খোরমা, কিশমিশ ও মিঠা পানির দ্বারা পানাহারের ব্যবস্থা করলাম, কাপড় ও পানির মশক ঝুলিয়ে রাখার জন্য একটি কাঠের খুঁটি ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে দিলাম। আমরা ফাতিমার বিবাহের চেয়ে অধিক পরিপাটি ব্যবস্থা আর দেখিনি।

١٩١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ قَالَ دَعَا اَبُوْ اُسَيْدٍ السَّاعِدِىُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الى عُرْسِه فَكَانَتْ خَادِمَهُمُ الْعَرُوْسُ قَالَتْ تَدْرِىْ مَا سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ اَنْقَعْتُ تَمَرَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ صَفَّيْتُهُنَّ فَاَسْقَيْتُهُنَّ اِيَّاهُ .

১৯১২। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু উসাইদ আস-সাইদী (রা) তার বিবাহ ভোজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করেন। কনেই তাঁদের আহার পরিবেশন করেন। তিনি (কনে) বলেন, তুমি কি জানো আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি পান করিয়েছিলাম? তিনি বলেন, আমি রাতে কিছু শুকনো খেজুর পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সকালবেলা এগুলো নিংড়িয়ে তাঁকে শরবত পান করিয়েছিলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ اِجَابَةِ الدَّاعِىِّ

দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবুল করা।

١٩١٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ لَّمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

১৯১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে বিবাহ ভোজে ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয় এবং গরীবদের উপেক্ষা করা হয় তাহলো সর্বাধিক নিকৃষ্ট বিবাহ ভোজ। যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করে না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করলো।

١٩١٤- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلٰى وَلِيْمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ .

১৯১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কাউকে বিবাহ ভোজের দাওয়াত দেওয়া হলে সে যেন তা কবুল করে।

١٩١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ حُسَيْنٍ اَبُوْ مَالِكٍ النَّخَعِيُّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَلِيْمَةُ اَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِىْ مَعْرُوْفٌ وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ .

১৯১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রথম দিনের ওলীমা (বিবাহ ভোজ) আয়োজন করা কর্তব্য, দ্বিতীয় দিনের ওলীমাও ভালো এবং তৃতীয় দিনের ওলীমা হলো প্রদর্শনী এবং যশের জন্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ الْاِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

তরুণী স্ত্রী এবং বয়স্কা স্ত্রীর নিকট অবস্থানের পালা।

١٩١٦- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلاَثًا وَّلِلْبِكْرِ سَبْعًا .

১৯১৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বয়স্কা স্ত্রীর পালা হচ্ছে তিন দিন এবং তরুণী স্ত্রীর পালা সাত দিন।

١٩١٧-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ اُمَّ سَلَمَةَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ لَيْسَ بِكِ عَلٰى اَهْلِكِ هَوَانٌ اِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَاِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِىْ .

১৯১৭। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিবাহ করার পর তার নিকট তিন দিন অবস্থান করেন এবং বলেন ঃ তোমার ব্যাপারে তোমার স্বামীর কোন অনিহা নেই। তুমি যদি চাও, তবে আমি তোমার সংগে সাত দিন অবস্থান করবো। যদি আমি তোমার নিকট সাত দিন কাটাই তবে আমার অন্য স্ত্রীদের নিকটও সাত দিন করে কাটাবো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ اِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ اَهْلُهُ

স্ত্রী স্বামীর নিকট এলে স্বামী যে দোয়া পড়বে।

١٩١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالاَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَفَادَ اَحَدُكُمْ امْرَاَةً اَوْ خَادِمًا اَوْ دَابَّةً فَلْيَاْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ .

১৯১৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ স্ত্রী, খাদেম অথবা আরোহণের পশু লাভ করে তখন সে যেন তার কপালে হাত রেখে বলে ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ প্রার্থনা করি এবং যে কল্যাণ এর মধ্যে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। আমি তোমার নিকট এর অনিষ্ট হতে এবং যে অনিষ্টসহ একে সৃষ্টি করা হয়েছে তা হতে আশ্রয় চাই"।

١٩١٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَتٰى امْرَاَتَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِى الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِىْ ثُمَّ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يُسَلِّطِ اللّٰهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ اَوْ لَمْ يَضُرَّهُ .

১৯১৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর কাছে আসে, তখন সে যেন বলে ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং যে সন্তান আমাদের দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরো রাখো"। অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর সেই মিলনে যদি কোন সন্তান হয়, তবে আল্লাহ তার উপর শয়তানকে কোন প্রভাব বিস্তার করতে দিবেন না অথবা শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

সহবাসের সময় পর্দা করা।

١٩٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَاَبُوْ اُسَامَةَ قَالاَ ثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَاْتِىْ مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ اِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِىْ بَعْضٍ قَالَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لاَّ تُرِيَهَا اَحَدًا فَلاَ تُرِيَنَّهَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنْ كَانَ اَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ يُّسْتَحْيٰى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ .

১৯২০। বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের লজ্জাস্থানের কতখানি ঢেকে রাখবো, আর কতখানি খুলে রাখবো? তিনি বলেন ঃ তোমার লজ্জাস্থান আপন স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যদের থেকে হেফাজত করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার অভিমত কি যে, লোকেরা যদি একত্রে বসবাস করে? তিনি বলেন ঃ যদি তুমি তা কাউকে না দেখিয়ে পারো, তবে অবশ্যই তা দেখাবে না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ যদি নির্জনে থাকে? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ অধিক অগ্রগণ্য যে, মানুষের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি লজ্জাশীল হতে হবে।

١٩٢١- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَمْدَانِىُّ ثَنَا اَلاَحْوَصُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ وَرَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُتْبَةَ ابْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلاَ يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ .

১৯২১। উতবা ইবনে আব্দ আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর নিকট এসে যেন (নির্জনে মিলনে) পর্দা (গোপনীয়তা) রক্ষা করে এবং গর্দভের ন্যায় বিবস্ত্র না হয়।

١٩٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا نَظَرْتُ اَوْ مَا رَاَيْتُ فَرْجَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَطُّ . قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ مَوْلاَةٍ لِعَائِشَةَ .

১৯২২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাইনি বা তা দেখিনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

بَابُ النَّهْىِ عَنْ اِتْيَانِ النِّسَاءِ فِىْ اَدْبَارِهِنَّ

স্ত্রীর মলদ্বারে সংগম করা নিষেধ।

١٩٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَى رَجُلٍ جَامَعَ اِمْرَاَتَهُ فِىْ دُبُرِهَا .

১৯২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করে, আল্লাহ তার দিকে (দয়ার) দৃষ্টিতে তাকান না।

١٩٢٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هَرَمِىٍّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لاَ تَاْتُوا النِّسَاءَ فِىْ اَدْبَارِهِنَّ

১৯২৪। খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না। কথাটি তিনি তিনবার বলেন। (অতঃপর বলেন ঃ) তোমরা মহিলাদের মলদ্বারে সঙ্গম করো না।

١٩٢٥- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ وَجَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَانَتْ يَهُوْدُ تَقُوْلُ مَنْ اَتَى امْرَاَةً فِىْ قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ الْوَلَدُ اَحْوَلَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنَّى شِئْتُمْ) .

১৯২৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহূদীরা বলতো, কোন ব্যক্তি পশ্চাৎদিক থেকে স্ত্রী অঙ্গে সঙ্গম করলে তাতে সন্তান টেরা চোখবিশিষ্ট হয়। এরপর আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা আসো " (২ ঃ ২২৩)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

بَابُ الْعَزْلِ

আযল প্রসঙ্গ।

١٩٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ اَوَتَفْعَلُوْنَ لاَ عَلَيْكُمْ اَنْ لاَّ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ قَضَى اللّٰهُ لَهَا اَنْ تَكُوْنَ اِلاَّ هِىَ كَائِنَةٌ .

১৯২৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ তোমরা কি তা করো? তা না করলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা যে প্রাণের উদ্ভব হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন তা হবেই।

١٩٢٧-حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ .

১৯২৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এবং কুরআন নাযিল হওয়া অব্যাহত থাকা অবস্থায় আযল করতাম।

١٩٢٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْخَلاَّلُ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عِيْسٰى ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَرَّزِ بْنِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ اِلاَّ بِاِذْنِهَا .

১৯২৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাধীন স্ত্রীর- বেলায় তার সম্মতি ব্যতীত আযল করতে নিষেধ করেছেন।[৫]

---

৫. স্বামী-স্ত্রীর মিলনকালে স্ত্রীলিঙ্গের বাইরে বীর্যপাত করাকে আযল বলে (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

بَابُ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلٰى خَالَتِهَا

কোন মহিলাকে তার ফুফু অথবা তার খালার সাথে একত্রে বিবাহ করা যাবে না।

١٩٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلٰى خَالَتِهَا .

১৯২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মহিলাকে তার ফুফু বা তার খালার সাথে একত্রে বিবাহ করা যাবে না।

١٩٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ نِكَاحَيْنِ اَنْ يَّجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْاَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْاَةِ وَخَالَتِهَا .

১৯৩০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুই ধরনের বিবাহ নিষিদ্ধ করতে শুনেছি ঃ কোন স্ত্রীলোক ও তার খালাকে অথবা কোন স্ত্রীলোক ও তার ফুফুকে কোন ব্যক্তির বিবাহাধীনে একত্র করা (নিষিদ্ধ)।

١٩٣١- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ النَّهْشَلِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلٰى خَالَتِهَا .

১৯৩১। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মহিলাকে তার ফুফু অথবা তার খালার সাথে একত্রে বিবাহ করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَاَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ بِهَا اَتَرْجِعُ اِلَى الْاَوَّلِ

কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলো, অতঃপর সে অন্য স্বামী গ্রহণ করলো। সেও তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিলো। এ অবস্থায় সে কি তার প্রথম স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হতে পারে?

١٩٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ جَاءَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّى كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِىْ فَبَتَّ طَلاَقِىْ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَاِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِىْ اِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتّٰى تَذُوْقِىْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ .

১৯৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রিফাআ আল-কুরাযী (রা)-র স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি রিফাআর বিবাহাধীন ছিলাম। সে আমাকে তিন তালাক দিলে পর আমি আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইর (রা)-কে বিবাহ করি। কিন্তু তার সাথে কাপড়ের পোটলাবৎ বস্তু ছাড়া কিছু নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বলেন ঃ তুমি কি রিফাআর নিকট ফিরে যেতে চাও? তা হবে না, যতক্ষণ না তুমি তার মধু পান করো এবং সে তোমার মধু পান করে।

١٩٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ زَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الرَّجُلِ تَكُوْنُ لَهُ الْمَرْاَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ بِهَا اَتَرْجِعُ اِلَى الْاَوَّلِ قَالَ لاَ حَتّٰى يَذُوْقَ الْعُسَيْلَةَ .

১৯৩৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর অপর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহ করে। সে তার সাথে সহবাসের পূর্বে পুনরায় তাকে তালাক দেয়। উক্ত স্ত্রীলোকটি কি প্রথম স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ না, যতক্ষণ না সে তার মধু পান করে (তার সাথে সহবাস করে)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা হয়।[৬]

১৯৩৪-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

১৯৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহ্লীলকারী এবং যার জন্য তাহ্লীল করা হয় তাদের উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন।

১৯৩৫-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ وَمُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .

১৯৩৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহ্লীলকারী এবং যার জন্য তাহ্লীল করা হয়, তাদের (উভয়কে) অভিসম্পাত করেছেন।

১৯৩৬- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ ثَنَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ ابْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ قَالَ لِيْ اَبُوْ مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هُوَ الْمَحَلِّلُ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .

১৯৩৬। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের ভাড়াটে পাঠা সম্পর্কে অবহিত করবো না? তারা বললেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ সে হলো তাহ্লীলকারী। আল্লাহ তাহ্লীলকারী এবং যার জন্য তাহ্লীল করা হয় তাদের উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন।

---

৬. তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে, তার তালাকদাতা স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশে যে ব্যক্তি তাকে বিবাহ করে, তাকে মুহাল্লিল (হালালকারী) বলে। আর যার জন্য হালাল হওয়ার উদ্দেশে এ ধরনের বিবাহ সম্পাদিত হয়, তাকে মুহাল্লাল লাহু বলে। কাজটি বৈধ হলেও ঘৃণিত (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

বংশীয় সম্পর্কের দরুন যারা হারাম হয়, দুধপান জনিত কারণেও তারা হারাম হয়।

١٩٣٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .

১৯৩৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বংশীয় সম্পর্কের দরুন যারা হারাম হয়, দুধপান জনিত কারণেও তারা হারাম হয়।

١٩٣٨- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالاَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُرِيْدَ عَلٰى بِنْتِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اِنَّهَا ابْنَةُ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَاِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .

১৯৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা)-র মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি বলেন ঃ সে তো আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। বংশীয় সম্পর্কের দরুন যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম, দুধপান জনিত সম্পর্কের দরুনও অনুরূপ মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম।

١٩٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِيْ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ حَدَّثَتْهَا اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ انْكِحْ أُخْتِيْ عَزَّةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَتُحِبِّيْنَ ذٰلِكَ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَلَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَاَحَقُّ مَنْ شَرِكَنِيْ فِيْ خَيْرٍ أُخْتِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَحِلُّ لِيْ قَالَتْ فَاِنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّكَ تُرِيْدُ اَنْ

تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ اَبِىْ سَلَمَةَ فَقَالَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِىْ فِىْ حَجْرِىْ مَا حَلَّتْ لِىْ اِنَّهَا لاِبْنَةُ اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اَرْضَعَتْنِىْ وَاَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ اَخَوَاتِكُنَّ وَلاَ بَنَاتِكُنَّ .

১৯৩৯। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আপনি আমার বোন আয্যাকে বিবাহ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কি পছন্দ করো? তিনি বললেন, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর আমি তো আপনার জন্য একা নই। কল্যাণ লাভে আমার শরীক হওয়ার ব্যাপারে আমার বোন আমার নিকট অধিক অগ্রগণ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে আমার জন্য হালাল নয়। তিনি বলেন, আমরা তো পরস্পর আলোচনা করছিলাম যে, আপনি আবু সালামা (রা)-এর কন্যা দুররাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। তিনি বলেন ঃ উম্মু সালামার কন্যা? উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে যদি আমার প্রতিপালনাধীন আমার স্ত্রীর পূর্ব-স্বামীর কন্যা নাও হতো, তবুও সে আমার জন্য হালাল হতো না। কারণ সে আমার দুধ-ভাইয়ের কন্যা। সুয়াইবা (রা) আমাকে এবং তাঁর পিতাকে দুধ পান করিয়েছে। অতএব তোমরা তোমাদের বোনদের ও মেয়েদের আমার সাথে বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব করো না।

١٩٣٩(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১৯৩৯(ক)। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শাইবা-আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর-হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা-যয়নব বিনতে উম্মু সালামা-উম্মু হাবীবা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

بَابُ لاَ تَحْرِمُ الْمَصَّةَ وَلاَ الْمَصَّتَانِ

এক ঢোক অথবা দুই ঢোক দুধপানে হুরমত সাব্যস্ত হয় না।

١٩٤٠-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ اَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ .

১৯৪০। উম্মুল ফাদল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক ঢোক অথবা দুই ঢোক দুধপান (দুধপান জনিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন) হারাম করে না।

١٩٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ .

১৯৪১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক ঢোক বা দুই ঢোক দুধপানে (দুধপান জনিত) বৈবাহিক নিষিদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয় না।[৭]

١٩٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ سَقَطَ لاَ يُحَرِّمُ اِلاَّ عَشْرُ رَضَعَاتٍ اَوْ خَمْسٌ مَعْلُوْمَاتٌ .

১৯৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমদিকে কুরআনে এই বিধান ছিলো, যা পরে রহিত হয়ে যায় ঃ দশ ঢোক বা পাঁচ ঢোক দুধ পানের কমে নিষিদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيْرِ

বয়স্ক লোকে দুধ পান করলে।

١٩٤٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَرٰى فِىْ وَجْهِ اَبِىْ حُذَيْفَةَ الْكَرَاهِيَةَ مِنْ دُخُوْلِ سَالِمٍ عَلَىَّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَرْضِعِيْهِ قَالَتْ كَيْفَ اُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيْرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيْرٌ فَفَعَلَتْ فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ مَا رَاَيْتُ فِىْ وَجْهِ اَبِىْ حُذَيْفَةَ شَيْئًا اَكْرَهُهُ بَعْدُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا .

---

৭. এটি ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমত। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এক ফোটা দুধ পানেও হুরমত সাব্যস্ত হয় (অনুবাদক)।

১৯৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহ্লা বিনতে সুহাইল (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট সালেমের যাতায়াতের কারণে আমি (আমার স্বামী) আবু হুযায়ফার চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি তাকে দুধ পান করিয়ে দাও। সে বললো, আমি তাকে কিভাবে দুধপান করাবো, সে যে বয়স্ক পুরুষ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বলেন ঃ আমিও অবশ্য জানি যে, সে বয়স্ক পুরুষ। সে তাই করলো, দুধ পান করানোর পর আবু হুযায়ফার চেহারায় আমি কোন অপছন্দের ভাব লক্ষ্য করিনি। (রাবী বলেন,) তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

١٩٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ نَزَلَتْ اٰيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيْرِ عَشْرًا وَلَقَدْ كَانَ فِيْ صَحِيْفَةٍ تَحْتَ سَرِيْرِيْ فَلَمَّا مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَاَكَلَهَا .

১৯৪৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রজম সম্পর্কিত আয়াত এবং বয়স্ক লোকেরও দশ ঢোক দুধপান সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়েছিল, যা একটি সহীফায় (লিখিত) আমার খাটের নিচে সংরক্ষিত ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন এবং আমরা তাঁর ইন্তিকালে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম , তখন একটি ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

بَابُ الْاَرْضَاعِ بَعْدَ فِصَالٍ

দুধপানের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরের দুধপান সম্পর্কে।

١٩٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَشْعَثَ ابْنِ اَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قَالَتْ هٰذَا اَخِيْ قَالَ انْظُرُوْا مَنْ تُدْخِلْنَ عَلَيْكُنَّ فَاِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ .

১৯৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে প্রবেশ করেন, তখন তার নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলো। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ এ

ব্যক্তি কে? আয়েশা (রা) বলেন, আমার ভাই। তিনি বলেনঃ তোমরা লক্ষ্য রাখবে যে, কাকে তোমাদের অন্দর মহলে প্রবেশ করাচ্ছো। কেননা সেই দুধপানই ধর্তব্য যা ক্ষুধা নিবারণ করে (অর্থাৎ দুগ্ধপোষ্য শিশুর দুধপানই ধর্তব্য)।

١٩٤٦- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ رَضَاعَ الاَّ مَا فَتَقَ الْاَمْعَاءَ .

১৯৪৬। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুধপান সেটাই গ্রহণযোগ্য (যা খাদ্যনালী ভেদ করে) পাকস্থলী পূর্ণ করে (অর্থাৎ শিশুর দুধপানই ধর্তব্য)।

١٩٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ وَعَقِيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ اُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اَزْوَاجَ النَّبِىِّ ﷺ كُلَّهُنَّ خَالَفْنَ عَائِشَةَ وَاَبَيْنَ اَنْ يَّدْخُلَ عَلَيْهِنَّ اَحَدٌ بِمِثْلِ رَضَاعَةِ سَالِمٍ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ وَقُلْنَ وَمَا يُدْرِيْنَا لَعَلَّ ذٰلِكَ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ وَحْدَهُ .

১৯৪৭। যয়নব বিনতে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর সাথে এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং তার মত প্রত্যাখ্যান করেন যে, সালেমের মত বয়স্ক পুরুষ দুধপান করলে তাতে দুধপান জনিত নিষিদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সে তাদের নিকট প্রবেশ করতে পারবে (তাদের মতে তা কার্যকর হবে না)। তারা আরও বলেন, এটা হয়তো কেবল সালেমের একার জন্য প্রযোজ্য (খাস) ছিলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

পুরুষের দুধ।[৮]

١٩٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَتَانِىْ عَمِّىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اَفْلَحُ بْنُ اَبِىْ قُعَيْسٍ يَسْتَاْذِنُ

---

৮. 'পুরুষের দুধ' অর্থাৎ পুরুষলোকের কারণে স্ত্রীলোক গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসব করে এবং তার স্তনে দুধ আসে। এখানে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে (অনুবাদক)।

عَلَىَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ فَاَبَيْتُ اَنْ اٰذَنَ لَهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِىْ لَهُ فَقُلْتُ اِنَّمَا اَرْضَعَتْنِى الْمَرْاَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِى الرَّجُلُ قَالَ تَرِبَتْ يَدَاكِ اَوْ يَمِيْنُكِ .

১৯৪৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দুধ সম্পর্কীয় চাচা আফ্‌লাহ ইবনে আবু কুআইস পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর ভেতর বাড়িতে আমার কাছে আসতে অনুমতি চাইলেন। কিন্তু আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। ইত্যবসরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এসে বলেন ঃ সে তোমার চাচা, তাকে আসতে অনুমতি দাও। আমি বললাম, আমাকে তো স্ত্রীলোকটি দুধপান করিয়েছে, পুরুষ লোকটি তো দুধপান করায়নি! তিনি বলেন ঃ তোমার উভয় হাত বা তোমার ডান হাত ধূলি ধুসরিত হোক।

١٩٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمِّىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَىَّ فَاَبَيْتُ اَنْ اٰذَنَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ فَقُلْتُ اِنَّمَا اَرْضَعَتْنِى الْمَرْاَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِى الرَّجُلُ قَالَ اِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ .

১৯৪৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দুধ সম্পর্কীয় চাচা আমার ভেতর বাড়িতে আসার অনুমতি চাইলেন, কিন্তু আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার চাচাকে তোমার নিকট আসার অনুমতি দাও। আমি বললাম, আমাকে তো স্ত্রীলোকটি দুধপান করিয়েছে, পুরুষ লোকটি তো দুধপান করায়নি। তিনি আবার বললেন ঃ তাকে তোমার নিকট আসার অনুমতি দাও।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ اُخْتَانِ

কারো বিবাহ বন্ধনে দুই (সহোদর) বোন থাকা অবস্থায় সে ইসলাম গ্রহণ করলে।

١٩٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ اِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنْ اَبِىْ وَهْبٍ الْجَيْشَانِىِّ عَنْ اَبِىْ خِرَاشٍ الرُّعَيْنِىِّ عَنِ الدَّيْلَمِىِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِىْ اُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ اِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ اِحْدَاهُمَا .

১৯৫০। দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম। তখন আমার নিকট দুই (সহোদর) বোন ছিলো, যাদেরকে আমি জাহিলী যুগে একত্রে বিবাহ করেছিলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি ফিরে গিয়ে তাদের একজনকে তালাক দিয়ে পৃথক করে দাও।

١٩٥١- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِىْ وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ الضَّحَّاكَ بْنَ فَيْرُوْزٍ الدَّيْلَمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ وَتَحْتِىْ اُخْتَانِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِىْ طَلِّقْ اَيَّتَهُمَا شِئْتَ .

১৯৫১। ফীরোয দায়লামী (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমার বিবাহে দুই (সহোদর) বোন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেনঃ তোমার ইচ্ছামত এদের মধ্যে একজনকে তালাক দিয়ে পৃথক করে দাও।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ اَكْثَرُ مِنْ اَرْبَعِ نِسْوَةٍ

চারের অধিক সংখ্যক স্ত্রী থাকা অবস্থায় কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে।

١٩٥٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمَرْدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اَسْلَمْتُ وَعِنْدِىْ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا .

১৯৫২। কায়েস ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিল। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাঁকে জানালাম। তিনি বলেনঃ তাদের মধ্যে তোমার পছন্দমত চারজনকে রেখে দাও।

١٩٥٣- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَسْلَمَ غَيْلاَنُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خُذْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا .

১৯৫৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গাইলান ইবনে সালামা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তার দশজন স্ত্রী ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি তাদের মধ্যে চারজনকে রাখো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

بَابُ الشَّرْطِ فِى النِّكَاحِ

বিবাহের শর্তাবলী পূরণ করতে হবে।

١٩٥٤-حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَقَّ الشَّرْطِ اَنْ يُّوْفٰى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ

১৯৫৪। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে শর্ত পূরণ করা অধিক সংগত তা হলো, যার বিনিময়ে তোমরা (নারীর) লজ্জাস্থান হালাল করেছো।

١٩٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ اَوْ حِبَاءٍ اَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ اُعْطِيَهُ اَوْ حُبِىَ وَاَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ اَوْ اُخْتُهُ .

১৯৫৫। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনুষ্ঠানের পূর্বে যে উপঢৌকন, হাদিয়া (উপহার) ইত্যাদি দেয়া হয় তা নারীর প্রাপ্য এবং বিবাহের পর দেয় বস্তুসমূহ সেই পাবে, যাকে তা দান করা হয় বা যার জন্য তা আনা হয়। কোন ব্যক্তির সর্বাধিক অনুগ্রহ পাওয়ার অধিকারী হলো তার বোন অথবা তার কন্যা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ اَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

যে ব্যক্তি নিজের দাসীকে আযাদ করার পর বিবাহ করে।

١٩٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ اَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ وَاَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهِ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاَيُّمَا عَبْدٍ مَمْلُوْكٍ اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ فَلَهُ اَجْرَانِ . قَالَ صَالِحٌ قَالَ الشَّعْبِيُّ قَدْ اَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ اِنْ كَانَ الرَّاكِبُ لَيَرْكَبُ فِيْمَا دُوْنَهَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ .

১৯৫৬। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার একটি দাসী আছে, সে তাকে উত্তমরূপে আদব-কায়দা শিখায় এবং শিক্ষা-দীক্ষা দান করে, অতঃপর আযাদ করে বিবাহ করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। আর আহলে কিতাবের কোন ব্যক্তি তার নবীর উপর ঈমান আনার পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনলে, তার জন্যও রয়েছে দু'টি পুরস্কার। তদ্রূপ কোন ক্রীতদাস তার উপর ধার্য আল্লাহর হক ও তার মনিবের হক আদায় করলে, তার জন্যও রয়েছে দু'টি পুরস্কার। অধস্তন রাবী সালেহ (র) বলেন, শাবী (র) বলেছেন, আমি কোন বিনিময় ছাড়াই তোমাকে এ হাদীসটি জানিয়ে দিলাম। অথচ এর চেয়ে ক্ষুদ্র একটি হাদীসের জন্য অনেকেই মদীনা পর্যন্ত সফর করতো।

١٩٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا ثَابِتٌ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ فَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا . قَالَ حَمَّادٌ فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ لِثَابِتٍ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اَنْتَ سَاَلْتَ اَنَسًا مَا اَمْهَرَهَا قَالَ اَمْهَرَهَا نَفْسَهَا .

১৯৫৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাফিয়্যা (রা) প্রথমে দিহ্য়া আল-কালবী (রা)-র ভাগে পড়েছিলেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধীনে আসেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিবাহ করেন এবং তাকে দাসত্বমুক্ত করাকে তার মাহর গণ্য করেন। অধস্তন রাবী হাম্মাদ বলেন, আবদুল আযীয (র) ছাবিত (র)-কে বললেন, হে আবু মুহাম্মাদ! আপনি কি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা (রা)-কে কি মাহর দিয়েছিলেন? আনাস (রা) বলেন, তার দাসত্বমুক্তিই ছিল তার মাহর।

١٩٥٨- حَدَّثَنَا حُبَيْشُ بْنُ مُبَشِّرٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَتَزَوَّجَهَا .

১৯৫৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা (রা)-কে আযাদ করেন এবং তাঁর দাসত্বমুক্তিকে তার মাহর নির্ধারণ করে তাকে বিবাহ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

بَابُ تَزْوِيْجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ اِذْنِ سَيِّدِهِ

মনিবের অনুমতি ব্যতীত গোলামের বিবাহ করা।

١٩٥٩- حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا الْقَاسِمُ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ اِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا .

১৯৫৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ গোলাম তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলে সে ব্যভিচারী।

١٩٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا مِنْدَلٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَهُوَ زَانٍ .

১৯৬০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে গোলামই তার মনিবদের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে, সে যেনাকারী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

بَابُ النَّهْىِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

মুতআ বিবাহ নিষিদ্ধ।

١٩٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ

اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ .

১৯৬১ আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার এলাকা বিজয়ের দিন মহিলাদের সাথে মুতআ (বিবাহ) করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

١٩٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْعُزْبَةَ قَدِ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاسْتَمْتِعُوْا مِنْ هٰذِهِ النِّسَاءِ فَاَتَيْنَاهُنَّ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّنْكِحْنَنَا اِلاَّ اَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ اَجَلاً فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اجْعَلُوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ اَجَلاً فَخَرَجْتُ اَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِىْ مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِىْ بُرْدٌ وَبُرْدُهُ اَجْوَدُ مِنْ بُرْدِىْ وَاَنَا اَشَبُّ مِنْهُ فَاَتَيْنَا عَلٰى امْرَاَةٍ فَقَالَتْ بُرْدٌ كَبُرْدٍ فَتَزَوَّجْتُهَا فَمَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ غَدَوْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ قَدْ كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِى الْاِسْتِمْتَاعِ اَلاَ وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهَا وَلاَ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا .

১৯৬২। রাবী ইবনে সাবরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদায় হজ্জে রওয়ানা হলাম। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্ত্রীহীন অবস্থায় থাকা আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন ঃ তাহলে তোমরা এসব মহিলার সাথে মুতআ করো (সাময়িকভাবে উপকৃত হও)। অতএব আমরা তাদের সান্নিধ্যে পৌঁছলাম, কিন্তু তারা আমাদের এবং তাদের মাঝে নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ ব্যতীত আমাদের সংগে বিবাহ বসতে অস্বীকার করলো। সাহাবীগণ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন ঃ তাহলে তোমাদের ও তাদের মাঝে মেয়াদ নির্দিষ্ট করে নাও। অতএব আমি ও আমার এক চাচাত ভাই (এই উদ্দেশে) বের হলাম। তার সাথে ছিল একটি চাদর এবং আমার সাথেও ছিল একটি চাদর। তার চাদরটি ছিল আমার চাদর থেকে বেশী সুন্দর। আর আমি ছিলাম তার চাইতে অধিক যুবক। আমরা দু'জন এক নারীর নিকট আসলাম। সে বললো, চাদর

দু'টি তো একই মানের। অতঃপর আমি তাকে বিবাহ করলাম এবং তার কাছেই ঐ রাত কাটালাম। ভোরে আমি ফিরে এলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা ঘরের দরজা ও রুকনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলছিলেন ঃ হে লোকসকল! আমি তোমাদে মুতআ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলাম। এখন তোমরা শুনে নাও যে, আল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত এই প্রকার বিবাহ হারাম করেছেন। অতএব তোমাদের কারো কাছে এ ধরনের কোন নারী থাকলে সে যেন তাকে ছেড়ে দেয় এবং তোমরা তাদেরকে যা কিছু দিয়েছো তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না।

١٩٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ عَنْ اَبَانَ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذِنَ لَنَا فِى الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللّٰهِ لاَ اَعْلَمُ اَحَداً يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ اِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِاَرْبَعَةٍ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَلَّهَا بَعْدَ اِذْ حَرَّمَهَا .

১৯৬৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মাত্র তিন দিন মুতআ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন। এরপর তিনি তা হারাম ঘোষণা করেন। আল্লাহ্র শপথ! আমি যদি কোন বিবাহিত পুরুষের ব্যাপারে জানতে পারি যে, সে মুতআ বিবাহ করে তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিবো। তবে সে যদি আমার সামনে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে, যারা সাক্ষ্য দিবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতআ বিবাহ হারাম ঘোষণার পর আবার তা হালাল করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

ইহরাম অবস্থায় কোন ব্যক্তির বিবাহ করা।

١٩٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ ثَنَا اَبُوْ فَزَارَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ حَدَّثَتْنِىْ مَيْمُوْنَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ . قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِىْ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ .

১৯৬৪। মায়মূনা বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হালাল (ইহরামমুক্ত) অবস্থায় বিবাহ করেন। রাবী ইয়াযীদ ইবনে আসম্ম বলেন, মায়মূনা (রা) ছিলেন আমার ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর খালা।

١٩٦٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

১৯৬৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেন।

١٩٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رُجَاءٍ الْمَكِّىُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَبِيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُحْرِمُ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ .

১৯৬৬। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইহরাম অবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজে বিবাহ করবে না অন্যকেও বিবাহ করাবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

بَابُ الْاَكْفَاءِ

বিবাহের বর ও কনের সমতা (কুফূ)।

١٩٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَابُوْرٍ الرَّقِّىُّ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْصَارِىُّ اَخُوْ فُلَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنِ ابْنِ وَثِيْمَةَ الْبَصْرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِيْنَهُ فَزَوِّجُوْهُ اِلاَّ تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ .

১৯৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের নিকট এমন কোন ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলে, যার চরিত্র ও ধর্মানুরাগ সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট, তার সাথে (তোমাদের মেয়েদের) বিবাহ দাও। তোমরা যদি তা না করো, তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় ও ব্যাপক বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে।

١٩٦٨-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِىُّ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْاَكْفَاءَ وَاَنْكِحُوْا اِلَيْهِمْ .

১৯৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা ভবিষ্যত বংশধরদের স্বার্থে উত্তম মহিলা গ্রহণ করো এবং সমতা (কুফূ) বিবেচনায় বিবাহ করো, আর বিবাহ দিতেও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

স্ত্রীদের সাথে সম-আচরণ এবং পালা বণ্টন।

١٩٦٩-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَاَتَانِ يَمِيْلُ مَعَ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ .

১৯৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার দু'জন স্ত্রী আছে, আর সে তাদের একজনের চেয়ে অপরজনের প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়ে, সে কিয়ামতের দিন তার (দেহের) এক পার্শ্ব পতিত অবস্থায় উপস্থিত হবে।

١٩٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ يَمَانٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَافَرَ اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ .

১৯৭০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে রওয়ানা হলে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে (কে তাঁর সাথে যাবেন তা নির্দ্ধারণের জন্য) লটারীর ব্যবস্থা করতেন।

١٩٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ قَالاَ ثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا فِعْلِىْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِىْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ اَمْلِكُ .

১৯৭১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফের সাথে (সব কিছু) সমানভাবে বন্টন করতেন, অতঃপর বলতেন ঃ হে আল্লাহ! এ হলো আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমার কাজ। যে বিষয়ে তোমার ক্ষমতা আছে, আমার সামর্থ্য নাই, সেই বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

بَابُ الْمَرْأَةِ تَهِبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

যে মহিলা তার পালার দিনটি তার সতীনকে দান করে।

١٩٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَبِرَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِ سَوْدَةَ .

১৯৭২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাওদা বিনতে যামআ (রা) বার্ধক্যগ্রস্ত হয়ে পড়লে তিনি তার নির্দ্ধারিত পালার দিনটি আয়েশা (রা)-কে হেবা করেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওদা (রা)-এর দিনটি আয়েশা (রা)-এর ভাগে ফেলতেন।

١٩٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ قَالاَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ سُمَيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَجَدَ عَلٰى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ فِىْ شَىْءٍ فَقَالَتْ صَفِيَّةُ يَا عَائِشَةُ هَلْ لَكِ اَنْ تُرْضِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِّىْ وَلَكِ يَوْمِىْ قَالَتْ نَعَمْ فَاَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا مَصْبُوْغًا بِزَعْفَرَانٍ فَرَشَّتْهُ بِالْمَاءِ لِيَفُوْحَ رِيْحُهُ ثُمَّ قَعَدَتْ اِلٰى جَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا عَائِشَةُ اِلَيْكِ عَنِّىْ اِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَكِ فَقَالَتْ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ فَاَخْبَرَتْهُ بِالْاَمْرِ فَرَضِىَ عَنْهَا .

১৯৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কোন কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রা)-এর উপর অসন্তুষ্ট হলে তিনি (সাফিয়্যা) বলেন, হে আয়েশা! তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার প্রতি সন্তুষ্ট করে

দিবে? আমি আমার পালার দিনটি তোমাকে দিবো। আয়েশা (রা) বলেন, হাঁ। এরপর তিনি যাফরান রংয়ে রঞ্জিত তার একটি ওড়না নিলেন এবং তাতে পানি ছিটিয়ে দিলেন, যাতে এর ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে বসলে তিনি বলেনঃ হে আয়েশা! তুমি আমার নিকট থেকে সরে যাও। এটা তোমার পালার দিন নয়। আয়েশা (রা) বলেন, এটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। তিনি তাঁকে ব্যাপারটি খুলে বলেন। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা (রা)-র প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

١٩٧٤- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ طَالَتْ صُحْبَتُهَا وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا فَرَاضَتْهُ عَلٰى أَنْ تُقِيْمَ عِنْدَهُ وَلَا يَقْسِمَ لَهَا .

১৯৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আপোস-নিষ্পত্তিই উত্তম" (৪ : ১২৮) আয়াত এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়, যার বিবাহাধীনে এক মহিলা দীর্ঘদিন যাবত ছিল এবং সে তার স্বামীর ঔরসে কয়েকটি সন্তানও প্রসব করেছিল। স্বামী তাকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাইলে মহিলাটি এই শর্তে স্বামীকে সম্মত করালো যে, সে তার বিবাহ বন্ধনে থাকবে এবং তাকে কোন পালার দিন দিবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيْجِ

বিবাহ দেয়ার জন্য সুপারিশ করা।

١٩٧٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ أَبِي رُهْمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ .

১৯৭৫। আবু রুহ্ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুইজনের মধ্যে বিবাহ বন্ধনের সুপারিশই হলো সর্বোত্তম সুপারিশ।

١٩٧٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرَيْحٍ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَثَرَ أُسَامَةُ بِعَتَبَةِ الْبَابِ فَشُجَّ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ اَمِيْطِى عَنْهُ الْاَذٰى فَتَقَذَّرْتُهُ فَجَعَلَ يَمَصُّ عَنْهُ الدَّمَ وَيَمُجُّهُ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ اُسَامَةُ جَارِيَةً لَحَلَّيْتُهُ وَكَسَوْتُهُ حَتّٰى اُنَفِّقَهُ .

১৯৭৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা (রা) পা পিছলে ঘরের দরজার চৌকাঠে পড়ে গেলে তার মুখমণ্ডল আহত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বলেন ঃ তার চেহারা থেকে রক্ত পরিষ্কার করে দাও। আমি তা অপছন্দ করলে তিনি নিজেই তার মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছে পরিষ্কার করে দিলেন, অতঃপর বলেনঃ উসামা মেয়ে হলে আমি অবশ্যই তাকে অলঙ্কার ও পোশাকে এতটা সজ্জিত করতাম যেমন বিবাহে পর্যাপ্ত খরচ করা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করা।

١٩٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ .

১৯৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজের পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের চাইতে আমার পরিবারের কাছে অধিক উত্তম।

١٩٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ .

১৯৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারাই, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।

١٩٧٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَابَقَنِى النَّبِىُّ ﷺ فَسَبَقْتُهُ .

১৯৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলে আমি তাঁকে অতিক্রম করে যাই।

١٩٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ ثَنَا مُبَارَكُ ابْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اُمِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُوَ عَرُوْسٌ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ جِئْنَ نِسَاءُ الْاَنْصَارِ فَاَخْبَرْنَ عَنْهَا قَالَتْ فَتَنَكَّرْتُ وَتَنَقَّبْتُ فَذَهَبْتُ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى عَيْنِيْ فَعَرَفَنِيْ قَالَتْ فَالْتَفَتَ فَاَسْرَعْتُ الْمَشْيَ فَاَدْرَكَنِيْ فَاحْتَضَنَنِيْ فَقَالَ كَيْفَ رَاَيْتِ قَالَتْ قُلْتُ اَرْسِلْ يَهُوْدِيَّةٌ وَسْطَ يَهُوْدِيَّاتٍ .

১৯৮০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা (রা)-কে বিবাহ করে মদীনায় নিয়ে এলে আনসারী মহিলাগণ এসে তার ব্যাপারে (আমাকে) অবহিত করে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বেশভূষা পরিবর্তন করে এবং মুখমণ্ডল আবৃত করে তাকে দেখতে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনে ফেলেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে লক্ষ্য করলে আমি দ্রুত সরে যেতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ধরে ফেলে কোলে তুলে নেন এবং বলেন ঃ কেমন দেখলে? আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে দিন, ইহূদী নারীদের মধ্যকার এক ইহূদিনী।

١٩٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ خَالِدِ ابْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا عَلِمْتُ حَتّٰى دَخَلَتْ عَلَيَّ زَيْنَبُ بِغَيْرِ اِذْنٍ وَهِيَ غَضْبٰى ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَسْبُكَ اِذَا قَلَبَتْ لَكَ بُنَيَّةُ اَبِيْ بَكْرٍ ذُرَيْعَتَيْهَا ثُمَّ اَقْبَلَتْ عَلَيَّ فَاَعْرَضْتُ عَنْهَا حَتّٰى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ دُوْنَكِ فَانْتَصِرِيْ فَاَقْبَلْتُ عَلَيْهَا حَتّٰى رَاَيْتُهَا وَقَدْ يَبِسَ رِيْقُهَا فِيْ فِيْهَا مَا تَرُدُّ عَلَيَّ شَيْئًا فَرَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ .

১৯৮১। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেন, আমার অজ্ঞাতে হঠাৎ যয়নব (রা) অনুমতি ছাড়াই রাগান্বিত অবস্থায় আমার ঘরে আসলেন, অতঃপর বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু বাক্র (রা)-এর এই ছোট্ট মেয়েটি যখন আপনার সামনে তার দুই হাত নাড়াচাড়া করে, তখন তাই কি আপনার জন্য যথেষ্ট? অতঃপর যয়নব (রা) আমার দিকে ফিরলে আমি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। অবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লও এবং তাঁর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো। অতএব আমি

তার মুখোমুখী হয়ে তাকে জব্দ করলাম, এমনকি আমি দেখলাম যে, তার মুখ শুকিয়ে গেছে। তিনি আমার কোন কথার প্রতিউত্তর করতে পারলেন না। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তাঁর চেহারা ঝলমল করছে।

١٩٨٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيْبٍ الْقَاضِىْ قَالَ ثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ وَاَنَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ يُسَرِّبُ اِلَىَّ صَوَاحِبَاتِىْ يُلاَعِبْنَنِىْ .

১৯৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। তিনি আমার বান্ধবীদেরকে আমার সাথে খেলা করার জন্য আমার নিকট পাঠিয়ে দিতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

স্ত্রীদের প্রহার করা নিকৃষ্ট কাজ।

١٩٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ خَطَبَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُمْ فِيْهِنَّ ثُمَّ قَالَ اَلاَمَ يَجْلِدُ اَحَدُكُمْ اِمْرَاَتَهُ جَلْدَ الاَمَةِ وَلَعَلَّهُ اَنْ يُّضَاجِعَهَا مِنْ اٰخِرِ يَوْمِهِ .

১৯৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে যামআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন, অতঃপর মহিলাদের উল্লেখ করে তাদের ব্যাপারে লোকজনকে উপদেশ দিলেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ কেন তার স্ত্রীকে দাসীর মত বেত্রাঘাত করে? অথচ দিনের শেষেই সে আবার তার শয্যাসংগী হয়!

١٩٨٤-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَادِمًا لَهُ وَلاَ امْرَاَةً وَلاَ ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا

১৯৮৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও তাঁর কোন খাদেমকে অথবা তাঁর কোন স্ত্রীকে মারপিট করেননি এবং নিজ হাতে অপর কাউকেও প্রহার করেননি।

١٩٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ ذُبَابٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَضْرِبُنَّ اِمَاءَ اللّٰهِ فَجَاءَ عُمَرُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلٰى اَزْوَاجِهِنَّ فَاَمَرَ بِضَرْبِهِنَّ فَضُرِبْنَ فَطَافَ بِاٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ طَائِفُ نِسَاءٍ كَثِيْرٍ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بِاٰلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُوْنَ امْرَاَةً كُلُّ امْرَاَةٍ تَشْتَكِىْ زَوْجَهَا فَلاَ تَجِدُوْنَ اُولٰئِكَ خِيَارَكُمْ .

১৯৮৫। ইয়াস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু যুবাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র দাসীদের প্রহার করো না। অতঃপর উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! নারীরা তো তাদের স্বামীদের অবাধ্যাচরণ করছে। তিনি তাদেরকে মারার অনুমতি দিলেন এবং তারা প্রহৃত হলো। পরে অনেক নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে সমবেত হলো। সকাল বেলা তিনি বলেন ঃ "আজ রাতে মুহাম্মাদের পরিবারে সত্তরজন মহিলা এসে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। তোমরা মারপিটকারীদেরকে তোমাদের মধ্যে উত্তম হিসাবে পাবে না।

١٩٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ وَالْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ الطَّحَّانُ قَالاَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَوْدِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُسْلِىِّ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ضِفْتُ عُمَرَ لَيْلَةً فَلَمَّا كَانَ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ قَامَ اِلٰى امْرَاَتِهِ يَضْرِبُهَا فَحَجَزْتُ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ قَالَ لِىْ يَا اَشْعَثُ احْفَظْ عَنِّىْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُسْاَلُ الرَّجُلُ فِيْمَ يَضْرِبُ امْرَاَتَهُ وَلاَ تَنَمْ اِلاَّ عَلٰى وِتْرٍ وَنَسِيْتُ الثَّالِثَةَ .

১৯৮৬। আশআস ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে উমার (রা)-র বাড়ীতে মেহমান হলাম। মধ্যরাতে উমার (রা) তার স্ত্রীকে প্রহার করতে উঠলেন। আমি তাদের দু'জনের মাঝে প্রতিবন্ধক হলাম। অতঃপর উমার (রা) শয্যা গ্রহণ করে আমাকে বলেন, হে আশআস! তুমি আমার থেকে একটি বিষয় মনে রাখবে যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি। স্বামী তার স্ত্রীকে প্রহার করলে এ ব্যাপারে জওয়াবদিহি করতে হবে না, বিত্র নামায না পড়ে ঘুমাবে না। রাবী বলেন, আমি তৃতীয় কথাটি ভুলে গেছি।

١٩٨٦(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

১৯৮৬ (ক)। মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ ইবনে খিদাশ-আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী-আবু আওয়ানা (র) সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

পরচুলা সংযোগকারিনী ও উল্কি অংকনকারিনী।

١٩٨٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

১৯৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই নারীকে অভিসম্পাত করেছেন, যে কৃত্রিম চুল সংযোজন করে এবং যে তা করায় এবং যে দেহে উল্কি অংকন করে এবং যে তা করায়।

١٩٨٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِيْ عُرَيِّسٌ وَقَدْ أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا فَأَصِلُ لَهَا فِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

১৯৮৮। আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমার মেয়ের সদ্য বিবাহ হয়েছে, কিন্তু রোগের কারণে তার মাথার চুল ঝরে গেছে। আমি কি তার মাথায় কৃত্রিম চুল জোড়া দিবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে নারী পরচুলা সংযোজন করে এবং যে সংযোজন করায়, আল্লাহ তাদের উভয়কে অভিসম্পাত করেন।

١٩٨٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ

لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ لِخَلْقِ اللّٰهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ امْرَاَةً مِنْ بَنِىْ اَسَدٍ يُقَالُ لَهَا اُمُّ يَعْقُوْبَ فَجَاءَتْ اِلَيْهِ فَقَالَتْ بَلَغَنِىْ عَنْكَ اَنَّكَ قُلْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ وَمَا لِىْ لاَ اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَتْ اِنِّىْ لاَقْرَاُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ اِنْ كُنْتِ قَرَاْتِهِ فَقَدْ وَجَدْتِهِ اَمَا قَرَاْتِ (وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا) قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ نَهٰى عَنْهُ قَالَتْ فَاِنِّىْ لاَظُنُّ اَهْلَكَ يَفْعَلُوْنَ قَالَ اذْهَبِىْ فَانْظُرِىْ فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرٰى مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُوْلِيْنَ مَا جَامَعَتْنَا .

১৯৮৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সব নারীকে অভিসম্পাত করেছেন, যারা অন্যের দেহে আঁকে এবং যারা নিজেদের দেহে উল্কি অংকন করায়, যারা ভ্রূর চুল উপরে ফেলে এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে পরিবর্তন করে। আসাদ গোত্রের উম্মু ইয়াকূব নাম্নী মহিলার কাছে এ হাদীস পৌঁছলে, তিনি আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে এসে বলেন, আমি অবগত হয়েছি যে, আপনি এমন এমন কথা বলেছেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি তাদেরকে কেন অভিসম্পাত করবো না যাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন এবং বিষয়টি আল্লাহর কিতাবে উক্ত আছে! মহিলা বলেন, আমি সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছি, কিন্তু কোথাও তো তা পাইনি। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তুমি খেয়াল করে তা পড়লে, অবশ্যই পেতে। তুমি কি এ আয়াত পড়োনি (অনুবাদ) ঃ "রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে তোমরা বিরত থাকো" (সূরা হাশর ঃ ৭)? মহিলা বললেন, হাঁ। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। মহিলা বলেন, আমার মনে হয় আপনার পরিবার (স্ত্রী) এরূপ করে থাকে। তিনি বলেন, তাহলে তুমি গিয়ে লক্ষ্য করে দেখো। অতএব সে গিয়ে লক্ষ্য করলো, কিন্তু তার কোন লক্ষণই দেখতে পেলো না। শেষে সে বললো, আমি এমন কিছু দেখতে পাইনি। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তোমার কথা ঠিক হলে সে আমাদের সাথে একত্রে থাকতে পারতো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

بَابُ مَتٰى يَسْتَحِبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

যে সময় স্ত্রীদের সাথে বাসর যাপন করা উত্তম।

١٩٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِيْ شَوَّالٍ وَبَنٰى بِيْ فِيْ شَوَّالٍ فَاَيُّ نِسَائِهِ كَانَ اَحْظٰى عِنْدَهُ مِنِّيْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ اَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِيْ شَوَّالٍ .

১৯৯০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেন এবং শাওয়াল মাসে আমার সাথে বাসর যাপন করেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন্ স্ত্রী তাঁর কাছে আমার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল! আয়েশা (রা) নববিবাহিতার সাথে তার স্বামীর শাওয়াল মাসেই বাসর যাপন পছন্দ করতেন।

١٩٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ اُمَّ سَلَمَةَ فِيْ شَوَّالٍ وَجَمَعَهَا اِلَيْهِ فِيْ شَوَّالٍ .

১৯৯১। আবদুল মালেক ইবনুল হারিস ইবনে হিশাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সালামা (রা)-কে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেন এবং শাওয়াল মাসেই তাকে তাঁর সহবাসে একত্র করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِاَهْلِهِ قَبْلَ اَنْ يُّعْطِيَهَا شَيْئًا

স্ত্রীকে কিছু দেওয়ার পূর্বে তার সাথে নির্জনে মিলন।

١٩٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ (ظَنُّهُ) عَنْ طَلْحَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَهَا اَنْ تُدْخِلَ عَلٰى رَجُلٍ امْرَاَتَهُ قَبْلَ اَنْ يُّعْطِيَهَا شَيْئًا .

১৯৯২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কনেকে স্বামীর কিছু (মাহ্র, উপহার ইত্যাদি) দেয়ার পূর্বেই তার সাথে বাসর যাপনের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

بَابُ مَا يَكُوْنُ فِيْهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

শুভ ও অশুভ লক্ষণ।

١٩٩٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْكَلْبِىُّ عَنْ يَحْىَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمِّهِ مِخْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ شُؤْمَ وَقَدْ يَكُوْنُ الْيُمْنُ فِىْ ثَلاَثَةٍ فِى الْمَرْاَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ .

১৯৯৩। মিখ্‌মার ইবনে মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। অবশ্য তিনটি জিনিসে শুভ লক্ষণ আছে ঃ স্ত্রীলোক, ঘোড়া ও বাড়ি।

١٩٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ كَانَ فَفِى الْفَرَسِ وَالْمَرْاَةِ وَالْمَسْكَنِ يَعْنِى الشُّؤْمَ .

১৯৯৪। সাহ্‌ল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কুলক্ষণ বলতে কিছু থাকলে তা ঘোড়া, স্ত্রীলোক ও ঘরেই থাকতো।

١٩٩٥- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ سَلَمَةَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشُّؤْمُ فِىْ ثَلاَثٍ فِى الْفَرَسِ وَالْمَرْاَةِ وَالدَّارِ .قَالَ الزُّهْرِىُّ فَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ اَنَّ جَدَّتَهُ زَيْنَبَ حَدَّثَتْهُ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَعُدُّ هٰؤُلاَءِ الثَّلاَثَةَ وَتَزِيْدُ مَعَهُنَّ السَّيْفَ .

১৯৯৫। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অশুভ লক্ষণ তিন জিনিসের মধ্যে থাকতে পারে ঃ ঘোড়া, স্ত্রীলোক ও ঘর। যুহ্‌রী (র) বলেন, আবু উবায়দা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যামআ আমাকে বলেছেন যে, তার দাদী যয়নব (রা) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই তিনটির সাথে তরবারিও যোগ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

بَابُ الْغَيْرَةِ

আত্মমর্যাদাবোধ।

١٩٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَيْبَانَ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْىَ ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَهْمٍ (اَبِىْ شَهْمٍ) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللّٰهُ وَمِنْهَا مَا يَكْرَهُ اللّٰهُ فَاَمَّا مَا يُحِبُّ اللّٰهُ فَالْغَيْرَةُ فِى الرِّيْبَةِ وَاَمَّا مَا يَكْرَهُ فَالْغَيْرَةُ فِىْ غَيْرِ رِيْبَةٍ .

১৯৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ আত্মমর্যাদাবোধ পছন্দ করেন এবং অপছন্দও করেন। যা থেকে বিপর্যয় সৃষ্টির আশংকা থাকে তা ত্যাগ করার আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহ পছন্দ করেন এবং যাতে বিপর্যয় সৃষ্টি আশংকা নেই তা ত্যাগের আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহ অপসন্দ করেন।

١٩٩٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنَ بْنُ اِسْحَاقَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَاَةٍ قَطُّ مَا غِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ مِمَّا رَاَيْتُ مِنْ ذِكْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَهَا وَلَقَدْ اَمَرَهُ رَبُّهُ اَنْ يُّبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ يَعْنِىْ مِنْ ذَهَبٍ قَالَهُ ابْنُ مَاجَةَ .

১৯৯৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাদীজা (রা)-র ক্ষেত্রে যে আত্মমর্যাদাবোধ উপলব্ধি করতাম, অদ্রূপ অপর কোন নারীর ক্ষেত্রে অনুভব করতাম না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রায়ই তার কথা উল্লেখ করতে দেখেছি। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে খাদীজা (রা)-এর জন্য জান্নাতে স্বর্ণ নির্মিত একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইবনে মাজা (র) তা বলেছেন (অর্থাৎ কাসাব-এর অর্থ সোনা বলেছেন)।

١٩٩٨- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِىُّ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اِنَّ بَنِىْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اسْتَاذَنُوْنِىْ اَنْ يُّنْكِحُوْا ابْنَتَهُمْ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ فَلاَ اٰذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لاَ اٰذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لاَ اُذَنُ لَهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّرِيْدَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ

طَالِبٍ اَنْ يُّطَلِّقَ ابْنَتِىْ وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَانَّمَا هِىَ بَضْعَةٌ مِنِّىْ يَرِيْبُنِىْ مَا رَابَهَا وَيُؤْذِيْنِىْ مَا اٰذَاهَا .

১৯৯৮। মিসওয়ার ইবনে মাখ্রামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ বনূ হিশাম ইবনুল মুগীরা তাদের কন্যাকে আলী ইবনে আবু তালিবের নিকট বিবাহ দিতে আমার নিকট অনুমতি চেয়েছে। আমি তাদেরকে অনুমতি দিবো না, আমি তাদেরকে অনুমতি দিবো না, আমি অনুমতি দিব না, আমি তাদেরকে অনুমতি দিব না। তবে আলী ইবনে আবু তালিব আমার কন্যাকে তালাক দিলে তা করতে পারে। কেননা ফাতিমা অবশ্যি আমার দেহের একটি টুকরা। যা তার মনঃকষ্টের কারণ হয় তা আমারও মনঃকষ্টের কারণ হয় এবং যা তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয়।

١٩٩٩-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَنْبَانَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِىْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ اَبِىْ جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذٰلِكَ فَاطِمَةُ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُوْنَ اَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهٰذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ اَبِىْ جَهْلٍ قَالَ الْمِسْوَرُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ قَدْ اَنْكَحْتُ اَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيْعِ فَحَدَّثَنِىْ فَصَدَقَنِىْ وَاِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَضْعَةٌ مِنِّىْ وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَفْتِنُوْهَا وَاِنَّهَا وَاللّٰهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللّٰهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ اَبَدًا . قَالَ فَنَزَلَ عَلِيٌّ عَنِ الْخِطْبَةِ .

১৯৯৯। মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) আবু জাহলের কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা (রা) তাঁর বিধবাহাধীন ছিলেন। ফাতিমা (রা) তা শুনতে পেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, আপনার সম্প্রদায়ের লোক বলাবলি করছে যে, আপনি আপনার কন্যাদের ব্যাপারে কোন কথায় রাগান্বিত হন না। এই আলী আবু জাহলের কন্যাকে বিবাহ করতে যাচ্ছে। মিসওয়ার (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন, আমি তাঁকে কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার পর বলতে শুনলাম ঃ আমি আবুল আস ইবনুর রবীর নিকট আমার এক কন্যাকে (যয়নব) বিবাহ দিয়েছিলাম। সে আমাকে যে কথা দিয়েছিল তা রক্ষা করেছে। নিশ্চয় ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ আমার দেহের একটি অংশ। তোমরা তাকে গুনাহে নিক্ষেপ করবে তা আমি পছন্দ করি না। আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্র রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহ্র দুশমনের কন্যা এক ব্যক্তির অধীন কখনো একত্র হতে পারে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭

بَابُ الَّتِيْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ

যে মহিলা নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হেবা করে।

٢٠٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ اَمَا تَسْتَحِي الْمَرْاَةُ اَنْ تَهِبَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ (تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) قَالَتْ فَقُلْتُ اِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ فِيْ هَوَاكَ .

২০০০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, যে নারী নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পেশ করে তার কি লজ্জা হয় না? অবশেষে এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারো এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পারো" (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫১)। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, আপনার প্রভু তো আপনার ইচ্ছা পূরণে আপনার চেয়েও অগ্রগামী

٢٠٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ ثَنَا مَرْحُوْمُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ثَنَا ثَابِتٌ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ فَقَالَ اَنَسٌ جَاءَتِ امْرَاَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لَكَ فِيَّ حَاجَةٌ فَقَالَتِ ابْنَتُهُ مَا اَقَلَّ حَيَاءَهَا فَقَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ .

২০০১। সাবিত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর সাথে বসা ছিলাম । তার সাথে তার এক কন্যাও ছিলো। আনাস (রা) বলেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিজেকে তাঁর জন্য পেশ করে। সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কি আমাকে প্রয়োজন আছে? (এ হাদীস শুনে) আনাস (রা)-এর মেয়ে বললো, মহিলাটি কত নির্লজ্জ! আনাস (রা) বলেন, সে তোমার চাইতে অনেক উত্তম। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণেই নিজেকে তার জন্য পেশ করেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِيْ وَلَدِه

যে ব্যক্তি তার সন্তান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে।

٢٠٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ فَزَارَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ امْرَاَتِيْ وَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا قَالَ فَاَنّٰى اَتَاهَا ذٰلِكَ قَالَ عَسٰى عِرْقٌ نَزَعَهَا قَالَ وَهٰذَا لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الصَّبَّاحِ) .

২০০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাযারা গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী কৃষ্ণ বর্ণের একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার কি উট আছে? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেনঃ এগুলো কি বর্ণের? সে বললো, লাল। তিনি বলেন ঃ এগুলোর মধ্যে ছাই বর্ণের উট আছে কি? সে বললো, হাঁ, এর মধ্য অবশ্যই ছাই রংয়ের উটও আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এগুলো কোথা থেকে এলো? সে বললো, সম্ভবত এটি তার পূর্বপুরুষের কারো রং ধারণ করেছে। তিনি বলেন ঃ এখানেও হয়ত পূর্বপুরুষের কালো রং ধারণ করে থাকবে।

٢٠٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عُبَادَةُ بْنُ كُلَيْبٍ اللَّيْثِيُّ اَبُوْ غَسَّانَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ ابْنِ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ امْرَاَتِيْ وَلَدَتْ عَلٰى فِرَاشِيْ غُلاَمًا اَسْوَدَ وَاِنَّا اَهْلُ بَيْتٍ لَمْ يَكُنْ فِيْنَا اَسْوَدُ قَطُّ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيْهَا اَسْوَدُ قَالَ لاَ قَالَ فِيْهَا اَوْرَقُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَنّٰى كَانَ ذٰلِكَ قَالَ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هٰذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ .

২০০৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক গ্রাম্য বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী আমার ঘরে একটি কালো

রংয়ের পুত্র সন্তান প্রসব করেছে, অথচ আমাদের পরিবারে কালো রংয়ের কেউ কখনো ছিল না। তিনি বলেনঃ তোমার কি উট আছে? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ এগুলোর রং কি? সে বললো, লাল। তিনি বলেনঃ এগুলোর মধ্যে কি কালো বর্ণের উট আছে? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ ছাই বর্ণের আছে কি? সে বললো, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা কিরূপে হলো? সে বললো, হয়ত পূর্বপুরুষের রক্ত ধারায় এমনটি হয়ে থাকবে। তিনি বলেন ঃ হয়তো তোমার পুত্রের বেলায়ও এমনটি হয়ে থাকবে ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

সন্তান বিছানার মালিকের এবং ব্যভিচারীর জন্য পাথর।

٢٠٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ ابْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدًا اخْتَصَمَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ ابْنِ اَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصَانِىْ اَخِىْ اِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ اَنْ اَنْظُرَ اِلَى ابْنِ اَمَةِ زَمْعَةَ فَاَقْبِضَهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ وَابْنُ اَمَةِ اَبِىْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِىْ فَرَاَى النَّبِيُّ ﷺ شَبَهَهُ بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِىْ عَنْهُ يَا سَوْدَةُ .

২০০৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে যামআ (রা) ও সাদ (রা) যামআর দাসী-পুত্রকে কেন্দ্র করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিবাদে লিপ্ত হন। সাদ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভাই আমাকে বলেছেন যে, আমি মক্কায় গেলে আমি যেন যাম্‌আর দাসী-পুত্রকে খুঁজে বের করি। আর আব্‌দ ইবনে যামআ বললো, সে আমার ভাই, আমার পিতার দাসী-পুত্র, সে আমার পিতার শয্যায়ই জন্মগ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেটিকে উতবার সাথে (গঠনাকৃতিতে) সাদৃশ্যপূর্ণ লক্ষ্য করেন। তিনি বলেন ঃ হে আবদ্‌ ইবনে যামআ! এটি তোমারই প্রাপ্য। সন্তান বিছানার মালিকের (স্বামীর) এবং ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। আর হে সাওদা! তুমি তার থেকে পর্দা করবে।

٢٠٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ .

২০০৫। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিয়েছেন যে, সন্তান বৈধ শয্যাধারীর (স্বামীর)।

٢٠٠٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ .

২০০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সন্তান বৈধ শয্যাধারীর (স্বামীর) এবং ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।

٢٠٠٧-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا شُرَحْبِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ .

২০০৭। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সন্তান বৈধ শয্যাধারীর (স্বামীর) এবং ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০

بَابُ الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ اَحَدُهُمَا قَبْلَ الْاٰخَرِ

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন অপরজনের আগে ইসলাম গ্রহণ করলে।

٢٠٠٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ ثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَةً جَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَسْلَمَتْ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ قَالَ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْاَوَّلُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ قَدْ كُنْتُ اَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمَتْ بِاِسْلَامِيْ قَالَ فَانْتَزَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْاٰخَرِ وَرَدَّهَا اِلَى زَوْجِهَا الْاَوَّلِ .

২০০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করার পর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহ করলো। রাবী বলেন, তখন পূর্ব-স্বামী এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো তার সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং সে আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাটিকে তার দ্বিতীয় স্বামীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার প্রথম স্বমীকে ফেরত দেন।

٢٠٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ وَيَحْىَ بْنُ حَكِيْمٍ قَالاَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَدَّ اِبْنَتَهُ عَلٰى اَبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْاَوَّلِ

২০০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যাকে প্রথম বিবাহের সুবাদে দুই বছর পর আবুল আস ইবনুর রবী (রা)-র নিকট ফেরত পাঠান।

٢٠١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَدَّ اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلٰى اَبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ .

২০১০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা যয়নব (রা)-কে নতুন বিবাহের মাধ্যমে আবুল আস ইবনুর রবী (র)-র নিকট ফেরত পাঠান।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১

بَابُ الْغَيْلِ

দুগ্ধপোষ্য সন্তানের মাতার সাথে সহবাস।

٢٠١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اِسْحَاقَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلِ الْقُرَيْشِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْاَسَدِيَّةِ اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَدْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْهٰى عَنِ الْغِيَالِ فَاِذَا فَارِسٌ وَالرُّوْمُ يُغِيْلُوْنَ فَلاَ يَقْتُلُوْنَ اَوْلاَدَهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَسُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ هُوَ الْوَادُ الْخَفِىُّ .

২০১১। জুযামা বিনতে ওয়াহ্‌ব আল-আসাদিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, দুগ্ধদানের মুদ্দতে মহিলাদের সাথে সহবাস করতে নিষেধ করাবো। কিন্তু আমি দেখলাম যে, পারস্য ও রোমের অধিবাসীরা এমনটি করে, অথচ তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ এটি হচ্ছে গোপন হত্যার একটি পদ্ধতি।

٢٠١٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ الْمُهَاجِرَ بْنَ اَبِىْ مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ وَكَانَتْ مَوْلاَتَهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ سِراًّ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّ الْغَيْلَ لَيُدْرِكُ الْفَارِسَ عَلٰى ظَهْرِ فَرَسِهِ حَتّٰى يَصْرَعَهُ .

২০১২। আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনুস সাকান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা গোপনে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! দুধপানের মেয়াদে স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে আরোহীকে ঘোড়া তার পিঠ থেকে ভূলুণ্ঠিত করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

بَابُ فِى الْمَرْاَةِ تُؤْذِىْ زَوْجَهَا

যে স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়।

٢٠١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُؤَمَّلٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ ابْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ امْرَاَةٌ مَعَهَا صَبِيَّانِ لَهَا قَدْ حَمَلَتْ اَحَدَهُمَا وَهِىَ تَقُوْدُ الْاٰخَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَامِلاَتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيْمَاتٌ لَوْ لاَ مَا يَاْتِيْنَ اِلٰى اَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ .

২০১৩। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার দু'টি সন্তানসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে। সে একটি সন্তানকে কোলে এবং অপরটিকে হাতে ধরে নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ গর্ভধারিনী (বহনকারিনী), সন্তান জন্মদানকারিনী এবং মমতাময়ী বা তারা তাদের স্বামীদের কষ্ট না দিলে তাদের মধ্যে যারা নামাযী তারা জান্নাতে যাবে।

٢٠١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُؤْذِىْ امْرَاَةٌ زَوْجَهَا اِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لاَ تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ فَاِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ اَوْشَكَ اَنْ يُفَارِقَكِ اِلَيْنَا .

২০১৪। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতে তার আয়তলোচনা হূর স্ত্রীগণ বলতে থাকে ঃ ওহে! আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন। তুমি তাকে কষ্ট দিও না। সে তো তোমার নিকট অল্প দিনের মেহমান। অচিরেই সে তোমাকে ত্যাগ করে আমাদে নিকট চলে আসবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩

بَابُ لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ

হারাম বস্তু হালাল বস্তুকে হারাম করতে পারে না।

٢٠١٥-حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُوْرٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ .

২০১৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হারাম বস্তু হালাল বস্তুকে হারাম করে না।

অধ্যায় ঃ ১০

كِتَابُ الطَّلاَقِ

(তালাক)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ

ঘৃণ্য বৈধ বিষয়।

٢٠١٦- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنُ زُرَارَةَ وَمَسْرُوْقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ قَالُوْا ثَنَا يَحْىَ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ غَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا .

২০১৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফ্সা (রা)-কে তালাক দেন, অতঃপরে তাকে ফিরিয়ে নেন।

٢٠١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُؤَمَّلٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَلْعَبُوْنَ بِحُدُوْدِ اللهِ يَقُوْلُ اَحَدُهُمْ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ طَلَّقْتُكِ .

২০১৭। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদের কি হলো যে, তারা আল্লাহর বিধান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে? তোমাদের কেউ বলে, তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে আবার ফিরিয়ে নিলাম, তোমাকে আবার তালাক দিলাম।[১]

---

১. 'তালাক' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ছেড়ে দেয়া', 'বন্ধনমুক্ত করা'। ইসলামী আইনের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, 'স্ত্রীকে বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়া'। আল্লাহ তাআলা যেসব জিনিস হালাল করেছেন, তালাক তার মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য হালাল জিনিস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "আল্লাহ তাআলা তালাকের তুলনায় অধিক ঘৃণ্য কোন জিনিস হালাল করেননি"

(আবু দাউদ)। "সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে মহান আলাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণ্য জিনিস হচ্ছে তালাক" (আবু দাউদ)।

ইসলামী শরীআতে তালাক দেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে একটি অপরিহার্য প্রয়োজনে ও নিরুপায়ের উপায় হিসাবে। তাই যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার পর এর প্রয়োগ করতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হলে বিভিন্ন পন্থায় তার সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। এমনকি উভয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনবোধে সালিশও নিযুক্ত করা যেতে পারে, কুরআনে যার সরাসরি প্রস্তাব রয়েছে (দ্র. সূরা নিসা ঃ ৩৫)। তারাও যদি দেখে যে, উভয়ের একত্রে বসবাসের আর কোন সুযোগ নেই, কেবল তখনই তালাকের পথ বেছে নেয়া যেতে পারে। তাও একই সময় তিন তালাক দিয়ে একই আঘাতে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে তিন মাসে তিন তালাক অথবা মাত্র এক তালাক দিয়ে ইদ্দাত পালনের জন্য রেখে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে এর মধ্যেও যদি মিলমিশের একটা পথ সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু অধিকাংশ লোক তালাকের সুষ্ঠু পন্থা সম্পর্কে অবহিত নয়। অনেকেই রাগের মাথায় স্ত্রীর মুখে একই সময় তিন তালাক ছুড়ে মেরে সর্বশেষ সুযোগটুকুও হাতছাড়া করে ফেলে। অতঃপর এর মারাত্মক পরিণতি সামনে উপস্থিত দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুফতীদের কাছে গিয়ে মিথ্যা ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয় এবং বৈধ স্ত্রীকে অবৈধ করে হারাম পন্থায় ঘর-সংসার করে। এজন্য বিষটির একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

হানাফী মাযহাবমতে তালাক তিন প্রকার। যথা আহসান (احسن), হাসান (حسن) এবং বিদঈ (بدعى) – সর্বোত্তম, উত্তম এবং গর্হিত। সর্বোত্তম পন্থায় তালাক এই যে, স্বামী তার স্ত্রীকে এমন তুহরে এক তালাক দেবে যাতে সহবাস হয়নি, অতঃপর ইদ্দাত অতিবাহিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে। উত্তম পন্থার তালাক এই যে, প্রতি তুহরে এক তালাক দেবে। তিন তুহরে তিন তালাক দেয়াও সুন্নাতের পরিপন্থী নয়। কিন্তু মাত্র এক তালাক দিয়ে ইদ্দাত পূর্ণ করার সুযোগ দেয়াই উত্তম। বিদঈ বা বিদআতী তালাক হচ্ছে একই সময় তিন তালাক দেয়া অথবা একই তুহরে আলাদা আলাদা সময়ে তিন তালাক দেয়া অথবা হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া। যে স্ত্রীর সাথে সংগম হয়েছে এবং যার মাসিক ঋতু হয়–তার সম্পর্কে এই তিন প্রকারের তালাক আবার ভিন্ন ভিন্ন তিন নামে অভিহিত ঃ রিজঈ (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাক, বায়েন তালাক এবং মুগাল্লাযা। যেভাবে তালাক দিলে পর স্ত্রীকে পুনর্বিবাহ ছাড়াই ফিরিয়ে নেয়া যায় তাকে রিজঈ তালাক বলে। যে তালাকের পর স্ত্রীকে পুনর্বিবাহ না করে ফেরত নেয়া যায় না তাকে বায়েন তালাক বলে। যে পন্থায় তালাক দেয়ার পর স্ত্রীর অন্য স্বামী গ্রহণ ছাড়া প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করতে পারে না তাকে মুগাল্লাযা তালাক বলে। বিদঈ এবং মুগাল্লাযা প্রায় একই ধরনের তালাক।

যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি তাকে তুহর অথবা হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া সুন্নাত বিরোধী নয়। যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়েছে কিন্তু হায়েয হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, তাকে সহবাস করার পরও তালাক দেয়া যেতে পারে। কেননা তার গর্ভবতী হওয়ার আশংকা নাই।

অনুরূপভাবে যে স্ত্রীর এখনো মাসিক ঋতু শুরু হয়নি, তাকেও সংগম করার পর তালাক দেয়া যেতে পারে। কেননা তারও গর্ভবতী হওয়ার আশংকা নেই। অনুরূপভাবে যে স্ত্রী গর্ভাবস্থায় আছে তাকেও সংগম করার পর তালাক দেয়া যেতে পারে। কেননা সে যে গর্ভবতী তা স্পষ্ট।

কিন্তু এই চার প্রকার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার সুন্নাত নিয়ম হচ্ছে এক মাস পর পর এক তালাক দেয়া। আরও সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কেবলমাত্র এক তালাক দিয়ে রেখে দেয়া এবং ইদ্দাত অতিবাহিত হওয়ার অপেক্ষা করা (হিদায়া, ফাতহুল-কাদীর, উমদাতুল-কারী, আহকামুল কুরআন-আবু বাক্‌র জাস্‌সাস)।

এই তিন প্রকারের তালাকের মধ্যে ফলাফল ও পরিণতির দিক থেকেও পার্থক্য আছে। সর্বোত্তম বা উত্তম পন্থায় তালাক দিলে ইদ্দাত কালের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায়। ফিরিয়ে নেয়ার নিয়মও খুব সহজ। ফিরিয়ে নেয়ার নিয়াতে ইদ্দাত কালের মধ্যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে বা তাকে চুমা দিলে

অথবা 'তোমাকে ফেরত নিলাম' বললেই সমস্যার সমাধা হয়ে যায়, পুনর্বিবাহের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ইদ্দাত শেষ হয়ে যাবার পর পুনর্বিবাহের প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ এক তালাক অথবা দুই তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দাত শেষ হয়ে যাবার পর তালাকদাতা স্বামী এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্মতির ভিত্তিতে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এজন্য মাঝখানে স্ত্রীলোকটির দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণেরও (তাহলীল) প্রয়োজন নেই এবং বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য মৌলভী ডাকারও দরকার নাই। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে ইজাব-কবূলের মাধ্যমে সহজেই পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হতে পারে।

কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তাহলে তাকে ইদ্দাত চলাকালীন সময়ের মধ্যেও ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে না এবং তাদের পুনর্বিবাহের ব্যাপারটিও অত্যন্ত জটিল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে স্ত্রীকে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে হয়। এই দ্বিতীয় স্বামীও যদি কোন কারণে তাকে তালাক দেয় অথবা মৃত্যুবরণ করে তাহলে (এই দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সম্পর্কিত) ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর সে সম্পূর্ণ নতুনভাবে বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম স্বামীর ঘরে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক না দেয়, তাহলে এই স্ত্রী আর প্রথম স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে পারে না।

আমাদের দেশের লোকেরা কেবল তালাকের এই তৃতীয় এবং জটিলতম নিয়মটিই জানে। তাদের ধারণা, কেবল তিন তালাকের মাধ্যমেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা যেতে পারে। তারা এটা জানে না যে, তিন তালাকের মাধ্যমে তারা যে উদ্দেশ্য সাধন করতে চাচ্ছে–তা এক অথবা দুই তালাকের মাধ্যমেও অর্জিত হতে পারে। অর্থাৎ এক অথবা দুই তালাকের পর ইদ্দাত অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, যেভাবে তিন তালাক দেয়ার সাথে সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। বরং এক অথবা দুই তালাকের ক্ষেত্রে ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে যতো সহজে বিবাহ বন্ধনে ফিরিয়ে আনার সুযোগ অবশিষ্ট থাকে, তিন তালাকের ক্ষেত্রে সেই সর্বশেষ সুযোগটুকুও হাতছাড়া হয়ে যায়।

একই সময়ে তিন তালাক দিলে চার মাযহাবের ইমামদের মত অনুযায়ী স্ত্রী তিন তালাকই হয়ে যাবে এবং বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলো, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একই সময় তিন তালাক দিয়েছে। তিনি একথা শুনে রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاَنَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ ؟

"আমি তোমাদের মাঝে বর্তমান থাকা অবস্থায় কি এই লোকটি আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে তামাশা করছে!"

তাঁর ক্রোধের মাত্রা দেখে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি তাকে হত্যা করবো না (নাসাঈ)?

হযরত উবাদা (রা)-র পিতা নিজ স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাকে একথা জানালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "মাত্র তিন তালাকেই তার স্ত্রী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার সাথে সাথে হয়েছে আল্লাহ্‌র অবাধ্যাচরণ। অবশিষ্ট ৯৯৭টি তালাক যুলুম ও সীমা লংঘনের নিদর্শন হিসাবে রয়ে গেছে। আল্লাহ চাইলে এজন্য তাকে শাস্তিও দিতে পারেন অথবা ক্ষমাও করতে পারেন" (মুসনাদ আবদির রায্‌যাক)।

দারু কুতনী ও ইবনে আবি শাইবার গ্রন্থে ইবনে উমার (রা)-র ঘটনা সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে নিজের স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি তাকে তিন তালাক দিতাম তবুও কি তাকে ফিরিয়ে নিতে পারতাম? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "না, তা পারতে না। সে তোমার থেকে বায়েন তালাক হয়ে যেতো এবং একাজে গুনাহ হতো।" অপর এক বর্ণনায় এর ভাষা হচ্ছে ঃ

"তুমি যদি তাই করতে তাহলে তুমি তোমার প্রভুর নাফরমানী করে বসতে এবং তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।"

এ পর্যায়ে সাহাবীদের থেকে যেসব ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে, তাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের সাথে সম্পর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে বললো, আমি আমার স্ত্রীকে আট তালাক দিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যাপারে তোমাকে কি ফতোয়া দেয়া হয়েছে? সে বললো, আমাকে ফতোয়া দেয়া হয়েছে যে, আমার স্ত্রী আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তিনি বললেন, তারা সত্যই বলেছেন, ব্যাপারটা এ রকমই যেমন তারা বলেছেন (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)। আলকামা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি ইবনে মাসউদ (রা)-কে বললো, আমি আমার স্ত্রীকে ৯৯টি তালাক দিয়েছি। তিনি বললেন, মাত্র তিনটি তালাকই স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। অবশিষ্ট তালাকগুলো সবই সীমা লংঘনমূলক কাজের নিদর্শন (মুসনাদে আবদির রায্যাক)। ওয়াকী ইবনুল জার্রাহ (র) নিজের সুনান গ্রন্থে হযরত উসমান (রা) ও হযরাত আলী (রা)-র এই মত উল্লেখ করেছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাকে বললো, আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে বসেছি। তা শুনে তিনি নীরব রইলেন। আমি মনে করলাম, তিনি হয়তো তার স্ত্রীকে ফেরত দিতে চাইবেন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি তোমার প্রভুর নাফরমানী করেছো এবং তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে (আবু দাউদ, ইবনে জারীর)। এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে এক শত তালাক দেয়ার পর ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। তিনি বললেন, তিন তালাকেই তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অবশিষ্ট ৯৭টি তালাক দ্বারা তুমি আল্লাহ্র আয়াতের সাথে তামাশা করেছো (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, তাফসীরে ইবনে জারীর)। এক ব্যক্তি সংগমের পূর্বেই নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে বসে, অতঃপর তাকে পুনরায় ফেরত নিতে চায়। সে ফতোয়া জানার জন্য ইবনে আব্বাস (রা) এবং আবু হুরায়রা (রা)-র কাছে আসে। তারা উভয়ে বলেন, তোমার জন্য যে সুযোগ ছিলো তা তুমি নিজেই হাতছাড়া করে ফেলেছো (আবু দাউদ, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)।

আল্লামা যামাখশারী (র) লিখেছেন, নিজের স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়ে যে ব্যক্তিই হযরত উমার (রা)-র কাছে আসতো, তিনি তাকে বেত্রাঘাত করতেন এবং তার দেয়া তালাকগুলো কার্যকর করে দিতেন (তাফসীরে কাশ্শাফ)।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) এবং অপর কয়েকজন তাবিঈ বলেন, যে ব্যক্তি সুন্নাত বিরোধী নিয়মে হায়েয অবস্থায় তালাক দেবে অথবা একই সাথে তিন তালাক দেবে, তার তালাক আদৌ কার্যকর হবে না। ইমামিয়া (শিয়া) মাযহাব এই মত পোষণ করে।

তাউস ও ইকরিমা (র) বলেন, একই সময় তিন তালাক দেয়া হলে কেবলমাত্র এক তালাক কার্যকর হবে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) এই মত সমর্থন করেছেন। যাহিরী (আহলে হাদীস) মাযহাবেরও এই মত। তাদের মতের ভিত্তি হচ্ছে নিম্নোক্ত বর্ণনা ঃ "আবুস সাহ্বাআ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললেন, আপনি কি জানেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে, আবু বাক্র (রা)-র খেলাফতকালে এবং উমার (রা)-র খেলাফতের প্রথম ভাগে একত্রে তিনি তালাক দেয়া হলে তা এক তালাক গণ্য হতো? তিনি জবাবে বললেন, হাঁ (বুখারী, মুসলিম)। অপর এক বর্ণনায় ইবনে আব্বাস (রা)-র কথাটি এভাবে উল্লেখিত হয়েছে ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ও আবু বাক্র (রা)-র খেলাফতের প্রথম দুই বছর একত্রে তিন তালাক দেয়া হলে তাকে এক তালাক গণ্য করা হতো। পরে হযরত উমার (রা) বললেন, লোকেরা এমন একটি ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছে, যে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ তাদের জন্য রাখা হয়েছিল। অতএব আমরা এখন তাদের এ পদক্ষেপকে কার্যকর করে দেবো না কেন? সুতরাং তিনি তা কার্যকর করে দিলেন" (মুসলিম, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)।

٢٠١٨ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْوَلِيْدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَى اللّٰهِ الطَّلاَقُ .

২০১৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক ঘৃণ্য বৈধ কাজ হচ্ছে তালাক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ طَلاَقِ السُّنَّةِ

যথার্থ নিয়মে তালাক।

٢٠١٩ - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَاَتِىْ وَهِىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ يُّجَامِعَهَا وَاِنْ شَاءَ اَمْسَكَهَا ۰ فَاِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ .

২০১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে তার হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে পর উমার (রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোচরে আনেন। তিনি বলেন ঃ তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়, যাবত না সে পবিত্রাবস্থায় ফিরে আসে, অতঃপর পুনরায় তার মাসিক ঋতু হয়, অতঃপর

কিন্তু আমাদের কাছে এই মতটি কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য নয় ঃ (এক) আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইবনে অব্বাস (রা)-র নিজের ফতোয়া তার এই বর্ণনার পরিপন্থী। একই বিষয়ে কোন সাহাবীর মত এবং কর্মনীতির মধ্যে বৈপরীত্য দেখা গেলে তার কর্মনীতিই গৃহীত হয়।

(দুই) এই মতটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বিশিষ্ট সাহাবাদের সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহের পরিপন্থী। এসব হাদীসে উল্লেখ আছে যে, একই সময় তিন তালাক দিলে তা তিন তালাকই গণ্য হবে এবং বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে।

(তিন) স্বয়ং ইবনে আব্বাস (রা)-র বক্তব্য থেকেও জানা যায়, হযরত উমার (রা) সাহাবীদের মিলিত বৈঠকেই একত্রে দেয়া তিন তালাককে তিন তালাক হিসাবেই কার্যকর করার কথা ঘোষণা করেছেন। কোন সাহাবী এর বিরোধিতা করেছেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায় না। এখন এটা কি ধারণা করা যায় যে, হযরত উমার (রা) কোন ব্যাপারে সুন্নাতের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত করে থাকবেন, আর সমস্ত সাহাবা (রা) নীরবে তা মেনে নিয়ে থাকবেন (অনুবাদক)?

পবিত্রাবস্থায় ফিরে আসে। অতঃপর সে চাইলে তাকে তালাক দিতে পারে তার সাথে সহবাস করার পূর্বে। আর চাইলে সে তাকে স্ত্রী হিসাবে রেখেও দিতে পারে। এই হলো সেই ইদ্দাত যা পালনের জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٠٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ طَلاَقُ السُّنَّةِ اَنْ يُّطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ .

২০২০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সহবাসমুক্ত পবিত্র অবস্থায় (তুহরে) তালাক প্রদান হচ্ছে যথার্থ নিয়মের (সুন্নাত) তালাক।

٢٠٢١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّىُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ فِىْ طَلاَقِ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيْقَةً فَاِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذٰلِكَ حَيْضَةٌ .

২০২১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সুন্নাত (যথার্থ নিয়মের) তালাক সম্পর্কে বলেন, স্বামী স্ত্রীকে তার (সহবাসমুক্ত) প্রতি তুহরে এক তালাক দিবে এবং সে তৃতীয় তুহরে পৌছলে তাকে শেষ তালাক দিবে। এরপর সে এক হায়েয কাল ইদ্দাত পালন করবে।

٢٠٢٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ اَبِىْ غَلاَّبٍ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَ تَعْرِفُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَاَتٰى عُمَرُ النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَهُ اَنْ يُّرَاجِعَهَا قُلْتُ اَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ .

২০২২। ইউনুস ইবনে জুবাইর আবু গাল্লাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে তার স্ত্রীকে তার হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছে। তিনি বলেন, তুমি কি আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে চেনো? সে তার স্ত্রীকে তার মাসিক ঋতু চলাকালে তালাক দিয়েছিলো। উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি তাকে নির্দেশ দেন ঃ সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি তালাক হিসাবে গণনায় ধরা হবে? তিনি বলেন, তুমি কি মনে করো, সে যদি অক্ষম হয়ে থাকে, আর আহম্মকী করে (তাহলে কে দায়ী)!

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ

গর্ভবতী মহিলাকে তালাক প্রদান।

٢٠٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا وَهِىَ طَاهِرٌ اَوْ حَامِلٌ .

২০২৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার স্ত্রীকে তার হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। উমার (রা) বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উত্থাপন করলে তিনি বলেন ঃ তাকে বলো, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়, এরপর সে চাইলে তাকে তুহ্‌র অথবা গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا فِىْ مَجْلِسٍ وَّاحِدٍ

যে ব্যক্তি একই মজলিসে তিন তালাক দেয়।

٢٠٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِىِّ قَالَ قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حَدِّثِيْنِىْ عَنْ طَلاَقِكِ قَالَتْ طَلَّقَنِىْ زَوْجِىْ ثَلاَثًا وَهُوَ خَارِجٌ اِلَى الْيَمَنِ فَاَجَازَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

২০২৪। আমের আশ-শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা)-কে বললাম, আপনার তালাকের ঘটনাটি আমাকে বলুন। তিনি বলেন, আমার স্বামী ইয়ামনে থাকা অবস্থায় আমাকে তিন তালাক দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে জায়েয গণ্য করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ الرَّجْعَةِ

তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া (রুজআত)।

٢٠٢٥–حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلِ الصَّوَّافُ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَاَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلٰى طَلاَقِهَا وَلاَ عَلٰى رَجْعَتِهَا فَقَالَ عِمْرَانُ طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ اَشْهِدْ عَلٰى طَلاَقِهَا وَعَلٰى رَجْعَتِهَا .

২০২৫। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর তার সাথে সহবাস করেছে, কিন্তু তাকে তালাক দেয়া এবং ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়ে কোন সাক্ষী রাখেনি। ইমরান (রা) বলেন, তুমি সুন্নাত নিয়মের বহির্ভূত তালাক দিয়েছো এবং সুন্নাত নিয়ম বহির্ভূতভাবে ফিরিয়ে নিয়েছো। তুমি তাকে তালাক দেয়া ও ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়ে সাক্ষী রাখো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ اِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا بَانَتْ

গর্ভাবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা নারীর সন্তান প্রসবের সাথে সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়।

٢٠٢٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ ثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ اَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ اُمُّ كُلْثُوْمٍ بِنْتُ عُقْبَةَ فَقَالَتْ لَهُ وَهِىَ حَامِلٌ طَيِّبْ نَفْسِىْ بِتَطْلِيْقَةٍ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيْقَةً ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ فَقَالَ مَا لَهَا خَدَعَتْنِىْ خَدَعَهَا اللّٰهُ ثُمَّ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ سَبَقَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ اُخْطُبْهَا اِلٰى نَفْسِهَا .

২০২৬। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মু কুলসুম বিনতে উকবা (রা) ছিলেন তার স্ত্রী। তিনি তার গর্ভাবস্থায় যুবাইর (রা)-কে বলেন, আমাকে এক তালাক দিয়ে সন্তুষ্ট করুন। তিনি তাকে এক তালাক দিলেন, অতঃপর নামায পড়তে চলে গেলেন। তিনি ফিরে এসে দেখেন যে, তার স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করেছে। যুবাইর (রা) বললেন, সে কেন আমাকে প্রতারিত করলো! আল্লাহ্ যেন তাকেও প্রতারিত করেন। এরপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র কিতাবে বর্ণিত তার ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে গেছে। তাকে বিবাহের প্রস্তাব দাও।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا اذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْاَزْوَاجِ

গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা গেলে, সন্তান প্রসবের পরপরই সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে।

٢٠٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِى السَّنَابِلِ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْاَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيْبَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ اَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضٰى اَجَلُهَا .

২০২৭। আবুস সানাবিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসলাম গোত্রের হারিসের কন্যা সুবাইআ তার স্বামীর মৃত্যুর বিশাধিক দিন পর একটি সন্তান প্রসব করেন। তিনি নিফাস (সন্তান প্রসবজনিত ঋতু) হওয়ার পর নতুন পরিচ্ছদ পরতে লাগলেন (অর্থাৎ সাজগোজ করতে লাগলেন)। এতে তার প্রতি দোষারোপ হতে থাকলে বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হয়। তিনি বলেন ঃ সে তা করতে পারে, কারণ তার ইদ্দাতকাল পূর্ণ হয়েছে।

٢٠٢٨-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ وَعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ اَنَّهُمَا كَتَبَا اِلٰى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْاَلَانِهَا عَنْ اَمْرِهَا فَكَتَبَتْ اِلَيْهِمَا اَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ فَتَهَيَّاَتْ تَطْلُبُ الْخَيْرَ فَمَرَّ بِهَا اَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَقَالَ قَدْ اَسْرَعْتِ اِعْتَدِّىْ اٰخِرَ الْاَجَلَيْنِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَغْفِرْلِىْ قَالَ وَفِيْمَ ذَاكَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِىْ .

২০২৮। মাসরূক ও আমর ইবনে উত্‌বা (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে হারিস কন্যা সুবাইআ (রা)-কে তার বিষয়টি জানতে চেয়ে তাকে পত্র লিখেন। সুবাইআ (রা) উত্তরে তাদের নিকট লিখে পাঠান যে, তিনি তার স্বামীর মৃত্যুর ২৫ দিন পর সন্তান প্রসব করেন এবং পুনর্বিবাহের জন্য প্রস্তুতি নেন। আবুস সানাবিল ইবনে বাকাক তার নিকট দিয়ে. গমনকালে বলেন, তুমি খুব তাড়াহুড়া করে ফেললে। ইদ্দাতের দুই মেয়াদ কালেম মধ্যে দীর্ঘতর মেয়াদ অর্থাৎ চার মাস দশ দিন অতিবাহিত করো। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য ক্ষমা

প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন ঃ তা কি ব্যাপারে? আমি তাঁকে ঘটনাটি খুলে বললাম। তিনি বলেন ঃ তুমি সৎকর্মপরায়ণ স্বামী পেয়ে গেলে বিবাহ করো।

٢٠٢٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ سُبَيْعَةَ اَنْ تَنْكِحَ اِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا .

২০২৯। মিস্ওয়ার ইবনে মাখ্রামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবাইআ (রা)-কে তার নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পরপরই বিবাহ করার অনুমতি দেন।

٢٠٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ وَاللّٰهِ لَمَنْ شَاءَ لاَعَنَّاهُ لَاُنْزِلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرٰى بَعْدَ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا .

২০৩০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! কেউ ইচ্ছা করলে আমার থেকে লিআন জাতীয় শপথ গ্রহণ করতে পারে যে, নিশ্চয় এই ক্ষুদ্র সূরা নিসা (অর্থাৎ সূরা তালাক) "চার মাস দশ দিন" সম্বলিত আয়াত (সূরা বাকারা) নাযিল হওয়ার পরে নাযিল হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ اَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا

বিধবা স্ত্রী যেখানে ইদ্দাত পালন করবে।[২]

٢٠٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (وَكَانَتْ

২. **ইদ্দাত** ঃ স্বামী তালাক দেবার পর অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর জন্য যে সময়সীমা পর্যন্ত অন্য লোককে পুনর্বিবাহ করা নিষিদ্ধ-তাকে ইদ্দাত বলে। যে স্ত্রীলোকের নিয়মিত হায়েয হয়, তার ইদ্দাত তিনটি মাসিক ঋতু শেষ হওয়া পর্যন্ত (সূরা বাকারা ঃ ২২৮)। যে নারীর এখনো হায়েয শুরু হয়নি অথবা বয়োবৃদ্ধির কারণে হায়েয হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে-তার ইদ্দাত তিন মাস এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদ্দাত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত (সূরা তালাকের ৪ নম্বর আয়াত দ্রষ্টব্য)। এক বা দুই তালাকের (রিজঈ) ক্ষেত্রে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া-ইদ্দাত চলাকালীন সময়ে তার সাথে সংগম করা নিষিদ্ধ এবং এক বা দুই বায়েন তালাকের ক্ষেত্রেও পুনর্বিবাহ ব্যতীত ইদ্দাতকালে সঙ্গমে রত হওয়া নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে ইদ্দাতকালের মধ্যেও স্বামী-স্ত্রী পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হতে পারে। আর তিন তালাকের ক্ষেত্রে তো বিবাহ বন্ধনই একেবারে ছিন্ন হয়ে যায়। অতএব সহবাসের প্রশ্নই উঠে না। বিবাহের পর সহবাসের পূর্বেই স্ত্রীকে তালাক দিলে তাকে কোনরূপ ইদ্দাত পালন করতে হবে না (সূরা আহযাব ঃ ৪৯)। বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়ার পরপরই সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে (অনুবাদক)।

تَحْتَ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ) اَنَّ اُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ قَالَتْ خَرَجَ زَوْجِىْ فِىْ طَلَبِ اَعْلاَجٍ لَهُ فَاَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُوْمِ فَقَتَلُوْهُ فَجَاءَ نَعْىُ زَوْجِىْ وَاَنَا فِىْ دَارٍ مِنْ دُوْرِ الْاَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ اَهْلِىْ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ جَاءَ نَعْىُ زَوْجِىْ وَاَنَا فِىْ دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ اَهْلِىْ وَدَارِ اِخْوَتِىْ وَلَمْ يَدَعْ مَالاً يُنْفِقُ عَلَىَّ وَلاَ مَالاً وَرِثْتُهُ وَلاَ دَارًا يَمْلِكُهَا فَاِنْ رَاَيْتَ اَنْ تَاْذَنَ لِىْ فَاَلْحَقَ بِدَارِ اَهْلِىْ وَدَارِ اِخْوَتِىْ فَاِنَّهُ اَحَبُّ اِلَىَّ وَاَجْمَعُ لِىْ فِىْ بَعْضِ اَمْرِىْ قَالَ فَافْعَلِىْ اِنْ شِئْتِ قَالَتْ فَخَرَجْتُ قَرِيْرَةً عَيْنِىْ لِمَا قَضَى اللّٰهُ لِىْ عَلٰى لِسَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ اَوْ فِىْ بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِىْ فَقَالَ كَيْفَ زَعَمْتِ قَالَتْ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ امْكُثِىْ فِىْ بَيْتِكِ الَّذِىْ جَاءَ فِيْهِ نَعْىُ زَوْجِكِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

২০৩১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র স্ত্রী যয়নব বিনতে কাব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর বোন ফুরাইআ বিনতে মালিক বলেন, আমার স্বামী তার (পলাতক) গোলামের খোঁজে রওয়ানা হয়ে কাদূম নামক স্থানে তাদের ধরে ফেলেন। তারা আমার স্বামীকে হত্যা করে। যখন আমার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ আসে, তখন আমি আমার পরিবার-পরিজন থেকে অনেক দূরে আনসারদের বসতিতে অবস্থান করছিলাম। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যখন আমার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ এলো তখন আমি আমার পরিজন ও ভাইদের বাড়ি থেকে দূরে বসবাস করছিলাম। তিনি আমার ভরণপোষণের জন্য কোন মাল রেখে যাননি এবং তার এমন কোন মালও নেই, আমি যার ওয়ারিস হতে পারি, এমনকি তার মালিকানাভুক্ত কোন ঘরও নাই। আপনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি আমার পরিবার ও ভাইদের বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারি। আর এটা আমার জন্য অধিক প্রিয় এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে সুবিধাজনকও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি চাইলে তা করতে পারো। মহিলাটি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে আমার জন্য আল্লাহ্‌র এই ফায়সালা শুনে খুশিমনে ফিরে যেতে লাগলাম। আমি মসজিদ অথবা তাঁর কোন এক হুজরার নিকটে পৌঁছতেই, তিনি আমাকে ডেকে বলেন ঃ তুমি জানি কি বলেছিলে? মহিলাটি বললো, আমি পুনরায় তাকে আমার বিবরণ শুনালাম। তিনি বলেন ঃ তুমি ঐ ঘরেই অবস্থান করো, যেখানে তোমার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেয়েছো, যতক্ষণ না তোমার ইদ্দাত পূর্ণ হয়। ফুরাইআ (রা) বলেন, এরপর আমি সেখানেই চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পালন করলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِىْ عِدَّتِهَا

ইদ্দাত পালনরত অবস্থায় নারীরা কি বাড়ির বাইরে যেতে পারে?

٢٠٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى مَرْوَانَ فَقُلْتُ لَهُ امْرَاَةٌ مِنْ اَهْلِكَ طُلِّقَتْ فَمَرَرْتُ عَلَيْهَا وَهِىَ تَنْتَقِلُ فَقَالَتْ اَمَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ وَاَخْبَرَتْنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَهَا اَنْ تَنْتَقِلَ فَقَالَ مَرْوَانُ هِىَ اَمَرَتْهُمْ بِذٰلِكَ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ عَابَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ وَقَالَتْ اِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِىْ مَسْكَنٍ وَحْشٍ فَخِيْفَ عَلَيْهَا فَلِذٰلِكَ اَرْخَصَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

২০৩২। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মারওয়ানের নিকট প্রবেশ করে তাকে বললাম, আপনার পরিবারের এক মহিলাকে তালাক দেয়া হয়েছে। আমি তার ওখান দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম যে, সে বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে। সে বললো, ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) আমাদের এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি আমাদের বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (ইদ্দাত পালনকালে) স্থানান্তরের অনুমতি দিয়েছেন। মারওয়ান বলেন, ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) তাদের এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। উরওয়া (র) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আয়েশা (রা) তা আপত্তিকর বলেছেন। আয়েশা (র) বলেন, ফাতিমা হিংস্র পশুর উৎপাতের এলাকায় বাস করতেন বলে তার জানমালের ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বেলায় এরূপ অনুমতি দিয়েছিলেন।

٢٠٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اَخَافُ اَنْ يُّقْتَحِمَ عَلَىَّ فَاَمَرَهَا اَنْ تَتَحَوَّلَ .

২০৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আশঙ্কা হয় যে, কেউ হয়তো আমার ঘরে জোরপূর্বক ঢুকে আমার ক্ষতি করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অন্য স্থানে চলে যাওয়ার অনুমতি দেন।

٢٠٣٤-حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وكِيْعٍ ثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِىْ فَاَرَادَتْ اَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ اَنْ تَخْرُجَ اِلَيْهِ فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ بَلٰى فَجُدِّىْ نَخْلَكِ فَاِنَّكِ عَسٰى اَنْ تَصَدَّقِىْ اَوْ تَفْعَلِىْ مَعْرُوْفًا .

২০৩৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর তিনি তার খেজুর বাগানে গিয়ে ফল কাটতে চেয়েছিলেন। এক ব্যক্তি তাকে এই উদ্দেশ্যে বের হতে কঠোরভাবে নিষেধ করে। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন ঃ হাঁ, তুমি তোমার বাগানের খেজুর সংগ্রহ করো। হয়তো তুমি দান-খয়রাত করবে অথবা অন্য কোন সৎকাজ করবে।[৩]

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا هَلْ لَهَا سُكْنٰى وَنَفَقَةٌ

তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী কি বাসস্থান ও খোরপোষ পাবে?

٢٠٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِى الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِىِّ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُوْلُ اِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُكْنٰى وَلاَ نَفَقَةَ .

২০৩৫। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) বলেন যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের নির্দেশ দেননি।

٢٠٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَنِىْ زَوْجِىْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ سُكْنٰى وَلاَ نَفَقَةَ .

---

৩. আবু দাউদ, তালাক, বাব ফীল মাবতূতাতি তাখরুজু বিন-নাহার; মুসলিম, তালাক, নং ৩৫৮৩।

২০৩৬। শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ নাই।[৪]

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

তালাকের উপঢৌকন (মুতআ)।[৫]

২০৩৭- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ اَبُو الْاَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ فَطَلَّقَهَا وَاَمَرَ اُسَامَةَ اَوْ اَنَسًا فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ .

---

৪. যে সকল তালাকপ্রাপ্তা নারীকে ইদ্দাত পালন করতে হয় না তারা তালাকদাতা স্বামীর নিকট থেকে খোরপোষ ও বাসস্থান প্রাপ্তির অধিকারী হয় না। কারণ তারা তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পরপরই অপর পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু যে সকল তালাকপ্রাপ্তা নারীকে ইদ্দাত পালন করতে হয় তারা ইদ্দাতের মেয়াদকালের জন্য তাদের তালাকদাতা স্বামীর নিকট থেকে খোরপোষ ও বাসস্থান পাবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتُ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ .

"তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে স্থানে বসবাস করো, তাদেরকেও তথায় বসবাস করতে দাও। তাদেরকে সংকটে ফেলবার জন্য উত্যক্ত করো না। তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে। তারা যদি তোমাদের সন্তানদের দুধ পান করায় তবে তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দাও" (সূরা তালাক ঃ ৬)।

মহানবী (স) বলেন ঃ তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দাতকাল পর্যন্ত খোরপোষ পাবে (হিদায়া, ২য় খণ্ড)।

হযরত উমার ফারূক (রা) তার খেলাফতকালে এই ফরমান জারী করেন যে, তালাকপ্রাপ্তা নারী তার ইদ্দাতকাল পর্যন্ত তার তালাকদাতা স্বামীর নিকট থেকে খোরপোষ ও বাসস্থান পাবার অধিকারী হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) তথা হানাফী মাযহাবমতে তালাকপ্রাপ্তা নারী তার ইদ্দাতকাল পর্যন্ত খোরপোষ ও বাসস্থান পাবার অধিকারী হবে (কুরতুবীর আহ্কামুল কুরআন, ১খ, পৃ. ১৬৭)।

৫. **তালাকের মাতা** ঃ উপহার সামগ্রী বা মাতা (متعة) পাবে সেইসব তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক যাদেরকে নির্জনে মিলনের পূর্বে তালাক দেয়া হয়েছে এবং পূর্বে মাহর (মোহরানা) নির্ধারিত করা হয়নি। কিন্তু যাদের সাথে নির্জনে মিলন হয়নি তবে পূর্বে মাহরও নির্ধারিত করা হয়েছে অথবা নির্জনে মিলনও হয়েছে এবং মাহরও নির্ধারিত করা হয়েছে তাদেরকে "মাতা" অর্থাৎ উপহার সামগ্রী প্রদান

স্বামীর জন্য বাধ্যকর নহে, তবে সে ভদ্রতা, মানবিকতা ও সৌজন্যের খাতিরে তা প্রদান করতে পারে। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ .

"তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করার এবং মাহর ধার্য করার পূর্বে যদি তালাক দাও তবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। তাদেরকে কিছু (মাতা) দেয়া তোমাদের কর্তব্য। সচ্ছল ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং দরিদ্র ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী (মাতা) প্রদান করবে। এটা সৎকর্মশীল লোকদের কর্তব্য" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৬)।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ .

"যেসব স্ত্রীলোককে তালাক দেয়া হয়েছে তাদেরকে প্রথামত কিছু প্রদান করে বিদায় করা উচিৎ। এটা মুত্তাকী লোকদের কর্তব্য" (সূরা বাকারা ঃ ২৪১)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً .

'হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিনা নারীগণকে বিবাহ করে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দাত নেই, যা তোমরা গণনা করবে। তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী (মাতা') দিবে এবং ভদ্রতার সাথে তাদেরকে বিদায় দিবে" (সূরা আহ্যাব ঃ ৪৯)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "তোমার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু সামগ্রী (মাতা') প্রদান করো, তা অর্ধ সা (পৌণে দুই সের) খেজুরই হোক না কেন" (জুমউল জাওয়ামে, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬, দ্র. বায়হাকী)।

এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক প্রদান করলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ "তুমি তোমার তালাক দেয়া স্ত্রীকে উপহার সামগ্রী (মাতা) দেয়ার মত যদি কিছু না পাও তবে তোমার মাথার টুপিটি তাকে দিয়ে দাও" (কুরতবী, আল-জামে লি-আহ্কামিল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২)।

অতএব কুরআন মজীদে ও হাদীস শরীফে তালাকপ্রাপ্তাকে মাতা' বা মুতা (উপহার সামগ্রী) দেয়ার যে নির্দেশ রয়েছে তা সম্পূর্ণ সাময়িক, অস্থায়ী, কোন স্থায়ী আর্থিক দায় নয়। আরবী ভাষার সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ "লিসানুল আরাব" গ্রন্থে তালাকপ্রাপ্তাকে দেয় মাতা' বা সামগ্রীর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ মাতার অর্থ এমন প্রত্যেক বস্তু যার দ্বারা উপকার লাভ করা যায় (كُلُّ مَا انْتُفِعَ بِهِ فَهُوَ مَتَاعٌ)। اَلْمَتَاعُ الزَّادُ الْقَلِيْلُ "মাতা হলো সামান্য পাথেয়" (৬খ, পৃ. ৪১২৭, কলাম ২)। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَا قَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَاِنَّ الاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ .

"হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন তো সামান্য উপভোগের বস্তু এবং আখেরাতই চিরস্থায়ী আবাস" (সূরা মুমিন ঃ ৩৯)।

"মাতআতুল মারআ" বলা হয় তালাকের পর তাকে যা দেয়া হয় তাকে।"

আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে তালাকপ্রাপ্তাকে যে মাতা (বস্তুসামগ্রী) দেয়ার কথা বলেছেন তা দুই প্রকার ঃ একটি বাধ্যতামূলক এবং অপরটি ঐচ্ছিক বা মুস্তাহাব। যে নারীর বিবাহের সময় মাহ্‌র নির্ধারিত হয়নি এবং স্বামীর সাথেও নির্জনবাস হয়নি, তাকে ঐ অবস্থায় তালাক প্রদান করা হলে কিছু বস্তুসামগ্রী প্রদান করা তালাকদাতা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক, যার দ্বারা সে উপকৃত হতে পারে। যেমন পরিধেয় বস্ত্র, নগদ অর্থ, খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি। আর যে মাতা বা বস্তুসামগ্রী প্রদান তালাকদাতা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক নয় তা এই যে, কোন ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করার সময় মাহ্‌র ধার্য করলো, অতঃপর নির্জনবাসের আগে বা পরে তাকে তালাক দিয়েছে, তাকে অর্ধেক বা পূর্ণ মাহ্‌র প্রদানের পর সৌজন্যমূলকভাবে অতিরিক্ত যা প্রদান করে তা হলো মাতা। আবদুর রহমান (রা) তাঁর স্ত্রীকে তালাক প্রদানের পর তাকে উপহার সামগ্রী (متاع) হিসেবে একটি ক্রীতদাসী প্রদান করেন।

খৃস্টান অভিধানবেত্তা ইলয়াস আনতুন ইলয়াস তার সুবিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ আল-মুনজিদে লিখেছেন ঃ

مَتْعَةُ الْمَرْأَةِ وُصِلَتْ بِهِ بَعْدَ الطَّلَاقِ مِنْ نَحْوِ الْقَمِيْصِ وَالْاِزَارِ وَالْمُلْحَفَةِ وَهِيَ مَتْعَةُ الطَّلَاقِ

"মাতা বা মুতা শব্দের অর্থ উপকার সাধন, সামান্য পুঁজি। আর স্ত্রীলোকের মাতা হলো জামা, পাজামা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তু যা তালাকের পর তাকে প্রদান করা হয় এবং একে বলে তালাকের মাতা" (আল-মুনজিদ, পৃ. ৭৪৫; মুজাম লুগাতিল ফুকাহা, পৃ. ৪০৩)।

ইমাম রাযী (র) লিখেছেন, মাতা বা মুতা উপকার লাভের এমন বিষয় যার উপকারিতা সাময়িক, বেশি দিন অবশিষ্ট থাকে না, অতি সত্বর নিঃশেষ হয়ে যায় (তাফসীর কবীর, ২খ, পৃ. ৪০৭)।

ইবনে উমার (রা) বলেন, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারী কিছু উপহার সামগ্রী (মুতআ) পাবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হলে এবং তার মাহ্‌র ধার্য না হয়ে থাকলে এ ক্ষেত্রে উপহার সামগ্রী প্রদান বাধ্যতামূলক, অন্য সব ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়। এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো- বাড়িতে ব্যবহার্য স্ত্রীর কাপড়-চোপড়, ওড়না, জামা ইত্যাদি। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতও তাই (মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, বাংলা অনু., পৃ. ৩৫৫, হাদীস নং ৫৮৯-এর অধীন)।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তালাকদাতা স্বামী তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর খোরপোষ তার ইদ্দাতকাল সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত বহন করতে বাধ্য। এ বিষয়ে সকল মাযহাবের সকল যুগের আইনবেত্তা ফকীহগণ একমত।

ইসলামী আইনে প্রত্যেক বালেগ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তারা নিজেরাই বহন ও পালন করবে, সে নারী হোক অথবা পুরুষ। প্রত্যেকের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার নিজের উপর বর্তায়। কেবল ব্যতিক্রম এই যে, স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণের এবং অভিভাবক তার অধীনস্তদের ভরণপোষণের জন্য দায়ী, অধীনস্তগণ বালেগ ও আত্মনির্ভরশীল না হওয়া পর্যন্ত। এ সমাজে পিতা-মাতা যেমন বালেগ পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ করতে বাধ্য নয়, তেমন তালাকদাতা স্বামীও তার পরিত্যক্তা স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে বাধ্য নয়। বিবাহ বন্ধন যেমন দুইজন নারী-পুরুষকে স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের সৃষ্টি করে, তেমনি তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন ছিন্ন করে তাদেরকে বিবাহের পূর্বের অবস্থায় নিয়ে যায় এবং তারা দুইজন সম্পর্কহীন দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে পরিণত হয় এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। এমনকি তালাকদাতা স্বামী ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে পরস্পর সংগমক্রিয়ায় লিপ্ত হলে ইসলামী দণ্ডবিধি মোতাবেক মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ভোগ করবে।

অবশ্য তালাকপ্রাপ্তা অসহায় হলে তার জন্য সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হবে। এক ব্যক্তি তার সৎমাতাকে বিবাহ করলে উমার (রা) তাদের বিবাহ ভেঙ্গে দেন এবং বলেন, কে এই নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করতে সম্মত আছে? আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তার ভরণপোষণের ভার নিলেন এবং তাকে নিজের একটি বসতবাড়ি ছেড়ে দিলেন (আল-ইসাবা, ৩খ, পৃ. ৪৬৩; ইসলামী বিশ্বকোষ ১৭খ, পৃ. ৪৩২, কলাম ১)।

২০৩৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জাওন-কন্যা আমরাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করা হলে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (আল্লাহ্‌র) আশ্রয় প্রার্থনা করে। তিনি বলেন ঃ তুমি এক মহান সত্তার নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করেছো। অতঃপর তিনি তাকে তিন তালাক দিলেন এবং উসামা অথবা আনাস (রা)-কে নির্দেশ দিলে তদনুযায়ী তিনি তাকে (উপঢৌকনস্বরূপ) তিনখানা সাদা লম্বা কাপড় দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلاَقَ

স্বামী তালাক অস্বীকার করলে।

٢٠٣٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ اَبُو حَفْصٍ التِّنِّيْسِىُّ عَنْ زُهَيْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا ادَّعَتِ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلٰى ذٰلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَاِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَاِنْ نَكَلَ فَنُكُوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ اٰخَرَ وَجَازَ طَلاَقُهُ

২০৩৮। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্ত্রী তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে বলে দাবি করলে এবং এর সপক্ষে একজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী উপস্থিত করলে তার স্বামীকে শপথ করানো হবে। সে শপথ করলে সাক্ষীর সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। আর সে (স্বামী) শপথ করতে অস্বীকৃত হলে তার এ অস্বীকৃতি আরেকজন সাক্ষী স্থানীয় গণ্য হবে এবং তার তালাক কার্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ مَنْ طَلَّقَ اَوْ نَكَحَ اَوْ رَاجَعَ لاَعِبًا

যে ব্যক্তি উপহাসোচ্ছলে তালাক দিলো, বিবাহ করলো অথবা তালাক প্রত্যাহার করলো।

٢٠٣٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ اَرْدَكَ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ .

২০৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি বিষয়ে বাস্তবিকই বলা হলেও যথার্থ বিবেচিত হবে অথবা

উপহাসোচ্ছলে বলা হলেও যথার্থ গণ্য হবে ঃ বিবাহ, তালাক ও প্রত্যাহার। (তিরমিযী), ১১২৩; আবু দাউদ, তালাক, তালাক আলাল হাযলি)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِيْ نَفْسِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ

যে ব্যক্তি মনে মনে তালাক দিয়ে মুখে সে সম্পর্কে কিছু বলেনি।

٢٠٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ جَمِيْعًا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِاُمَّتِيْ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ اَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ اَوْ تَكَلَّمْ بِهِ .

২০৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ আমার উম্মাতের মনে মনে বলা কথা উপেক্ষা (ক্ষমা) করেছেন, যাবত না সে তদনুযায়ী কাজ করে অথবা মুখে উচ্চারণ করে।[৬]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوْهِ وَالصَّغِيْرِ وَالنَّائِمِ

জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, নাবালেগ ও ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাক।

٢٠٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتّٰى يَكْبَرَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَعْقِلَ اَوْ يُفِيْقَ . قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ وَعَنِ الْمُبْتَلٰى حَتّٰى يَبْرَاَ .

২০৪১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে ঃ ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়,

---

৬. অর্থাৎ মুখে উচ্চারণ না করলে শুধু মনে মনে বললে তালাক হবে না। অনুরূপভাবে মনে মনে পাপের চিন্তা করলেও তাতে পাপ হবে না, কিন্তু সওয়াবের কাজের চিন্তা করলেও তাতে সওয়াব হবে। এটা আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ তাঁর বান্দাদের প্রতি (অনু.)।

নাবালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং পাগল, যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরিয়ে পায় বা সুস্থ হয়। অধস্তন রাবী আবু বাক্‌র (র)-এর বর্ণনায় আছে ঃ বেহুঁশ ব্যক্তি যতক্ষণ না সে হুঁশ ফিরে পায়।

٢٠٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَنْبَانَا الْقَاسِمُ ابْنُ يَزِيْدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُرْفَعُ الْقَلَمُ عَنِ الصَّغِيْرِ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ وَعَنِ النَّائِمِ .

২০৪২। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নাবালেগ, পাগল ও ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে কলম তুলে রাখা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ طَلاَقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِيْ

বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে অথবা ভুলবশত প্রদত্ত তালাক।

٢٠٤٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُوَيْدٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِي الْخَطَاَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ .

২০৪৩। আবু যার আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ আমার উম্মাতের ভুল, বিস্মৃতি ও বলপ্রয়োগকৃতকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

٢٠٤٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِاُمَّتِيْ عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ اَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ .

২০৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মাতের মনের মন্দ কল্পনা, যতক্ষণ না সে তা কার্যকর করে অথবা মুখে উচ্চারণ করে এবং তার উপর বলপ্রয়োগে কৃত কর্ম উপেক্ষা করেছেন।

٢٠٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى الْحِمْصِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنْ اُمَّتِي الْخَطَاَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ .

২০৪৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ আমার উম্মাতকে ভুল, বিস্মৃতি ও জোরপূর্বক কৃত কাজের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।[৭]

٢٠٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ حَدَّثَنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ طَلاَقَ وَلاَ عِتَاقَ فِىْ اِغْلاَقٍ .

---

৭. ইচ্ছা ও এখতিয়ারের ভিত্তিতেই যে কোন ব্যক্তিকে তার কোন কাজের জন্য দায়ী করা হয়। এই দুইটি উপাদানের অনুপস্থিতিতে কোন ব্যক্তিকে কোন কাজের জন্য দায়ী করা যায় না। কোন ব্যক্তিকে বল প্রয়োগে বা ভীতি প্রদর্শন করে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হলে তার ঐ কাজের পিছনে তার ইচ্ছাও থাকে না, এখতিয়ারও থাকে না। তার ইচ্ছাশক্তি ও এখতিয়ার হরণ করা হয়েছে। সে বাস্তবে বল প্রয়োগকারী বা ভীতি প্রদর্শনকারীর ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটায়। সে মুখে যা উচ্চারণ করে তা কেবল আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই। অতএব কাউকে জোরপূর্বক কুফরী কথা বলতে বাধ্য করা হলে তাকে সেজন্য কাফের বলা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ .

"কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য নিজের হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহ্র গযব এবং তার জন্য আছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয় যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার অন্তর ঈমানে অবিচল" (সূরা নাহ্ল ঃ ১০৬)।

অতএব কোন ব্যক্তিকে জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হলে সে মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তিকে জোরপূর্বক নিজ স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য করা হলে তা কার্যকর হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

رُفِعَ عَنْ اُمَّتِى الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ .

"আমার উম্মতের ভুলচুক এবং জোরপূর্বক তাদের যা করতে বাধ্য করা হয় তা ধর্তব্য নয়" (ইবনে মাজা, ২০৪৩; ইবনে হিব্বান, দারু কুতনী, তাবারানী, হাকেম)।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ طَلاَقَ وَلاَ عِتَاقَ فِىْ اِغْلاَقٍ .

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "জোরপূর্বক তালাক বা দাসত্বমুক্তকরণ হয় না" (ইবনে মাজা, ২০৪৬; আবু দাউদ, ২১৯৩)।

উমার ইবনুল খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আলী ইবনে আবু তালিব, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও দাউদ জাহিরী (র)-এর মতেও জোরপূর্বক প্রদত্ত তালাক কার্যকর হবে না। কিন্তু হানাফী মাযহাবমতে তা কার্যকর হবে। বর্তমান পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে হানাফী মাযহাবের মত পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে এবং বলপ্রয়োগে প্রদত্ত তালাক কার্যকর না হওয়ার পক্ষেই ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত প্রদান করা উচিৎ। কারণ এই মতের অনুকূল দলীল-প্রমাণ অত্যন্ত শক্তিশালী। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন প্রমাণিত হতে হবে (অনুবাদক)।

২০৪৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জোরপূর্বক আদায়কৃত তালাক ও দাসমুক্তি কার্যকর হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

বিবাহের পূর্বে কোন তালাক নেই।

٢٠٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَانَا عَامِرُ الْاَحْوَالُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَارِثِ جَمِيْعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ طَلاَقَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ .

২০৪৭। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তালাক দেয়ার অধিকার জন্মানোর আগে প্রদত্ত তালাক কার্যকর হয় না।

٢٠٤٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ثَنَا هِشَامُ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ .

২০৪৮। মিস্ওয়ার ইবনে মাখ্রামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিবাহের আগে তালাক নাই এবং মালিকানা লাভের আগে দাসমুক্তি নাই।

٢٠٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ .

২০৪৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিবাহের পূর্বে তালাক নাই।[৮]

---

৮. ইমাম আবু হানীফা ও মালেকের মতে বিবাহের পূর্বে তালাক দিয়ে রাখলে বিবাহ করার সাথে সাথে তালাক হয়ে যায়। প্রাচীনপন্থী আলেমদের একদলেরও এই মত। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, উমার ইবনে আবদুল্ আযীয, আমের আশ-শাবী, ইবরাহীম নাখঈ, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, আবু বাক্র ইবনে আবদুর রহমান, আবু বাক্র ইবনে আমর ইবনে হাযম, যুহরী, মাকহূল শামী প্রমুখ বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি বলে, "আমি অমুক স্ত্রীলোকটিকে বিবাহ করলে সে

তালাক" অথবা "যেদিন আমি তাকে বিবাহ করবো, সে তালাক" অথবা "যে স্ত্রীলোককেই আমি বিবাহ করবো সে তালাক", তাহলে সে যেরূপ বলেছে তদ্রূপই হবে। অর্থাৎ বিবাহ করার সাথে সাথে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

কিন্তু ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইবনে আব্বাস (রা), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, হাসান বসরী, আলী ইবনুল হুসাইন, যয়নুল আবেদীন এবং জমহুরের মতে, বিবাহের পূর্বে তালাক দেয়া অর্থহীন। অতএব যদি কেউ বলে, "আমি অমুক স্ত্রীলোককে বা অমুক বংশের অমুক ঘরের কোন মহিলাকে বা যে কোন মহিলাকে বিবাহ করলে সে তালাক হয়ে যাবে", তবে এটা একটা অর্থহীন কথা। এতে কারো উপর তালাক হবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আদম সন্তান যার মালিক নয় সে বিষয়ে তালাক দেয়ার অধিকারও তার নেই" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নং ২০৪৮, মুসনাদে আহমাদ)। তিনি আরো বলেছেন ঃ "বিবাহের পূর্বে কোন তালাক নেই" (ইবনে মাজা, নং ২০৪৮)।

ভিন্নমত পোষণকারীগণ এই হাদীস দু'টির জবাবে বলেছেন, এই হাদীসের নির্দেশ কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী নয় এমন কোন মহিলাকে বলে, 'তোমাকে তালাক' অথবা 'আমি তোমাকে তালাক দিলাম'। এরূপ ক্ষেত্রে এ ধরনের কথা অবশ্যই অর্থহীন হবে এবং এর কোন আইনগত কার্যকারিতা নাই। কিন্তু কেউ যদি বলে, 'আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি তবে তুমি তালাক হয়ে যাবে'–এটা বিবাহের পূর্বে তালাক দেয়া নয়, বরং সেই নারী যখন তার বিবাহিতা স্ত্রী হবে তখন তার উপর তালাক হওয়ার কথা এতে ঘোষিত হয়েছে বলে মনে করতে হবে। কাজেই এ ধরনের কথা অর্থহীন নয়। যখনই সে ঐ নারীকে বিবাহ করবে তখনই সে তালাক হয়ে যাবে।

তবে দারু কুতনীর দু'টি হাদীস ইমাম শাফিঈ এবং আহমাদের মত সুস্পষ্টভাবে সমর্থন করে। ইবনে উমার (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সে বলেছে, "আমি যেদিন অমুক মহিলাকে বিবাহ করবো সে তিন তালাক হয়ে যাবে"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "যে বিষয়ে মালিকানা নেই তাতে তালাকও নেই।" দ্বিতীয় হাদীসটি এই যে, আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা) বলেন, আমার এক চাচা আমাকে বললেন, আমাকে একটা কাজ করে দাও, আমার কন্যাকে তোমার সাথে বিবাহ দেবো। আমি জবাবে বললাম, আমি যদি তাকে বিবাহ করি তাহলে সে তালাক। ঘটনাচক্রে সেই মেয়ের সাথে আমার বিবাহের কথা ঠিক হলো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যাপারটি জানালে তিনি বলেন ঃ "তুমি তাকে বিবাহ করো, কেননা বিবাহের পরই তালাক দেয়া যেতে পারে" (লা তালাকা ইল্লা বাদান-নিকাহ)।

এ সম্পর্কে প্রতিপক্ষের জবাব হচ্ছে, যদি হাদীস দু'টি সহীহ হতো তাহলে কোন কথাই ছিলো না এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের উপর কারো নির্দেশ চলতে পারে না। কিন্তু হাদীস দু'টি সহীহ নয়। প্রথম হাদীসটির একজন রাবী হচ্ছেন আবু খালিদ ওয়াসিতী উমার ইবনে খালিদ। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন এবং দারু কুতনী বলেছেন, সে চরম মিথ্যাবাদী (كذاب)। ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়ায়হ এবং আবু যুরআ বলেছেন, সে মিথ্যা হাদীস প্রণয়নকারী। দ্বিতীয় হাদীসটির একজন রাবী হচ্ছে আলী ইবনে কারীন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন প্রমুখ তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম যায়লাঈ তার 'তাখরীজ আহাদীসিল হিদায়া' গ্রন্থে এবং কাসিম ইবনে কুতলুবুগা তার ফাতোয়ায় এই অলোচনা করেছেন। অতএব হাদীস দু'টি দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ مِنَ الْكَلاَمِ

যেসব বাক্যে তালাক সংঘটিত হয়।

٢٠٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ سَاَلْتُ الزُّهْرِيَّ اَيُّ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ فَقَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ اِلْحَقِيْ بِاَهْلِكِ .

২০৫০। আল-আওযাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যুহ্রী (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন স্ত্রী তাঁর থেকে আশ্রয় চেয়েছিলেন? তিনি বলেন, উরওয়া (র) আয়েশা (রা)-র বরাতে আমাকে অবহিত করেন যে, জাওন-এর কন্যা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে এবং তিনি তার সান্নিধ্যে যান তখন সে বলে, আমি আপনার থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি এক সুমহান সত্তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছ। অতএব তুমি তোমার পরিবারের সাথে গিয়ে মিলিত হও (চলে যাও)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ طَلاَقِ الْبَتَّةِ

চূড়ান্ত (বাত্তা) তালাক।

٢٠٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ جَرِيْرِ ابْنِ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ الْبَتَّةَ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ فَقَالَ مَا اَرَدْتَ بِهَا قَالَ وَاحِدَةً قَالَ اللّٰهِ مَا اَرَدْتَ بِهَا اِلاَّ وَاحِدَةً قَالَ اللّٰهِ مَا اَرَدْتُ بِهَا اِلاَّ وَاحِدَةً قَالَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَاجَةَ سَمِعْتُ اَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُوْلُ مَا اَشْرَفَ هٰذَا الْحَدِيْثَ . قَالَ ابْنُ مَاجَةَ اَبُوْ عُبَيْدٍ تَرَكَهُ نَاجِيَةً وَاَحْمَدُ جَبُنَ عَنْهُ .

২০৫১। আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (ইয়াযীদ) তার স্ত্রীকে চূড়ান্ত (বাত্তা) তালাক দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে (বিধান) জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বলেন ঃ তুমি এর দ্বারা কি নিয়াত করেছিলে? ইয়াযীদ (রা) বলেন, এক তালাকের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! তুমি কি এক তালাকেরই নিয়াত করেছিলে? ইয়াযীদ (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি এক তালাকেরই ইচ্ছা করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাঁর স্ত্রী ফেরত দিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ আত-তানাফিসীকে বলতে শুনেছি, এ হাদীসটি কতই না উত্তম! ইবনে মাজা (র) আরও বলেন, নাজিয়া (র) আবু উবায়দাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ইমাম আহ্মাদ তাকে দুর্বল বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ

স্বামী তার স্ত্রীকে তালাকের এখতিয়ার প্রদান করলে।

٢٠٥٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا .

২০৫২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (তাঁর স্ত্রীত্বে থাকা বা তাঁকে ত্যাগ করার) এখতিয়ার প্রদান করেন। আমরা তাঁকেই গ্রহণ করি। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে তালাক গণ্য করেন নাই।[৯]

---

৯. স্বামী যদি নিজের তালাকের অধিকার স্ত্রীর উপর ন্যস্ত করে এবং স্ত্রী যদি এই অধিকার প্রয়োগ করে, তবে এ ধরনের তালাককে আইনের পরিভাষায় 'তালাকে তাফবীয' (طلاق تفويض) বলে। ইমাম মালেকের মতে, তাফবীয তালাকের মাধ্যমে তিন তালাক অবতীর্ণ হয় এবং ইমাম শাফিঈর মতে এক রিজঈ (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাক হয়। ইমাম আহমাদও শাফিঈর অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। হানাফী মাযহাবের ফিক্হ গ্রন্থ হিদায়ায় উল্লেখ আছে, তাফবীয তালাকের মাধ্যমে এক রিজঈ তালাক অবতীর্ণ হয়। কেউ বলেছেন, এটা ভুল বশত বলা হয়েছে। অবার কেউ বলেছেন, এ সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে। একটি মত হচ্ছে, তাতে রিজঈ তালাক হয়। আর দ্বিতীয় মত হচ্ছে, এক বায়েন তালাক হয়। এই শেষোক্ত মতটিই নির্ভুল। কেননা 'শারহুল-বিকয়া' নামক ফিকহ্ গ্রন্থে এক বায়েন তালাকের কথা উল্লেখ আছে (অনুবাদক)।

٢٠٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ (وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ) دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكِ اَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ اَنْ لاَّ تَعْجَلِيْ فِيْهِ حَتّٰى تَسْتَاْمِرِيْ اَبَوَيْكِ قَالَتْ قَدْ عَلِمَ وَاللّٰهِ اَنَّ اَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا لِيَاْمُرَانِيْ بِفِرَاقِهِ قَالَتْ فَقَرَاَ عَلَيَّ (يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا...) اَلْاٰيَاتِ فَقُلْتُ فِيْ هٰذَا اَسْتَاْمِرُ اَبَوَيَّ قَدِ اخْتَرْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

২০৫৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াতটি নাযিল হলো (অনুবাদ) ঃ "যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি চাও" (৩৩ ঃ ২৯), তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট প্রবেশ করে বলেন, হে আয়েশা! আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করবো। তুমি তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে সে সম্পর্কে তাড়াহুড়া করে কিছু বলবে না। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি জানতেন যে, নিশ্চয় আমার পিতা-মাতা কখনো তাঁর থেকে আমার বিচ্ছেদের পক্ষে মত দিবেন না। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর তিনি আমাকে এই আয়াতটি পড়ে শুনান (অনুবাদ) ঃ "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও এর ভূষণ চাও... (৩৩ ঃ ২৮)। তখন আমি বললাম, এ সম্পর্কে আমার পিতা-মাতার সাথে আমি আর কি পরামর্শ করবো! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই গ্রহণ করলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْاَةِ

নারীর জন্য খোলা তালাক নিন্দনীয়।

٢٠٥٤- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَسْاَلُ الْمَرْاَةُ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِيْ غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيْحَ الْجَنَّةِ وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا .

২০৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে স্ত্রীলোক একান্ত অনন্যোপায় অবস্থা ছাড়া, স্বামীর নিকট তালাক দাবি করে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের (পথের) দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।[১০]

٢٠٥٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَاَةٍ سَاَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِىْ غَيْرِ مَا بَاْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ .

২০৫৫। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে নারী তার স্বামীর কাছে একান্ত অসুবিধা ছাড়া তালাক দাবি করে, তার জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণ হারাম (দা)।

---

১০. খোলা (خلع) শব্দের অর্থ খসিয়ে নেয়া, টেনে নেয়া। এর পারিভাষিক অর্থ স্বামীকে মাল দিয়ে 'খোলা' শব্দের মাধ্যমে নিজেকে তার বিবাহ-বন্ধন থেকে খসিয়ে নেয়া, মুক্ত করে নেয়া। ইসলামী শরীআত পুরুষকে যেভাবে অধিকার দিয়েছে যে, সে যে স্ত্রীকে পছন্দ করে না অথবা যার সাথে কোন রকমেই দাম্পত্য জীবন নির্বাহ করা সম্ভব নয়, তাকে সে তালাক দিতে পারে। অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও এ অধিকার দেয়া হয়েছে যে, সে যে স্বামীকে পছন্দ করে না অথবা যার সাথে তার ঘরসংসার করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়–সে তার কাছ থেকে নিজেকে খোলা করে নিতে পারে (সূরা বাকারা ঃ ২২৯ আয়াত দ্র.)। এ পর্যায়ে শরীআতের বিধানের দু'টি দিক রয়েছে। এর নৈতিক দিক এই যে, স্বামী অথবা স্ত্রী তালাক অথবা খোলার ক্ষমতা কেবল অনন্যোপায় অবস্থায় প্রয়োগ বা ব্যবহার করবে। শুধু মানসিক তৃপ্তির জন্য তালাক অথবা খোলাকে যেন তামাশার বস্তুতে পরিণত না করা হয়। এর আইনগত দিকের কাজ হচ্ছে, ব্যক্তির অধিকার নির্ধারণ ও তা সংরক্ষণ করা। তা পুরষকে যেমন তালাকের অধিকার দেয়, নারীকেও তেমন খোলার অধিকার দেয়, যেন প্রয়োজনবোধে উভয়ের জন্য বিবাহ-বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা সম্ভব হয়।

ইমাম আবু হানীফা (র) এবং মালেক (র)-র মতে খোলা আসলে তালাক। খোলা করার সাথে সাথে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। প্রথমবার অথবা দ্বিতীয়বার খোলা করার পর স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতি ও সমঝোতার ভিত্তিতে পুনরায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু তৃতীয়বার খোলা করার পর আর এ সুযোগ থাকে না। তিন তালাক দেয়া স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে ফিরিয়ে আনা যেরূপ জটিল, এ ক্ষেত্রেও সেই একই জটিলতার সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে ইমাম আহমাদের মতে, খোলা কোন তালাক (বিচ্ছেদ) নয়; বরং ফাস্খ (বাতিলকরণ)। অতএব যতবারই খোলা করা হোক, স্ত্রী নতুন স্বামী গ্রহণ ছাড়াই প্রথম স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ تَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا

খোলা তালাক দাবিকারিনী স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদ ফেরত নেয়া প্রসঙ্গে।

٢٠٥٦- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَمِيْلَةَ بِنْتَ سَلُوْلٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِيْ دِيْنٍ وَلاَ خُلُقٍ وَلٰكِنِّيْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلاَمِ لاَ أُطِيْقُهُ بُغْضًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَّأْخُذَ مِنْهَا حَدِيْقَتَهُ وَلاَ يَزْدَادَ .

২০৫৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সালূল-কন্যা জামীলা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি সাবিতের দীনদারী ও চরিত্রের ব্যাপারে কোন ত্রুটির অভিযোগ করছি না। কিন্তু আমি দীন ইসলামে (থেকে) কুফরী আচরণ অপছন্দ করি। আমি যে তাকে মনের দিক থেকে মোটেই বরদাশত করতে পারছি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ তুমি কি সাবিতের দেয়া বাগানটি ফেরত দিবে? তিনি বলেন, হাঁ। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিত (রা)-কে তার থেকে বাগানটি ফেরত নিতে বলেন এবং অতিরিক্ত কিছু নিতে বারণ করেন।

٢٠٥٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَكَانَ رَجُلاً دَمِيْمًا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَوْ لاَ مَخَافَةُ اللّٰهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِيْ وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

২০৫৭। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল-কন্যা হাবীবা (রা) সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে সামমাস (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। সাবিত (রা) ছিলেন কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট। হাবীবা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্‌র ভয় না থাকলে সাবিত যখন আমার নিকট আসে তখন অবশ্যই আমি তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কি তার বাগানটি ফেরত দিতে রাজি আছো? তিনি বলেন, হাঁ। রাবী বলেন, তিনি তার বাগানটি তাকে ফেরত দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দু'জনকে পৃথক করে দিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

খোলাকারিনী মহিলার ইদ্দাত।

٢٠٥٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِىُّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ ثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اسْحَاقَ اَخْبَرَنِىْ عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَ قُلْتُ لَهَا حَدِّثِيْنِىْ حَدِيْثَكِ قَالَتْ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِىْ ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَاَلْتُ مَاذَا عَلَىَّ مِنَ الْعِدَّةِ فَقَالَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْكِ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِكِ فَتَمْكُثِيْنَ عِنْدَهُ حَتّٰى تَحِيْضِيْنَ حَيْضَةً قَالَتْ وَاِنَّمَا تَبِعَ فِىْ ذٰلِكَ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ .

২০৫৮। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআব্বিয ইবনে আফরার কন্যা রুবাই (রা)-কে বললাম, তুমি তোমার ঘটনাটি আমাকে বলো তো। সে বললো, আমি আমার স্বামীর থেকে খোলা তালাক নিয়েছিলাম। অতঃপর আমি উসমান (রা)-এর নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কিরূপ ইদ্দাত পালন করতে হবে? তিনি বলেন, তোমাকে কোন ইদ্দাত পালন করতে হবে না। তবে তোমার স্বামী খুব কাছাকাছি সময়ে তোমার সাথে সহবাস করে থাকলে তোমাকে তার নিকট এক হায়েয কাল থাকতে হবে। রুবাই (রা) বলেন, উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেছেন, যা তিনি মরিয়ম আল-মাগালিয়ার ব্যাপারে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সাবিত ইবনে কায়েস (রা)-এর স্ত্রী এবং তিনি স্বামী থেকে খোলা তালাক নিয়েছিলেন।[১১]

---

১১. অধিকাংশ সাহাবা, তাবিঈ, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবু হানীফা ও কুফার আলেমগণ, ইমাম আহমাদ এবং ইসহাকের মতে খোলাও তালাকের মতই এক ধরনের তালাক। তাই খোলার ইদ্দাতও তালাকের ইদ্দাতের অনুরূপ হবে (অর্থাৎ তিন হায়েয)। কিন্তু অপর একদল সাহাবা ও তাবিঈর মতে, খোলার ক্ষেত্রে ইদ্দাত হচ্ছে মাত্র এক হায়েয। তাদের দলীল হচ্ছে, সাবিত ইবনে কায়েস (রা)-র স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে খোলা নিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক হায়েযকাল ইদ্দাত পালন করার নির্দেশ দেন (তিরমিযী, ১১২৪-১১২৫; আবু দাউদ, খোলা, ৪র্থ হাদীস)। হযরত উসমান (রা)-ও খোলার ক্ষেত্রে এক হায়েয ইদ্দাত পালনের নির্দেশ দেন (ইবনে মাজা, ২০৫৮; যাদুল মাআদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০)। ইবনে উমার (রা) বলেন, খোলাকৃত নারীর ইদ্দাত এক হায়েযকাল (আবু দাউদ, তালাক, বাব ফিল খুল্ই, ৫ম হাদীস) (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ الاِيْلاَءِ

ঈলা (স্ত্রীসহবাস না করার শপথ)।

২০৫৯- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَقْسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لاَّ يَدْخُلَ عَلٰى نِسَائِهِ شَهْرًا فَمَكَثَ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا حَتّٰى اِذَا كَانَ مَسَاءَ ثَلاَثِيْنَ دَخَلَ عَلَىَّ فَقُلْتُ اِنَّكَ اَقْسَمْتَ اَنْ لاَّ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ كَذَا يُرْسِلُ اَصَابِعَهُ فِيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَالشَّهْرُ كَذَا وَاَرْسَلَ اَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَاَمْسَكَ اِصْبَعًا وَاحِدًا الثَّالِثَةَ .

২০৫৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্মে শপথ করেন, এক মাস যাবত তাঁর স্ত্রীদের সংস্পর্শে যাবেন না। তিনি একাধারে ঊনত্রিশ দিন এভাবে কাটিয়ে দিলেন। অবশেষে তিরিশ দিনের সন্ধ্যা হলে তিনি আমার নিকট আসেন। আমি বললাম, আপনি তো শপথ করেছিলেন যে, আপনি এক মাস ধরে আমাদের সংস্পর্শে আসবেন না। তিনি বলেন ঃ মাস এভাবেও হয়। তিনি তাঁর দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ তিনবার সম্পূর্ণ উম্মুক্ত রেখে ইশারায় বলেন ঃ মাস এভাবেও হয়, তিনি পুনরায় (দুইবার পূর্বোক্ত নিয়মে দেখান) কিন্তু তৃতীয় বারে তিনি একটি আঙ্গুল মুষ্ঠিবদ্ধ রাখেন (অর্থাৎ মাস ঊনতিরিশ দিনেও হয়)।[১২]

২০৬০- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اٰلٰى لاَنَّ زَيْنَبَ رَدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ اَقْمَاتْكَ فَغَضِبَ ﷺ فَاٰلٰى مِنْهُنَّ .

---

১২. ইলা (ايلا) শব্দের অর্থ শপথ করা। স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি চার মাসের মধ্যে তোমার কাছে যাবো না (সহবাস করবো না) এরূপ প্রতিজ্ঞা করাকে ঈলা বলে। ঈলা সম্পর্কিত আয়াতে (সূরা বাকারা ঃ ২২৬) প্রতিজ্ঞা বা শপথ করার কথা উল্লেখ থাকাতে হানাফী এবং শাফিঈ মাযহাবের ফিক্‌হবিদগণ মনে করেন, স্বামী যখন স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক না রাখার প্রতিজ্ঞা করবে, কেবল তখনই ঈলা সম্পর্কিত নির্দেশ কার্যকর হবে। আর প্রতিজ্ঞা না করে যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ত্যাগ করা হয় তাহলে এ অবস্থায় যতো কালই অতিবাহিত হোক, সেখানে ঈলা সম্পর্কিত আয়াতের নির্দেশ প্রযোজ্য হবে না। মালিকী মাযহাবের ফিক্‌হবিদদের মতে, শপথ করা হোক বা না হোক-উভয় অবস্থায়ই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক না রাখার ব্যাপারে এই চার মাস সময়ই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য নির্দিষ্ট।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, মাকহুল, যুহরী প্রমুখ ইমামদের মতে, চার মাস শেষ হওয়ার পর স্ত্রী আপনা আপনিই তালাক হয়ে যাবে। তবে এক তালাকে রিজঈ হবে। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা), আবু দারদা (রা) এবং মদীনার অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের মতে চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে ব্যাপারটি আদালতে উথাপন করতে হবে। বিচারক হয় স্ত্রীকে গ্রহণ করতে, না হয় সম্পূর্ণ তালাক দিতে স্বামীকে নির্দেশ দিবেন। ইমাম মালেক (র) এবং শাফিঈ (র) এ মত গ্রহণ করেছেন (অনুবাদক)।

২০৬০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। যয়নব (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত উপঢৌকন তাঁকে ফেরত দেয়ার কারণে তিনি ঈলা করেছিলেন। আয়েশা (রা) বলেছিলেন, যয়নব তো আপনাকে অপমান করেছে! এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হন এবং তাদের সংস্পর্শে না আসার শপথ (ঈলা) করেন।

٢٠٦١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اٰلٰى مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ رَاحَ اَوْ غَدَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا مَضٰى تِسْعٌ وَعِشْرِيْنَ فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ .

২০৬১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কতক স্ত্রীর সংস্পর্শে না আসার জন্য এক মাসের ঈলা করেছিলেন। ঊনতিরিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর বিকালে অথবা সকালে তিনি (স্ত্রীদের নিকট) আসেন। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঊনতিরিশ দিন তো অতিবাহিত হয়েছে? তিন বলেন ঃ মাস ঊনতিরিশ দিনেও হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ الظِّهَارِ

যিহার প্রসঙ্গে।

٢٠٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ قَالَ كُنْتُ امْرَاً اَسْتَكْثِرُ مِنَ النِّسَاءِ لاَ اُرٰى رَجُلاً كَانَ يُصِيْبُ مِنْ ذٰلِكَ مَا اُصِيْبُ فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَاَتِىْ حَتّٰى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَبَيْنَمَا هِىَ تُحَدِّثُنِىْ ذَاتَ لَيْلَةٍ انْكَشَفَ لِىْ مِنْهَا شَىْءٌ فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا فَوَاقَعْتُهَا فَلَمَّا اَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلٰى قَوْمِىْ فَاَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِىْ وَقُلْتُ لَهُمْ سَلُوْا لِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا مَا كُنَّا نَفْعَلُ اِذاً يُنْزِلَ اللّٰهُ فِيْنَا كِتَابًا اَوْ يَكُوْنَ فِيْنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَوْلٌ فَيَبْقٰى عَلَيْنَا عَارُهُ وَلٰكِنْ سَوْفَ نُسَلِّمُكَ بِجَرِيْرَتِكَ اِذْهَبْ اَنْتَ فَاذْكُرْ شَاْنَكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَخَرَجْتُ حَتّٰى جِئْتُهُ فَاَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْتَ

بِذَاكَ فَقُلْتُ اَنَا بِذَاكَ وَهَا اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَابِرٌ لِحُكْمِ اللّٰهِ عَلَىَّ قَالَ فَاَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ قُلْتُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اَصْبَحْتُ اَمْلِكُ الاَّ رَقَبَتِىْ هٰذِهِ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ دَخَلَ عَلَىَّ مَا دَخَلَ مِنَ الْبَلاَءِ الاَّ بِالصَّوْمِ قَالَ فَتَصَدَّقْ اَوْ اَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ قُلْتُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هٰذِهِ مَا لَنَا عَشَاءٌ قَالَ فَاذْهَبْ اِلٰى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِىْ زُرَيْقٍ فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا اِلَيْكَ وَاَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا وَانْفِعْ بِبَقِيَّتِهَا .

২০৬২। সালামা ইবনে সাখ্র আল-বায়াদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নারীদের প্রতি অধিক আসক্ত ছিলাম। অন্য পুরুষের তুলনায় আমি তাদের সাথে বেশী সহবাসে লিপ্ত হতাম। রমযান মাস শুরু হলে আমি আমার স্ত্রীর সাথে যিহার করলাম। রমযান মাস প্রায় শেষ হতে যাচ্ছে। একদা রাতের বেলা সে আমার সাথে কথাবার্তা বলছিল। তখন তার দেহের একটি অংশ আমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেলো। আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং তার সাথে সহবাস করলাম। ভোর হলে আমি সকাল সকাল আমার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদেরকে আমার ঘটনাটি জানালাম। আমি তাদের বললাম, তোমরা আমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করো। তারা বললো, আমরা তা করতে পারবো না। হয়ত বা আল্লাহ আমাদের সম্পর্কে কিতাব (কুরআনের আয়াত) নাযিল করবেন অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এমন কিছু বলবেন, যা আমাদের জন্য লজ্জার কারণ হয়ে থাকবে। বরং আমরা তোমার অপরাধসহ তোমাকে সোপর্দ করবো। তুমি নিজেই গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তোমার ঘটনাটি বলো। রাবী বলেন, আমি রওয়ানা হয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আমার বিষয়টি তাঁকে জানালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি এটা করেছো? আমি বললাম, আমিই এটা করেছি। আমি এখানে আছি ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার প্রতি আল্লাহ্র যে হুকুম হয় তাতে আমি ধৈর্য ধারণ করবো। তিনি বলেনঃ একটি গোলামকে দাসত্বমুক্ত করো। আমি বললাম, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন! আমি আমার দেহটি ছাড়া আর কিছুর মালিক নই। তিনি বলেন ঃ তাহলে একাধারে দুই মাস রোযা রাখো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উপর যে বিপদ এসেছে, তা তো এই রোযার কারণেই। তিনি বলেন ঃ তাহলে দান-খয়রাত করো অথবা ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। রাবী বলেন, আমি বললাম, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন! আমরা এ রাতটি নিরন্ন অবস্থায় অতিবাহিত করেছি। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি বনূ যুরাইক-এর যাকাত বণ্টনকারীর নিকট যাও এবং তাকে বলো, সে যেন তোমাকে যাকাতের কিছু মাল দান করে। তা দিয়ে তুমি ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও এবং অবশিষ্ট যা থাকে তা নিজের উপকারে লাগাও।[১৩]

٢٠٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدَةَ ثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ تَبَارَكَ الَّذِىْ وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَىْءٍ اِنِّىْ لَاَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَيَخْفٰى عَلَيَّ بَعْضُهُ وَهِىَ تَشْتَكِىْ زَوْجَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ تَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكَلَ شَبَابِىْ وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِىْ حَتّٰى اِذَا كَبِرَتْ سِنِّىْ وَانْقَطَعَ وَلَدِىْ ظَاهَرَ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَشْكُوْ اِلَيْكَ فَمَا بَرِحَتْ حَتّٰى نَزَلَ جِبْرَائِيْلُ بِهٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ (قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْ اِلَى اللّٰهِ ....) .

২০৬৩। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, বরকতময় সেই সত্তা যাঁর শ্রবণশক্তি সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। আমি সালাবার কন্যা খাওলা (রা)-র কিছু কথা শুনলাম এবং কিছু কথা আমার অজ্ঞাত থেকে যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আমার যৌবন উপভোগ করেছে এবং আমি

---

১৩. 'যিহার' (ظهار) শব্দটি যাহ্‌র (ظهر) শব্দ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ সওয়ারী–যার উপর সওয়ার হওয়া যায়। জন্তুযানকে আরবী ভাষায় যাহ্‌র বলা হয়। কেননা এর পিঠের উপর সওয়ার হওয়া যায়, আরোহণ করা হয়। আইনের পরিভাষায় কোন মাহরাম স্ত্রীলোকের বা তার দেহের বিশেষ অংশের সাথে নিজের স্ত্রীকে তুলনা করাকে যিহার বলে। যেমন, 'তুমি আমার মায়ের মত' বা 'কন্যার মত' বা 'তুমি আমার জন্য এমন–যেমন আমার মায়ের পিঠ' ইত্যাদি। এর অর্থ হচ্ছে, তোমার সাথে সহবাস করা আমার জন্য হারাম। যিহার করা সুস্পষ্টভাবে কবীরা গুনাহ।

যিহারের আইনগত অবস্থা এই যে, যিহার করার সাথে সাথেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় না। স্ত্রী পূর্বের মত স্ত্রীই থেকে যায়, তবে সাময়িকভাবে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত যিহারের কাফ্‌ফারা আদায় না করা হবে, ততক্ষণ সে তার জন্য হারাম থাকবে এবং তার সাথে সহবাস করতে পারবে না। যিহারের কাফ্‌ফারা হিসাবে একটি দাস মুক্ত করতে হবে। এই সামর্থ্য না থাকলে বা দাস না পাওয়া গেলে একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে হবে। এই সামর্থ্যও না থাকলে ষাটজন মিসকীনকে (দুই বেলা) আহার করাতে হবে (সূরা মুজাদালা ঃ ৩ ও ৪; আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতিম) (অনুবাদক)।

আমার পেট থেকে তাকে অনেক সন্তান উপহার দিয়েছি। অবশেষে আমি যখন বার্ধক্যে উপনীত হলাম এবং সন্তানদানে অক্ষম হলাম, তখন সে আমার সাথে যিহার করেছে। হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে আমার অভিযোগ পেশ করছি। অতঃপর বেশী সময় অতিবাহিত না হতেই জিবরাঈল (আ) এই আয়াতগুলো নিয়ে অবতরণ করলেন (অনুবাদ)ঃ "আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে নিজের স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহ্র নিকটও ফরিয়াদ করছে ..." (সূরা মুজাদালা ঃ ১)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ الْمُظَاهِرِ يُجَامِعُ قَبْلَ اَنْ يُّكَفِّرَ

যিহারকারী কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে সহবাসে লিপ্ত হলে।

٢٠٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ اَنْ يُّكَفِّرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .

২০৬৪। সালামা ইবনে সাখ্র আল-বায়াদী (রা) থেকে বর্ণিত। কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে সহবাসে লিপ্ত হওয়া যিহারকারী সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একই কাফ্ফারা হবে (অর্থাৎ সহবাসের জন্য স্বতন্ত্র কাফফারা হবে না)।

٢٠٦٥-حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنِ امْرَاَتِهِ فَغَشِيَهَا قَبْلَ اَنْ يُّكَفِّرَ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى ذٰلِكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِى الْقَمَرِ فَلَمْ اَمْلِكْ نَفْسِىْ اَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَهُ اَلاَّ يَقْرَبَهَا حَتّٰى يُكَفِّرَ .

২০৬৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করে এবং কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে তার সাথে সহবাস করে। অতঃপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করে। তিনি বলেন ঃ এরূপ

করতে তোমাকে কিসে প্ররোচিত করলো! সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! চাঁদের আলোতে আমি তার পদদ্বয়ের মলের ঔজ্জ্বল্য দেখে ফেলি এবং নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে তার সাথে সহবাস করে বসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বর্ণনা শুনে হাসলেন এবং তাকে কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার নির্দেশ দিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ اللِّعَانِ

লিআন (অভিশাপযুক্ত শপথ)।

٢٠٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَ عُوَيْمِرٌ اِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ سَلْ لِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَاَتِه رَجُلاً فَقَتَلَهُ اَيُقْتَلُ بِه اَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَسَاَلَ عَاصِمٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَعَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّائِلَ ثُمَّ لَقِيَهُ عُوَيْمِرٌ فَسَاَلَهُ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ فَقَالَ صَنَعْتُ اَنَّكَ لَمْ تَاْتِنِيْ بِخَيْرٍ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَابَ السَّائِلَ فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللّٰهِ لاَتِيَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلاَسْاَلَنَّهُ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَهُ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيْهِمَا فَلاَعَنَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللّٰهِ لَئِنِ انْطَلَقْتُ بِهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَفَارَقَهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْمُرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَارَتْ سُنَّةً فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُنْظُرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِه اَسْحَمَ اَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيْمَ الْاَلْيَتَيْنِ فَلاَ اُرَاهُ اِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَاِنْ جَاءَتْ بِه اُحَيْمِرَ كَاَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ اُرَاهُ اِلاَّ كَاذِبًا قَالَ فَجَاءَتْ بِه عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوْهِ .

২০৬৬। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উয়াইমির (রা) আসেম ইবনে আদী (রা)-এর নিকট এসে বলেন, আপনি আমার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করুন যে, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে অপর কোন পুরুষ লোককে পেয়ে তাকে হত্যা করে, তাহলে কি এর প্রতিশোধে তাকেও

হত্যা করা হবে অথবা কি করা হবে? আসিম (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারীর প্রশ্ন অপছন্দ করেন। উয়াইমির (রা) আসেম (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি করেছেন? আসেম (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করেছি। তুমি কোন শুভ বিষয় আমার নিকট পৌঁছাওনি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা অপছন্দ করেন। উয়াইমির (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করবো। অতএব তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে দেখেন যে, এইমাত্র তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হয়েছে। তিনি তাদের উভয়কে লিআন করান। উয়াইমির (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি তাকে নিয়ে (স্ত্রী হিসাবে) বাড়ি যাই, তাহলে আমি তার উপর যেনার মিথ্যা অভিযোগ আরোপকারী সাব্যস্ত হবো। এই বলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ দানের আগেই তাকে তালাক দেন। পরবর্তীতে লিআনকারীদ্বয়ের ব্যাপারে এটাই বিধানরূপে ধার্য হয়। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা এই নারীর প্রতি লক্ষ্য রাখো। সে যদি কৃষ্ণকায়, বড় চোখবিশিষ্ট ও মোটা নিতম্ববিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে আমি মনে করবো যে, উয়াইমির সত্যবাদী। আর যদি সে এমন লাল বর্ণের সন্তান প্রসব করে, যা মনে হয় লাল রংয়ের কীট, তবে আমি মনে করবো যে, উয়াইমির মিথ্যাবাদী। রাবী বলেন, সেই নারী একটি কৃষ্ণকায় সন্তান প্রসব করেছিল।[১৪]

---

১৪. লিআন (لعان) শব্দের অর্থ 'অভিশাপযুক্ত শপথ।' স্বামী যদি স্ত্রীর উপর যেনার অভিযোগ আনে অথবা সন্তানকে এই বলে অস্বীকার করে যে, এ সন্তান তার ঔরসজাত নয় এবং এর সপক্ষে কোন চাক্ষুস সাক্ষ্য-প্রমাণও না থাকে, অপরদিকে স্ত্রীও যদি তার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে–এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে অথবা যে কোন একজনকে নিজ দাবির সমর্থনে বিচারকের সামনে নির্দিষ্ট পন্থায় শপথ করতে হয়। এই শপথকে ফিক্‌হের পরিভাষায় লিআন (অভিশাপযুক্ত শপথ) বলে। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَآءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ . وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ . وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ . وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ .

"আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সম্পর্কে (যেনার) অভিযোগ তোলে এবং তাদের কাছে তাদের নিজেদের ছাড়া অপর কোন সাক্ষী না থাকে, তাহলে তাদের মধ্যের এক ব্যক্তির সাক্ষ্য (এই যে, সে) চারবার আল্লাহ্র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিবে যে, সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী।

٢٠٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ قَالَ اَنْبَانَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَاَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيْكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْبَيِّنَةُ اَوْ حَدٌّ فِىْ ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلاَلُ بْنُ اُمَيَّةَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنِّىْ لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللّٰهُ فِىْ اَمْرِىْ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِىْ قَالَ فَنَزَلَتْ (وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَآءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ) حَتّٰى بَلَغَ (وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ) فَانْصَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِمَا فَجَاءَا فَقَامَ هِلاَلُ بْنُ اُمَيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْ تَائِبٍ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ قَالُوْا لَهَا اِنَّهَا لَمُوْجِبَةٌ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّاَتْ وَنَكَصَتْ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهَا سَتَرْجِعُ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لاَ اَفْضَحُ قَوْمِىْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُنْظُرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الاَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ لاَ مَا مَضٰى مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَانَ لِىْ وَلَهَا شَاْنٌ .

আর পঞ্চমবারে বলবে যে, সে যদি (তার আনীত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত। আর স্ত্রীলোকটির শাস্তি এভাবে রহিত হতে পারে যে, সে চারবার আল্লাহ্র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিবে যে, এই ব্যক্তি (তার আনীত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবারে বলবে যে, এই দাসীর উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত হোক–যদি সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী হয়" (সূরা নূর ঃ ৬-৯)।

লিআন করার পর বৈবাহিক সম্পর্কের পরিণতি কি হবে? ইমাম শাফিঈর মতে, স্বামী যে মুহূর্তে লিআন করা শেষ করবে–ঠিক তখনই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, স্ত্রী লিআন করুক আর নাই করুক। ইমাম মালেক (র)-র মতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের লিআন শেষ হওয়ার পর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হবে। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে, লিআন দ্বারা সরাসরি বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় না। বরং আদালত কর্তৃক বিচ্ছেদ করলেই কেবল বিচ্ছেদ হয়। স্বামী নিজে তালাক দিলেই উত্তম। অন্যথায় বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘোষণা করবেন।

ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও আবু ইউসুফের মতে, যে স্বামী-স্ত্রী লিআনের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হয়েছে–তারা চিরদিনের জন্য পরস্পরের প্রতি হারাম। তারা পুনরায় কখনো পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদের মতে, স্বামী যদি নিজের অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করে নেয় এবং "যেনার মিথ্যা অপবাদের" শাস্তি ভোগ করে, তাহলে তারা পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। অন্যথায় পুনর্বার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম (অনুবাদক)।

২০৬৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। হেলাল ইবনে উমাইয়্যা (রা) তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শরীক ইবনে সাহ্‌মার সাথে যেনায় লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রমাণ পেশ করো অন্যথায় তোমার পিঠে হদ্দ কার্যকর হবে। হেলাল ইবনে উমাইয়্যা (রা) বলেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! আমি অবশ্যই সত্যবাদী এবং আল্লাহ্ আমার অভিযোগের ব্যাপারে এমন বিধান নাযিল করবেন, যা আমার পিঠকে হদ্দ থেকে রক্ষা করবে। তখন এই আয়াত নাযিল হলো (অনুবাদ ঃ) "আর যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি যেনার অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নাই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহ্‌র লানত" (সূরা নূর ঃ ৬৭)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে তাদের দু'জনকে ডেকে পাঠান। তারা উপস্থিত হলে প্রথমে হেলাল ইবনে উমাইয়্যা (রা) দাঁড়িয়ে শপথ করেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন যে, তোমাদের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী। অতএব কেউ তওবা করবে কি? অতঃপর স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলো। পঞ্চমবারে সে যখন বলতে যাচ্ছিল যে, সে (স্বামী) সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর আল্লাহ্‌র গযব পতিত হোক, তখন লোকেরা তাকে বললো, এটি কিন্তু অবধারিতকারী বাক্য। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সেই নারী তখন আর কিছু না বলে থেমে গিয়ে পিছনে হটে গেলো। শেষে আমরা মনে করলাম, সে হয়তো ফিরে যাবে (বিরত থাকবে)। কিন্তু সে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমার সম্প্রদায়কে চিরদিনের জন্য কালিমালিপ্ত করতে পারি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তার প্রতি লক্ষ্য রেখো। সে যদি সুরমাদীপ্ত চোখ, মাংসল নিতম্ব ও মাংসল পদযুগলবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে এটি শরীক ইবনে সাহ্‌মার। অতঃপর সে এই ধরনের সন্তানই প্রসব করলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কিতাবে আগেই যদি (লিআনকারীর) বিধান না দেয়া থাকতো, তাহলে তার ও আমার মধ্যে একটা কিছু ঘটে যেত (তাকে শাস্তি দিতাম)।

٢٠٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا فِى الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ رَجُلٌ لَوْ اَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَاَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوْهُ وَاِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوْهُ وَاللّٰهِ لاَذْكُرَنَّ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَاتِ اللِّعَانِ ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَقْذِفُ امْرَاَتَهُ فَلاَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا وَقَالَ عَسٰى اَنْ تَجِيْءَ بِهِ اَسْوَدَ فَجَاءَتْ بِهِ اَسْوَدَ جَعْدًا .

২০৬৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমুআর রাতে মসজিদে অবস্থানরত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বললো, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে অপর কোন ব্যক্তিকে (অপকর্মে লিপ্ত) পেয়ে তাকে হত্যা করে, তাহলে তোমরা তাকে হত্যা করবে। আর যদি সে যেনার অপবাদ দেয়, তাহলে তোমরা তাকে অবশ্যি বেত্রাঘাতে জর্জরিত করবে। আল্লাহ্র শপথ! আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বিষয়টি তুলে ধরবো। অতএব সে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করলে আল্লাহ তাআলা লিআন সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করেন। অতঃপর লোকটি তার স্ত্রীর প্রতি যেনার অপবাদসহ হাযির হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে লিআন করান এবং সাথে সাথে আরও বলেন ঃ হয়তো সে একটি কৃষ্ণকায় সন্তান প্রসব করবে। পরে সে কৃষ্ণকায় ও কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট একটি বাচ্চা প্রসব করে।

٢٠٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَاَتَهُ وَانْتَفٰى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْاَةِ .

২০৬৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে লিআন করায় এবং তার গর্ভের সন্তানকে অস্বীকার করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন এবং সন্তানটি উক্ত নারীর সাথে যুক্ত করেন।

٢٠٧٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُوْرِيُّ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ ثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ امْرَاَةً مِنْ بَلْعِجْلاَنَ فَدَخَلَ بِهَا فَبَاتَ عِنْدَهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ مَا وَجَدْتُّهَاعَذْرَاءَ فَرُفِعَ شَاْنُهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَسَاَلَهَا فَقَالَتْ بَلٰى قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ فَاَمَرَ بِهِمَا فَتَلاَعَنَا وَاَعْطَاهَا الْمَهْرَ .

২০৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বালইজলান গোত্রের এক নারীকে বিবাহ করে। অতঃপর সে তার ঘরে প্রবেশ করে তার সাথে রাত কাটায়। ভোর হলে সে বললো, আমি তাকে কুমারী পাইনি। তার বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করা হলে তিনি যুবতীকে ডেকে পাঠান। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, হাঁ, অবশ্যই আমি কুমারী ছিলাম। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলে তারা উভয়ে লিআন করে। তিনি তাকে মোহরানা প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

٢٠٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِىُّ عَنْ ضَمْرَةَ ابْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُنَّ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُوْدِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوْكِ وَالْمَمْلُوْكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ .

২০৭১। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ চার ধরনের দম্পতির মধ্যে লিআনের বিধান প্রযোজ্য নয় ঃ মুসলিম ব্যক্তির বিবাহাধীন খৃস্টান নারী, মুসলিম ব্যক্তির বিবাহাধীন ইহূদী নারী, ক্রীতদাসের বিবাহাধীন স্বাধীনা নারী এবং স্বাধীন পুরুষের বিবাহাধীন ক্রীতদাসী।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

بَابُ الْحَرَامِ

কোন বৈধ বিষয় হারাম করা সম্পর্কে।

٢٠٧٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اٰلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَلاَلَ حَرَامًا وَجَعَلَ فِى الْيَمِيْنِ كَفَّارَةً .

২৯৭২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সংস্পর্শে না আসার শপথ (ঈলা) করে হালালকে হারাম করেন। ফলে তিনি (তাঁর জন্য) হালাল বিষয়টি হারাম করলেন এবং শপথ ভঙ্গের জন্য কাফফারা প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

٢٠٧٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيٰ ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِى الْحَرَامِ يَمِيْنٌ . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

২০৭৩। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, হালাল বস্তু (নিজের উপর) হারাম করা শপথরূপে গণ্য হবে। ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন ঃ "তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে রয়েছে অনুসরণীয় আদর্শ" (সূরা আহযাব ঃ ২১)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

بَابُ خِيَارِ الْاَمَةِ اِذَا اُعْتِقَتْ

দাসী দাসত্বমুক্ত হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ রদের এখতিয়ার লাভ করে।

٢٠٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَعْتَقَتْ بَرِيْرَةَ فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ .

২০৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরাকে দাসত্বমুক্ত করে দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (তার বিবাহ বন্ধন বহাল রাখা বা না রাখার) এখতিয়ার দেন। তার স্বামী ছিল স্বাধীন পুরুষ।

٢٠٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيْثٌ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ يَطُوْفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِىْ وَدُمُوْعُهُ تَسِيْلُ عَلٰى خَدِّهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِلْعَبَّاسِ يَا عَبَّاسُ اَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيْثٍ بَرِيْرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيْرَةَ مُغِيْثًا فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَاِنَّهُ اَبُوْ وَلَدِكِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَاْمُرُنِىْ قَالَ اِنَّمَا اَشْفَعُ قَالَتْ لاَ حَاجَةَ لِىْ فِيْهِ .

২০৭৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার স্বামী মুগীছ ছিল ক্রীতদাস। আমি যেন তাকে দেখছি যে, সে বারীরার পিছে পিছে ছুটছে আর কাঁদছে এবং তার চোখের অশ্রু তার গাল বেয়ে পড়ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস (রা)-কে বলেন ঃ হে আব্বাস! বারীরার প্রতি মুগীছের প্রেম এবং মুগীছের প্রতি বারীরার ঘৃণাতে কি আপনি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন না! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরাকে বললেন ঃ তুমি যদি তার কাছে ফিরে যেতে। কেননা সে তোমার সন্তানের পিতা। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন? তিনি বলেন ঃ আমি কেবল সুপারিশ করছি। সে বললো, তাকে আমার প্রয়োজন নাই।

٢٠٧٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَضٰى فِىْ بَرِيْرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ خُيِّرَتْ حِيْنَ اُعْتِقَتْ وَكَانَ

زَوْجُهَا مَمْلُوكًا وكَانُوا يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا فَتُهْدِيْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَقُولُ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ وَقَالَ الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ .

২০৭৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার প্রসঙ্গ থেকে শরীআতের তিনটি বিধান জারী হয়েছে। তাকে দাসত্বমুক্ত করার পর তাকে তার ক্রীতদাস স্বামীর বিবাহাধীনে থাকা বা না থাকার এখতিয়ার দেয়া হয়। লোকেরা তাকে পর্যাপ্ত দান-খয়রাত করতো। সে তা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপঢৌকন দিতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ তা তার জন্য সদাকা (দান) কিন্তু আমাদের বেলায় উপঢৌকন। তার প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আযাদকারী ব্যক্তিই ওয়ালাআর (অভিভাবকত্বের) অধিকারী।

٢٠٧٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُمِرَتْ بَرِيْرَةُ اَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاَثِ حِيَضٍ .

২০৭৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরাকে তিন হায়েযকাল ইদ্দাত পালনের নির্দেশ দেয়া হয়।

٢٠٧٨-حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَيَّرَ بَرِيْرَةَ .

২০৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরাকে (বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখা বা না রাখার) এখতিয়ার প্রদান করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

بَابٌ فِيْ طَلاَقِ الْاَمَةِ وَعِدَّتِهَا

দাসীর তালাক ও তার ইদ্দাতকাল।

٢٠٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالاَ ثَنَا عُمَرُ ابْنُ شَبِيْبٍ الْمُسْلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلاَقُ الْاَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ .

২০৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ক্রীতদাসীর তালাক হচ্ছে দুইবার এবং তার ইদ্দাত দুই হায়েযকাল।

٢٠٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُظَاهِرِ ابْنِ اَسْلَمَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ طَلاَقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَقُرُوْءُهَا حَيْضَتَانِ . قَالَ اَبُوْ عَاصِمٍ فَذَكَرْتُهُ لِمُظَاهِرٍ فَقُلْتُ حَدِّثْنِيْ كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ فَاَخْبَرَنِيْ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ طَلاَقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَقُرُوْءُهَا حَيْضَتَانِ .

২০৮০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ক্রীতদাসীর তালাক হচ্ছে দু'টি এবং তার ইদ্দাত দুই হায়েযকাল। আবু আসেম (র) বলেন, আমি মুযাহিরকে বললাম, আপনি ইবনে জুরাইজের নিকট যেভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আমার কাছেও তদ্রূপ তা বর্ণনা করুন। অতএব তিনি কাসিমের সূত্রে, তিনি আয়েশা (রা)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্রীতদাসীর তালাক হচ্ছে দু'টি এবং তার ইদ্দাত দুই হায়েযকাল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

بَابُ طَلاَقِ الْعَبْدِ

ক্রীতদাসের তালাক।

٢٠٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا يَحْىَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَيُّوْبَ الْغَافِقِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ سَيِّدِيْ زَوَّجَنِيْ اَمَتَهُ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا قَالَ فَصَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ اَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ اَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيْدُ اَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنَهُمَا اِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ اَخَذَ بِالسَّاقِ .

২০৮১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনিব তার বাঁদীকে আমার সাথে বিবাহ দিয়েছে। এখন সে আমার ও আমার স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে আরোহণ করলেন, অতঃপর বলেন ঃ হে লোকসকল! তোমাদের কারো এরূপ আচরণ কেন যে, সে তার গোলামের সাথে তার বাঁদীর বিবাহ দেয়, অতঃপর তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়? নারীর উরু স্পর্শ করা যার জন্য বৈধ, তালাকের অধিকার তার।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

بَابُ مَنْ طَلَّقَ اَمَةً تَطْلِيْقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا

কেউ দাসীকে দুই তালাক দেয়ার পর তাকে ক্রয় করলে।

٢٠٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ عَنْ اَبِي الْحَسَنِ مَوْلٰى بَنِيْ نَوْفَلٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ تَطْلِيْقَتَيْنِ ثُمَّ اُعْتِقَا يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ عَمَّنْ قَالَ قَضٰى بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ لَقَدْ تَحَمَّلَ اَبُو الْحَسَنِ هٰذَا صَخْرَةً عَظِيْمَةً عَلٰى عُنُقِهِ .

২০৮২। বনূ নাওফালের মুক্তদাস আবুল হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-কে একটি গোলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সে তার স্ত্রীকে দুই তালাক দিয়েছে, পরে তাদের উভয়কে দাসত্বমুক্ত করা হয়েছে, সে কি তাকে বিবাহ করতে পারে? তিনি বলেন, হাঁ। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কার বরাতে বলছেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ ফয়সালা দিয়েছেন। রাবী আবদুর রায্যাক (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুরবারক (র) বলেছেন যে, আবুল হাসান (র) তার ঘারে এই মস্তবড় পাথরটি বহন করেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

بَابُ عِدَّةِ اُمِّ الْوَلَدِ

উম্মুল ওয়ালাদ-এর ইদ্দাত।

٢٠٨٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لاَ تُفْسِدُوْا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ عِدَّةُ اُمِّ الْوَلَدِ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

২০৮৩। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আমাদের সামনে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে বিপর্যস্ত করো না। উম্মুল ওয়ালাদের ইদ্দাত চার মাস দশ দিন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

بَابُ كَرَاهِيَةِ الزِّيْنَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

যে মহিলার স্বামী মারা গেছে ইদ্দাত চলাকালে তার রূপচর্চা করা মাকরূহ।

٢٠٨٤-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا يَحْيَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ اَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ اُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ اَنَّهَا سَمِعَتْ اُمَّ سَلَمَةَ وَاُمَّ حَبِيْبَةَ تَذْكُرَانِ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِىَ تُرِيْدُ اَنْ تَكْحَلَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَانَتْ اِحْدَاكُنَّ تَرْمِىْ بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَاْسِ الْحَوْلِ وَاِنَّمَا هِىَ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

২০৮৪। যয়নব বিনতে উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সালামা ও উম্মু হাবীবা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, এক স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। এখন তার চোখে অসুখ দেখা দিয়েছে, তাই সে তার চোখে সুরমা লাগাতে চায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের অবস্থা এরূপ ছিলো যে, কোন নারী এক বছর পূর্ণ হলে পর গোবর ছিটিয়ে ইদ্দাত সমাপ্ত করতো। এখন তা কেবল চার মাস দশ দিন ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

بَابُ هَلْ تُحِدُّ الْمَرْاَةُ عَلٰى غَيْرِ زَوْجِهَا

স্বামী ব্যতীত অপরের মৃত্যুতে মহিলারা কি রূপর্চচা বর্জন করবে?

٢٠٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ .

২০৮৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন নারীর জন্য স্বামী ব্যতীত অপর কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক রূপচর্চা বর্জন (বা শোক পালন) করা বৈধ নয়।

٢٠٨٦- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ .

২০৮৬। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য স্বামী ব্যতীত অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক রূপচর্চা বর্জন করা (বা শোক পালন করা) বৈধ নয়।

٢٠٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُحِدُّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ امْرَاَةٌ تُحِدُّ عَلٰى زَوْجِهَا اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا اِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَطَيَّبُ اِلاَّ عِنْدَ اَدْنٰى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ اَوْ اَظْفَارٍ .

২০৮৭। উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন নারী মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করবে না। তবে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। সে রঙ্গীন বস্ত্র পরিধান করবে না, তবে ইয়ামনের বিশেষ ধরনের রঙ্গীন চাদর পরতে পারবে। সুরমা ও সুগন্ধি ব্যবহার করবে না, তবে হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার সময় গোসলের বেলায় সামান্য কস্তুরী ও চন্দন ব্যবহার করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

بَابُ الرَّجُلِ يَاْمُرُ اَبُوْهُ بِطَلاَقِ امْرَاَتِهِ

পিতা পুত্রকে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে নির্দেশ দিলে।

٢٠٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ تَحْتِى امْرَاَةٌ وَكُنْتُ اُحِبُّهَا وَكَانَ اَبِىْ يُبْغِضُهَا فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اُطَلِّقَهَا فَطَلَّقْتُهَا .

২০৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক স্ত্রী ছিলো। তাকে আমি খুব ভালোবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। উমার (রা) বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করেন। তিনি তাকে তালাক দেয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেন। অতএব আমি তাকে তালাক দিলাম।

٢٠٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ رَجُلاً اَمَرَهُ اَبُوهُ اَوْ اُمُّهُ (شَكَّ شُعْبَةُ) اَنْ يُطَلِّقَ امْرَاَتَهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةَ مُحَرَّرٍ فَاَتَى اَبَا الدَّرْدَاءِ فَاذَا هُوَ يُصَلِّى الضُّحٰى وَيُطِيْلُهَا وَصَلّٰى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَسَاَلَهُ فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ اَوْفِ بِنَذْرِكَ وَبَرَّ وَالِدَيْكَ . وَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَحَافِظْ عَلٰى وَالِدَيْكَ اَوِ اتْرُكْ .

২০৮৯। আবু আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তিকে তার পিতা অথবা তার মা তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দেয়। এদিকে সে শপথ করে বললো যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিলে তাকে এক শত গোলাম দাসত্বমুক্ত করতে হবে। এমতাবস্থায় সে আবু দারদা (রা)-এর নিকট হাযির হলো। তখন তিনি চাশতের নামায পড়ছিলেন এবং তিনি তা দীর্ঘায়িত করেন। আর যোহর ও আসরের মাঝেও তিনি নামায পড়তেন। লোকটি তাকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে আবু দারদা (রা) বলেন, তোমার মানত পূর্ণ করো এবং তোমার পিতা-মাতার হুকুমও পালন করো। আবু দারদা (রা) আরও বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পিতা হচ্ছে জান্নাতের উত্তম দরজা। অতএব তুমি তোমার পিতা-মাতার অধিকার সংরক্ষণ করো কিম্বা ত্যাগ করো।

অধ্যায় ঃ ১১

كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ

(কাফ্ফারাসমূহ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِيْ كَانَ يَحْلِفُ بِهَا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল শব্দে শপথ করতেন।

٢٠٩٠ - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِيْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا حَلَفَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ .

২০৯০। রিফাআ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ করলে বলতেনঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ।

٢٠٩١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِيْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ عَرَابَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ كَانَتْ يَمِيْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِيْ يَحْلِفُ بِهَا اَشْهَدُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ .

২০৯১। রিফাআ ইবনে ইরাবা আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শব্দ দ্বারা শপথ করতেন তা ছিল ঃ আমি আল্লাহ্র নিকট সাক্ষ্য দিচ্ছি; সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ।

٢٠٩٢ - حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتْ اَكْثَرُ اَيْمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ وَمُصَرِّفِ الْقُلُوْبِ .

২০৯২। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ শপথ ছিল ঃ না, অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারীর শপথ।

٢٠٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَتْ يَمِيْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ .

২০৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শপথ ছিল ঃ না, আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ النَّهْىِ اَنْ يَّحْلِفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ

আল্লাহ ব্যতীত অপর কিছুর নামে শপথ করা নিষেধ।

٢٠٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَهُ يَحْلِفُ بِاَبِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَمَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلاَ اٰثِرًا .

২০৯৪। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রা)-কে তার পিতার নামে শপথ করতে শুনলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। উমার (রা) বলেন, এরপর থেকে আমি আর কখনো এভাবে শপথ করিনি বা অন্যের বরাতেও তা উল্লেখ করিনি (বু, মু, তি ১৪৭৫)।

٢٠٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحْلِفُوْا بِالطَّوَاغِىْ وَلاَ بِاٰبَائِكُمْ .

২০৯৫। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা দেব-দেবী ও তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করো না।

٢٠٩٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِىْ يَمِيْنِهِ بِاللاَّتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

২০৯৬। আবু হারায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি শপথ করতে গিয়ে বললো, লাত ও উয্যার শপথ। সে যেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে।

٢٠٩٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ قَالاَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ حَلَفْتُ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَّسَارِكَ ثَلاَثًا وَتَعَوَّذْ وَلاَ تَعُدْ .

২০৯৭। সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি লাত ও উয্যার নামে শপথ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বলো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু" (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই)। অতঃপর তুমি তিনবার বামদিকে থুথু নিক্ষেপ করো এবং শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো, আর কখনো এর পুনরাবৃত্তি করো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلاَمِ

কেউ দীন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের নামে শপথ করলে।

٢٠٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْاِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ .

২০৯৮। সাবিত ইবনুদ দাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দীন ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের মিথ্যা শপথ করলো, সে যেরূপ বলেছে সে তদ্রূপ (বু, মু, তি ১৪৮৫, না মা, আ)।

٢٠٩٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يَقُوْلُ اَنَا اِذاً لَيَهُوْدِيٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَبَتْ

২০৯৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ আমি যদি এরূপ করি তবে আমি ইহূদী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অবধারিত হয়ে গেলো।

٢١٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ الْبَجَلِيُّ ثَنَا الْفَضْلُ ابْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ اِنِّىْ بَرِئٌ مِّنَ الْاِسْلَامِ فَاِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَاِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ اِلَيْهِ الْاِسْلَامُ سَالِمًا .

২১০০। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বললো, আমি ইসলাম থেকে মুক্ত, সে যদি মিথ্যা বলে থাকে তবুও সে যা বলেছে তাই। আর যদি সে সত্য বলে থাকে তবুও ইসলাম তার কাছে নিরাপদে ফিরে আসবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ مَنْ حَلَفَ لَهُ بِاللّٰهِ فَلْيَرْضَ

যার জন্য আল্লাহ্‌র নামে শপথ করা হয়, সে যেন তাতে সন্তুষ্ট হয়।

٢١٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَحْلِفُ بِاَبِيْهِ فَقَالَ لَا تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ بِاللّٰهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللّٰهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللّٰهِ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ .

২১০১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তার পিতার নামে শপথ করতে শুনে বলেন ঃ তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করো না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে সে যেন তা সত্যে পরিণত করে। আর যার জন্য আল্লাহ্‌র নামে শপথ করা হয়, সে যেন তাতে সন্তুষ্ট হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে সন্তুষ্ট হয় না, আল্লাহ্‌র সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না।

٢١٠٢- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ ابْنِ يَحْىَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ رَاٰى عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ اَسَرَقْتَ قَالَ لَا وَالَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيْسٰى اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِىْ .

২১০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখে বললেন, তুমি চুরি করলে? সে বললো, না, সেই সত্তার শপথ যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। তখন ঈসা (আ) বললেন, আমি আল্লাহ্র উপর ঈমান আনলাম এবং আমার চোখকে অবিশ্বাস করলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ الْيَمِيْنِ حِنْثٌ اَوْ نَدَمٌ

শপথ হয় গুনাহ অথবা অনুতাপের কারণ।

٢١٠٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْحَلْفُ حِنْثٌ اَوْ نَدَمٌ .

২১০৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বস্তুত শপথ হলো গুনাহ অথবা অনুতাপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ الْاِسْتِثْنَاءِ فِى الْيَمِيْنِ

শপথের সাথে ইনশাআল্লাহ যুক্ত করা।

٢١٠٤- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَهُ ثُنْيَاهُ .

২১০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি শপথ করলো এবং ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চান) বললো, তার প্রতি শপথ ভংঙ্গের দায় বর্তায় না (তি)।

٢١٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنٰى اِنْ شَاءَ رَجَعَ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَانِثٍ .

২১০৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার শপথের সাথে ইনশাআল্লাহ যুক্ত করলো, সে চাইলে শপথ থেকে ফিরে যেতে পারে অথবা তা পরিত্যাগও করতে পারে। তাতে সে শপথ ভঙ্গকারী নয়।

٢١٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً قَالَ مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنٰى فَلَنْ يَّحْنَثَ .

২১০৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি শপথের সাথে ইনশাআল্লাহ্ যুক্ত করে, সে শপথ ভঙ্গকারী নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَاب مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا

কেউ শপথ করার পর তার বিপরীত করা কল্যাণকর প্রতিভাত হলে।

٢١٠٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَاَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَهْطٍ مِّنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ مَا عِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اُتِىَ بِاِبِلٍ فَاَمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةِ اِبِلٍ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرٰى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ اَلاَّ يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا ارْجِعُوْا بِنَا فَاَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ اَنْ لاَّ تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللّٰهُ حَمَلَكُمْ اِنِّىْ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا اِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَّمِيْنِىْ وَاَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ اَوْ قَالَ اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَّمِيْنِىْ .

২১০৭। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আশআরীদের একটি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জন্তুযান চাইতে এসেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমাদের জন্য জন্তুযানের ব্যবস্থা করতে অক্ষম। রাবী বলেন, আমরা আল্লাহ্র ইচ্ছায় সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলাম। অতঃপর কিছু সংখ্যক উট এসে গেলো। তখন তিনি আমাদের উজ্জ্বল কুঁজবিশিষ্ট তিনটি উট দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় আমাদের একজন অপরজনকে বললো, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

জন্তুযান চাইতে এসেছিলাম। তিনি শপথ করে বলেছিলেন যে, তিনি আমাদের জন্তুযান দিতে অপরাগ। পরে আবার তিনি আমাদের তা দিলেন। কাজেই চলো আমরা তাঁর নিকট ফিরে যাই। অতএব আমরা তাঁর নিকট ফিরে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার নিকট যন্তুযান চাইতে এসেছিলাম। আপনি শপথ করে বলেছিলেন যে, আপনি আমাদের জন্তুযান দিতে অক্ষম। এরপর আপনি আমাদের জন্তুযান দিলেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমাদের বাহনের ব্যবস্থা করিনি, আল্লাহ্‌ই তোমাদের বাহনের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ পাকের মর্জি আমি শপথ করার পর তার বিপরীতে কল্যাণ দেখতে পেলে আমি শপথ ভঙ্গের কাফফারা আদায় করি, অতঃপর কল্যাণকর কাজটি করি। অথবা তিনি বলেন ঃ আমি সেই ভালো কাজটি করি এবং আমার শপথ ভঙ্গের কাফফারা শোধ করি।

٢١٠٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيَاْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَّمِيْنِهِ .

২১০৮। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি শপথ করার পর তার বিপরীতে কল্যাণ দেখতে পেলে সে যেন ঐ কল্যাণকর কাজটি করে এবং তার শপথের কাফফারা আদায় করে।

٢١٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا اَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَمِّهِ اَبِى الْاَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْجُشَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَاْتِيْنِى ابْنُ عَمِّىْ فَاَحْلِفُ اَنْ لاَّ اُعْطِيَهُ وَلاَ اَصِلَهُ قَالَ كَفِّرْ عَنْ يَّمِيْنِكَ .

২১০৯। আবুল আহ্‌ওয়াস আওফ ইবনে মালেক আল-জুশামী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট আমার চাচাতো ভাই এলে আমি শপথ করে বলি যে, আমি তাকে কিছু দানও করবো না এবং তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও বজায় রাখবো না। তিনি বলেন ঃ তোমার শপথের কাফ্‌ফারা শোধ করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

যারা বলে, মন্দ বিষয়ে শপথের কাফ্ফারা হলো কাজটি বর্জন করা।

٢١١٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فِىْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ اَوْ فِيْمَا لاَ يَصْلُحُ فَبِرُّهُ اَنْ لاَّ يَتِمَّ عَلٰى ذٰلِكَ .

২১১০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ করলে অথবা অসঙ্গত বিষয়ের শপথ করলে, ঐ কাজটি তার না করার ভিতরেই কল্যাণ নিহিত আছে।

٢١١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ ثَنَا رَوْحُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا فَاِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا .

২১১১। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করার পর তার বিপরীতে কল্যাণ লক্ষ্য করলে সে যেন তার শপথ ত্যাগ করে। তার শপথ ত্যাগ করাই তার শপথ ভঙ্গের কাফফারা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ كَمْ يُطْعَمُ فِىْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ

শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারাস্বরূপ কয়জনকে আহার করাতে হবে?

٢١١٢- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيْدَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَكَّائِىُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ يَعْلَى الثَّقَفِىُّ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَفَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَاَمَرَ النَّاسَ بِذٰلِكَ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .

২১১২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সা খেজুর কাফ্ফারা স্বরূপ দান করেন এবং লোকদেরও এরূপ নির্দেশ দেন। কেউ যদি তা না পায়, তবে অর্ধ সা গম আদায় করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ

মধ্যম ধরনের আহার্যদান, যা তোমরা নিজেদের পরিজনদের আহার করিয়ে থাকো।

٢١١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِى الْمُغِيْرَةِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَقُوْتُ اَهْلَهُ قُوْتًا فِيْهِ سَعَةٌ وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوْتُ اَهْلَهُ قُوْتًا فِيْهِ شِدَّةٌ فَنَزَلَتْ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ .

২১১৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন কোন লোক তার পরিবার পরিজনের আহারের জন্য সহজেই পর্যাপ্ত ব্যয় করতে পারতো এবং কোন কোন লোক একান্ত কষ্টেই তার পরিজনদের জন্য অপর্যাপ্ত ব্যয় করতো। তখন এই আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "মধ্যম ধরনের, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদের আহার করিয়ে থাকো" (সূরা মাইদা ঃ ৮৯)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ النَّهْىِ اَنْ يَّسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِىْ يَمِيْنِهِ وَلاَ يُكَفِّرُ

মন্দ কাজের শপথ করে তাতে অটল থাকা এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা শোধ না করা উভয়ই নিষিদ্ধ।

٢١١٤- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَعْمَرِىُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ اِذَا اسْتَلَجَّ اَحَدُكُمْ فِى الْيَمِيْنِ فَاِنَّهُ اٰثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِىْ اُمِرَ بِهَا .

২১১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ আল্লাহ্‌র বিধানমত কাফ্ফারা আদায় না করে কোন অসঙ্গত শপথের উপর অটল থাকলে সে আল্লাহ্‌র নিকট অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

٢١١٤(١)-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

২১১৪(ক)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া-ইয়াহ্ইয়া ইবনে সালেহ ওয়াহাজী-মুয়াবিয়া ইবনে সাল্লাম-ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর-ইকরিমা-আবু হুরায়রা (রা)-মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ اِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

শপথকারীর দায়মুক্তিতে সাহায্য করা।

٢١١٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ .

২১১৫। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথকারীর দায়মুক্তিতে সাহায্য করতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

٢١١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَفْوَانَ اَوْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيِّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَ بِاَبِيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اجْعَلْ لِاَبِيْ نَصِيْبًا مِنَ الْهِجْرَةِ فَقَالَ اِنَّهُ لاَ هِجْرَةَ فَانْطَلَقَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتَنِيْ فَقَالَ اَجَلْ فَخَرَجَ الْعَبَّاسُ فِيْ قَمِيْصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَرَفْتَ فُلاَنًا وَالَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَجَاءَ بِاَبِيْهِ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّهُ لاَ هِجْرَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ فَمَدَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَمَسَّ يَدَهُ فَقَالَ اَبْرَرْتُ عَمِّيْ وَلاَ هِجْرَةَ .

২১১৬। আবদুর রহমান ইবনে সাফওয়ান অথবা সাফওয়ান ইবনে আবদুর রহমান আল-কুরাশী (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন আবদুর রহমান তার পিতাকে নিয়ে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতাকে হিজরতে শরীক করুন। তিনি বলেন ঃ আর তো হিজরত নেই। তিনি সেখান থেকে চলে গিয়ে আব্বাস (রা)-র নিকট উপস্থিত

হয়ে বললেন, আপনি আমাকে চিনেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। এরপর আব্বাস (রা) একটি জামা গায়ে দিয়ে চাদরবিহীন অবস্থায় বেরিয়ে পড়লেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এই লোক এবং তার ও আমাদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে অবহিত। সে তার পিতাকে নিয়ে এসেছে, যেন আপনি তাকে হিজরতের জন্য বাইআত করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এখন তো আর হিজরত নেই। আব্বাস (রা) বলেন, আপনাকে শপথ দিয়ে বলছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়ে লোকটির হাত স্পর্শ করলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার চাচার শপথ পূর্ণ করলাম এবং এখন আর হিজরত নেই।

٢١١٦(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِيْ زِيَادٍ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ . قَالَ يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ يَعْنِيْ لاَ هِجْرَةَ مِنْ دَارٍ قَدْ اَسْلَمَ اَهْلُهَا .

২১১৬ (ক)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া-হাসান ইবনুর রবী–আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস-ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ (র) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার মর্ম এই যে, যে দেশের অধিবাসীগণ ইসলাম গ্রহণ করেছে, সে দেশ থেকে হিজরত করে অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَاب النَّهْيِ اَنْ يُّقَالَ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ

“আল্লাহ যা চান এবং তুমি যা চাও” এরূপ বলা নিষেধ।

٢١١٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا الْاَجْلَحُ الْكِنْدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَلَفَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلْ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شِئْتَ .

২১১৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন শপথ করাকালে এভাবে না বলে, “আল্লাহ যা চান এবং তুমি যা ইচ্ছা করো”। বরং সে যেন বলে, “আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, এরপর তুমি যা ইচ্ছা করছো”।

٢١١٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَاٰى فِي النَّوْمِ

أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلاً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْ لاَ أَنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُوْلُوْنَ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَمَا وَاللّٰهِ إِنْ كُنْتُ لَأَعْرِفُهَا لَكُمْ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ .

২১১৮। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। এক মুসলিম ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে যে, আহ্‌লে কিতাবের এক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাত হলে সে বললো, তোমরা কতই না উত্তম জাতি, যদি তোমরা শেরেক না করতে। তোমরা বলে থাকো, "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং মুহাম্মাদ যা ইচ্ছা করেন"। অতঃপর সে স্বপ্নের কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করলো। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! শোনো, আমি তো তোমাদের এরূপ কিছু বলতে শিখাইনি। তোমরা বলবে, "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, এরপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান"।

٢١١٨(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ أَخِيْ عَائِشَةَ لِأُمِّهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

২১১৮ (ক)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে আবুশ শাওয়ারিব-আবু আওয়ানা-আবদুল মালেক-রিবঈ ইবনে হিরাশ-আয়েশা (রা)-র বৈপিত্রেয় ভাই তুফাইল ইবনে সাখ্‌বারা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ مَنْ وَرَّى فِيْ يَمِيْنِهِ

শপথের বিষয় কেউ যদি মনের মধ্যে গোপন রাখে।

٢١١٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ إِسْرَائِيْلَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عَبْدِ الْأَعْلٰى عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِيْهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يَّحْلِفُوْا فَحَلَفْتُ أَنَا أَنَّهُ أَخِيْ فَخَلَّى سَبِيْلَهُ فَأَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوْا أَنْ يَّحْلِفُوْا وَحَلَفْتُ أَنَا أَنَّهُ أَخِيْ فَقَالَ صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ .

২১১৯। সুওয়াইদ ইবনে হানযালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশে বের হলাম এবং আমাদের সাথে ছিলেন ওয়াইল ইবনে হুজর (রা)। তার এক শত্রু তাকে ধরে ফেলে। সাথের লোকজন শপথ করতে রাযী হলো না। তাই আমি শপথ করে বললাম যে, সে আমার ভাই। অতএব সে তাঁকে ছেড়ে দেয়। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে জানালাম যে, দলের লোকজন শপথ করতে সম্মত না হওয়ায় আমি শপথ করে বলি যে, সে আমার ভাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি সত্য বলেছো। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।

٢١٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبَّادِ ابْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْيَمِيْنُ عَلٰى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ .

২১২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শপথের ফলাফল শপথকারীর অভিপ্রায়ের উপর নির্ভরশীল।

٢١٢١-حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنُكَ عَلٰى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ.

২১২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার প্রতিপক্ষ তোমার শপথে আস্থা স্থাপন করলে সেটাই হবে তোমার শপথের ভিত্তি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ النَّهْىِ عَنِ النَّذْرِ

মান্নত করা নিষেধ।

٢١٢٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ اِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ اللَّئِيْمِ .

২১২২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান্নত করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ এর দ্বারা কৃপণের কিছু সম্পদ হাতছাড়া হয় মাত্র।

٢١٢٣-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ النَّذْرَ لاَ يَاْتِى ابْنَ اٰدَمَ بِشَىْءٍ اِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ وَلٰكِنْ يَّغْلِبُهُ الْقَدَرُ مَا قُدِّرَ لَهُ فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ فَيُيَسَّرُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُيَسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذٰلِكَ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ .

২১২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মান্নত আদম-সন্তানের জন্য তার তাকদীরে নির্ধারিত বস্তুর অতিরিক্ত কিছু বয়ে আনে না, বরং তার জন্য নির্ধারিত তাকদীরই তার উপর বিজয়ী হয়। অতএব এর দ্বারা বখীলের কিছু আর্থিক খরচ হয় মাত্র। ফলে ইতিপূর্বে তার জন্য যা সহজ ছিলো না তা তার জন্য সহজ হয়ে গেলো। আল্লাহ তাআলা অবশ্যি বলেছেন, তুমি খরচ করলে আমিও তোমার জন্য খরচ করবো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ النَّذْرِ فِى الْمَعْصِيَةِ

পাপাচারমূলক কাজের মান্নত।

٢١٢٤- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةٍ وَّلاَ نَذْرَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ .

২১২৪। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাপকাজে মান্নত করা যাবে না এবং আদম-সন্তান যে জিনিসের মালিক নয় তার মান্নতও হয় না।

٢١٢٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ اَبُوْ طَاهِرٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنْبَاَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ .

২১২৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ গুনাহের কাজে মান্নত করা যাবে না। এর কাফ্ফারা হলো শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারার অনুরূপ (দা, তি, না, আ)।

٢١٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَّعْصِيَ اللّٰهَ فَلاَ يَعْصِه .

২১২৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার মান্নত করে, সে যেন তা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অবাধ্যাচরণ করার মান্নত করে, সে যেন তা না করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّه

কেউ নামোল্লেখ না করে মান্নত করলে।

٢١٢٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّه فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ .

২১২৭। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি নামোল্লেখ না করে মান্নত করলে তার কাফফারা হলো শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারার অনুরূপ।

٢١٢٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا خَارِجَةُ ابْنُ مُصْعَبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّه فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا اَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِه .

২১২৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি নামোল্লেখ না করে মান্নত করলে তার কাফ্‌ফারা হবে শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারার অনুরূপ। আর কোন ব্যক্তি তার সামর্থ্যের বহির্ভূত কিছুর মান্নত করলে তার কাফ্‌ফারাও শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারার অনুরূপ। আর যে ব্যক্তি তার সামর্থ্য মোতাবেক মান্নত করে, সে যেন তা পূরণ করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

মান্নত পূর্ণ করা।

٢١٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَذَرْتُ نَذْرًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَسَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ بَعْدَ مَا اَسْلَمْتُ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اُوْفِىَ بِنَذْرِىْ .

২১২৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে একটি মান্নত করেছিলাম। ইসলাম গ্রহণের পর আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে মান্নত পূর্ণ করার নির্দেশ দেন।

٢١٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْحَاقَ الْجَوْهَرِىُّ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ رَجَاءٍ اَنْبَاَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ نَذَرْتُ اَنْ اَنْحَرَ بِبُوَانَةَ فَقَالَ فِىْ نَفْسِكَ شَىْءٌ مِّنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ لاَ قَالَ اَوْفِ بِنَذْرِكَ .

২১৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বুয়ানা নামক স্থানে একটি কোরবানী করার মান্নত করেছি। তিনি বলেন ঃ তোমার মধ্যে কি জাহিলিয়াতের চিন্তা অবশিষ্ট রয়ে গেছে? সে বললো, না। তিনি বলেন ঃ তাহলে তোমার মান্নত পূর্ণ করো।

٢١٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِىِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ الْيَسَارِيَّةِ اَنَّ اَبَاهَا لَقِىَ النَّبِىَّ ﷺ وَهِىَ رَدِيْفَةٌ لَهُ فَقَالَ اِنِّىْ نَذَرْتُ اَنْ اَنْحَرَ بِبُوَانَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ بِهَا وَثَنٌ قَالَ لاَ قَالَ اَوْفِ بِنَذْرِكَ .

২১৩১। মায়মূনা বিনতে কারদাম আল-ইয়াসারিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করেন। তখন মায়মূনা তার পিতার সাথে একই বাহনে তার পিছনে বসা ছিলেন। তিনি (পিতা) বললেন, আমি বুয়ানা নামক স্থানে একটি কোরবানী করার মান্নত করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন ঃ সেখানে কি কোন মূর্তি আছে? তিনি বলেন, না। তিনি বলেন ঃ তোমার মান্নত পূর্ণ করো।

٢١٣١(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

২১৩১(ক)। আবু বাক্র ইবনে আবু শায়বা-ইবনে দুকাইন-আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান-ইয়াযীদ ইবনে মিকসাম-মায়মূনা বিনতে কারদাম (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

কেউ মান্নত পূর্ণ না করে মারা গেলে।

٢١٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ نَذْرٍ كَانَ عَلٰى اُمِّهِ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْضِهِ عَنْهَا .

২১৩২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সাদ ইবনে উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার মায়ের একটি মান্নত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, যা পূর্ণ করার আগেই তার মা মারা যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি তার পক্ষ থেকে তা পূর্ণ করো।

٢١٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ اُمِّىْ تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ فَتُوُفِيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِىُّ .

২১৩৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমার মা মারা গেছেন। তিনি রোযা রাখার মান্নত করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার রোযার মান্নত পূর্ণ করার আগেই মারা গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তার পক্ষ থেকে ওলী (ওয়ারিস) যেন রোযা রাখে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ مَنْ نَذَرَ اَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا

যে ব্যক্তি পদব্রজে হজ্জ করার মান্নত করেছে।

٢١٣٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الرُّعَيْنِيِّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَالِكٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اُخْتَهُ نَذَرَتْ اَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ وَاَنَّهُ ذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ .

২১৩৪। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার বোন নগ্নপদে ও অনাবৃত চেহারায় পদব্রজে (হজ্জে) যাওয়ার মান্নত করেছে। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করলেন। তিনি বলেন ঃ তাকে বলো, সে যেন বাহনে আরোহণ করে এবং মুখমণ্ডল আবৃত রেখে (হজ্জে যায়) এবং তিন দিন রোযা রাখে।

٢١٣٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَاَى النَّبِيُّ ﷺ شَيْخًا يَمْشِىْ بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا شَاْنُ هٰذَا قَالَ ابْنَاهُ نَذْرٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ارْكَبْ اَيُّهَا الشَّيْخُ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ .

২১৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৃদ্ধকে দেখলেন যে, সে তার দুই ছেলের উপর ভর করে হেঁটে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ এ ব্যক্তির কি হয়েছে? ছেলেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (তার) মান্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে বুড়ো! তুমি বাহনে আরোহণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমার ও তোমার মান্নতের মুখাপেক্ষী নন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ مَنْ خَلَطَ فِىْ نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ

কোন ব্যক্তি তার মান্নতের মধ্যে পাপ-পুণ্য একাকার করে ফেললে।

٢١٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

مَرَّ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ وَهُوَ قَائِمٌ فِى الشَّمْسِ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا نَذَرَ اَنْ يَّصُوْمَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ اِلَى اللَّيْلِ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَلاَ يَزَالَ قَائِمًا قَالَ لِيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَجْلِسْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ .

২১৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় রোদের মধ্যে দাঁড়ানো এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ কি? লোকজন বললো যে, সে রোযা রাখার, সারাটা দিন ছায়া গ্রহণ না করার এবং কথাবার্তা না বলার মান্নত করেছে। তাই সে এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বলেনঃ সে যেন কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে, বসে এবং তার রোযা পূর্ণ করে।

٢١٣٦(١)- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ شَيْبَةَ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

২১৩৬ (ক)। হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে শায়বা ওয়াসিতী-আলা ইবনে আবদুল জাব্বার-ওয়াহ্ব-আইউব-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

সুনান ইবনে মাজা

(চার খণ্ডের বিষয়বস্তু)

প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ১০৮০ নং হাদীস)

দ্বিতীয় খণ্ড

(১০৮১ নং হাদীস থেকে ২১৩৬ হাদীস)

তৃতীয় খণ্ড

(২১৩৭ নং হাদীস থেকে ৩২৫০ নং হাদীস)

চতুর্থ খণ্ড

(৩২৫১ নং হাদীস থেকে ৪৩৪১ হাদীস)

৩১. كِتَابُ الطِّبِّ (চিকিৎসা)

৩২. كِتَابُ اللِّبَاسِ (পোশাক-পরিচ্ছদ)

৩৩. كِتَابُ الْأَدَبِ (শিষ্টাচার)

৩৪. كِتَابُ الدُّعَاءِ (দোয়া)

৩৫. كِتَابُ تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا (স্বপ্নের ব্যাখ্যা)

৩৬. كِتَابُ الْفِتَنِ (কলহ ও বিপর্যয়)

৩৭. كِتَابُ الزُّهْدِ (কৃচ্ছ্রসাধনা)

শব্দসংক্ষেপ

অনু. = অনুবাদক
(আ) = আলাইহিস সালাম
আ = মুসনাদে ইমাম আহ্‌মাদ
ই = সুনান ইবনে মাজা
খ. = খণ্ড
খৃ. = খৃস্টাব্দ
জ. = জন্মসাল
তি = জামে আত-তিরমিযী
দা = সুনান আবু দাউদ
দার = সুনান আদ-দারিমী
দ্র. = দ্রষ্টব্য
না = সুনান নাসাঈ (আল-মুজতাবা)
পৃ. = পৃষ্ঠা
বু = সহীহ আল-বুখারী
মা = মুওয়াত্তা ইমাম মালেক
মু = সহীহ মুসলিম
মৃ. = মৃত্যুসাল
(র) = রাহিমাহুল্লাহ্
(রা) = রাদিয়াল্লাহু আনহু
(স) = সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সম্পা. = সম্পাদক
হি. = হিজরী সাল

أَنَا = أَخْبَرَنَا
ثَنَا = حَدَّثَنَا
ح = تَحْوِيْلُ الْاِسْنَادِ
ْ = জযম
ّ = তাশদীদযুক্ত যের

সুনান
ইবনে মাজা
দ্বিতীয় খণ্ড